শ্রীমদ্ভাগবত।

মহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত।

একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধ।

শ্রীদুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
বঙ্গ ভাষায় অনুবাদিত ও পরিশোধিত।

শ্রীদয়ালচাঁদ সাবুই মহোদয়ের ব্যয়ে
প্রকাশিত।

——00——

"————————ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা ॥ ব্যাস।
কর অধীশ্বর জগদীশ্বরকে নিত্য ধ্যান করা, অর্চ্চনা করা এবং
তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা উচিত।

কলিকাতা।

৬৬ নং বীডিন্ ষ্ট্রীট
বীডিন্ যন্ত্রে
শ্রীহরচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১২৮২



শ্রীমদ্ভাগবতের সূচীপত্র।

——00——

উপসংহার।

বিগত ১২৭৭ সাল আষাঢ় মাসে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম খণ্ড প্রচারিত হয়। ১২৮২ জৈষ্ঠ মাসে উহার শেষ খণ্ড—ষড়বিংশ খণ্ড—প্রচারিত হইল। আমার শারীরিক, ও বৈষয়িক ব্যাঘাত বশতঃ ভাগবত শেষ করিতে এত অসঙ্গত বিলম্ব হইয়াছে। তাহাতে গ্রাহক মহাশয়দিগকে নিতান্ত বিরক্ত করা হইয়াছে। তজ্জন্য তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ অপরাধী হইয়াছি। কিন্তু মনুষ্য-জীবন ব্যাঘাত-ময়, এবং কার্য্য অতি গুরুতর; বোধ হয় আমাদিগের সদাশয় ও বিজ্ঞ গ্রাহক মহোদয়েরা সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। তজ্জন্য ভরসা আছে, তাঁহাদিগের নিকট ক্ষমা পাইতে পারি। সবিনয়ে প্রার্থনাও করি তাঁহারা নিজ নিজ মহত্ত্ব গুণে ক্ষমা করিবেন।

এক্ষণে ভাগবতের অনুবাদ শেষ করিলাম। আদ্যো-পান্ত পর্য্যালোচনা করিয়া যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বলিতে হইবে জ্ঞানলিপ্সু ব্যক্তিমাত্রেরই ভাগবত অবশ্য-পাঠ্য। সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিই ইহা হইতে নিজ অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। ভাগবতের অনুবাদ বিশদ ও প্রাঞ্জল করিতে আমি কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, সহৃদয় ও গুণগ্রাহী পাঠকেরাই তাহা বলিতে পারেন। আমি

এই মাত্র বলিতে পারি যে আশানুরূপ বিশদ ও প্রাঞ্জল হয় নাই। আশা রহিল, যদি গ্রাহকদিগের, অনুগ্রহে ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ করিতে পাই তাহা হইলে তদ্বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা করিব।

প্রকাশক শ্রীযুক্ত বাবু দয়ালচাঁদ সাবুই মহাশয় আমার ধন্যবাদের প্রথম পাত্র। তিনি ব্যয় স্বীকার করাতেই আমি এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সমর্থ হই। প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবী হইয়া এইরূপ সৎকার্য্য সাধন করুন। পরে দেশ-হিতৈষী, গুণী গ্রাহক মহোদয়গণের প্রতি আমার ধন্যবাদ দেয়। তাঁহারা কৃপা করিয়া এক এক খানি ভাগবত গ্রহণ করিয়া আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। যথেষ্ট সহিষ্ণুতাও প্রকাশ করিয়াছেন। ভাগবত শেষ হওয়া তাঁহাদিগেরই কৃপার উপর অনেক নির্ভর করিয়াছে ইতি

কলিকাতা
জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ } শ্রীদুর্গাচরণ শর্ম্মা।

শ্রীমদ্ভাগবত।

একাদশ স্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাম ও যদুগণে পরিবৃত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণ বেগবত্তর [১] কলহ উৎপাদন করত, দৈত্য বধ করিয়া পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়াছিলেন। যে পাণ্ডুপুত্রেরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক কপটদ্যূত, অবজ্ঞা ও কেশগ্রহাদি দ্বারা অনেক বার কোপিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাদিগকে নিমিত্ত করিয়া, উভয় পক্ষে মিলিত রাজাদিগকে নাশ করত নিঃশেষরূপে ক্ষিতিভার হরণ করিয়াছিলেন [২]।

নিজ বাহু সকলের দ্বারা [৩] রক্ষিত যাদবগণের দ্বারা পৃথিবীর ভারভূত রাজগণ ও তাঁহা-দিগের সেনাসমূহ নাশ

১। অর্থাৎ, হিংসাতে যাহার পর্য্যবসান হইয়াছিল।

২। "যে পাণ্ডুপুত্রেরা" ইত্যাদি মূলের যে অংশ টুকুর অর্থ, অন্বয়-প্রভেদে তাহার অন্য এক অর্থও হয়;—

"যে পাণ্ডুপুত্রেরা শত্রুগণ কর্ত্তৃক কপটদ্যূত, অবজ্ঞা ও কেশগ্রহাদিদ্বারা অনেকবার কোপিত হইয়াছিলেন; সেই সকল (পাণ্ডুপুত্র ও তাঁহাদিগের শত্রুগণের) পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া" ইত্যাদি। অর্থাৎ, পুতনাদি যে সকল কপটদৈত্য, তাহাদিগকে নিজেই সংহার করিয়াছিলেন; আর যে সকল দৈত্য বান্ধবরূপে ছিল, (অর্থাৎ, দুর্য্যোধন, দুঃশাসনাদি) তাহাদিগকে, পরস্পরকে নিমিত্ত করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন।

৩। দ্বারকাতে বাস্তবিক চতুর্ভুজ ধারণ করিয়া থাকিতেন, এই অভি-প্রায়ে বলা হইল "ভুজ সকল"।

করিয়া, অপ্রমেয় (ভগবান্) চিন্তা করিলেন, বোধ করিতেছি, পৃথিবীর ভার যাইয়াও যেন যায় নাই; যে হেতু, অহো! অবিষহ্য যাদবকুল অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে[৪]। এই কুল আমাকে আশ্রয় করিয়া আছে; এবং (গজ তুরঙ্গাদি) বিভবে উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে; অতএব অন্য হইতে কোনও প্রকারে ইহার পরিভব হইবে না[৫]। বেণুস্তম্বের অভ্যন্তরে বহ্নির ন্যায়, যদুকুলের অভ্যন্তরে কলহ উৎপাদন করিয়া, শান্তি, (তদনন্তর বৈকুণ্ঠ) ধাম, প্রাপ্ত হই।

রাজন্! সত্যসঙ্কল্প বিভু ঈশ্বর এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ব্রাহ্মণগণের শাপচ্ছলে নিজ কুল সংহার করিয়াছিলেন। যাহা লোকসমূহের লাবণ্য ত্যাগ করাইয়াছিল[৬], সেই নিজ মূর্ত্তি দ্বারা মনুষ্যগণের লোচন; বাক্য সকলের দ্বারা সেই সকল (বাক্য) স্মরণকারীদিগের চিত্ত; এবং (বিবিধ স্থানে অঙ্কিত) পদচিহ্ন সকলের দ্বারা, সেই সকল (পদচিহ্ন) দর্শনকারীদিগের (অন্যত্র গমনাদি) ক্রিয়া সকল আকর্ষণ; আর, "ইহা দ্বারা নিশ্চয়ই অনায়াসে অজ্ঞান পার হইতে পারিবে" এই

৪। "আচ্ছা; শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, ইহা জানিয়া যাদবেরা কেন তাঁহার হিংসা করেন নাই?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল, "অপ্রমেয়;" অর্থাৎ, তিনি কি ইচ্ছা করেন, কেহ তাহা অনুমান করিতে পারে না।

"যাদব" কুলের এই বিশেষণ দেওয়াতেই সূচন করা হইল যে, ঐ কুল স্বয়ং ধ্বংস করা উচিত নহে।

৫। "তবে কেন অন্যে ঐ কুল নাশ করুক না;" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "এই কুল আমাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে" ইত্যাদি।

৬। অর্থাৎ, যাহা অপেক্ষা লোকে আর লাবণ্য নাই। অথবা, মূল বাক্যের এরূপও অর্থ হয়, যথা;—

যাহা লোকদিগকে লাবণ্যদান করে; অর্থাৎ, যাহার সংসর্গে লোকদিগের লাবণ্য জন্মে।

অভিপ্রায় করত পৃথিবীতে (কবিগণের) সুন্দররূপে বর্ণনীয় কীর্ত্তি বিস্তার, করিয়া ঈশ্বর নিজধামে গমন করিয়াছিলেন।

শ্রীরাজা কহিলেন, ব্রাহ্মণগণের হিতকারী, বদান্য, নিত্য বৃদ্ধগণের সেবাকারী, শ্রীকৃষ্ণচেতা যাদবগণের (প্রতি) ব্রহ্ম-শাপ কিরূপে হইয়াছিল? হে দ্বিজসত্তম! সেই শাপের যে কারণ এবং যে রূপ; আর, একাত্ম (যাদবগণের) ভেদ কি প্রকারে হইয়াছিল; এই সমস্ত আমাকে বলুন।

শ্রীবেদব্যাসতনয় কহিলেন, আপ্তকাম উদারকীর্ত্তি (শ্রীকৃষ্ণ) সকল-সুন্দর-বস্তুর-সন্নিবেশ-সমন্বিত দেহ ধারণপূর্ব্বক পৃথি-বীতে সুমঙ্গল কর্ম্ম সকল আচরণ করত, তখনও তাঁহার কর্ত্তব্য অবশিষ্ট ছিল, এই জন্য গৃহ আশ্রয়পূর্ব্বক ক্রীড়া করিয়া বংশ উচ্ছেদ করিতে ইচ্ছা করিলেন ৭। পুণ্যপ্রাপক, অতিসুখাত্মক, গানকারী জগতের কলিপাপাপহারক কর্ম্ম সকল সমাপন করিয়া ৮, বসুদেবের গৃহে বাসকারী কাল-

৭। "আপ্তকাম" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ঈশ্বরেচ্ছাই ঐ বিষয়ের কারণ;

তাঁহার দেহ সকল সুন্দর বস্তুর সন্নিবেশ সমন্বিত; এই কথা বলা হইল। ইহাতে তর্ক হইতে পারে, তবে কি তিনি বিষয়ে রত ছিলেন। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না, সুমঙ্গল কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন। কর্ম্ম কি কোনও কামনায় করিতেন? না, তিনি "আপ্তকাম," অর্থাৎ, সকল অভিলষিতই তাঁহার নিত্য প্রাপ্ত। তবে কেন কর্ম্ম করিতেন? লোককে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, দ্বারকাগৃহ আশ্রয় করিয়া ক্রীড়া করিতেন। আচ্ছা যিনি আপ্তকাম, তাঁহার গৃহরতির ও কর্ম্মের আবশ্যক কি? আছে; তাঁহার কীর্ত্তি বহু ফল প্রদান করে; তিনি সেই কীর্ত্তি বিস্তারের নিমিত্ত গৃহ আশ্রয় ও কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন।

৮। পূর্ব্বোক্ত উদারকীর্ত্তিমত্তা স্পষ্ট করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যে নানা যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতেন, "পুণ্য প্রাপক" ইত্যাদি দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম উল্লেখ করা হইতেছে।

রূপী [৯] (শ্রীকৃষ্ণ) কর্ত্তৃক বিসর্জ্জিত হইয়া, বিশ্বামিত্র, অসিত, কণ্ব, দুর্ব্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মুনি সকল পিণ্ডারকে [১০] গমন করিলেন। যদু-বংশের অবিনীত কুমার সকল ক্রীড়া করত জাম্ববতীনন্দন সাম্বকে স্ত্রীবেশে সাজাইয়া তাঁহাদিগের নিকটে গমন করিয়া পাদ ধারণপূর্ব্বক বিনীতের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল, হে প্রকৃত-অমোঘ-দর্শন বিপ্রগণ! এই অসিতনয়না অন্তর্বত্নী; পুত্র কামনা করিতেছেন; ইহাঁর প্রসবকাল নিকটবর্ত্তী হইয়াছে; সাক্ষাৎ আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে ইহাঁর লজ্জা হই-তেছে; (এইজন্য আমাদিগের মুখ দ্বারা) আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কি প্রসব করিবেন? (পুত্র, না কন্যা?)

রাজন্! মুনিগণ এইরূপে বঞ্চিত হওয়াতে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, রে মন্দগণ! তোদের কুলনাশন মূষল প্রসব করিবে। তাহা শ্রবণ করিয়া তাহারা অতিশয় ভীত হইয়া সহসা সাম্বের উদর [১১] মোচন করিয়া তাহাতে সত্যই লৌহময় মূষল দর্শন করিল। "মন্দভাগ্য আমরা কি করিলাম! লোকেরা আমাদিগকে কি বলিবে!" এই চিন্তায় বিহ্বল হইয়া মূষল গ্রহণ করত গৃহে প্রস্থান করিল; এবং সেই (মূষল) সভায় লইয়া পরিম্লান-মুখশ্রী হইয়া সমুদায় যাদবের নিকটে রাজাকে নিবেদন করিল। রাজন্! অমোঘ ব্রহ্মশাপ শ্রবণ, এবং মূষল

৯। ঋষিদিগকে কেন বিদায় দিলেন? ইহার হেতু দেখান হইল, "বসুদেবের গৃহে বাসকারী কালরূপী" এই বলিয়া। অর্থাৎ, তিনি নিজ কুল ধ্বংস করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১০। দ্বারকার নিকটবর্ত্তী এই নামে তীর্থ।

১১। কৃত্রিম উদর।

দর্শন করিয়া, দ্বারকাবাসী সকল বিস্মিত ও ভয়ে সাতিশয় ভীত হইল। যদুরাজ আহুক সেই মূষল চূর্ণ করাইয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলেন; ইহার (যে চূর্ণ) লৌহ অবশিষ্ট রহিল, তাহাও (প্রক্ষেপ করিলেন।) কোনও মৎস্য লৌহ গ্রাস করিল; চূর্ণ সকল তরঙ্গ-নিকর দ্বারা ইতস্ততঃ বাহ্যমান হওয়াতে বেলায় সংলগ্ন হইয়া এরকা হইল। মৎস্য জালুকদিগের কর্ত্তৃক অন্যান্য মৎস্য সকলের সহিত সাগরে জাল দ্বারা ধৃত হইল। সেই লুব্ধক তাহার উদরগত লৌহে দুইটী শল্য প্রস্তুত করিল। সর্ব্ববিষয়জ্ঞ, ভগবান্, সমর্থ হইয়াও, সেই ব্রহ্মশাপকে অন্যথা করিতে ইচ্ছা করিলেন না; (প্রত্যুত) কালরূপী অনুমোদন করিলেন।

মৌষল যুদ্ধের উপক্রম নামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।



শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কুরুধুরন্ধর! নারদ শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে উৎসুক হইয়া গোবিন্দের ভুজরক্ষিতা দ্বারকায়[১] বার বার[২] বাস করিতেন। রাজন্! যাঁহার সর্ব্ব লোকেই মৃত্যু (নিশ্চিত;) এরূপ কোন্ ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন ব্যক্তি অমরশ্রেষ্ঠ-দিগেরও উপাস্য মুকুন্দ-পাদ-পদ্ম ভজনা না করিবেন? একদা গৃহাগত সেই দেবর্ষি অর্চ্চিত হইয়া সুখে উপবিষ্ট হইলে পর, বসুদেব অভিবাদন করিয়া এই কথা কহিলেন। শ্রীবসু-দেব কহিলেন, যেমন পিতামাতার আগমন (পুত্রদিগের,) যেমন মহাত্মাদিগের (আগমন) কৃপণ ব্যক্তিদিগের, তেমনি ভগবৎস্বরূপ আপনার (আগমন) সর্ব্ব দেহীর মঙ্গলের নিমিত্ত। দেবচরিত ভূতগণের পক্ষে দুঃখের, এবং সুখের নিমিত্তও হইয়া থাকে[৩]; (কিন্তু) ভবাদৃশ অচ্যুতাত্মা সাধুদিগের (চরিত) কেবল সুখেরই নিমিত্ত হয়। যাঁহারা যেপ্রকার দেবতাদিগকে ভজনা করেন, কর্ম্মসহায় দেবতারাও, ছায়ার ন্যায়,[৪] তাঁহাদিগকে সেই প্রকারেই (ভজনা করেন।)[৫]

১। আচ্ছা, দক্ষশাপাদিহেতু নারদের এক স্থানে অবস্থিতি হইত না। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া দ্বারকার বিশেষণ দেওয়া হইল, "গোবিন্দের ভুজ দ্বারা রক্ষিতা"। অর্থাৎ, তথায় শাপাদির প্রভাব সম্ভাবিত নহে।

২। অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বার বার বিদায় দিলেও, তিনি পুনঃ পুনঃ বাস করিতেন। ৩। অতি বৃষ্ট্যাদি দ্বারা।

৪। অর্থাৎ, যেমন পুরুষ যে প্রকার করে, তাহার ছায়াও সেই প্রকার করিয়া থাকে।

৫। অর্থাৎ, তাহাকে সেই রূপই ফল প্রদান করিয়া থাকেন।

(কিন্তু) সাধুরা দীনবৎসল [৬]। ব্রহ্মন্! তথাপি [৭] আপনাকে বিবিধ ভাগবত [৮] ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতেছি; যে সকল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ করিলে মর্ত্ত্য সমুদায় ভয় হইতে মুক্ত হয়। আমি নিশ্চয়ই দেবমায়ায় মোহিত হইয়া, ভূমণ্ডলে মুক্তিপ্রদ সেই পুরাণ (পুরুষকে) পুত্রলাভপ্রয়োজনে পূজা করিয়াছি; মোক্ষপ্রয়োজনে নহে। হে সুব্রত! আপনাদিগকে হেতু করিয়া, আমি যাহাতে বিবিধ-ব্যসন-ভূমি, সর্ব্বত্র হইতে ভয়-সমন্বিত (সংসার) হইতে অনায়াসে সাক্ষাৎ মুক্ত হইতে পারি, তদ্বিষয়ে শিক্ষিত করুন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! ধীমান্ বসুদেব কর্ত্তৃক এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবর্ষি আনন্দিত হইলেন; এবং হরির গুণ গণ দ্বারা [৯] (হরিকে) স্মারিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে যাদবশ্রেষ্ঠ! তুমি যে সর্ব্বশোধক ভাগবত ধর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিলে, এ তোমার উত্তম উদ্যোগই হইয়াছে। ভাগবত ধর্ম্ম শ্রুত, পঠিত, ধ্যাত, আদৃত বা অনুমোদিত হইলে দেবতা-এবং-বিশ্ব-দ্রোহীকেও [১০] তৎক্ষণাৎ পবিত্র করে। তুমি অদ্য আমাকে পরমকল্যাণ, পুণ্য-শ্রবণ, পুণ্য-কীর্ত্তন, দেব নারায়ণকে স্মরণ করাইয়া দিলে। এই বিষয়ে ঋষভের পুত্রগণ ও মহাত্মা বিদেহরাজের কথোপকথনবিষয়ক

৬। অর্থাৎ, তাঁহারা নিরপেক্ষ হইয়া মঙ্গল করেন।

৭। অর্থাৎ, যদিও আপনাদিগের আগমন মাত্রেই আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, তথাপি।

৮। অর্থাৎ, যে ধর্ম্মদ্বারা ভগবান্ তুষ্ট হন।

৯। বর্ণনীয়রূপে প্রস্তুত।

১০। অথবা "হে বসুদেব! বিশ্বদ্রোহীকেও" এরূপও অর্থ হইতে পারে।

এক পুরাতন ইতিহাস কথিত হইয়া থাকে;—স্বায়ম্ভুব মনুর যে প্রিয়ব্রত নামে পুত্র, তাঁহার (পুত্র) অগ্নিধ্র; তাঁহা হইতে নাভি; নাভির পুত্র ঋষভ নামে জাত হইয়া থাকেন; (লোকে) বলিয়া থাকে, তিনি বাসুদেবের অংশ; মোক্ষধর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার এক শত ব্রহ্মবিদ্যা-পারগ পুত্র জন্মে; নারায়ণপরায়ণ ভরত তাঁহাদিগের জ্যেষ্ঠ; যাঁহার নামে এই অদ্ভুত বর্ষ ভারত (বর্ষ) নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তিনি ভুক্তভোগা এই (পৃথিবীকে) পরিত্যাগ করত নির্গত হইয়া তিন জন্মে তপস্যা দ্বারা হরিকে উপাসনা করিয়া তদীয় পদবী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (ঋষভের) পূর্ব্বোক্ত (পুত্র) সকলের মধ্যে নয় জন এই (ভারতবর্ষের) চতুর্দ্দিকে নয় দ্বীপের অধিপতি হন; একাশীতি জন কর্ম্মতন্ত্র-প্রণেতা ব্রাহ্মণ হন। কবি, হবিঃ, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন, (এই) নয় জন পরমার্থ-নিরূপক, (আত্মবিদ্যাভ্যাসে) শ্রমশীল, দিগম্বর, আত্মবিদ্যাবিশারদ মহাভাগ মুনি হইয়াছিলেন। সেই তাঁহারা আত্মনির্ব্বিশেষে সদসদাত্মক বিশ্বকে ভগবৎস্বরূপ দর্শন করত পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের অভীষ্ট গতি কোথাও নিবারিত হইত না; তাঁহারা মুক্ত হইয়া সুর, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর, ও নাগলোক সকল এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, দ্বিজ, এবং গোগণের ভুবন সকলে যথেষ্ট ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা একদা ভারতবর্ষে ঋষিদিগের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান মহাত্মা নিমির যজ্ঞে যদৃচ্ছা ক্রমে উপস্থিত হইলেন। রাজন্! সূর্য্যসঙ্কাশ মহাভাগবত

তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া যজমান, এবং অগ্নি ও ব্রাহ্মণ, সকলেই উৎথিত হইলেন। বিদেহ তাঁহাদিগকে নারায়ণপরায়ণ জানিয়া, আনন্দিত হইয়া, তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে পর, তাঁহাদিগকে যথাযোগ্যরূপে পূজা করিলেন। পরম সন্তুষ্ট রাজা নিজ নিজ প্রভায় প্রকাশমান ব্রহ্মপুত্রতুল্য সেই নয় জনকে, বিনয়ে অবনত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিদেহ কহিলেন, বোধ করিতেছি, আপনারা সাক্ষাৎ ভগবান, মধুরিপুর পার্ষদ; বিষ্ণুর (ভক্ত) জীবগণ লোকদিগকে পবিত্র করত (সর্ব্বত্র) পর্য্যটন করিয়া থাকেন। ক্ষণভঙ্গুর (হইলেও,) মানুষ দেহ দেহিগণের দুর্ল্লভ; সেই (দেহেও) আবার বোধ করি, অচ্যুতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের দর্শন দুষ্প্রাপ্য। অতএব, হে নিষ্পাপ সকল! আপনাদিগকে আত্যন্তিক মঙ্গল জিজ্ঞাসা করি; এই সংসারমধ্যে ক্ষণার্দ্ধমাত্রের জন্য হইলেও, সাধুসঙ্গ মনুষ্যগণের পক্ষে নিধি[১১]। হরি যে ধর্ম্ম সকলের দ্বারা প্রীত হইয়া প্রপন্ন ব্যক্তিকে তাঁহার আপনাকেও দান করেন, (আপনারা) সেই সকল ভাগবত-ধর্ম্ম বলুন, যদি আমাদিগের শ্রবণ করিবার হয়।

শ্রীনারদ কহিলেন, হে বসুদেব! নিমি কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই সকল মহত্তম প্রতিপূজা করত প্রীতিপূর্ব্বক সদস্য, ঋত্বিক্‌ ও রাজাকে কহিলেন।

শ্রীকবি কহিলেন, বোধ করি এই (সংসারে) অচ্যুতের পাদাম্বুজসেবনই সর্ব্বথা অকুতোভয়; অসৎ (দেহাদিতে) আত্ম-

১১। অর্থাৎ, যেমন নিধিলাভে আনন্দ হয়, তেমনি ইহাতেও পরমানন্দ জন্মে।

বুদ্ধিহেতু নিত্যউদ্বিগ্নবুদ্ধি জনগণের উহাদ্বারা ভয়ের নিবৃত্তি হয়। ভগবান্ আত্ম (জ্ঞান) প্রাপ্তির নিমিত্ত অজ্ঞ পুরুষদিগকেও অতিসহজে [১২] যে সকল উপায় বলিয়াছিলেন, সেই সকলকে ভাগবত ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে; রাজন্! যে সকল আশ্রয় করিলে বিঘ্ন দ্বারা ব্যাহত হইতে হয় না; [১৩] এবং এই সকলে [১৪] নেত্রদ্বয় নিমীলনপূর্ব্বক ধাবমান হইলেও স্খলিত বা পতিত হইতে হয় না; অনুযায়ী স্বভাব হেতু শরীর, বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গ, এবং বুদ্ধি ও চিত্ত দ্বারা (জীব) যে যে কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই "পরমেশ্বর নারায়ণকে" এই বলিয়া সমর্পণ করিবে। [১৫] ঈশ্বর-

---

১২। অর্থাৎ, নিজমুখে; কারণ উহা অতি গূঢ়। বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম মন্বাদির মুখ দ্বারা উপদেশ করিয়াছিলেন।

১৩। যেমন যোগাদিতে নানা বিঘ্ন, ইহাতে তেমন নহে।

১৪। অর্থাৎ, এই সকল ভাগবত ধর্ম্মে।

১৫। "নিমীলন" অর্থাৎ অজ্ঞান। কথিত আছে;—"বেদ ও স্মৃতি, (মনুষ্যের) এই দুইটী চক্ষু। যাঁহার একটী নাই, তিনি কাণ; (আর) যাঁহার দুইটী নাই, তিনি অন্ধ বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।" অর্থাৎ, না জানিয়া।

যেমন পদন্যাসস্থান অতিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র উহার পর পর পদক্ষেপ করত গমন করিলে ধাবন করা হইয়া থাকে, তেমনি এই সকল ভাগবত ধর্ম্মেও কিছু কিছু অতিক্রমপূর্ব্বক শীঘ্র শীঘ্র পর পর ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়; সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে "স্খলিত" (বিঘ্নভাগী) হইতে হয় না; "পতিত" (ফল হইতে ভ্রষ্টও) হইতে হয় না।

"আচ্ছা, ঐ সকল ভাগবত ধর্ম্ম কি? সকল কর্ম্মই ত ঈশ্বরে অর্পিত হইয়া থাকে।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "অনুযায়ী স্বভাব হেতু।" অর্থাৎ, কেবল যে বিধিবিহিত কর্ম্মই অর্পণ করিতে হইবে, এরূপ নহে, স্বভাবানুসারি লৌকিক কর্ম্মও অর্পণ করিতে হইবে।

অথবা এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে, যথা; "আচ্ছা দেহাদিরইত কর্ম্ম, আত্মার ত নহে।" এই আশঙ্কা করিয়াও উত্তর দেওয়া হইতে পারে, "অনুযায়ী স্বভাব হেতু," অর্থাৎ, আত্মা তাঁহার নিজের উপর ব্রাহ্মণাদি স্বভাব অধ্যাস করিয়া লন; সেই স্বভাব হেতু যে সকল কর্ম্ম করেন"।

অর্থাৎ ঈশ্বরে সমর্পণ করা হইলে সকল কর্ম্মই ভাগবত ধর্ম্ম হইল। ভাবার্থ এই।

বিমুখ ব্যক্তির পক্ষে তাঁহার মায়াবশতঃ স্বরূপের স্ফূর্ত্তি হয় না; (তাহা হইতে, "দেহ আত্মা,") এই (বুদ্ধি-) বিপর্য্যয় ঘটে; (সেই) দ্বিতীয় অভিনিবেশ হইতে ভয় উৎপন্ন হয়; অতএব পণ্ডিত গুরুকে ঈশ্বর ও আত্মস্বরূপ দর্শন করত অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে সেই ঈশ্বরকে সম্যক্‌রূপে ভজনা করিবেন। [১৩] দ্বৈতপ্রপঞ্চ অবিদ্যমান হইলেও, ধ্যাতার মনো হেতু, স্বপ্ন ও মনোরথের ন্যায়, বিদ্যমানস্বরূপে প্রকাশ পায়; অতএব, যে কর্ম্ম সকলকে সঙ্কল্পিত ও বিকল্পিত করে, সেই মনকে দমন করিবে; তাহার পর অভয় হইবে। [১৭] লোকমধ্যে গীত, চক্রপাণির সুমঙ্গল জন্ম ও কর্ম্ম, এবং জন্ম-কর্ম্মনিচয় যাহার প্রয়োজন, সেই সকল নাম, শ্রবণপূর্ব্বক নির্লজ্জ হইয়া গান করত নিস্পৃহ হইয়া বিচরণ করিবে। [১৮] এইরূপ আচরণকারী ব্যক্তি নিজের প্রিয় (হরির) নাম কীর্ত্তন দ্বারা জাতপ্রেম, ও শ্লথহৃদয় হইয়া, বিবশ উন্মাদের ন্যায়, উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করেন, রোদন করেন, চীৎকার করেন, গান করেন,

১৬। "আচ্ছা, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি হইতেই ত ভয় হয়; দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিও ত অহঙ্কার হইতে হইয়া থাকে; অহঙ্কারও ত স্বরূপের অস্মৃতিবশতঃই ঘটিয়া থাকে; স্বরূপের অস্মৃতিও ত জ্ঞানদ্বারাই নিবৃত্ত হয়; সুতরাং জ্ঞান হইতেই ভয়ের নিবৃত্তি হয়; তবে পরমেশ্বরকে ভজনা করিবার প্রয়োজন কি?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "ঈশ্বরবিমুখ ব্যক্তির" ইত্যাদি।

১৭। "আচ্ছা জীবের চিত্ত বিষয়ে বিক্ষিপ্ত; তবে তাহার অব্যভিচারিণী ভক্তির সম্ভাবনা কি? অতএব আমরা কি উপায়ে ভয় হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিব?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "দ্বৈত-প্রপঞ্চ" ইত্যাদি।

১৮। "ইহা ত কোন মতেই করিতে পারা যায় না" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া "লোকমধ্যে গীত" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ইহা অনায়াসে করা যায়।

নৃত্য করেন। [১৯] আর এমন সম্ভাবনা যে, (তিনি) আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, জ্যোতির্গণ, ভূতগণ, দিক্‌সকল, বৃক্ষাদি, নদী, ও সমুদ্র সকলকে, এবং যে কোন ভূতমাত্রকে হরির শরীর (বোধ করিয়া) প্রণাম করিবেন। যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির প্রতিগ্রাসেই [২০] সুখ, উদর-পূরণ ও ক্ষুন্নিবৃত্তি, তেমনি (হরির) ভজনকারীর ভক্তি, [২১] প্রেমাস্পদ-ভগবদ্রূপ স্ফূরণ, এবং অন্যত্র (সংসারাদিতে) বিরক্তি, এই তিন এক সময়েই [২২] (উৎপন্ন হয়) [২৩]। রাজন্! অনুবৃত্তিপূর্ব্বক অচ্যুতের পাদসেবী ভাগবতের এই প্রকার ভক্তি, বিরক্তি ও ভগবৎ-স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে; তাহার পর তিনি সাক্ষাৎ পরম শান্তি প্রাপ্ত হন।

শ্রীরাজা কহিলেন, ইহার পর মনুষ্যগণের মধ্যে ভাগবত (ব্যক্তিকে) কীর্ত্তন করুন;—তাঁহার যে ধর্ম্ম; যাদৃশ স্বভাব; যেরূপ আচরণ করেন; যাহা বলেন; এবং যে সকল চিহ্ন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হন।

১৯। ভক্তজন ভগবানকে পরাজয় করিতে পারেন, এই ভাবিয়া হাস্য করেন; এতকাল উপেক্ষিত হইয়াছি, এই ভাবিয়া রোদন করেন; সাতিশয় উৎকণ্ঠাবশতঃ চীৎকার করেন; জয় করিয়াছি, এই ভাবিয়া নৃত্য করেন। "পরের নিকট দম্ভ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত কি এই সকল করিয়া থাকেন?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না, "উন্মাদের ন্যায় অবশ হইয়া"।

২০। "গ্রাস" টা উপলক্ষণ মাত্র; অর্থাৎ, প্রতিবারের ভোজনেই।

২১। প্রেমস্বরূপা।

২২। অর্থাৎ, ভজনের সঙ্গেসঙ্গেই।

২৩। "আচ্ছা, আপনি যে গতির কথা কহিলেন, উহা, যাঁহাদিগের যোগ পক্ক হইয়াছে, সে সকল যোগীরও অনেক জন্মেও দুর্ল্লভা; এক জন্মে কেবল নাম কীর্ত্তন করিলেই কিরূপে ঐ গতি লাভ করা যাইবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া দৃষ্টান্তের সহিত বলা হইল "যেমন ভোজনকারী ব্যক্তির" ইত্যাদি।

শ্রীকবি কহিলেন, যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু, সর্ব্ব প্রাণীতে আপনার সমন্বয়, এবং ব্রহ্মস্বরূপ আপনাতে সর্ব্ব ভূতকে, দর্শন করেন, [২৪] ইনিই উত্তম ভাগবত। যিনি ঈশ্বরে, তাঁহার (ঈশ্বরের) অধীন (ব্যক্তি) সকলে, মূর্খগণে, এবং শত্রুনিকরে প্রেম, মিত্রতা, দয়া ও উপেক্ষা করেন, তিনি মধ্যম [২৫]। যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই হরির পূজা করেন, তাঁহার ভক্তগণে বা অন্য কিছুতেই (করেন না,) তিনি প্রাকৃত [২৬]। চিত্ত বাসুদেবে আবিষ্ট থাকাতে, যিনি ইন্দ্রিয়নিবহ দ্বারা বিষয় ভোগ করিয়া, এই (বিশ্বকে) এক বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শন করত দ্বেষও করেন না, হৃষ্টও হন না, [২৭] তিনিই উত্তম ভাগবত। হরি-স্মৃতি হেতু যিনি দেহ, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়ের সংসার ধর্ম্ম জন্ম ও মরণ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ও কষ্ট [২৮]

২৪। "যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু," ইত্যাদি যে টুকুর অর্থ, সংস্কৃত বলে তাহার এরূপ অর্থও হয়; যথা;— "যিনি (মশকাদি) সর্ব্ব প্রাণীতেই (নিয়ন্তৃ স্বরূপে বর্ত্তমান হরির সমানরূপ) নিরতিশয় ঐশ্বর্য্য, আর আত্মা হরিতেই সর্ব্বভূত, দর্শন করেন।"

২৫। ঈশ্বরে প্রেম, ঈশ্বরাধীন ব্যক্তি সকলে মিত্রতা, মূর্খগণে দয়া, আর শত্রুনিকরে উপেক্ষা করেন, এইরূপে ক্রমে বিভাগ করিয়া লইতে হইবে।

যিনি এরূপ করেন, তাঁহার ভেদদৃষ্টি আছে; এই জন্য তিনি মধ্যম।

২৬। অর্থাৎ, তাঁহার ভক্তি তখনই আরম্ভ হইয়াছে; ক্রমে তিনি উত্তম হইবেন।

"যিনি ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "তিনি প্রাকৃত" ইত্যন্ত দ্বারা "তাঁহার যে ধর্ম্ম" রাজার এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

২৭। অর্থাৎ, বিষয়ে দ্বেষ করেন না; এবং বিষয় ভোগ করিয়া হৃষ্টও হন না।

২৮। দেহের সংসারধর্ম্ম জন্ম ও মরণ; প্রাণের সংসার ধর্ম্ম ক্ষুধা; মনের সংসার ধর্ম্ম ভয়; বুদ্ধির সংসার ধর্ম্ম তৃষ্ণা; আর ইন্দ্রিয়গণের সংসার ধর্ম্ম কষ্ট, এই রূপ ক্রম বুঝিয়া লইতে হইবে।

দ্বারা মুগ্ধ হন না, (তিনিই) ভাগবত-প্রধান। যাঁহার চিত্তে কাম, কর্ম্ম ও বীজের[২৯] সম্ভব নাই, এবং বাসুদেব যাঁহার একমাত্র আশ্রয়, তিনিই ভাগবতের মধ্যে উত্তম। জন্ম, কর্ম্ম, এবং বর্ণ, আশ্রম ও জাতি হেতু যাঁহার এই দেহে অহংভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই হরির প্রিয়।[৩০] বিত্ত এবং দেহবিষয়ে যাঁহার "নিজ" ও "পর" এরূপ ভেদ (জ্ঞান) নাই; এবং যিনি সর্ব্বভূতেই সমান ও শান্ত, তিনিই ভাগবতের মধ্যে উত্তম। (ভগবৎ পদ অপেক্ষা অন্য সার বস্তু নাই, এইরূপ) স্মৃতি ভ্রষ্ট না হওয়াতে,[৩১] যিনি ত্রিভুবনের রাজ্য প্রাপ্তির নিমিত্তও লবার্দ্ধ এবং নিমিষার্দ্ধের জন্যও, শ্রীকৃষ্ণ-বিনিবিষ্ট-চেতা দেবাদি কর্ত্তৃক বিমৃগ্য[৩২] ভগবৎপদারবিন্দ হইতে বিচলিত না হন, তিনিই বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ। যেমন চন্দ্র উদিত হইলে রবিতাপ (প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় না,) তেমনি ভগবানের উরু-বিক্রমশালি-চরণ-যুগলের অঙ্গুলি সকলের নখমণির শীতল কান্তি দ্বারা সেবকদিগের হৃদয়ের (কামাদি) তাপ নিরস্ত হইলে পর, আর তাহাতে সে তাপ

২৯। অর্থাৎ, কামের ও কর্ম্মের বীজের।—অর্থাৎ, বাসনার।

৩০। "যে চিহ্ন দ্বারা ভগবানের প্রিয় হন;"
"জন্ম, কর্ম্ম" ইত্যাদি দ্বারা, রাজার পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

৩১। পরে যে বলা হইতেছে যে "লবার্দ্ধের, নিমিষার্দ্ধের জন্যও" "ভগবৎ পদারবিন্দ হইতে বিচলিত না হন;" ইহাতে বলা যায় যে, যদি নিমিষার্দ্ধ ও লবার্দ্ধের জন্য বিচলিত হইলে ত্রিভুবনের রাজ্য পাওয়া যায়, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি কি? " এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "ভগবৎপদ অপেক্ষা অন্য সার বস্তু নাই, এইরূপ স্মৃতিভ্রষ্ট না হওয়াতে," অর্থাৎ তিনি বিচলিত হইতে পারেন না।

৩২। "ভগবৎপদারবিন্দ হইতে অন্য সার বস্তু নাই;" কেন? কারণ, দেবাদিও প্রাপ্ত হন না: কেবল অন্বেষণ মাত্র করিয়া থাকেন।

কিরূপে সামর্থ্য প্রকাশ করিতে পারে? [৩৩] যিনি, অবশতা-হেতু [৩৪] অভিহিত হইয়াও, পাপরাশি নাশ করিয়া থাকেন, সেই হরি প্রণয়রজ্জু দ্বারা (হৃদয়মধ্যে) বদ্ধ-চরণপঙ্কজ হইয়া যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ না করেন, তিনিই ভাগবতপ্রধান বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, পরম পুরুষ ঈশ্বর বিষ্ণুর মায়া মায়ীদি-গেরও মোহ উৎপাদন করিয়া থাকে; আমরা (ঐ মায়া) জানিতে ইচ্ছা করি; হে ভগবান্ সকল! আমাদিগকে বলিতে আজ্ঞা হউক। [১] আমরা মর্ত্ত্য, সংসারতাপ দ্বারা সাতিশয়

৩৩। অভিলাষ হেতু সাতিশয় মনস্তাপ জন্মিলেই বিষয়াভিসন্ধিতে করিয়া বিচলন হইয়া থাকে; কিন্তু ভগবানের সেবা করিয়া যিনি সুখিত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে উহার সম্ভাবনা নাই; "যেমন চন্দ্র উদিত হইলে" ইত্যাদি দ্বারা ইহাই বলা হইল।

"চিত্ত এবং দেহ বিষয়ে" ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "প্রকাশ করিতে পারে।" ইত্যন্ত দ্বারা "তিনি যে প্রকার" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল।

৩৪। অর্থাৎ, পীড়াদি বিপদে পতিত হইয়া, অগত্যা।

১। "এই বিশ্বকে এক বিষ্ণুরই মায়া বলিয়া দর্শন করিয়া" এই কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে "পরম পুরুষ ঈশ্বরের মায়া" ইত্যাদি দ্বারা সেই মায়া জিজ্ঞাসা করা হইল।

রূপে তপ্ত হইয়াছি; সেই তাপের ঔষধ হরি-কথা-মৃতরূপ ভবদীয় বাক্য সেবন করিয়া আশা নিবৃত্ত হইতেছে না [২]।

শ্রীঅন্তরীক্ষ কহিলেন, হে মহাবাহো! ভুতাত্মা আদ্য (পুরুষ) নিজ অংশ (জীবগণের) বিষয় ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত, [৩] এই সকল(মহাভূত)দ্বারা, উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট প্রাণী সকল সৃজন করিয়াছিলেন। এই জন্য [৪] পঞ্চ মহাভূত দ্বারা সৃষ্টভূত সকলের মধ্যে (অন্তর্যামীরূপে) প্রবেশ করত এক ও দশপ্রকারে [৫] আপনাকে বিভাগ করিয়া বিষয় সকল ভোগ করেন [৬]। সেই প্রভু [৭] আত্ম-প্রদ্যোতিত গুণগণ দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করত এই সৃষ্ট (শরীরকে) আত্মা বোধ করিয়া ইহাতে আসক্ত হন দেহধারী ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা বাসনাসহিত কর্ম্ম সকল করিয়া দুঃখাত্মক কর্ম্মফল সকল লইয়া এই (সংসারে) ভ্রমণ করেন পুরুষ বহু-অমঙ্গলা-বহ কর্ম্মগতি সকল লাভ করত অবশ হইয়া প্রলয় কাল অবধি উৎপত্তি ও নাশ ভোগ করেন। মহাভূতগণের নাশ নিকটবর্ত্তী হইলে, অনাদি অনন্ত কাল স্থূল সূক্ষ্মাত্মক কার্য্যকে কারণের দিকে আকর্ষণ করে। পৃথিবীতে শত বর্ষ ধরিয়া অতি ভয়ানক বৃষ্টি হইবে; তৎকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত উষ্ণ দিবাকর তিন লোককে আত্যন্তিকরূপে তাপিত করিবেন; অনন্তের মুখজাত অগ্নি পাতালতল হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধশিখ

২। "আচ্ছা, পূর্ব্বোক্তরূপ ভাগবত হইয়াইত কৃতার্থ হইতে পার; তবে আর অধিক জিজ্ঞাসা কেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "আমরা মর্ত্ত্য," ইত্যাদি।

৩। অথবা, "জীবগণের প্রকৃষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত" এরূপ অর্থও হয়।

৪। অর্থাৎ, জীবগণের উপকারকরণজন্য।

৫। মনোদ্বারা এক প্রকারে, আর দশ বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দশ প্রকারে।

৬। অর্থাৎ, করান। ৭। অর্থাৎ, জীব।

হইয়া দগ্ধ করিতে করিতে বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া সর্ব্ব দিকে বৃদ্ধি পাইয়া উঠিবেন; সম্বর্ত্তক নামে মেঘগণ হস্তি-শুণ্ড-প্রমাণ ধারানিকর দ্বারা শত বৎসর ধরিয়া বর্ষণ করিবে; বিরাট্[৮] জলে লীন হইবেন। রাজন্! তাহার পর বৈরাজ পুরুষ[৯] বিরাটকে পরিত্যাগ করিয়া, ইন্ধনশূন্য অনলের ন্যায়, সূক্ষ্ম কারণে প্রবেশ করিবেন। পৃথিবী বায়ু কর্ত্তৃক হৃতগন্ধ হইয়া জল হইবে; সেই জল হৃত-রস হইয়া জ্যোতিঃ হইবে; জ্যোতিঃ অন্ধকার কর্ত্তৃক হৃত-রূপ হইয়া বায়ুতে লীন হইবে; বায়ু নিজকারণীভূত আকাশ কর্ত্তৃক হৃতস্পর্শ হইয়া আকাশে লীন হইবে; আকাশ কাল-রূপী ঈশ্বর কর্ত্তৃক হৃত-গুণ[১০] হইয়া ঈশ্বরে লীন হইবে। রাজন্! ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি বৈকারিক দেবগণের সহিত অহংতত্ত্বে প্রবিষ্ট হইবে; অহংতত্ত্ব নিজ গুণগণের[১১] সহিত মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিবে।[১২] ভগবানের এই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কারিণী ত্রিগুণামায়া আমরা বর্ণন করিলাম; আবার কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

রাজা কহিলেন, মহর্ষে! যাঁহারা অন্তঃকরণ বশীভূত করিতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের দুস্তরা এই ঐশ্বরী মায়া স্থূলবুদ্ধি[১৩] ব্যক্তিগণ যে প্রকারে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারে, তাহা বলিতে আজ্ঞা হউক্।

৮। ব্রহ্মাণ্ডাদি স্থূল শরীর। ৯। বিরাট-অভিমানী দেবতা।

১০। "গুণ" অর্থাৎ, উহার অসাধারণ গুণ,—শব্দ।

১১। নিজের কার্য্য গুণত্রয়।। ঐ মহত্তত্ত্ব আবার প্রকৃতিতে প্রবেশ করিবে। টীকাকার।

১২। স্বরূপতঃ মায়া নির্দ্দেশ করা অশক্য, এই জন্য "হে মহাবাহো! ভূতাত্মা আদ্য" ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ করিয়া "মহত্তত্ত্বে প্রবেশ করিবে।" ইত্যন্ত দ্বারা যাবদীয় কার্য্য বর্ণনা করিয়া মায়া বর্ণনা করা হইল।

১৩। অর্থাৎ, যাঁহাদিগের দেহে আত্মবুদ্ধি আছে।

শ্রীপ্রবুদ্ধ কহিলেন, স্ত্রীপুরুষসম্বন্ধে বদ্ধ হইয়া (কার্য্যে) প্রবর্ত্তমান, দুঃখনাশ ও সুখের নিমিত্ত কর্ম্ম-আরম্ভকারী মনুষ্যগণের ফলবৈপরীত্য দেখিবে। নিত্য-পীড়াদায়ক, দুর্ল্লভ ও নিজের মৃত্যুস্বরূপ বিত্ত, আর চঞ্চল গৃহ, পুত্র, বন্ধু ও পশু সকল প্রাপ্ত হইয়া কি প্রীতি (হইতে পারে)? লোককে এইরূপ কর্ম্ম-নির্ম্মিত, সুতরাং সাতিশয় নশ্বর বলিয়া জানিবে। আর, যেমন চক্রবর্ত্তীদিগের, তেমনি (মনুষ্যদিগের এই লোককেও) সমান ও শ্রেষ্ঠতর কর্ত্তৃক ধ্বংসবিশিষ্টস্বরূপে (দেখিবে।) অতএব উত্তম-মঙ্গল-জিজ্ঞাসু ব্যক্তি শব্দব্রহ্মের পারগত, এবং পর ব্রহ্মে নিমগ্ন,[১৪] উপশমাশ্রয়ী[১৫] গুরুর শরণ লইবে। গুরুকেই আত্মা এবং দৈবত জ্ঞান করত অকাপট্য ও সেবা দ্বারা সেই স্থানেই ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিবে; আত্মপ্রদ[১৬] আত্মা হরি যে সকল ধর্ম্ম দ্বারা তুষ্ট হন। প্রথমতঃ সর্ব্ব বিষয় হইতে মনের সঙ্গহীনতা; সাধুদিগের সহিত সঙ্গ; যথোচিতরূপে[১৭] ভূতগণে দয়া, মিত্রতা ও বিনয়; শৌচ;[১৮] স্বধর্ম্মাচরণ; ক্ষমা; বৃথা বাক্যের অকথন; স্বাধ্যায়;[১৯] সরলতা; ব্রহ্মচর্য্য;[২০] অহিংসা; দ্বন্দ্বে সমভাব;[২১] সর্ব্বত্র আত্ম-

---

১৪। অপরোক্ষ ব্রহ্মের অনুভবশালী। ১৫। এইটী পুর্ব্বোক্তের চিহ্ন

১৬। অর্থাৎ, যিনি উপাসকদিগকে (যেমন বলি প্রভৃতিকে) তাঁহা আপনাকে প্রদান করেন।

১৭। "যথোচিতরূপে" বলাতে বলা হইল, দীনদিগের প্রতি দয়া সমান ব্যক্তিদিগের সহিত মিত্রতা, এবং শ্রেষ্ঠব্যক্তিদিগের নিকট বিনয় করণ শিক্ষা করিবে।

১৮। মৃত্তিকা জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ, আর অদাম্ভিকতা ও অনভিমানিতা দ্বারা আভ্যন্তরিক শৌচ। ১৯। অধিকারানুসারী বেদাদি-অধ্যয়ন

২০। যাহার যেরূপ বিহিত আছে।

২১। দ্বন্দ্বে, অর্থাৎ, সুখ দুঃখে, শীত গ্রীষ্মে, হর্ষ-ও-বিষাদহীনতা।

দৃষ্টি ও ঈশ্বরদৃষ্টি; [২২] একান্তশীলতা; [২৩] গৃহাদিতে অভিমানশূন্যতা; বিজন প্রদেশে পতিত চীর পরিধান; [২৪] যে কিছুতে সন্তোষ; ভাগবত শাস্ত্রে শ্রদ্ধা; অন্য (শাস্ত্রে) অনিন্দা; মন-বাক্য-ও-কর্ম্মের দণ্ড করণ; [২৫] সত্য, শম ও দম; [২৬] অদ্ভুতকর্ম্মা হরির জন্ম, কর্ম্ম ও গুণগণের শ্রবণ, কীর্ত্তন ও ধ্যান; তাঁহার উদ্দেশে সমুদায় কর্ম্ম করণ; এবং ইষ্ট, দান, তপস্যা, জপ, [২৭] আত্মার প্রিয় যে সদাচার, আর স্ত্রী, গৃহ, পুত্র ও প্রাণকে যে পরমেশ্বরে নিবেদন, [২৮] (তাহা শিক্ষা করিবে।) এইরূপ, শ্রীকৃষ্ণ যাঁহাদিগের আত্মা ও নাথ, সেই সকল মনুষ্যের সহিত মিত্রতা; (স্থাবর জঙ্গম) উভয়ের, এবং মনুষ্যগণের, (বিশেষতঃ) সাধুদিগের, (তন্মধ্যেও) ভগবদ্ভক্তগণের পূজা; পরস্পরের মধ্যে পাবন ভগবদ্‌যশঃ-কথন; পরস্পরে অনুরাগ; পরস্পরে তুষ্টি; ও পরস্পরে আত্মার (সমস্ত দুঃখ-) নিবৃত্তি (শিক্ষা করিবে।) [২৯] পাপরাশিনাশক হরিকে স্মরণ পরস্পর করিয়া ও স্মরণ করাইয়া ভক্তিহেতু [৩০] সমুৎপন্ন ভক্তি [৩১] দ্বারা জাতপুলক দেহ ধারণ করিবে। অচ্যুতচিত্ততাহেতু কথনও

২২। নিত্যজ্ঞান স্বরূপে আত্মদৃষ্টি,—আর নিয়ন্তা-স্বরূপে ঈশ্বর দৃষ্টি।

২৩। একরূপ-চরিত্রতা। অর্থাৎ, সর্ব্ব-স্থানে সর্ব্ব সময়ে ও সর্ব্ব বিষয়ে একই রূপ ব্যবহার করা।

২৪। অথবা, শুষ্ক বল্কলাদি পরিধান।

২৫। প্রাণায়ামাদি দ্বারা মনের, মৌনব্রত দ্বারা বাক্যের, আর চেষ্টাহীনতা দ্বারা কর্ম্মের দণ্ডকরণ।

২৬। সত্য,—যথার্থ কথন; শম,—অন্তঃকরণ-বশীকরণ; দম,—বাহ্যেন্দ্রিয়-বশীকরণ।

২৭। পুষ্পচন্দনাদি।

২৮। তাঁহার সেবক স্বরূপে, তাঁহাকে নিবেদন করণ।

২৯। পরস্পরে, অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত সাধুদিগের সহিত "পরস্পরে"।

৩০। সাধন ভক্তি। ৩১। প্রেম-স্বরূপা ভক্তি।

রোদন করিবে ; কখন হাস্য, (কখনও) আনন্দ প্রকাশ করিবে ; কখনও অলৌকিক বাক্য ব্যয় করিবে ; (কখনও) নৃত্য, (কখনও) গান করিবে ; (কখনও) হরিকে অভিনয় করিবে ; এইরূপে পরমকে প্রাপ্ত হওয়াতে স্থখিত হইয়া তূষ্ণীম্ভাব ধারণ করিবে। এইরূপে ভাগবত ধর্ম্ম সকল শিক্ষা করিতে করিতে সেই (শিক্ষা) জন্য ভক্তিতে করিয়া নারায়ণপর হইয়া দুস্তর মায়া বলপূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইবে।

শ্রীরাজা কহিলেন, নারায়ণনামা পরমাত্মা ব্রহ্মের স্বরূপ আমাগিকে বলা উচিত হইতেছে ; [৩২] কারণ আপনারা ব্রহ্ম-বেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ।

শ্রীপিপ্পলায়ন কহিলেন, যাহা এই (বিশ্বের) স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, এবং স্বয়ং অকারণ ; (যাহা) স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি দশায় এবং বাহ্যে (সমাধিপ্রভৃতিতে) অনু-বর্ত্তমান; (আর) দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাহা কর্ত্তৃক জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ; হে নরেন্দ্র ! তাহাকেই পরম (তত্ত্ব) জান। [৩৩] মন ইহাতে প্রবিষ্ট হইতে পারে না ;

৩২। জিজ্ঞাসার ভাবার্থ এই !— ব্রহ্মই "নারায়ণ," "ভগবান্" ও "পরমাত্মা" কথিত হইয়া থাকেন। নারায়ণ, ভগবান্, পরমাত্মা ও ব্রহ্ম, ইহাঁরা কি সেই এক বস্তু, না ইহাঁদিগের মধ্যে কোনও বিশেষ আছে ?

৩৩। অর্থ এই ;—যিনি স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের কারণ, এবং স্বয়ং অকারণ, তিনি নারায়ণ, এই পরম তত্ত্ব জান ; যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি দশায় এবং সমাধি প্রভৃতিতে অনুবর্ত্তমান, তিনি ব্রহ্ম, এই পরমতত্ত্ব জান ; দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মন যাঁহা কর্ত্তৃক জীবিত হইয়া নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তিনি পরমাত্মা, এই পরম তত্ত্ব জান। আর ইত্যাদি উক্ত লক্ষণ সকলের দ্বারা নারায়ণাদি নামে কথিত হইলেও সকলকেই এক বস্তু বলিয়া জান।

এবং যেমন (অগ্নির) নিজের প্রভা সকল [৩৪] অগ্নিকে (প্রকাশিত বা দাহ করিতে পারে না,) তেমনি বাক্য, চক্ষু, আর বুদ্ধি, প্রাণ ও (অন্যান্য) ইন্দ্রিয় সকলও (ক্রিয়া শক্তি দ্বারা ইহাকে প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয় না। [৩৫]) (নিজেই) বোধকনিষেধস্বরূপ বলিয়া, [৩৬] শব্দও আত্মবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ হইয়া, উদ্দেশ্য কথন (মাত্র) রূপে (ইহাকে) কহিয়া থাকে; (সাক্ষাৎ নহে;) ইহা না থাকিলে নিষেধ হয় না [৩৭]। কার্য্য ও কারণ (সমুদায় সেই) ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পায়; [৩৮] কারণ বিবিধ-শক্তিশালী [৩৯] (ব্রহ্ম) এই দুইয়ের কারণ। আদিতে যে একমাত্র ব্রহ্ম, তাঁহাকেই সত্ত্ব, রজ; তমঃ এই ত্রিগুণাত্মক (প্রকৃতি) বলিয়া থাকে; (পরে ক্রিয়া শক্তি হেতু তাঁহাকেই) সূত্র, (আর জ্ঞানশক্তি হেতু) মহৎ বলে; তাহার পর (তাঁহাকেই) "আমি"

৩৪। স্ফুলিঙ্গাদি।

৩৫। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে "জ্ঞান;" ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে "তবে কি তিনি জ্ঞানের বিষয়?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া "মন ইহাতে প্রবেশ করিতে পারে না" ইত্যাদি দ্বারা উত্তর দেওয়া হইল "না"।

৩৬। "না পাইয়া, বাক্য, মনের সহিত, যাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকল তাহাদিগের নিজেরই বোধকতা নিষেধ করিতেছে।

৩৭। সমুদায় নিষেধেরই একটী সীমা আছে অর্থাৎ, "ইহা নহে," উহা নহে" ইত্যাদি ক্রমশঃ নিষেধ করিয়া শেষে একত্র পর্য্যবসান অবশ্যই হইয়া থাকে; সুতরাং বেদবাক্য সকল যখন নিষেধ করিতেছে, তখন একটা অবধিকে অবশ্যই উদ্দেশ করিতেছে। এই প্রকারে উদ্দেশার্থ-রূপে বেদবাক্য সকল পরমাত্মা প্রতিপাদন করিয়া থাকে।

৩৮। "আচ্ছা, যদি প্রমাণের গোচর না হইলেন, তাহা হইলে ত ব্রহ্ম নাই; এই স্থির হইয়া পড়ে"। এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "কার্য্য ও কারণ" ইত্যাদি।

৩৯। "আচ্ছা এক কি করিয়া অনেকের কারণ হয়?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বিশেষণ দেওয়া হইল, "অনেক-শক্তি-শালী"। অথবা "মায়াশক্তিশালী" এরূপও অর্থ করা যায়।

এই জীবোপাধিক অহঙ্কার বলিয়া থাকে; (চরমে তিনিই) দেবতা-ইন্দ্রিয়-বিষয়-ও-বিষয়-প্রকাশ-স্বরূপতা হেতু (ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পান।[৪০]) ব্রহ্ম জন্মান না[৪১]; মরিবেন না; বৃদ্ধিও পান না;[৪২] কারণ ইনি জন্ম-বিনাশ-শালী (বস্তু) সকলের বিশেষ বিশেষ অবস্থার দ্রষ্টা;[৪৩] সর্ব্বত্র নিরন্তর অনপায়ি জ্ঞান মাত্র;[৪৪] যেমন প্রাণ ইন্দ্রিয় বল দ্বারা, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞানই বিবিধরূপে কল্পিত হইয়া থাকে[৪৫]।[৪৬] প্রাণ বিশেষ বিশেষ অণ্ডজ, জরায়ুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ সকলে জীবের অনুবর্ত্তন করে; যখন সুষুপ্ত দশায় ইন্দ্রিয়গণ ও অহংতত্ত্ব নাশ পায়, (তখন) আশ্রয় না থাকাতে, (আত্মা) কূটস্থই; আমা-

---

৪০। অর্থাৎ, নিজে সর্ব্বরূপে ভাসমান ব্রহ্মের তাঁহার নিজের অস্তিত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণ অপেক্ষা করে না। ভাবার্থ এই।

৪১। ইহা দ্বারাই বলা হইল যে, তবে তাহার পরেও থাকেন না।

৪২। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, সুতরাং তাঁহার বিপরিণামও নাই।

৪৩। অবস্থাসম্পন্ন বস্তু সকলকে যিনি দর্শন করেন, তিনি কখনও তাহাদিগের তুল্যাবস্থ হইতে পারেন না।

৪৪। "আচ্ছা, অবস্থাহীন ইনি আবার কোন্ আত্মা?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "জ্ঞান মাত্র"। "আচ্ছা, তবে ত ক্ষণিক হইয়া পড়িলেন" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বিশেষণ দেওয়া হইল, "সর্ব্বত্র অনুবর্ত্তমান"

৪৫। "আচ্ছা, জ্ঞান ত অনপায়ি নহে; "এই বস্তুটী নীল," এই রূপ জ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্বে যে তাহাতে "পীত জ্ঞান" হইয়াছিল, সে জ্ঞান ধ্বংস পায়।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "যেমন প্রাণ" ইত্যাদি।

৪৬। "আচ্ছা, যদি ব্রহ্ম সর্ব্বস্বরূপ হন, তাহা হইলে, সমুদায় কার্য্যে জন্মমরণাদি বিকার আছে, সুতরাং ব্রহ্মও বিকারী হইয়া পড়েন।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "ব্রহ্ম জন্মান না" ইত্যাদি "কল্পিত হইয়া থাকে" ইত্যন্ত দ্বারা উহার নিষেধ করা হইল।

দিগের তাঁহাকে স্মরণ হইয়া থাকে।[৪৭] যখন পদ্মনাভেরই চরণেচ্ছাজাত উরুভক্তি দ্বারা (পুরুষ) গুণকর্ম্মজাত চিত্তমল সকল নাশ করিবেন, তখন সেই (চিত্ত) বিশুদ্ধ হইলে পর, যেমন দৃষ্টি-দ্বয় নির্ম্মল হইলে তাহাদিগের পক্ষে সূর্য্য প্রকাশ, তেমনি (তাঁহার পক্ষে) সাক্ষাৎ আত্মতত্ত্ব লব্ধ হইবে।[৪৮]

শ্রীরাজা কহিলেন, আমাদিগকে কর্ম্মযোগ বলুন, পুরুষ যদ্দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ইহ লোকে শীঘ্র কর্ম্ম সকল বিধুনন করত কর্ম্মনিবৃত্তিজন্য পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হন। আমি পূর্ব্বে পিতার[৪৯] নিকট এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ছিলাম, (কিন্তু) ব্রহ্মার পুত্রেরা উত্তর করেন নাই; তদ্বিষয়ে কারণ বলুন।

শ্রীআবির্হোত্র কহিলেন, কর্ম্ম, অকর্ম্ম আর বিকর্ম্ম,[৫০]

৪৭। "আচ্ছা অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমুদায়ের লয় হইলে, শূন্যমাত্র অবশিষ্ট থাকে; তখন আর কূটস্থ আত্মা কোথায়?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "আমাদিগের তাঁহাকে স্মরণ হইয়া থাকে"। যথা;— 'আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই;' নিদ্রাবসানে এরূপ স্মরণ হইয়া থাকে। অতএব যখন এরূপ স্মরণ হয়, এবং যে বস্তু অনুভূত না হয়, তাহার স্মরণ সম্ভবে না, ইহা নিশ্চিত, তখন সুষুপ্তিদশায় আত্মা থাকেনই; বিষয়সম্বন্ধের অভাব হেতু স্পষ্টভাবে থাকেন না। ভাবার্থ এই।

৪৮। "আচ্ছা যদি সুষুপ্তিদশায় কূটস্থ আত্মার অনুভব হইল, তাহা হইলে পুনর্ব্বার সংসার হয় কেন? যদি বল যে অবিদ্যা ও তজ্জন্য সংস্কার সকল তখনও বিদ্যমান থাকাতে হইয়া থাকে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, অবিদ্যানিবর্ত্তক অনুভব কবে হইবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "যখন পদ্মনাভের" ইত্যাদি।

৪৯। অর্থাৎ, ইক্ষ্বাকুর। "ব্রহ্ম পুত্রেরা, অর্থাৎ," সনকাদি।

৫০। কর্ম্ম;—বিহিত কর্ম্ম; অকর্ম্ম,—নিষিদ্ধ কর্ম্ম; বিকর্ম্ম,—বিহিত কর্ম্মের অকরণ।

এ সকল বেদবাক্য, পুরুষবাক্য নহে; [৫১] বেদও ঈশ্বরাত্ম[৫২] বলিয়া পণ্ডিতগণ তাহাতে মুগ্ধ হন। [৫৩] পরোক্ষবাদ [৫৪] এই বেদ, যেমন বালকদিগকে অনুশাসন করিয়া ঔষধ (প্রদান করা হয়,) তেমনি কর্ম্মমোক্ষের নিমিত্ত কর্ম্ম সকল উপদেশ করে। [৫৫] কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং অজ্ঞ যে ব্যক্তি স্বয়ং বেদোক্ত আচরণ না করে, সে বিহিত কর্ম্মের অনাচরণ-রূপ অধর্ম্ম-হেতু মৃত্যুর পর মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়। (পুরুষ)নিঃসঙ্গ হইয়া ঈশ্বরে অর্পণপূর্ব্বক বেদোক্ত কার্য্য করিয়াই নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি লাভ করেন; ফলশ্রুতির প্রয়োজন প্রবৃত্তি। [৫৬] যিনি পর জীবাত্মার অহঙ্কার-বন্ধন শীঘ্র ছেদন করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈদিক বিধির

৫১। পুরুষ বাক্য হইলে বক্তার অভিপ্রায়বলে অর্থজ্ঞান করিতে পারা যায়; বেদবাক্যের, অর্থাৎ ঈশ্বর বাক্যের কেবল বাক্যের পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া অর্থ জ্ঞান করা যাইতে পারে; সেটী অতি দুষ্কর।

৫২। অর্থাৎ, ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত।

৫৩। অতএব, তুমি তখন বালক বলিয়া সনকাদি তোমার প্রশ্নের উত্তর করেন নাই। ভাবার্থ এই।

রাজার প্রথম প্রশ্ন অতি গহন, এই জানাইবার নিমিত্ত প্রথমে তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর করিলেন।

৫৪। যেখানে অন্য প্রকার অর্থ গোপন করিবার নিমিত্ত অন্যথা করিয়া বলা হয়, তাহার নাম "পরোক্ষবাদ"।

৫৫। দৃষ্টান্ত এই ;—

যেমন পিতা বালক পুত্রকে ঔষধ পান করাইবার সময় লড্ডুকাদি দ্বারা প্রলোভন করেন, এবং লড্ডুকাদি প্রদানও করেন; কিন্তু যেমন এস্থলে লড্ডুকাদিলাভ ঔষধ পানেরপ্রয়োজন নহে, আরোগ্যই তাহার একমাত্র প্রয়োজন; তেমনি বেদও অবান্তর ফল দ্বারা প্রলোভন করিয়া কর্ম্ম করায়, ঐ সকল অবান্তর ফল প্রদান করে; কিন্তু ঐ সকল ফললাভ কর্ম্ম-করণের প্রয়োজন নহে; কর্ম্মমোক্ষই উহার একমাত্র প্রয়োজন।

৫৬। "আচ্ছা কর্ম্ম-মোক্ষই যদি পুরুষের প্রয়োজন হইল, তবে প্রথম হইতেই কেন কর্ম্ম করুক না?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল, "কিন্তু অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং" ইত্যাদি দ্বারা।

সহিত একত্রিত করিয়া তন্ত্রোক্ত[৫৭] বিধিদ্বারা দেব কেশবের অর্চ্চনা করিবেন। আচার্য্য হইতে অনুগ্রহ লাভ করত, তিনিই অর্চ্চনার প্রকার প্রদর্শন করিলে পর, নিজের অভিমত মূর্ত্তি দ্বারা মহাপুরুষকে অর্চ্চনা করিবেন। পবিত্র হইয়া (প্রতিমার) সম্মুখে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণসংযম ও ভূত-শুদ্ধ্যাদি দ্বারা দেহকে শোধন করিয়া হরিকে অর্চ্চনা করি-বেন। প্রতিমাদিতে বা হৃদয়েই হউক, (প্রথমতঃ) পুষ্পাদি, মৃত্তিকা, আত্মা ও প্রতিমাকে অর্চ্চনার যোগ্য করিয়া[৫৮] যথালব্ধ উপচার দ্বারা, পরে পাদ্যাদিপাত্রবিরচন করত সমাহিত হইয়া, হৃদয়ে যাঁহাকে পূজা করা হইয়াছে, তাঁহাকে মূর্ত্তিতে বিশোধন করতঃ হৃদয়াদিন্যাস করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। অঙ্গ-উপাঙ্গ-সহিতা[৫৯] সপরিবারা সেই সেই মূর্ত্তিকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয়াদি[৬০] এবং গন্ধ, মাল্য, আতপ তণ্ডুল,[৬১] মালা, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য দ্বারা নিজ নিজ মন্ত্র সহকারে (অর্চ্চনা করিবেন।) বিধিবৎ সাঙ্গ পূজা করিয়া স্তুতি দ্বারা স্তব করত হরিকে নমস্কার করিবেন। আপনাকে

৫৭। "তন্ত্র" অর্থাৎ আগম। আগম সপ্তলক্ষণযুক্ত;—(১) সৃষ্টি; (২) প্রলয়; (৩) দেবতাদিগের অর্চ্চন; (৪) সমুদায় দেবতার সাধন; (৫) পুরশ্চরণ; (৬) ষট্‌কর্ম্ম সাধন; (৭) চতুর্ব্বিধ ধ্যানযোগ।
এই শাস্ত্র শিবের মুখ হইতে আগত; গিরিজার শ্রুতিপথপ্রাপ্ত; এবং বাসুদেবের অভিমত; এই জন্য ইহার নাম "আগম" হইয়াছে।

৫৮। অর্থাৎ, শোধন করিয়া।

৫৯। "অঙ্গ,"—হৃদয়াদি; আর "উপাঙ্গ,"—সুদর্শনাদি; তৎসহিতা।

৬০। "আদি" শব্দে মধুপর্ক বিবক্ষিত।

৬১। আতপ তণ্ডুল তিলকালঙ্কার বিরচন করিবার নিমিত্ত, পূজায় ব্যবহার করিবার নিমিত্ত নহে। "আতপ তণ্ডুল দ্বারা বিষ্ণুকে আর কেতকী দ্বারা মহেশ্বরকে পূজা করিবে না।" এই নিষেধ আছে।

তন্ময় চিন্তা করিয়া হরির মূর্ত্তি পূজা করিবেন; এবং নির্ম্মাল্য মস্তকে ধারণ করিয়া পূজিতকে নিজ স্থানে স্থাপন করিয়া [৬২] (পূজা সমাপন করিবেন।) এই প্রকারে অগ্নি, সূর্য্য, জলাদি, অতিথি বা হৃদয়ে যিনি ঈশ্বর আত্মাকে অর্চ্চনা করিবেন, তিনি শীঘ্র মুক্ত হইবেন।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

—oo—

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, হরি যে যে ইচ্ছাজন্ম স্বীকার করত ইহলোকে যে যে কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেন, করিতেছেন, বা করিবেন, আপনারা আমাদিগকে সেই সকল বলুন।

শ্রীদ্রবিড় কহিলেন, যিনি অনন্তের অনন্ত গুণ সকল গণনা করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি [১]। অনেক কালে কোনও প্রকারে পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে পারিবেন, অখিল শক্তির আধার (ভগবানের গুণকর্ম্ম- গণনা করিতে পারিবেন না।) আত্মসৃষ্ট পঞ্চভূত দ্বারা বিরাজ পুর [২] নির্ম্মাণ করত যখন নিজ অংশ দ্বারা [৩]

৬২। হৃদয়ে দেবকে, আর পুষ্পপাত্রে মূর্ত্তিকে স্থাপন করিয়া।

১। বালকের বুদ্ধির ন্যায় তাঁহার বুদ্ধি; অর্থাৎ, তিনি মন্দবুদ্ধি অথবা, তাঁহার বুদ্ধি বালা, অর্থাৎ অদূরদর্শিনী।

২। অর্থাৎ, ব্রহ্মাণ্ড শরীর।

৩। ইহাতে করিয়া বলা হইল, লীলাক্রমে প্রবেশ করিয়া; ভোক্তৃ-স্বরূপে নহে।

তাহাতে প্রবেশ করিলেন, আদিদেব নারায়ণ তখন "পুরুষ" নাম প্রাপ্ত হইলেন। এই ত্রিভুবনসন্নিবেশ তাঁহার শরীর। তাঁহার ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা দেহধারীদিগের উভয়বিধ ইন্দ্রিয় সকল; তাঁহার নিজ স্বরূপ ভূতসত্ত্ব হইতে জ্ঞান; (এবং তাঁহার) প্রাণ হইতে দেহশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি (উৎপন্ন হইয়াছে।) সত্ত্বাদি দ্বারা স্থিতি, লয় ও সৃষ্টি-কার্য্যে (তিনি) আদিকর্ত্তা। আদিতে যাঁহার রজোদ্বারা এই বিশ্বের সৃষ্টি কার্য্যে ব্রহ্মা; (সত্ত্ব দ্বারা) পালন কার্য্যে যজ্ঞপতি, দ্বিজধর্ম্মসেতু বিষ্ণু; এবং তমোদ্বারা ধ্বংস কার্য্যে রুদ্র উৎপন্ন হইয়াছিলেন; আর (যাঁহা হইতে) এই প্রজাবর্গে সতত এই প্রকার স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় হইয়া থাকে, তিনি আদ্য পুরুষ।

দক্ষের দুহিতা ধর্ম্মের (ভার্য্যা) মূর্ত্তির গর্ভে প্রশান্ত ঋষিশ্রেষ্ঠ নর ও নারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন; তিনি কর্ম্মত্যাগ-রূপ কর্ম্ম উপদেশ ও আচরণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপিও প্রধান ঋষিদিগের কর্ত্তৃক সেবিতপাদ হইয়া অবস্থিতি করিতে-ছেন। "(ইনি তপস্যাবলে) আমার ধাম গ্রহণ করিতে অভি-লাষী হইয়াছেন," ইন্দ্র এই আশঙ্কা করিয়া পরিবারের সহিত মদনকে (তাঁহার নিকটে) প্রেরণ করেন; তিনি অপ্সরোগণ, বসন্ত ও সুমন্দ বায়ুর সমভিব্যাহারে বদরি নামক (আশ্রমে) গমন করিয়া, তাঁহার প্রভাব না জানিয়া, স্ত্রীদিগের দৃষ্টিরূপ বাণ-সমূহ দ্বারা (তাঁহাকে) বিদ্ধ করিলেন। আদিদেব, অপরাধ ইন্দ্রকৃত জানিয়া, গর্ব্বশূন্য[৪] হইয়া হাস্য করত (শাপভয়ে)

৪। "অহো! আমি ধীর" এই প্রকার গর্ব্বশূন্য।

কম্পমান (কামদেব প্রভৃতিকে) কহিলেন, "হে সমর্থ মদন! হে মারুত! হে দেবকামিনীবৃন্দ! ভয় করিও না; আমাদিগের পূজা গ্রহণ কর; এই আশ্রমকে অশূন্য কর[৫]।" হে রাজন্! অভয়প্রদ (নারায়ণ) এই প্রকার কহিলে দেবতারা লজ্জাভরে নতশির হইয়া কৃপাযুক্ত[৬] তাঁহাকে কহিলেন, বিভো! আপনি (মায়ার) পরবর্ত্তী, (সুতরাং) অবিকৃত; আত্মারাম ব্যক্তি সকল আপনার পাদপদ্মে আনত; আপনাতে ইহা[৭] আশ্চর্য্যের নহে। যাঁহারা আপনাকে সেবা করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে দেবতাকৃত অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে; (যেহেতু) তাঁহারা (তাঁহাদিগের) নিজের ধাম (স্বর্গ) অতিক্রম করিয়া আপনার পরম পদে গমন করিতেছেন; অন্যের (সে সকল বিঘ্ন) ঘটে না; (কারণ) সে যজ্ঞে (তাঁহাদিগকে) তাঁহাদিগের নিজ নিজ ভাগ বলি প্রদান করে। (কিন্তু) আপনি রক্ষাকর্ত্তা থাকাতে, (আপনার ভক্তেরা) নিশ্চয়ই বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করেন। কেহ কেহ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ত্রিকাল-গুণ সমূহ,[৮] মারুত, জিহ্বার ভোগ ও শিশ্নের ভোগস্বরূপ অপার জলধি আমাদিগকে উত্তীর্ণ হইয়া বিফল ক্রোধের বশবর্ত্তী হয়; গোষ্পদে মগ্ন হয়; অনর্থক দুশ্চর তপস্যা পরিত্যাগ করে।[৯]

৫। যদি আতিথ্য না করা হয়, তাহা হইলে আশ্রমশূন্যপ্রায় হইবে

৬। অথবা,—"যাহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে কৃপা জন্মায়, এইরূপ করিয়া" কহিলেন। ৭। ক্ষোভিত না হওয়া ও অনুকম্পা করা

৮। শীত, উষ্ণ, বর্ষা।

৯। যেমন মনুষ্য জলে মগ্ন হইলে বিবশ হইয়া মস্তকস্থিত ভার ফেলিয়া দেয়, তেমনি শাপাদি দান করিয়া বৃথা তপস্যা নষ্ট করে; তাহাতে না মোক্ষ, না ভোগ, কিছুই সাধিত হয় না।

তাঁহারা এইরূপ বলিতে থাকিলে, বিভু তাঁহাদিগকে সুন্দররূপে অলঙ্কৃতা অদ্ভুত-দর্শনা স্ত্রী সকল প্রদর্শন করিলেন, (তাহারা তাঁহার) সেবা করিতেছিল। সেই সকল দেবানুচর মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় স্ত্রী সকলকে দর্শন করিয়া রূপ এবং ঔদার্য্য দ্বারা হতশ্রী হইয়া তাহাদিগের গন্ধে মুগ্ধ হইলেন। দেবদেবেশ হাস্য করিয়া প্রণত তাঁহাদিগকে কহিলেন, ইহাদিগের মধ্যে সমানরূপা এক জনকে স্বর্গ-ভূষণ রূপে বরণ কর।[১০] "যে আজ্ঞা" এই বলিয়া আজ্ঞা গ্রহণ করত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া সুরবন্দী সকল অপ্সরঃ-প্রধান উর্ব্বশীকে অগ্রে করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন; এবং প্রণাম করিয়া সভাতে শ্রবণকারী দেবগণের সমক্ষে ইন্দ্রকে নারায়ণের বল নিবেদন করিলেন। ইন্দ্র বিস্মিত হইয়া ত্রস্ত হইলেন।

হংসস্বরূপী দত্তাত্রেয়, (সনকাদি) কুমার, আমাদিগের পিতা ভগবান্ ঋষভ, (ইহাঁরা) বিষ্ণু, জগতের মঙ্গলের নিমিত্ত অংশে অবতীর্ণ হইয়া যোগ কহিয়াছিলেন; হয়গ্রীবাবতারে মধুরিপু বেদ সকল আহরণ করিয়াছিলেন; মৎস্যাবতারে মনু, ইলা এবং ওষধি সকলকে বিপদে রক্ষা করিয়াছিলেন; জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করিবার সময় ক্রোড়দেশে দৈত্যকে সংহার করিয়াছিলেন; কূর্ম্মাবতারে অমৃতোন্মথনকালে পৃষ্ঠে করিয়া পর্ব্বত ধারণ করিয়াছিলেন; কুম্ভীরের মুখ হইতে বিপদ্‌গ্রস্ত কাতর গজেন্দ্রকে মোচন করিয়াছিলেন; (গোষ্পদে)

১০। বরণ করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আমরা নিকৃট, ইহাদিগকে কি করিয়া বরণ করিব? এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "সমানরূপা"। "কৈ একজনও আমাদিগের অনুরূপা নহে" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, আচ্ছা নাই হউক্, তথাপি "স্বর্গভূষণরূপে বরণ কর।"

নিপতিত, স্তবকারী শ্রমণ ঋষিদিগকে,[১১] বৃত্রের বধ হেতু (ব্রহ্মহত্যারূপ) পাতকে প্রবিষ্ট ইন্দ্রকে, এবং অসুর গৃহে নিরুদ্ধ অনাথ দেবমহিলাদিগকে (বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন; (নৃসিংহ অবতারে) সাধুদিগের অভয়ের নিমিত্ত অসুররাজকে সংহার করিয়াছিলেন; সমুদায় মন্বন্তরে দেবতাদিগের উপকারার্থ দেবাসুরের সংগ্রামে অংশ সকলের দ্বারা দৈত্যপতিদিগকে সংহার করিয়া ভুবন সকল পালন করিয়াছিলেন; বামন হইয়া যাচ্ঞাচ্ছলে বলির নিকট হইতে এই পৃথিবী হরণ করিয়াছিলেন, এবং অদিতির পুত্রদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন; হৈহয় বংশের নাশের নিমিত্ত (জাত) ভার্গবরূপ অগ্নি রাম ত্রিসপ্ত বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন; সেই রাম সাগরকে বন্ধন করিয়াছিলেন; লঙ্কাস্থিত দশকন্ধরকে সংহার করিয়াছিলেন; লোক-মলনাশক-কীর্ত্তিশালী সীতাপতি জয়ভাগী হইয়া আছেন[১২]। অজন্মা পৃথিবীর ভার হরণের নিমিত্ত যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবতাদিগেরও দুষ্কর কর্ম্ম সকল করিবেন; যজ্ঞের অপাত্র, যজ্ঞকারী (দৈত্যদিগকে অহিংসা) বাদ দ্বারা বিমুগ্ধ করিবেন;[১৩] শেষে কলিতে শূদ্র[১৪] রাজাদিগকে সংহার করিবেন। হে মহাভুজ! ভুরিযশাঃ (নারায়ণের) এই প্রকার ভুরি ভুরি জন্ম ও কর্ম্ম; এই স্থলে বর্ণন করিলাম।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

১১। "শ্রমণ" যতি বিশেষ "ঋষি" বালিখিল্য গণ।

১২। বর্ত্তমান অবতার।

১৩। বৌদ্ধাবতার বলা হইল।

১৪। অর্থাৎ যবনপ্রায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, প্রায় অনেকে ভগবান্ হরিকে ভজনা করেন না; হে আত্মতত্ত্ববেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ সকল! অজিতচেতা, (সুতরাং) অনিবৃত্ত-কাম সেই সকল (ব্যক্তির) প্রাপ্য কি? [১]

শ্রীচমস কহিলেন, গুণের দ্বারা [২] ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ পৃথক্ আশ্রম সকলের সহিত পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। [৩] ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা সাক্ষাৎ নিজের নিজের উৎপত্তিস্থান পুরুষ ঈশ্বরকে ভজনা না করেন, [৪] অথবা অবজ্ঞা করেন, [৫] তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন। হরিকথা, (সুতরাং) অচ্যুতকীর্ত্তন কতক গুলির দূরবর্ত্তী; ইহারা, আর স্ত্রীগণ ও শূদ্রাদি ভবাদৃশ (ব্যক্তি) সকলের অনুকম্পনীয়। [৬] জন্ম এবং উপনয়ন ও অধ্যয়নাদি দ্বারা হরির পাদসান্নিকট্য লাভ করিয়াও, বেদোক্ত অর্থবাদ [৭] জাত

১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ভক্তেরা বিঘ্নের মস্তকে পদার্পণ করেন, আর অভক্তদিগের অনেক বিঘ্ন ঘটে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করা হইতেছে যে, তবে তাহাদিগের গতি কি হয়?

২। সত্ত্ব গুণ দ্বারা ব্রাহ্মণ; সত্ত্ব ও রজোগুণ দ্বারা ক্ষত্রিয়; রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা বৈশ্য; আর তমোগুণ দ্বারা শূদ্র উৎপন্ন হইয়াছিল।

৩। নিজের জনক; অতএব গুরুভগবান্‌কে অনাদর করে, সুতরাং গুরুদ্রোহহেতু দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, এইটী বলিবার নিমিত্ত ভগবান্ হইতে চারিবর্ণের উৎপত্তি বলা হইল।

৪। জানেন না, সুতরাং ভজনা করেন না।

৫। যাঁহারা জানিয়াও ভজনা করেন না।

৬। তন্মধ্যে যাহারা অজ্ঞ, আপনার সদৃশ ব্যক্তিদিগের তাহাদিগের প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য।

৭। স্তুতিবাক্য

থাকাতে, ব্রাহ্মণ, অথবা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য মোহে পতিত হন।[৮] কর্ম্মে অপণ্ডিত, অনম্র, মূর্খ, অথচ পণ্ডিতাভিমানী (সেই) মূঢ় সকল যে মিষ্ট বাক্য দ্বারা মুগ্ধ হয়, সেই বাক্য হেতুই চারু বাক্য সকল কহিয়া থাকে[৯]। রজোগুণ থাকাতে ভয়ানক অভিসন্ধিসম্পন্ন,[১০] কামুক, সর্পসদৃশক্রোধশালী, দাম্ভিক, অভিমানী (ঐ) পাপিষ্ঠ সকল অচ্যুতপ্রিয় (সাধুদিগকে) উপহাস করিয়া থাকে। স্ত্রীর উপাসক ঐ সকল ব্যক্তি, যাহাতে মৈথুনসুখই শ্রেষ্ঠ, সেই সকল গৃহে (বসতি করিয়া) পরস্পর মঙ্গলের কথা কহিতে থাকে।[১১] দক্ষিণা, অন্নদান বা দক্ষিণাবিধান না করিয়া যাগ করে; এবং বিশেষ না জানিয়া[১২] কেবল জীবিকার নিমিত্ত পশুহত্যা করে। খল সকল ধনাদি সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য, আভিজাত্য, বিদ্যা, দান, রূপ বল ও কর্ম্মনিবন্ধন সমুৎপন্ন গর্ব্বেতে করিয়া অন্ধবুদ্ধি হইয়া হরিপ্রিয় সাধুদিগকে ও ঈশ্বরকে অবজ্ঞা করে। মূর্খেরা সমুদায় দেহীতে, আকাশের ন্যায়,[১৩] নিরন্তর অবস্থিত, অভীষ্ট,[১৪] বেদে উপগীত,[১৫] ঈশ্বর আত্মাকে শ্রবণ করে না; (কারণ) মনোরথ সকলের আলাপেই কথোপকথন করিয়া থাকে।[১৬]

৮। যাহারা ঈষৎ জ্ঞানলাভ করিয়া অহঙ্কৃত, তাহাদিগকে পার... ভার; সুতরাং তাহারা উপেক্ষণীয়।

৯। স্বর্গে অপ্সরোদিগের সহিত বিহার করিব। ইত্যাদি।

১০। মারণ, উচ্চাটন প্রভৃতি।

১১। আমি অদ্য এই লাভ করিয়াছি; এই লাভ করিব, ইত্যাদি।

১২। হিংসার দোষ না জানিয়া। ১৩। ইহা দ্বারা সঙ্গহীনতা বলা হই...

১৪। ইহা দ্বারা বলা হইল যে তিনি পুরুষার্থ।

১৫। ইহা দ্বারা তাঁহার স্ফুটতা প্রকাশ করা হইল।

১৬। এরূপ পণ্ডিতাভিমানী হইলেও তাহারা বেদের তত্ত্বার্থ অবগত না... "মূর্খেরা" ইত্যাদি "করিয়া থাকে" ইত্যন্ত দ্বারা এইটী বলা হইল।

লোকে স্ত্রীসঙ্গম, এবং আমিষও মদ্য সেবা প্রাণিমাত্রেরই রাগ-প্রাপ্ত; অতএব তদ্বিষয়ে প্রেরণা নাই।[১৭] বিবাহ, যজ্ঞ এবং সুরাগ্রাহ[১৮] দ্বারা ঐ সকলেতে ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে;[১৯] ইহাদিগেতে নিবৃত্তিই অভীষ্ট।[২০] যে ধর্ম্ম হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান, পরেই (নির্ব্বাণরূপা) প্রকৃষ্টা শান্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেই ধর্ম্মই ধনের একমাত্র ফল। (এই) ধনকে (উপরি-উক্ত মূঢ়েরা) গৃহে[২১] যোজনা করে; দেহের দুরন্ত-বীর্য্য মৃত্যুকে দেখিতে পায় না। সুরার ঘ্রাণভক্ষণ(ই) বিহিত হই-

---

১৭। যখন ঐ কএকটী রাগতঃ প্রাপ্তই আছে, তখন সুতরাং ঐ সকলে "প্রেরণা" অর্থাৎ বিধির আবশ্যকতা নাই। অর্থাঃ "স্ত্রীসঙ্গ, মদ্য ও আমিষ ভোজন করিবে" লোককে এরূপ বিধি দিতে হয় না; কারণ এরূপ বিধি না দিলেও তাহারা স্বভাবতঃ তদ্বিষয়ক অনুরাগহেতু তাহা করিবেই করিবে।

১৮। সৌত্রামণী যাগে সুরাগ্রহণ কার্য্য। এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণদিগেরও সুরাপান বিহিত আছে।

১৯। "আচ্ছা যদি ঐ সকল রাগতঃই প্রাপ্ত হইল, সুতরাং ঐ সকল বিধান করিবার আবশ্যকতা থাকিল না, তবে "ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে" এরূপ বিধি হয় কেন?" সত্য এরূপ বিধি আছে; কিন্তু এ বাস্তবিক বিধি নয়; কারণ যাহা পূর্ব্বে প্রাপ্ত ছিল না, তাহাকে যে পাওয়ায় তাহারই নাম বিধি; এস্থলে স্ত্রীগমন প্রাপ্তই ছিল; সুতরাং "ঋতুতে ভার্য্যাগমন করিবে" এটী নিয়মবিধি নহে; কিন্তু নিয়মবিধি স্বরূপে রাগীদিগের পক্ষে অনুজ্ঞা মাত্র করা হইতেছে। "বিবাহ যজ্ঞ" ইত্যাদি "প্রদত্ত হই-য়াছে" ইত্যন্ত দ্বারা ইহাই বলা হইল।
"বিবাহেই স্ত্রী সেবা; যজ্ঞেই মাংস সেবা; এবং সৌত্রামণীতেই মদ্য সেবা করিবে" এই সকল বাক্য দ্বারা বলা হইতেছে, যে তোমরা ত এই সকল করিবেই; তবে এই সকল স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে করিবে না। কিন্তু ঐ সকল বাক্য দ্বারা লোকদিগকে ঐ সমুদায় করণে নূতন বিধি দেওয়া হইতেছে না।

২০। "আচ্ছা যখন যেপ্রকার হউক্, এক প্রকারে ইহাদিগের কর্ত্ত-ব্যতাবিষয়ে নিয়ম করা হইতেছে, তখন নিন্দাটা কর্ত্তব্য হয় না," এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "এই সকলে নিবৃত্তিই অভীষ্ট।)"

২১। অর্থাৎ, দেহাদি প্রতিপালনার্থ।

য়াছে; এইরূপ পশুদিগেরও আলভন (মাত্র)[২২] (বিহিত হই-য়াছে;) হিংসা[২৩] নহে; (সুতরাং যথেষ্ট ভক্ষণে অনুমতি নাই;) এইপ্রকার সন্তানের নিমিত্তই স্ত্রীসঙ্গমের (বিধান করা হই-য়াছে;) রতির নিমিত্ত নহে; (অতএব মনোরথবাদীরা) ইহাকে বিশুদ্ধ স্বধর্ম্ম জ্ঞান করেন না। এই বিষয়ে অজ্ঞ যে সকল গর্ব্বিত সদভিমানী অসাধু নিঃশঙ্ক[২৪] হইয়া পশু হিংসা করে, সেই সকল (পশু) পরকালে তাহাদিগকে ভক্ষণ করে। যাহারা (অভিচারাদি দ্বারা) পরের শরীরে আত্মা ঈশ্বর হরির দ্বেষ করে, তাহারা পুত্রাদির সহিত এই দেহে বদ্ধ-স্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয়। যাহারা মূঢ়তা অতিক্রম করি-য়াছে, অথচ যাহারা ত্রিবর্গপ্রধান, ও উপশান্তিক্ষণরহিত,[২৫] সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা (নিজেই) সৎ আত্মাকে অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। অজ্ঞানে জ্ঞানমানী অশান্ত এই সকল আত্মঘাতী কালেতে করিয়া নষ্টমনোরথ, (সুতরাং) অকৃতকৃত্য হইয়া দুঃখ পায়। বাসুদেবপরাঙ্মুখ (এই সকল ব্যক্তি) আত্মমায়া দ্বারা বিরচিত গৃহ, পুত্র, সুহৃৎ ও শ্রী পরিত্যাগ করিয়া, ইচ্ছা না করিলেও, নরকে প্রবেশ করে।

শ্রীরাজা কহিলেন, সেই ভগবান্ কোন্ কালে, কিরূপ-আকারসম্পন্ন, কীদৃশবর্ণশালী হইয়া কি নামে এবং কি প্রকার

২২। অর্থাৎ, দেবতার উদ্দেশে পশু হনন। "কথিত আছে, দেবতার উদ্দেশে যে হিংসা সে হিংসা নহে।" ২৩। ভক্ষণোদ্দেশে পশু হনন।

২৪। মূলে "বিস্রব্ধাঃ" এই শব্দ আছে। ইহার তিন অর্থ হয়; (১) "নিঃশঙ্ক হইয়া;" (২) "ইহা দ্বারা মনোরথ সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বিশ্বস্ত হইয়া;" (৩) "তৎকালে প্রতিপালন করিতেছে, সুতরাং তাহাদিগের উপর পশুগণের বিশ্বাস আছে"।

২৫। অথবা দেহাদি নিত্য; এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন।

বিধিতে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন, এস্থলে তাহা কীর্ত্তন করুন।

শ্রীকরভাজন কহিলেন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি, এই সকলে কেশব নানাবর্ণ, নানানামধারী, নানাবিধ-আকার-সম্পন্ন হইয়া নানা বিধিতেই পূজিত হইয়া থাকেন। সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, জটিল, বল্কলবাসা এবং কৃষ্ণাজিনের উপবীত, অক্ষ, দণ্ড ও কমণ্ডলুধারী। তখন শান্ত, বৈরহীন, সুহৃদ্,[২৬] সমদর্শী মনুষ্যসকল চিন্তা, এবং শম ও দম দ্বারা দেবকে পূজা করেন। (এই কালে ভগবান্) হংস, সুপর্ণ, বৈকুণ্ঠ, ধর্ম্ম, যোগেশ্বর, অমল, ঈশ্বর, পুরুষ, অব্যক্ত, ও পরমাত্মা, (এই সকল নামে) গীত হইয়া থাকেন। ত্রেতাযুগে ইনি রক্তবর্ণ, চতুর্ব্বাহু, ত্রিমেখল,[২৭] পিঙ্গকেশ, বেদাত্মা এবং স্রক্ স্রুকাদি চিহ্নে চিহ্নিত[২৮]। তখন ধর্ম্মিষ্ঠ, ব্রহ্মবাদী মনুষ্যেরা সর্ব্বদেবময় সেই দেব হরিকে বেদত্রয়োক্ত কর্ম্ম সকল দ্বারা পূজা করেন। (এই যুগে ভগবান্) বিষ্ণু, যজ্ঞ, পৃশ্নিপুত্র, সর্ব্বদেব, উরুক্রম[২৯] বৃষাকপি,[৩০] জয়ন্ত[৩১] এবং উরুগায়,[৩২] (এই সকল নামে) কথিত হইয়া থাকেন। দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামবর্ণ, পীতবাসা, নিজ-(চক্রাদি-) অস্ত্রশস্ত্রধারী, এবং শ্রীবৎসাদি চিহ্ন

২৬। অর্থাৎ, সর্ব্বপ্রাণীর "সুহৃদ্"।

২৭। অর্থাৎ, দীক্ষার অঙ্গভূতা ত্রিগুণা (যাহার তিনটী থাই) মেখলা-সম্পন্ন। অর্থাৎ, যজ্ঞমূর্ত্তি।

২৮। "স্রক্" অর্থাৎ মাল্য। "স্রুক্" অর্থাৎ, বিকঙ্কত কাষ্ঠে বিনির্ম্মিত বটপত্রাকৃতি যজ্ঞপাত্র বিশেষ।

২৯। বিশাল বিক্রমশালী।

৩০। অর্থাৎ, যিনি কাম সকল বর্ষণ এবং ক্লেশ সমূহ বিধূনন করেন।

৩১। যিনি সর্ব্বদা জয়শালী আছেন।

৩২। যাঁহার কীর্ত্তি বিশাল।

সকলে চিহ্নিত। রাজন্! ঈশ্বরকে জানিতে ইচ্ছুক মর্ত্ত্য সকল তখন মহারাজচিহ্নে চিহ্নিত [৩৩] পুরুষকে বেদ ও তন্ত্র দ্বারা পূজা করেন। "বাসুদেব আপনাকে নমস্কার; সঙ্কর্ষণকে নমস্কার; প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, ভগবান্ আপনাকে নমস্কার; নারায়ণ, ঋষি, [৩৪] পুরুষ, মহাত্মা, বিশ্বেশ্বর, বিশ্বরূপী, সর্ব্বভূতাত্মা (আপনাকে) নমস্কার;" হে পৃথিবীপতে! দ্বাপরে (লোকেরা) এই বলিয়া জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন। কলিতেও নানাতন্ত্র-বিধান দ্বারা, [৩৫] যেরূপ (পূজা করিয়া থাকেন,) তাহা শ্রবণ কর। বিবেকী ব্যক্তিরা (তখন) কৃষ্ণবর্ণ, কান্তিতে করিয়া কৃষ্ণ, [৩৬] অঙ্গ-উপাঙ্গ-অস্ত্র-ও-পার্ষদ-সহিত [৩৭] (দেবকে) সংকীর্ত্তনবহুল [৩৮] অর্চ্চনা দ্বারা অর্চ্চনা করেন। "হে মহাপুরুষ! আমি সর্ব্বদা ধ্যেয়, পরিভব-নাশক [৩৯], মনোরথ-পূরক, তীর্থের আস্পদী-ভূত, [৪০] বিধিবিরিঞ্চ কর্ত্তৃক স্তুত, শরণ্য [৪১] ভৃত্যের আর্ত্তিহারক, প্রণতজনের রক্ষাসাধন ভবসাগরতরণি আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা করি। হে মহাপুরুষ! আপনার চরণারবিন্দ বন্দনা

৩৩। ছত্রচামরাদিযুক্ত।

৩৪। নর ঋষি।

৩৫। ইহা দ্বারা বলা হইল যে কলিতে তন্ত্রমার্গই প্রধান।

৩৬। অর্থাৎ, কৃষ্ণাবতার। এতদ্দ্বারা কলিতে শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রাধান্য প্রদর্শন করা হইল।

৩৭। "অঙ্গ"—হৃদয়াদি; "উপাঙ্গ"—কৌস্তুভাদি; "অস্ত্র"—সুদর্শনাদি; "পার্ষদ"—সুনন্দাদি।

৩৮। "সংকীর্ত্তন" অর্থাৎ নামোচ্চারণ এবং স্তুতি।

৩৯। "পরিভব"-অর্থাৎ কুটুম্বাদিকৃত তিরস্কার।

৪০। অর্থাৎ, গঙ্গাদির আশ্রয় হওয়াতে পবিত্রকারক।

৪১। "আচ্ছা, শিব ও বিরিঞ্চ ত কৃতার্থ; তাঁহারা কি অভিলাষে তাঁহার স্তব করিবেন?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "শরণ্য" অর্থাৎ তিনি আশ্রয়ের যোগ্য; অর্থাৎ, সুখাত্মক।

করি; যে ধর্ম্মিষ্ঠ [৪২] আপনি সুদুস্ত্যজা [৪৩] দেববাঞ্ছিতা রাজ্যলক্ষ্মী পরিত্যাগ করিয়া পিতার বচনক্রমে বনে গমন এবং দয়িতার অভীপ্সিত মায়ামৃগের অনুসরণ করিয়াছিলেন।”

হে রাজন্! মঙ্গলনিকরের অধীশ্বর ভগবান্ হরি যুগজীবী মনুষ্যদিগের কর্ত্তৃক এইপ্রকার যুগানুরূপ নাম ও মূর্ত্তি দ্বারা পূজিত হইয়া থাকেন। গুণজ্ঞ, [৪৪] সারভাগী, [৪৫] আর্য্যসকল কলির সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিয়া থাকেন; যাহাতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা সর্ব্ব পুরুষার্থ লব্ধ হইয়া থাকে। [৪৬] ইহ (সংসারে) ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের ইহা [৪৭] অপেক্ষা পরম লাভ আর নাই। ইহা হইতে পরমা শান্তি লাভ করিতে পারেন; এবং (ইহা হইতে) সংসার নাশ পায়। রাজন্! সত্যাদির মনুষ্য সকল কলিতে জন্ম ইচ্ছা করেন। মহারাজ! কলিতে কোন কোন স্থানে (প্রজা সকল) নারায়ণপরায়ণ হইবে; দ্রবিড়ে অনেকে (হইবে;) যথায় তাম্রপর্ণী, কৃতমালা, পয়স্বিনী কাবেরী, মহাপুণ্যা প্রতীচী ও মহানদী। হে লোকনাথ! যে সকল মনুষ্য ঐ সকলের জলপান করেন, তাঁহারা প্রায় ভগবান্ বাসুদেবের

৪২। “বনে গিয়াছিলেন কেন? কি রাজ্যের বৈফল্য দেখিয়া?” এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল না “ধার্ম্মিক”। তবে কেন গিয়াছিলেন? “পিতার বচন ক্রমে”।

৪৩। ভবাদৃশ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের “সুদুস্ত্যজা”।

৪৪। অর্থাৎ, যাঁহারা কলির গুণ জ্ঞাত আছেন।

৪৫। “আচ্ছা, কলিতে ত দোষই অনেক, তবে কেন প্রশংসা করিয়া থাকেন?” এই প্রশ্নের উত্তরক্রমে বলা হইল “সারভাগী,” অর্থাৎ “সারগ্রাহী,” অর্থাৎ যাঁহারা দোষাংশ গ্রহণ না করিয়া কেবল গুণাংশই গ্রহণ করিয়া থাকেন।

৪৬। “এই যুগে গুণ কি?” এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল “যাহাতে কেবল সংকীর্ত্তন দ্বারা” ইত্যাদি।

৪৭। অর্থাৎ, সংকীর্ত্তন।

ভক্ত হন; এবং তাঁহাদিগের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হয়। রাজন্! যিনি কার্য্য [৪৮] পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে শরণ্য মুকুন্দের শরণ লইয়াছেন, তিনি দেবতা, ঋষি, প্রাণী, কুটুম্ব, মনুষ্য ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী নহেন। নিজপাদমূল-ভজনকারী, অন্যে পরিত্যক্ত-রাগ [৪৯] প্রিয়ের [৫০] যদি কোন প্রকারে কোনও বিকর্ম্ম ঘটে, তাহা হইলে পরেশ হৃদিস্থিত হরি [৫১] সে সমুদায় দূর করেন।

শ্রীনারদ কহিলেন, সেই মিথিলরাজ এই প্রকার ভাগবত ধর্ম্ম সকল শ্রবণ করত প্রীত হইয়া, উপাধ্যায়ের সহিত, জয়ন্তীর পুত্র ঋষিদিগকে পূজা করিলেন। অনন্তর দর্শন-কারী সর্ব্বলোকের সমক্ষে সিদ্ধগণ অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ধর্ম্ম সকল আচরণ করত পরমা গতি প্রাপ্ত হইলেন। হে মহা-ভাগ! আপনিও শ্রদ্ধাযুক্ত এবং নিঃসঙ্গ হইয়া এই সকল শুভ ভাগবত ধর্ম্ম আশ্রয় করিলে পরম পদ লাভ করিবেন। আপনাদিগের স্ত্রী পুরুষের যশে জগৎ পূরিত হইয়াছে; যে হেতু ভগবান্ ঈশ্বর হরি আপনাদিগের পুত্রতা প্রাপ্ত হইয়াছেন; শ্রীকৃষ্ণে পুত্রস্নেহকারী আপনাদিগের আত্মা

৪৮। অথবা, "ভেদ দর্শন" পরিত্যাগ করিয়া। অর্থাৎ, "বাসুদেব সমুদায়" এই বুঝিয়া।

৪৯। "অন্যে" অর্থাৎ, দেহাদিতে; অথবা অন্য দেবতাতে।

৫০। "আচ্ছা যে বিকর্ম্ম করিল, সে ত তাঁহার আজ্ঞা ভঙ্গ করিল, হরি কি করিয়া তাহা সহ্য করিবেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "প্রিয়ের"।

৫১। "আচ্ছা তিনি ত পাপক্ষালনের নিমিত্ত তাঁহাকে ভজনা করিতে-ছেন না।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল "হৃদিস্থিত" অর্থাৎ, তিনি তাঁহার হৃদয়ে থাকেন, সুতরাং তিনি নিজেই তাঁহার বিকর্ম দূর করেন।

দর্শন, আলিঙ্গন, স্পর্শন; এবং একত্র শয়ন, উপবেশন ও ভোজন দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে। শিশুপাল, পৌণ্ড্রক ও শাল্বাদি নৃপতি সকল বৈরবশতঃ ভোজন এবং উপবেশনকালে গতি, বিলাস ও বিলোকনাদি যোগে তাঁহার আকৃতি ধ্যান করিয়া তদীয় গতিলাভ করিয়া ছিলেন; তখন যাঁহাদিগের চিত্ত তাঁহাতে অনুরক্ত, তাঁহাদিগের কথা আর কি বলিব? সর্ব্বাত্মা, ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণে পুত্রবুদ্ধি করিবেন না; মায়ামনুষ্যভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্য গূঢ় রহিয়াছে; তিনি অব্যয় পর (পুরুষ;) পৃথিবীর ভারভূত অসুরাবতার রাজাদিগকে নাশ এবং সাধুদিগকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত অবতীর্ণ তাঁহার যশ (লোকের) মুক্তির নিমিত্ত সংসারে বিস্তার করা হইতেছে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, মহাভাগ বসুদেব এবং মহাভাগা দেবকী ইহা শ্রবণ করত সাতিশয় বিস্মিত হইয়া আত্মার মোহ দূর করিলেন। যিনি সমাধিসম্পন্ন হইয়া এই পবিত্র ইতিহাস ধারণ করেন, তিনি সংসারে মোহ দূর করিয়া ব্রহ্ম হইবার উপযুক্ত হন।

পঞ্চম অধ্যায়ে জায়ন্তেয় উপাখ্যান সমাপ্ত।

——00——

ষষ্ঠ অধ্যায়।

শ্রীবেদব্যাস-তনয় কহিলেন, অনন্তর আত্মজগণ, দেবগণ ও ব্রজেশ্বরগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা; ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া প্রাণি-বর্গের মঙ্গলের অধীশ্বর ভব; মরুদ্গণের সহিত ইন্দ্র; ভগবান্ আদিত্যগণ; বসুগণ; অশ্বিনযুগল; অঙ্গিরস; রুদ্রগণ; বিশ্বে-দেবগণ; সাধ্যগণ; গন্ধর্ব্বগণ; অপ্সরোগণ; নাগগণ; সিদ্ধ, চারণ ও গুহ্যকগণ; ঋষিগণ; পিতৃগণ; এবং বিদ্যাধর ও কিন্নর-গণ; সকলে শ্রীকৃষ্ণকে সন্দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার-কায় আগমন করিলেন; যে (শ্রীকৃষ্ণ-) দেহ দ্বারা ভগবান্ লোকের মনোরম হইয়া লোকমধ্যে সর্ব্ব লোকের পাপনাশক যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন। (তাঁহারা) সেই বিভ্রাজমানা, মহাঋদ্ধিতে সমৃদ্ধা (নগরীতে) অদ্ভুতদর্শন শ্রীকৃষ্ণকে অবিতৃপ্ত লোচন হইয়া দর্শন করিলেন; এবং স্বর্গের উদ্যানস্থিত মাল্য-নিকর দ্বারা যদুশ্রেষ্ঠকে আচ্ছাদন করিয়া মনোহরপদ [১] ও অর্থ সম্পান্ন বাক্য সকলের দ্বারা জগদীশ্বরকে স্তব করিতে লাগিলেন

দেবতারা কহিলেন, নাথ! কর্ম্মময় দৃঢ় পাশ হইতে মুক্তি ইচ্ছা করত ভাবুকেরাও অন্তর্হৃদয়ে যাহা চিন্তা করেন, [২] আমরা বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রাণ, মন ও বাক্য দ্বারা [৩] আপনার

১। শৃঙ্খলাবদ্ধ।

২। তাঁহারাও কেবল চিন্তামাত্র করেন; দেখিতে পান না।

৩। প্রণাম অষ্টাঙ্গ; (১) বাহুদ্বয় দ্বারা (২) পাদদ্বয় দ্বারা (৩) জানুদ্বয় দ্বারা (৪) বক্ষঃস্থল দ্বারা (৫) মস্তক দ্বারা (৬) চক্ষু দ্বারা (৭) মনো দ্বারা (৮) বাক্য দ্বারা।

দই পদারবিন্দে নমস্কার করি। হে অজিত! আপনি
ায়ার গুণে অবস্থিত হইয়া[৪] ত্রিগুণা মায়া দ্বারা আপনাতে
ই দুর্বিভাব্য প্রপঞ্চ সৃজন, পালন ও ধ্বংস করিয়া থাকেন,[৫]
অথচ) এই সকল কর্ম্মের সহিত লিপ্ত হন না; (কারণ)
াপনি (রাগাদি-) দোষরহিত; যেহেতু অনাবৃত আত্ম-
ুখে অভিরত। হে পূজ্য! হে শ্রেষ্ঠ! আপনার যশোবিষয়ে
্রবণযোগে পরিপুষ্টা সৎশ্রদ্ধা দ্বারা সাধুদিগের যেরূপ
শুদ্ধি হয়,) বিদ্যা, শ্রুত, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা ও কর্ম্ম
দ্বারা রাগীদিগের সেরূপ শুদ্ধি হয় না[৬]। হে ঈশ! মুনিগণ
মোক্ষের নিমিত্ত প্রেমার্দ্র হৃদয়ে করিয়া আপনার যে চরণ
বহন করেন; ভক্তেরা সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার বাসনায়
যাহাকে (বাসুদেবাদি) মূর্ত্তিতে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন; এবং
ধীর ব্যক্তিরা স্বর্গ অতিক্রম পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির নিমিত্ত
যাহাকে ত্রিকাল অর্চ্চনা করেন; সংযত-হস্ত (যাজ্ঞিকেরা) হবিঃ
গ্রহণ করত বেদোক্ত বিধি অনুসারে[৭] যাহাকে চিন্তা করেন;

৪। নিয়ন্তারূপে অবস্থিত হইয়া।

৫। "আচ্ছা, আমিও ত দৃষ্টাদৃষ্ট কর্ম্ম সকল করিতেছি, তবে মুমুক্ষুরা কেন কর্ম্মপাশ ছেদনের নিমিত্ত আমার পাদ চিন্তা করিবেন?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "হে অজিত!" ইত্যাদি দ্বারা উত্তর দেওয়া হইল। অর্থাৎ, এ সকল অল্প কর্ম্মের কথা দূরে থাকুক, রাগীদিগের মুক্তিসাধন যশোবিস্তার করিবার নিমিত্ত আপনি সৃষ্ট্যাদি গুরুতম কর্ম্মসকল করিয়া থাকেন।

৬। সুতরাং তাহাদিগকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত, আত্মারাম হইলেও, আপনাকে কর্ম্ম করিতে হয়।

৭। "আচ্ছা, যে দেবতার নিমিত্ত হবিঃ গ্রহণ করা হয়, হবিঃ প্রক্ষেপ করিতে হইলে তাঁহারই ধ্যান করিবে" এই বচন থাকাতে সেই দেবতারই চিন্তা করার বিধান রহিয়াছে, তবে আমাকে কিরূপে চিন্তা করা হয়?" এই— তর্কের উত্তর ক্রমে বলা হইল "যে বেদোক্তবিধান অনুসারে"। অর্থাৎ, ইন্দ্রাদি-রূপে যজ্ঞপুরুষকেই চিন্তা করা হয়।

আত্মা আপনার মায়াকে জানিতে অভিলাষী যোগীরা অধ্যাত্ম যোগে যাহাকে চিন্তা করিয়া থাকেন; আর পরম ভাগবতেরা যাহাকে সর্ব্বতঃ পূজা করেন; সেই চরণ আমাদিগের বিষয়-বাসনা সকলের ধূমকেতু[৮] হউক্। বিভো! ভগবতী লক্ষ্মী সপত্নীর ন্যায় এই পর্য্যুসিতা বনমালার সহিত স্পর্দ্ধা করেন;[৯] (তথাপি) যে আপনি "অতি সুসম্পাদিত হইয়াছে" এই ভাবিয়া এই বনমালা দ্বারা সম্পাদিত পূজা গ্রহণ করেন,[১০] সেই আপনার পাদপদ্ম আমাদিগের বিষয়বাসনা-সমূহের ধূমকেতু হউক।[১১] হে ভূমন্! হে ভগবন্! আপনার যে ত্রিবিক্রমশালী, বিজয়ধ্বজস্বরূপ,[১২] ত্রিধাপাতিনী-[১৩]গঙ্গা-রূপ-পতাকাসম্পন্ন, দেবাসুরসেনার অভয়-ও-ভয়প্রদ, এবং সাধুদিগের স্বর্গ, ও খল ব্যক্তিদিগের অধোগমনের নিমিত্ত-ভূত পদ, তাহা ভজনকারী আমাদিগকে পাপ হইতে বিশুদ্ধ করুক। পরস্পর পীড্যমান[১৪] ব্রহ্মাদি দেহী সকল, নাসিকা বিদ্ধ করিয়া বদ্ধ গোসমূহের, ন্যায় প্রকৃতি-পুরুষের পরবর্ত্তী যে কালরূপী[১৫] আপনার বশে অবস্থিতি করিতেছেন,[১৬]

৮। অর্থাৎ, দাহক।

৯। "আমি যথায় বাস করি, সেই বক্ষঃস্থলেই এ পর্য্যুসিতা হইলেও বাস করিতেছে!" এইরূপ স্পর্দ্ধা।

১০। অথবা, "আপনার যে পাদ পূজা গ্রহণ করে" এরূপ অর্থও করা যায়।

১১। "বিভো! ভগবতী লক্ষ্মী" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, পূর্ব্বোক্ত সেবকদিগের মধ্যে পরমভাগবতদিগের উপরেই আপনার লক্ষ্মী হইতেও অধিকতরা প্রীতি।

১২। তন্মধ্যে মধ্যম বিক্রমে পদ সত্যলোকে গমন করিয়াছিল; অতএব অতি উন্নত "বিজয়ধ্বজস্বরূপ"। ১৩। অথবা তিন লোকে পাতিনী"।

১৪। যুদ্ধ দ্বারা। ১৫। অর্থাৎ, প্রবর্ত্তক।

১৬। অতএব তাঁহারা জয় পরাজয় বিষয়ে স্বাধীন নহেন।

সেই পুরুষোত্তম আপনার চরণ আমাদিগের মঙ্গল বিস্তার করুক।[১৭] আপনি এই বিশ্বের উদয়, স্থিতি, ও সংযমের হেতু; (কারণ) আপনাকে প্রকৃতি, পুরুষ, ও মহৎতত্ত্বের নিয়ন্তা বলিয়া থাকে; (আর যে) ত্রিনাভিসম্পন্ন,[১৮] সমুদায়ের নাশে প্রবৃত্ত, গভীরবেগশালী কাল, সেও এই আপনি; অতএব আপনি উত্তম পুরুষ।[১৯] যে অমোঘবীর্য্য পুরুষ আপনা হইতে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া যে মায়ার সহিত, গর্ব্ভের ন্যায়, মহৎতত্ত্ব ধারণ করেন, সেই পুরুষই সেই মায়ার সহিত অনুগত হইয়া বাহ্য-আবরণ-সমূহ-সমন্বিত হৈম অণ্ডকোষ সৃজন করিয়াছেন।[২০] অতএব আপনি স্থাবরের ও জঙ্গমের অধীশ্বর; কারণ; হে হৃষীকেশ! মায়া কর্ত্তৃক প্রকাশিত যে ইন্দ্রিয়বৃত্তি, তদ্দ্বারা উপস্থাপিত বিষয় সকল ভোগ করিয়াও আপনি লিপ্ত নহেন; যাঁহারা অন্য[২১] তাঁহারা নিজে নিজেই অবিদ্যমান[২২] বিষয় হইতে ভীত হয়।[২৩] মন্দহাস্য-বিলসিত-পূর্ব্বক কটাক্ষ দৃষ্টি দ্বারা প্রদর্শিত অভিপ্রায় হেতু মনোহারি ভ্রূমণ্ডল দ্বারা বিক্ষিপ্ত সুরত-সম্বন্ধি-মন্ত্র-সহযোগে চতুর

১৭। "আচ্ছা দেবতা ও অসুরেরা ত যুদ্ধে পরস্পরেই জয়ী ও পরাজিত হইতেছেন; আমি সে বিষয়ে কে?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল "পরস্পর পীড্যমান" ইত্যাদি দ্বারা।

১৮। তিনটী মানচতুষ্টয় বিশিষ্ট।

১৯। "আমি ক্ষয়ের অতীত; অক্ষয় হইতেও উত্তম; এই জন্য লোকে এবং বেদেও আমি পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত"। ভগবদ্গীতা।

২০। বলা হইয়াছে যে আপনিই প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা জগতের সৃষ্টি কর্ত্তা। এক্ষণে, যে প্রকারে ইহার কর্ত্তা, "যে অমোঘবীর্য্য" ইত্যাদি দ্বারা তাহা বলা হইল।

২১। জীব বা যোগী সকল। ২২। অথবা, পরিত্যক্ত।

২৩। "আচ্ছা আমার ঐরূপ ঈশ্বরত্ব কোথা হইতে জানিতে পারিলে?" ই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল "অতএব আপনি" ইত্যাদি দ্বারা।

মন্মোহন কামকলা দ্বারা ষোড়শসহস্র পত্নী যাঁহার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ হন নাই, (সেই আপনি লিপ্ত নহেন।) (অতএব) আপনার অমৃত কথারূপ-উদক-বাহিনী [২৪] এবং পাদ-প্রক্ষালন-জল-নদী [২৫] সকল ত্রিলোকের পাপসমূহ ক্ষালন করিতে সমর্থ;—বেদজাত (তীর্থ) [২৬] শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা, আর পাদজাত (তীর্থ) অঙ্গসঙ্গ দ্বারা; (এই জন্য) নিজ নিজ আশ্রমধর্ম্মাবলম্বী সকল আপনার তীর্থদ্বয় সেবা করিয়া থাকেন।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, শঙ্করের সহিত ব্রহ্মা দেবগণের সমভিব্যাহারে হরির এই প্রকার স্তব করত গোবিন্দকে নমস্কার করিয়া আকাশে থাকিয়া [২৭] কহিতে লাগিলেন।

শ্রীব্রহ্মা কহিলেন, হে প্রভো! পূর্ব্বে আমরা পৃথিবীর ভার অবতারণের নিমিত্ত আপনাকে জানাইয়াছিলাম; হে অশেষাত্মন্! তাহা সেই রূপই করিয়াছেন। আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ সাধুদিগেতে ধর্ম্ম স্থাপন করিয়াছেন; সর্ব্ব লোকের পাপনাশিকা কীর্ত্তিও সর্ব্বদিকে বিস্তার করিয়াছেন; অনুত্তম রূপধারণ করত যদুর বংশে অবতীর্ণ হইয়া জগতের হিতের নিমিত্ত উদ্দাম-বিক্রম-সম্পন্ন কার্য্য সকল করিয়াছেন; হে ঈশ! আপনার যে সকল চরিত শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিয়া কলিতে সাধু মনুষ্যবর্গ সহসা অজ্ঞান পার হইবেন। হে পুরুষোত্তম! হে বিভো! আপনি যদুবংশে অবতীর্ণ হওয়া অবধি পঞ্চবিংশাধিক এক শত বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। হে অখিলা-

২৪। কীর্ত্তি নদী।
২৫। গঙ্গাদি।
২৬। কীর্ত্তি নদী।
২৭। দেবতারা পৃথিবী স্পর্শ করেন না।

ধার! এখন আর আপনার দেবকার্য্য অবশিষ্ট নাই; এই কুলও বিপ্রশাপ হেতু নষ্টপ্রায় হইয়াছে; অতএব, যদি কর্ত্তব্য মনে করেন, নিজ পরম ধামে প্রবেশ করুন; বৈকুণ্ঠের কিঙ্কর লোকপাল আমাদিগকে লোক সহ পরিত্রাণ করুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে দেবেশ! আপনি যাহা বলিলেন, আমিও ইহা অবধারণ করিয়াছি; আপনাদিগের সমুদায় কার্য্য করিয়াছি; পৃথিবীর ভার অবতারণ করিয়াছি। শৌর্য্য-বীর্য্য-যুক্ত শ্রী দ্বারা উদ্ধত প্রসিদ্ধ যাদবকুল লোক গ্রাস করিতে উদ্যত; বেলা কর্ত্তৃক সমুদ্রের ন্যায়, আমা কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়া আছে। যদি দর্পিত যাদবগণের বংশ সংহার না করিয়া যাই, তাহা হইলে উদ্বেল ইহা দ্বারা এই লোক নষ্ট হইবে। এক্ষণে বংশের দ্বিজ-শাপ-জন্য নাশ উপস্থিত হইয়াছে; হে নিষ্পাপ ব্রহ্মন্! ইহার অবসানে তোমার ভবনে গমন করিব [২৮]।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, দেব স্বয়ম্ভু লোকনাথ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত, দেবগণের সহিত নিজ ধামে গমন করিলেন।

অনন্তর সেই দ্বারকায় মহা উৎপাত সকল সমুত্থিত হইল। দর্শন করিয়া ভগবান্ সমাগত বৃদ্ধ যাদবদিগকে কহিলেন, শ্রীভগবান্ কহিলেন, এই (নগরীতে) সর্ব্বদিকে মহা উৎপাত সকল উত্থিত হইতেছে; আমাদিগের কুলের উপর ব্রাহ্মণগণের দুরত্যয় শাপও আছে। হে আর্য্য সকল! জীবিত ইচ্ছা করিলে. আমাদিগের এস্থানে বাস করা উচিত হয় না;

২৮। অর্থাৎ, বৈকুণ্ঠে যাইবার সময় তোমার ভবন হইয়া যাইব।

অদ্যই সাতিশয়পবিত্র প্রভাস তীর্থে গমন করা যাউক; বিলম্ব করা নহে; যে (প্রভাসে) স্নান করিয়া দক্ষশাপ হেতু যক্ষ্মারোগগ্রস্ত তারানাথ তৎক্ষণমাত্রে পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার কলাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরাও তাহাতে স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবতাদিগর তর্পণ করত নানা-গুণসম্পন্ন অন্ন দ্বারা শোভন ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া সেই সকল পাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিয়া, নৌকা সকলের দ্বারা সমুদ্রের ন্যায়, বিবিধ দান দ্বারা পাপ সকল উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! যদুগণ ভগবান্ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া তীর্থগমনে মন করিয়া যান সকল যোজনা করিতে লাগিলেন। রাজন্! তাহা দর্শন করিয়া, ভগবানের বাক্য শুনিয়া, এবং ভয়ানক উৎপাত সকল নিরীক্ষণ করিয়া, শ্রীকৃ-ষ্ণের নিত্য অনুগত উদ্ধব নির্জ্জনে মিলিত হইয়া জগতের ঈশ্বর সকলের ঈশ্বরের পাদযুগলে মস্তক দ্বারা প্রণাম করত কৃতা-ঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে দেবেদেবেশ! হে যোগেশ! হে পুণ্যশ্রবণ! হে পুণ্যকীর্ত্তন! নিশ্চয়ই তুমি এই কুল সংহার করিয়া লোক পরিত্যাগ করিবে; যেহেতু ঈশ্বর তুমি সমর্থ হইয়াও বিপ্রশাপ খণ্ডন করিলে না। হে কেশব! হে নাথ! আমি ক্ষণার্দ্ধের নিমিত্তও তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করিতে সাহসী হই না; আমাকেও নিজ ধামে লইয়া চল। হে কৃষ্ণ! মনুষ্যগণের পরম-মঙ্গলস্বরূপ, কর্ণের পীযূষতুল্য ত্বদীয় বিক্রী-ড়িত আস্বাদন করিয়া লোকেরা অন্য স্পৃহা পরিত্যাগ করে;

আমরা ভক্ত হইয়া কিরূপে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, স্থিতি, স্নান, ক্রীড়া ও ভোজনাদিতে প্রিয় আত্মা তোমাকে ত্যাগ করিব। তোমা কর্ত্তৃক উপভুক্ত মাল্য, চন্দন, বস্ত্র ও অলঙ্কারে চর্চ্চিত হইয়া উচ্ছিষ্টভোজী দাস আমরা তোমার মায়া জয় করিয়া থাকি [২৯]। বাতবসন, [৩০] ঊর্দ্ধরেতা, শ্রমণ, শান্ত, অমল, সন্ন্যাসী ঋষি সকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন; হে মহাযোগিন্! আমরা কিন্তু সংসারে কর্ম্ম মার্গ সকলে ভ্রমণ করিলেও, তোমার ভক্তগণের সহিত তোমার বিষয়ে কথোপকথন করিয়া মনুষ্যগণের অনুকরণ যে গতি, ও হাস্য-সম্বলিত পরিহাস এবং কর্ম্ম ও বাক্য সকল তাহা স্মরণ করিয়া ও স্মরণ করাইয়া দুস্তর অন্ধকার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ দেবকীনন্দন এইরূপে বিজ্ঞাপিত হইয়া একমনাঃ, প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের প্রতি বাক্য বলিলেন।

ভগবান্ ও উদ্ধবের কথোপকথন আরম্ভ নামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

২৯। "তোমা কর্ত্তৃক উপভুক্ত" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ত্যাগ দিতে পারি না বলিয়াই প্রার্থনা করিতেছি, মায়ার ভয়ে নহে।
৩০। অর্থাৎ, দিগম্বর।

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে মহাভাগ! তুমি আমাকে যাহা কহিলে, আমি তাহাই করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ব্রহ্মা, ভব এবং লোকপাল সকলে আমার বৈকুণ্ঠবাস প্রার্থনা করিয়াছেন। আমি এই লোকে দেবকার্য্য অশেষ প্রকারে নিষ্পাদন করিয়াছি, আমি যাহার নিমিত্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া অংশে অবতীর্ণ হইয়াছি। বংশ শাপে নির্দ্দগ্ধ হইয়া পরস্পর কলহ করত নাশ পাইবে; সপ্তম দিনে সমুদ্রও এই নগরীকে প্লাবিত করিবে। হে সাধো! এই লোক যেমন আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইবে, অমনি ইহার মঙ্গল নাশ পাইবে; এবং কলি শীঘ্রই ইহাকে আক্রমণ করিবে। আমি মহীতল পরিত্যাগ করিলে, তুমি এস্থানে বাস করিবে না। হে ভদ্র! কলিযুগে লোকের প্রবৃত্তি জঘন্য হইবে। তুমি স্বজন ও বন্ধুগণে স্নেহ এবং সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমাতে সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করত সমদর্শী হইয়া পৃথিবী বিচরণ কর। মন, বাক্য, চক্ষুযুগল ও শ্রবণাদি দ্বারা গৃহমাণ এই যে (বিশ্ব,) ইহাকে মনোময়, মায়াময় ও নশ্বর বলিয়া জান।[১] বিক্ষিপ্তমনা পুরুষের ভেদবিষয়ক ভ্রমই গুণদোষভাগী। গুণদোষবুদ্ধি (পুরু-

---

১। "লোক গুণ ও দোষ দ্বারা পরস্পর বিভিন্ন; তাহাদিগের প্রতি কি প্রকারে সমদৃষ্টি হইব?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "মন, বাক্য" ইত্যাদি।

যের) কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, এই ভ্রম (হইয়া থাকে)[২]। অতএব যুক্তেন্দ্রিয় এবং যুক্তচিত্ত হইয়া এই জগৎকে আত্মায় বিতত, এবং আত্মাকে অধীশ্বর আমাতে (বিতত) দর্শন কর। জ্ঞানবিজ্ঞানযুক্ত, (সেই জন্য) আত্মানুভব দ্বারাই সন্তুষ্ট, অতএব শরীরী সকলের[৩] আত্মভূত হইলে বিঘ্ন দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না।[৪] যিনি উভয়[৫] হইতে অতীত, তিনি বালকের ন্যায় "দোষ" এই বোধ করিয়া নিষেধ হইতে নিবৃত্ত হন না; "গুণ" এই বোধ করিয়াও বিহিত (কার্য্য) করেন না।[৬] এবংভূত ব্যক্তি) সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, শান্ত, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নিশ্চয়সম্পন্ন হইয়া বিশ্বকে মদাত্মক স্বরূপে দর্শন করত আর বিপদ্গ্রস্ত[৭] হইবেন না।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! মহাভাগবত উদ্ধব ভগবানের এইরূপ আজ্ঞা পাইয়া তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রণাম করত অচ্যুতকে কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ্বর[৮]! হে যোগবেত্তাদিগের

২। "আচ্ছা বেদেই ত বিধি ও নিষেধ দ্বারা ভেদের সত্যতা বলা হইয়াছে।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "গুণদোষবুদ্ধি" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল "না, তাহা হয় নাই; ভ্রম দ্বারা প্রকাশিতগুণদোষবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, এইরূপ ভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে; যাঁহার ভ্রম নাই, তাঁহার গুণ দোষ বোধ নাই, সুতরাং তাঁহার এরূপ ভেদজ্ঞানও নাই।

৩। অর্থাৎ, দেবতাদি দেহীর।

৪। "আচ্ছা, এইরূপ যুক্তচিত্ত হইয়া যিনি কর্ম্ম করিতে যাইবেন, বিঘ্নরূপে দেবতারা ত তাঁহার বিঘ্ন করিবেন।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "অতএব" ইত্যাদি।

৫। গুণ ও দোষ।

৬। "যিনি উভয়" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে যাঁহার জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার যথেচ্ছাচরণের প্রসঙ্গই নাই।

৭। অর্থাৎ, সংসারী।

৮। যোগফলদাতঃ!

নিক্ষেপস্বরূপিন্ ![৯] হে যোগাত্মন্ ! হে যোগের উৎপত্তি স্থান! মুক্তির নিমিত্ত সংন্যাস-স্বরূপ ত্যাগ[১০] আমাকে উপদেশ করিয়াছ; হে ভূমন্ ! যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ে আসক্ত, কাম সকল ত্যাগ করা তাহাদিগের দুষ্কর; যাহারা সর্ব্বাত্মা তোমাতে ভক্তিহীন, তাহাদিগের বিশেষ (দুষ্কর;) এই আমার বুদ্ধি। (যাহার প্রতি ত্যাগাদি উপদেশ করিলে,) সেই আমি মূঢ়বুদ্ধি; (কারণ) তোমার মায়া দ্বারা বিরচিত পুত্রাদিসহিত দেহে "আমি" ও "আমার" (এই ভাবিয়া আমি) নিমগ্ন। অতএব আমি তোমা কর্ত্তৃক কথিত ঐ (উপদেশ) যাহাতে শীঘ্র সাধন করিতে পারি, ভগবন্! ভৃত্যকে তাহা অল্পে অল্পে শিক্ষা করাও। হে ঈশ্বর! স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ তোমার আত্মীয় আমাকে উপদেশ করিতে পারেন, দেবতাদিগের মধ্যেও এরূপ অন্য ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না। ব্রহ্মা প্রভৃতি এই সমস্ত দেহী, সকলেই তোমার মায়া দ্বারা মোহিত; ইহাঁরা বিষয়কে প্রয়োজন মনে করেন। অতএব দুঃখ সকলের দ্বারা অভিতপ্ত, (সুতরাং) নির্ব্বিণ্ণবুদ্ধি আমি অনিন্দিত, অনন্তপার, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বর, অকুণ্ঠিত-বৈকুণ্ঠধামা,[১১] নরসখ নারায়ণ তোমার শরণ লইলাম।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, পৃথিবীতে লোকতত্ত্বের পরীক্ষক মনু

৯। অথবা, "যাঁহাতে যোগ করা যায়"।

১০। অর্থাৎ, সর্ব্বস্ব ত্যাগের ন্যায় এ ত্যাগ নহে; কিন্তু আসঙ্গ ত্যাগ।

১১। অন্যান্য ব্যক্তির মধ্যে কেহ কেহ দুশ্চরিত্র হন; কেহ কেহ সেবিত হইয়া ফলকালে নাশ পান; কেহ কেহ অজ্ঞ; কেহ কেহ রক্ষা করিতে পারেন না; কেহ কেহ স্থানভ্রষ্ট হইয়া আছেন; তুমি কিন্তু এই সকল প্রকার হইতেও বিভিন্ন; "আনন্দিত" ইত্যাদি ৫টী বিশেষণ দ্বারা ইহাই বলা হইল।

ষ্যেরা প্রায় আত্মা দ্বারাই আত্মাকে বিষয়বাসনা হইতে উদ্ধার করেন। আত্মাই আত্মার গুরু;[১২] বিশেষতঃ পুরুষের; যাঁহার[১৩] প্রত্যক্ষ ও অনুভব দ্বারা ইনি[১৪] শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হন। সাংখ-যোগ-বিশারদ পণ্ডিতেরা আমাকে সর্ব্বশক্তি দ্বারা পরিবর্দ্ধিত পুরুষরূপেই প্রকাশ্যতর দর্শন করেন। এক-পাদ, দ্বিপাদ, ত্রিপাদ, চতুষ্পাদ, বহুপাদ ও অপাদ; শরীর এই প্রকারে অনেক আছে; তন্মধ্যে পুরুষশরীরই আমার প্রিয়[১৫]। অপ্রমত্ত (ব্যক্তিরা) ইহাতে গুহ্যমান গুণ ও চিহ্নরূপ হেতু দ্বারা অনুমানযোগে অগ্রাহ্য আমাকে অনুসন্ধান করেন[১৬]। এবিষয়ে অমিততেজা যদু ও অবধূতের কথোপ-কথন রূপ এই প্রাচীন ইতিহাস কহিয়া থাকে;—ধর্ম্মবিৎ যদু অকুতোভয়ে বিচরণকারী কোন এক পণ্ডিত যুবা অবধূতকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

শ্রীযদু কহিলেন, ব্রহ্মন্! অকর্ত্তা আপনার এই সুবিশদা বুদ্ধি কোথা হইতে (উৎপন্ন হইল;) যাহা প্রাপ্ত হইয়া আপনি বিদ্বান্ হইয়াও অতি বালকের ন্যায় লোক পর্য্যটন করি-তেছেন? প্রায় মনুষ্যেরা আয়ু, যশ ও মঙ্গলের কামনা হেতুই ধর্ম্মে, অর্থকামে ও আত্মবিচারে চেষ্টিত হইয়া থাকে; আপনি কিন্তু সমর্থ, পণ্ডিত, নিপুণ, সৌভাগ্যশালী ও মিতভাষী হইয়াও জড়, উন্মত্ত এবং পিশাচের ন্যায় (কেন) কর্ম্ম করেন

১২। যেমন পশুরা আপনাপনিই হিতাহিত শিক্ষা করিয়া থাকে।
১৩। অর্থাৎ, আত্মার।
১৪। অর্থাৎ, পুরুষ।
১৫। ইহা বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রদর্শন করা হইল।
১৬। অনুমান প্রদর্শন করা হইল।

না; কিছু ইচ্ছাও করেন না। লোক সকল কামলোভরূপ দবাগ্নি দ্বারা দহ্যমান হইতেছে; আপনি কিন্তু অগ্নিযুক্ত হইয়াও গঙ্গাজলস্থিত হস্তীর ন্যায় তাপিত হইতেছেন না। হে ব্রহ্মন্! আমি কলত্রশূন্য, (সুতরাং) বিষয়ভোগরহিত আপনার আত্মার আনন্দের কারণ জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আমাকে বলুন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মহাভাগ, ব্রাহ্মণের হিতাকাঙ্ক্ষী সুমেধা যদু কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত ও পূজিত হইয়া বিনয়ে অবনত রাজাকে কহিলেন।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, আমার বুদ্ধি দ্বারা আশ্রিত [১৭] অনেক গুরু আছেন, যাঁহাদিগের হইতে বুদ্ধি লাভ করত মুক্ত হইয়া পর্য্যটন করিতেছি। তাঁহাদিগকে শ্রবণ কর। পৃথিবী বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর,[১৮] গজ, মধুহা,[১৯] হরিণ, মীন, পিঙ্গলা,[২০] কুরু, বালক, কুমারী, শরকার, সর্প, ঊর্ণনাভি, সুপেশকার[২১] রাজন্! এই চতুর্ব্বিংশতি গুরু আমি আশ্রয় করিয়াছি; ইহাদিগের আচরণ দ্বারা আমি আমার নিজের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য শিক্ষা করিয়াছি। হে নহুষনন্দন পুরুষব্যাঘ্র! যাহা হইতে যে প্রকারে যাহা শিক্ষা করিয়া থাকি, তাহা তোমাকে সেই প্রকার কহিতেছি, শ্রবণ কর। দৈববশের অনুগামী ভূতগণ কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলেও, উহা জ্ঞাত হইয়া [২২] পণ্ডিত ব্যক্তি

১৭। অর্থাৎ, তাঁহাদিগের নিকট উপদেশ পাইয়া তাঁহাদিগকে গুরু স্বীকার করি নাই; আপনিই বুঝিয়া করিয়াছি।

১৮। দুই প্রকার; (১) ভ্রমর; (২) মধুমক্ষিকা।

১৯। অর্থাৎ, যাহারা মধুচক্র ভঙ্গ করে।

২০। এতন্নাম্নী কোন এক বেশ্যা।

২১। অর্থাৎ, প্রজাপতি।

২২। অর্থাৎ, উহারা দৈবের বশবর্ত্তী, এই জানিয়া।

পথ হইতে বিচলিত হইবেন না, পৃথিবী হইতে আমি এই নিয়ম শিক্ষা করিয়াছি। সাধু ব্যক্তি পর্ব্বতের নিকট হইতে নিরন্তর পরের উপকারার্থ সমুদায় চেষ্টা এবং পরের নিমিত্তই একান্ত উৎপত্তি শিক্ষা করিবেন; এইরূপ বৃক্ষের শিষ্য হইয়া আত্মাকে পরাধীন করা [২৩] (শিক্ষা করিবেন।) মুনি, জ্ঞান না নাশ পায়, এইজন্য কেবল প্রাণবৃত্তি দ্বারাই [২৪] তুষ্ট হইবেন; ইন্দ্রিয়ের প্রিয় (রূপরসাদি দ্বারা নহে;) বাক্য ও মনকে বিক্ষিপ্ত করিবেন না। যোগী সর্ব্বতঃ নানাধর্ম্মশীল [২৫] বিষয় সকল সেবা করিয়াও গুণ এবং দোষ হইতে আত্মাকে পৃথক্ রাখিয়া বায়ুর ন্যায় লিপ্ত হইবেন না। আত্মদর্শী যোগী সংসারে পার্থিব দেহ সকলে প্রবিষ্ট এবং সেই সকলের গুণাশ্রয়ী হইয়া, গন্ধসমূহের সহিত বায়ুর ন্যায়, গুণগণের সহিত যুক্ত হইবে না। মুনি দেহের অন্তর্গত হইয়াও, ব্রহ্মস্বরূপতা বোধ করিয়া স্থাবর জঙ্গমাদি দেহ সকলে সম্বন্ধজন্য যে ব্যাপ্তি, তদ্দ্বারা বিস্তৃত আত্মার, আকাশের ন্যায় অপরিচ্ছিন্নতা ও অসঙ্গতা ভাবনা করিবেন। আকাশ বায়ুচালিত মেঘাদি দ্রব্যের সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না; তেমনি পুরুষ তেজ-জল-ও-পৃথিবীময় কালসৃষ্ট গুণ সকলের সহিত (স্পৃষ্ট হন না।) রাজন্! নির্ম্মল, [২৬] স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, [২৭] মধুর, [২৮] তীর্থভূত,

---

২৩। যেমন বৃক্ষ পরকে উৎপাটন বা ছেদন করিয়া লইয়া যাইতে দেয়। বৃক্ষ ও পর্ব্বত পৃথিবীরই মধ্যে।

২৪। অর্থাৎ, যে আহারাদিতে কেবল প্রাণমাত্র ধারণ হইতে পারে।

২৫। শীতোষ্ণাদি-ধর্ম্মশীল।

২৬। মুনির পক্ষে,—রাগাদিশূন্য।

২৭। মুনির পক্ষে,—লোকের প্রতি অনুরাগবান্।

২৮। মুনির পক্ষে,—মধুর আলাপী।

জলের বন্ধু [২৯] মুনি দর্শন, স্পর্শন, ও কীর্ত্তন [৩০] দ্বারা পবিত্রিত করেন। তেজস্বী, [৩১] তপস্যা দ্বারা দীপ্ত, দুর্দ্ধর্ষ, [৩২] পরিগ্রহ-শূন্য যুক্তাত্মা মুনি অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভোজী হইয়াও মল গ্রহণ করেন না। (অগ্নির ন্যায়) কখন প্রচ্ছন্ন, কখনও বা ব্যক্ত হইয়া মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ অশুভ দহন করত সর্ব্বত্র দাতাদিগের নিকট হইতে ভোজন করেন [৩৩]। অগ্নি যেমন ইন্ধনে, আত্মা তেমনি নিজ মায়া দ্বারা সৃষ্ট সদসৎস্বরূপ [৩৪] এই বিশ্বে প্রবেশ করতও তৎ-স্বরূপ হইয়া প্রবর্ত্তিত হন। [৩৫] জন্ম প্রভৃতি শ্মশান পর্য্যন্ত অবস্থা সকল দেহের, আত্মার নহে; যেমন অব্যক্তগতি কাল কর্ত্তৃক চন্দ্রের কলা সকলেরই (বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে, চন্দ্রের নহে।) জলপ্রবাহের ন্যায় বেগসম্পন্ন কালকর্ত্তৃক প্রাণীদিগেরই নিত্য উৎপত্তি ও নাশ দেখা যায়, আত্মার নহে; যেমন শিখাসমূহেরই (প্রভব ও ধ্বংস দৃষ্ট হইয়া থাকে, অগ্নির নহে।) যেমন সূর্য্য কিরণনিকর দ্বারা জল-রাশি, তেমনি যোগী ইন্দ্রিয়বর্গ দ্বারা বিষয় সকল গ্রহণ এবং

২৯। অর্থাৎ, জলের সমান।

৩০। অর্থাৎ, তাঁহার গুণ কীর্ত্তন দ্বারা।

৩১। জ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ।

৩২। অর্থাৎ, যাঁহাকে ক্ষোভিত করা যায় না।

৩৩। অর্থাৎ, যেমন অগ্নি পরের ইচ্ছায় দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন, তেমনি মুনিও দাতার ইচ্ছায় আহারাদি গ্রহণ করেন, নিজের ইচ্ছায় নহে।

৩৪। দেবতা-পশু-পক্ষ্যাদি স্বরূপ।

৩৫। অর্থাৎ, আত্মার উচ্চ নীচাদি উপাধির সংযোগেই হইয়া থাকে, স্বরূপতঃ তাঁহার উচ্চ নীচাদি নাই, যেমন স্বরূপতঃ অগ্নির কোন আকার নাই; দাহ্যমান কাষ্ঠাদির আকারের তারতম্য বশতঃই তাঁহার আকারের তারতম্য বোধ হইয়া থাকে।

থা কালে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।[৩৬] স্বরূপে অবস্থিত ত্মা স্বরূপতঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন না, উপাধিতে প্রতি-বিম্বিত হইয়া, সূর্য্যের ন্যায়, যেন তদ্গত বলিয়া স্থূল-দ্ধি ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়া থাকেন। কেহ অতি হ বা অতি প্রসঙ্গ[৩৭] করিবেন না; করিলে দীনবুদ্ধি কপো-তর ন্যায় দুঃখ পাইবেন। কোন এক কপোত বনমধ্যে নস্পতিতে নীড় নির্ম্মাণ করত ভার্য্যা কপোতীর সহিত কএক ৎসর বাস করে। গৃহধর্ম্মী কপোতকপোতী স্নেহ দ্বারা বদ্ধ-দয় হইয়া দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টি, অঙ্গ দ্বারা অঙ্গ এবং বুদ্ধি রা বুদ্ধি বন্ধন করিয়াছিল। বনস্থলীতে স্ত্রীপুরুষ একত্রিত ইয়া নিঃশঙ্কভাবে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, কথোপকথন, ীড়া এবং ভোজনাদি করিত। রাজন্! তৃপ্তিপ্রদায়িনী, সুতরাং) অনুকম্পিতা সেই (কপোতী) যাহা যাহা বাঞ্ছা রিত, অজিতেন্দ্রিয় (কপোত) কষ্ট করিয়াও সেই সেই অভি-ষিত আনিয়া দিত। সময় উপস্থিত হইলে, সাধ্বী কপোতী থম গর্ভধারণ করিয়া নিজ স্বামীর সম্মুখে নীড়ে কএ-টী অণ্ড প্রসব করিল। হরির দুর্ব্বিভাব্য শক্তিসমূহের দ্বারা রচিতাবয়ব, কোমল-অঙ্গ-ও-লোম-[৩৮]বিশিষ্ট (কএকটী পক্ষী) ই সকলে জন্মগ্রহণ করিল। সন্তানগণের কূজিত শ্রবণ করত [illegible] ভাষিত দ্বারা প্রীত হইয়া পুত্রবৎসল স্ত্রীপুরুষ তাহা-

---

৩৬। সুতরাং তাঁহারা তাহাতে আসক্ত হন না; নিজেও তাহা ভোগ রন না।

৩৭। অর্থাৎ, লালনাদি জন্য সংসর্গ।

৩৮। পক্ষীর শিশুদিগের গাত্রে প্রথমতঃ হরিদ্রা বর্ণ কেশরের ন্যায় খা যায়; সেই গুলিই এই স্থলে রোম শব্দে বাচ্য হইয়াছে।

দিগকে পোষণ করিতে লাগিল। পিতা মাতা আনন্দিত তাহাদিগের সুখস্পর্শ পক্ষ, কূজিত, মুখচেষ্টিত এবং প্রত্যুদ্গম[৩৯] হইতে আমোদ পাইতে থাকিল। বিষ্ণুর মায়ায় পরস্পর স্নেহ দ্বারা বদ্ধহৃদয়, দীন বুদ্ধি এবং বিমোহিত হইয়া শিশু সন্তান দিগকে পোষণ করিতে লাগিল। একদা কুটুম্বী পিতা মাতা তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত গমন করিল; এবং অনুসন্ধান করত অনেকক্ষণ সেই কাননে বিচরণ করিল। (এ দিকে) কোন এক লুব্ধক যদৃচ্ছাক্রমে বনে বিচরণ করিতে করিতে সেই (কপোতপোতদিগকে) তাহাদিগের নিজ নিকেতনের নিকটে দর্শন করিয়া জাল বিস্তার করত ধারণ করিল। সন্তান-পোষণে সমুৎসুক বহির্গত কপোত এবং কপোতী আহার লইয়া নিজ নীড়ে আগমন করিল। কপোতী নিজবালক সন্তানদিগকে জালবদ্ধ দেখিয়া সাতিশয় দুঃখিত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে চীৎকারকারী তাহাদিগের অনুগমন করিতে লাগিল। বিষ্ণুর মায়ায় বারম্বার স্নেহপাশে বদ্ধা, দীনমানসা সেই কপোতী (শিশুদিগকে) বদ্ধ দেখিয়া স্মৃতিভ্রষ্টা[৪০] হইয়া নিজে গিয়া জালে বদ্ধ হইল। আপনা হইতেও প্রিয়তর আত্মজদিগকে এবং আত্মসমা ভার্য্যাকেও জালবদ্ধ দেখিয়া কপোত অতিদুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল;—অহো, অল্পপুণ্য, দুর্ম্মতি আমার বিনাশ দর্শন কর! অতৃপ্ত অকৃতার্থ আমার ত্রিবর্গসাধন গৃহ নাশ পাইল! যে আমার অনুরূপা, অনুকূলা, পতিদেবতা (ভার্য্যা) আমাকে শূন্য গৃহে

৩৯। অর্থাৎ, পিতা মাতা দর্শনে তাহাদিগের নিকট অগ্রবর্ত্তী হইয়া আগমন।

৪০। অর্থাৎ, শোকদুঃখাদিবিরহিত, নিত্যমুক্ত আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া।

পরিত্যাগ করিয়া সাধুপুত্রদিগের সহিত স্বর্গে গমন করি-তেছে; সেই আমি দীন, মৃতদার, মৃতপুত্র, বিধুর ও দুঃখজীবী হইয়া কি জন্য শূন্যগৃহে জীবন ধারণ করত বাস করিব?

সেই (দারাপুত্রদিগকে) জালে আবৃত ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া চেষ্টা করিতে[৪১] দেখিয়াও মূর্খ, দুঃখিত (কপোত) নিজেও জালে পতিত হইল। ক্রূর ব্যাধ গৃহমেধী সেই কপোতকে এবং কপোতী ও কপোত-পোতদিগকে লাভ করত চরিতার্থ হইয়া গৃহে প্রস্থান করিল।

অশান্তচেতা, দ্বন্দারাম[৪২] কুটুম্বী এই প্রকারে (কপোত) পক্ষীর ন্যায় কুটুম্ব পোষণ করত দুঃখিত হইয়া দেহাদির সহিত অবসন্ন হয়। উদ্ঘাটিত-মুক্তি-দ্বার-স্বরূপ মানুষ লোক প্রাপ্ত হইয়া যে পক্ষীর ন্যায় গৃহে আসক্ত হয়, তাহাকে "আরূঢ়চ্যুত"[৪৩] কহিয়া থাকে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

৪১। অর্থাৎ, ছট্‌ফট্‌ করিতে। বাঙ্গালা।
৪২। যাহারা সুখ, দুঃখ ইত্যাদিতে আসক্ত।
৪৩। অর্থাৎ, উপরে উঠিয়া ভ্রষ্ট।

অষ্টম অধ্যায়।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, রাজন্! যেমন দুঃখ, তেমনি দেহিগণের যে ঐন্দ্রিয়সুখ, তাহা স্বর্গে এবং নরকেও হইয়াই থাকে। অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি তাহা ইচ্ছা করিবেন না। উদাসীন আজগরবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক, মিষ্টই হউক, বিরসই হউক, অধিকই হউক, অল্পই হউক, যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত গ্রাস ভক্ষণ করিবেন। যদি গ্রাস উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে "দৈবই উপস্থাপক" এইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করত অজগরের ন্যায় নিরাহার ও নিরুদ্যম হইয়া অনেক দিন শয়ন করিয়া থাকিবেন। ইন্দ্রিয়বল-মনোবল-ও-দেহবল-সম্পন্ন দেহকেও কর্ম্মশূন্য করিয়াই ধারণ করত স্বার্থে[১] দৃষ্টিদানপূর্ব্বক শয়ন করিয়াই থাকিবেন; ইন্দ্রিয়বান্ হইলেও চেষ্টা করিবেন না[২]। মুনি স্তিমিত-জল সাগরের ন্যায়, প্রশান্ত, গম্ভীর, দুর্ব্বিগাহ্য,[৩] অনতিক্রমণীয়,[৪] অনন্তপার[৫] এবং অক্ষোভ্য[৬] হইবেন

১। ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্তি বিষয়ে।

২। ইহা দ্বারা দর্শনাদি ব্যাপারও নিবারণ করা হইল।

৩। মুনির পক্ষে,—তাঁহার অভিপ্রায় এপ্রকার দুর্লক্ষ্য হইবে, যে ইনি এইরূপ ব্যক্তি, ইহা অনুমান করা যাইবে না।

৪। তেজস্বী, সুতরাং "অনতিক্রমণীয়"।

৫। তিনি ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়াছেন, সুতরাং দেশ ও কাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন।

৬। তাঁহার রাগাদি নাই, সুতরাং তাঁহার বিকার জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই।

সাগর যেমন নদী সকলের দ্বারা,[৭] নারায়নপরায়ণ[৮] মুনি তেমনি কাম সকল যথেষ্টরূপে লাভ করিয়া, বা ঐ সকলে হীন হইয়া উদ্বেল বা শুষ্ক হইবেন না। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি দেব মায়ারূপিণী স্ত্রীকে দর্শন করত তাহার ভাব সকলে প্রলোভিত হইয়া, অগ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় অন্ধ নরকে পতিত হয়। মায়ারচিত স্ত্রী, স্বর্ণ-আভরণ ও বস্ত্রাদি দ্রব্যসমূহে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিতচেতা হইয়া মূর্খ নষ্টদৃষ্টি[৯] পতঙ্গের ন্যায় নাশ পায়। যাহাতে দেহ থাকিতে পারে, গৃহ সকল পীড়ন না করিয়া, তাবৎমাত্র গ্রাস অল্প অল্প করিয়া ভোজন করিবেন; মুনি (এইরূপে) ভ্রমরবৃত্তি অবলম্বন করিবেন[১০]। ষটপদ যেমন সকল পুষ্প হইতেই, পণ্ডিত মনুষ্য তেমনি স্বল্প বা বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন। ভিক্ষিত দ্রব্য সায়ংকাল বা কল্যের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না; হস্তমাত্র বা উদরমাত্র পাত্র করিবেন; সংগ্রহ করিলে মক্ষিকার ন্যায় নাশ পাইবেন। ভিক্ষুক, সন্ধ্যা বা কল্যের নিমিত্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন না; সংগ্রহ করিলে মক্ষিকার ন্যায় ঐ (সংগৃহীত দ্রব্যের) সহিত নষ্ট হইবেন। যুবতী দারুময়ী হইলেও,

---

৭। অর্থাৎ, যেমন বর্ষাকালে অতি পরিপূর্ণ নদী সকলের জল পাইয়া সাগর বেলা অতিক্রম করে না, এবং গ্রীষ্মকালে নদী সকল শুষ্ক হইলেও নিজে শুষ্ক হয় না, সেইরূপ।

৮। এই বিশেষণটী দ্বারা উদ্বেল ও শুষ্ক না হইবার কারণ নির্দ্দেশ করা হইল।

৯। তত্ত্বজ্ঞানরূপ দৃষ্টি।

১০। ভাবার্থ এই;— যেমন ভ্রমর উৎকৃষ্ট গন্ধের লোভে একমাত্র পদ্মে বসিয়া মধুপান করিতে করিতে সূর্য্যাস্ত সময়ে ঐ পদ্ম মুকুলিত হইলে, তাহার অভ্যন্তরে বদ্ধ হয়, তেমনি মুনিও "অনেক গৃহ পীড়ন না করিয়া" গুণলোভে একমাত্র গৃহেই বাস করত তাহাদিগের প্রতি মায়ায় বদ্ধ হন।

ভিক্ষুক তাহাকে পাদ দ্বারাও স্পর্শ করিবেন না; স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গসঙ্গহেতু করীর ন্যায় বদ্ধ হইবেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কখনও নিজের মৃত্যুস্বরূপিণী স্ত্রীকে গ্রহণ করিবেন না; (করিলে) যেমন অন্য হস্তিগণের দ্বারা হস্তী সকল, তেমনি অধিক বলশালিগণ কর্ত্তৃক হত হইবেন। লুব্ধ ব্যক্তিরা দুঃখে সঞ্চয় করিয়া যাহা দান বা উপভোগ না করে, অর্থবেত্তা[১১] মধুহা যেমন মধু, অন্যে তেমনি তাহাও ভোগ করে। যেমন মধুহা (মক্ষিকাদিগের,) তেমনি যতি, নিতান্ত দুঃখে উপার্জ্জিত [illegible] দ্বারা গৃহের মঙ্গল-আকাঙ্ক্ষাকারী গৃহস্থদিগের অগ্রেই [illegible] করিয়া থাতেন।[১২] বনচর যতি কখনও গ্রাম্য[১৩] গীত শ্রবণ করিবেন না; ব্যাধের গীতে মোহিত বদ্ধ মৃগের নিকট (এইটী) শিক্ষা করিবেন। হরিণীতনয় ঋষ্যশৃঙ্গ স্ত্রীদিগের গ্রাম্য গীত, বাদিত্র ও নৃত্য উপভোগ করিয়া, তাহাদিগের বশ্য ও ক্রীড়নক হইয়াছিলেন। মীন যেমন বড়িশ দ্বারা, অসদ্‌বুদ্ধি ব্যক্তি তেমনি অতিচাপল্যজনিকা জিহ্বা দ্বারা রসাস্বাদন করত বিমোহিত হইয়া মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। পণ্ডিতেরা রসনা ব্যতীত, সকল ইন্দ্রিয়কেই শীঘ্র জয় করিতে পারেন; নিরাহার ব্যক্তির উহা বৃদ্ধিই পাইতে থাকে; পুরুষ অন্য ইন্দ্রিয় জয় করিলেও

১১। কোথায় দ্রব্য আছে, চিহ্ন দ্বারা তাহা বুঝিতে পারে; এবং তাহা কিরূপে হস্তগত হইবে, তাহার উপায়ও জানে।

১২। বচন দ্বারা গৃহস্থদিগের প্রতি অগ্রে যতি ও ব্রহ্মচারীকে দান করিবার বিধান করা হইয়াছে। বচন, যথা,—“যতি আর ব্রহ্মচারী, ইহাঁরা উভয়ে পক্বান্নের স্বামী। ইহাঁদিগকে না দিয়া যদি আহার করে, তাহা হইলে চান্দ্রায়ণ করিবে” ইতি।

১৩। অশ্লীল; নিকৃষ্ট। নারায়ণের গুণকর্ম্মাদি-গীত ভিন্ন অন্যান্য সকল গীতই ঐপ্রকার।

যে পর্য্যন্ত রসনা জয় না করেন, সে পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইতে পারেন না; রসনা জয় করিলে সকল (ইন্দ্রিয়ই) জয় করা হইল।[১৪]

পূর্ব্বে বিদেহনগরে পিঙ্গলা নামে (এক) বেশ্যা ছিল; হে নৃপনন্দন! তাহা হইতে আমি কিছু শিক্ষা করিয়াছি, শ্রবণ করুন। সেই স্বৈরিণী একদা সঙ্কেত স্থানে নাগরকে লইয়া আসিবার বাসনায় উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করত যথা-কালে বর্হির্দ্বারে আসিয়া দণ্ডায়মানা হইল। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! অর্থকামুকা (পিঙ্গলা) পথেতে পুরুষদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া, তাহাদিগকে ধনসম্পন্ন শুল্কপ্রদ নাগর মনে করিল। (কিন্তু) তাহারা নিকটে আসিয়া চলিয়া যাইলে পর, সঙ্কেতো-পজীবিনী সেই (বেশ্যা মনে করিতে লাগিল,) অন্য কোনও ধনী [ব্য]ক্তি আমার নিকটে আগমন করিয়া অনেক দান করিতে [পা]রে। এই প্রকার দুরাশায় নষ্ট-নিদ্রা হইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া [থা]কিল; ভিতরে প্রবেশ করিল; আবার বর্হির্গত হইয়া আসিল; [এ]ইরূপ করিতে করিতে নিশীথ উপস্থিত হইল। ধনাশায় [ত]াহার বদন শুষ্ক হইয়া আসিল; এবং অন্তঃকরণ দুঃখিত [হ]ইয়া উঠিল। এই অবস্থায় তাহার (ধন)-চিন্তাজন্য সুখাবহ [প]রম নির্ব্বেদ[১৫] জন্মিল। অন্তকরণ নির্ব্বিণ্ণ হইলে সে যাহা

---

[১]৪। ভাবার্থ এই,— যদি আহার ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য [ইন্দ্রি]য় হীনবল হইয়া আইসে, সুতরাং তাহাদিগকে জয় করা হয় বটে, [কিন্তু] রসনেন্দ্রিয়কে জয় করা হয় না; কারণ যতই আহার না করা যায়, ততই [আহা]র-লালসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অতএব আহার ত্যাগ করা রসনেন্দ্রিয়-[জয়ে]র উপায় হইতে পারে না। আহার করিবে, কিন্তু আহারে বাসনা ত্যাগ করিয়া ঔষধের ন্যায় আহার করিবে, তাহা হইলেই রসনা জয় [হইয়া] যাইবে; রসনা জয় করিলেই অন্যান্য ইন্দ্রিয় জিত হইয়া আসিবে।

[১]৫। "ইহাতে আর প্রয়োজন নাই" এইপ্রকার বুদ্ধি।

বলিল, তাহা আমার নিকট যথাবৎ শ্রবণ কর ; নির্ব্বেদ পুরুষের আশাপাশনিকরের খড়্গ ; হে রাজন্ ! যাঁহার নির্ব্বেদ জন্মায় নাই, তিনি দেহবন্ধন ছেদন করিতে পারেন না।

পিঙ্গলা কহিল ; আহা! অজিতচিত্তা আমার মোহের বিস্তৃতি দর্শন কর ! যাহার জন্য মন্দবুদ্ধি আমি অসৎ নাগর হইতে অভিলাষ আশা করিতেছি ! অদ্য আমি নিকটে বর্ত্তমান, [১৬] নিত্যরাগপ্রদ, ধনপ্রদ এই রমণকে [১৭] পরিত্যাগ করিয়া অকামদ, দুঃখ-ভয়-মনস্তাপ-শোক-মোহ-প্রদ তুচ্ছ (রমণকে) ভজনা করিতেছি ! সাঙ্কেতবৃত্তি অতি-নিন্দনীয়া বৃত্তি ; আহা ! তাহা দ্বারা আমি অনর্থক আত্মাকে পরিতাপিত করিয়াছি; যে আমি লম্পট, (অথচ) অর্থ-লুব্ধ, (অতএব) অনুশোচ্য নরের নিকট হইতে (তৎকর্ত্তৃক) ক্রীত দেহ দ্বারা ধন ও রতি ইচ্ছা করিয়াছি। অস্থি দ্বারা যাহার বংশ, [১৮] বংশ্য, [১৯] ও স্থূণা [২০] নির্ম্মিত হইয়াছে ; যাহা ত্বক্, রোম ও নখ দ্বারা আবৃত ; (তথাপি) যাহার নব দ্বার ক্ষরিত হইতেছে, (এতদ্রূপ) এই বিষ্ঠা-মূত্র-পরিপূর্ণ গৃহ [২১] আমা ভিন্ন অন্য কোন্ কামিনী সেবা করে? এই বিদেহ নগরে নিশ্চয় আমিই একা মূঢ়বুদ্ধি ; যে অসতী আমি এই আত্মপ্রদ [২২] অচ্যুত ভিন্ন অন্যের নিকট কাম ইচ্ছা করিতেছি। ইনি শরীরীদিগের সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ ও আত্মা;

১৬। যে হেতু তিনি অন্তর্যামী।

১৭। অর্থাৎ, পরমাত্মাকে।

১৮। ঘরের খুঁটিতে পোঁতা আড় বাঁশ।

১৯। সেই আড় বাঁশের দুইদিকে লাগান বাঁশ।

২০। খুটি।

২১। মানব শরীর।

২২। অর্থাৎ, যিনি অর্থীকে তাঁহার নিজকেও প্রদান করেন।

আমি আপনা দ্বারা ইহাঁকেই ক্রয় করিয়া লক্ষ্মীর ন্যায় ইহাঁর সহিত বিহার করিব। আদ্যন্তশালী যে সকল বিষয়, বা বিষয়প্রদ নর, বা কালবিক্রুত[২৩] দেবতা, তাঁহারা ভার্য্যার কতটুকু প্রিয় সাধন করিয়াছেন? দুরাশাসম্পন্না আমার যে এই সুখাবহ নির্ব্বেদ উদ্গত হইল, ইহাতে করিয়াই জানা যাইতেছে যে নিশ্চয়ই কোনও কর্ম্মবশতঃ ভগবান্ বিষ্ণু আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। আমি যদি মন্দভাগ্যা হইতাম, তাহা হইলে আমার নির্ব্বেদের হেতুভূত এত ক্লেশ হইত না; যে (নির্ব্বেদ) দ্বারা (গৃহাদি) অনুবন্ধ পরিত্যাগ করিয়া পুরুষ সুখ লাভ করেন। ...ৎকর্ত্তৃক কৃত উপকার[২৪] মস্তকে লইয়া গ্রাম্যসঙ্গত[২৫] দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই অধীশ্বরের শরণ লই। সন্তুষ্টা হইয়া ইহাতে শ্রদ্ধা করিয়া, এবং যাহা পাইব তাহাতেই জীবন ধারণ করিয়া আমি এই রমণ আত্মার সহিত বিহার করিব। আমার আত্মা সংসারকূপে পতিত হইয়াছে; বিষয় সকল ইহার চক্ষু হরণ করিয়াছে; এবং কালস[illegible] গ্রাস করিয়াছে; অন্য কে ইহাকে উদ্ধার করিতে [illegible] যখন এই (জগৎকে) কালসর্প কর্ত্তৃক গ্রস্ত দেখিবে; [illegible] হেতু অপ্রমত্ত হইয়া (ঐহিক ও আমুষ্মিক) সমুদায় [illegible] হইতে বিরক্ত হইবে, তখন নিজেই নিজের রক্ষাকর্ত্তা হইবে।

শ্রীব্রাহ্মণ বলিলেন, এইরূপ নিশ্চয় করত নাগরলাভের জন্য [illegible]প্রকার দুরাশা পরিত্যাগ করিয়া সেই বেশ্যা শান্তি অব-

---

[২৩]। অর্থাৎ, গ্রাস করিবার নিমিত্ত কাল যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাড়াইয়া [illegible]তেছে।

[২৪]। সেই বিষ্ণু কর্ত্তৃক কৃত। নির্ব্বেদরূপ "উপকার"।

[২৫]। তুচ্ছ বিষয় বা ব্যক্তির উপর।

লম্বন করত শয্যায় গিয়া শয়ন করিল। আশাই পরম দুঃখ; আশাত্যাগই পরম সুখ;—যেমন নাগরের আশা পরিত্যাগ করিয়া পিঙ্গলা সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

পিঙ্গলাবাক্য নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

——০০——

নবম অধ্যায়।

শ্রীব্রাহ্মণ কহিলেন, যাহা যাহা প্রিয়তম, তাহার তাহার পরিগ্রহই দুঃখের নিমিত্ত; যাঁহার কিছুই নাই,[১] তিনি তাহা জানিয়াছেন। আমিষ-সম্পন্ন কুররকে আমিষহীন অন্যান্য (কুররেরা) বধ করে; সেই আমিষ পরিত্যাগ করিয়া সে সুখ প্রাপ্ত হয়।

আমার মান অপমান নাই; যাহাদিগের গৃহ পুত্র আছে, তাহাদিগের (যে চিন্তা হইয়া থাকে,) তাহাও আমার নাই; আমি আপনাপনিই ক্রীড়া করিয়া এবং আপনাতেই আসক্ত হইয়া বালকের ন্যায় এই সংসারে বিচরণ করি। দুই জন মাত্র চিন্তাহীন এবং পরম আনন্দে নিমগ্ন;—যে অজ্ঞ উদ্যম-রহিত বালক; আর, যিনি প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কোনও সময়ে (কতকগুলি ব্যক্তি কোনও এক কুমারীকে বরণ করিবার নিমিত্ত (তাহার) গৃহে উপস্থিত হয়; (তখন

১। অর্থাৎ, যিনি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বন্ধুজন স্থানবিশেষে গমন করাতে, কুমারী নিজেই তাহাদিগের অভ্যর্থনা করিল। হে পৃথিবীনাথ! তাহাদিগের আহারের নিমিত্ত নির্জ্জনে শালী (ধান্য) আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, (সেই কুমারীর) প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সকল মহৎ শব্দ করিতে লাগিল। সে উহাকে লজ্জাজনক[২] বোধ করত লজ্জিতা হইয়া অবশেষে এক এক করিয়া শঙ্খ সকল ভগ্ন করিল; দুই দুই গাছি করিয়া এক এক হস্তে অবশিষ্ট রাখিল। তথাপি, আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নিজের শঙ্খদ্বয়ের শব্দ হইতে লাগিল। তাহা হইতেও একগাছি ভগ্ন করিল; এক গাছ হইতে আর শব্দ হইল না। হে শত্রুদমন! লোকতত্ত্ব জানিবার ইচ্ছায় এই সকল লোকে বিচরণ করিতে করিতে আমি সেই (কুমারী হইতে) এই উপদেশ শিক্ষা করিয়াছি;—বহুজনের (একত্র) বাস; বা দুই জনের একত্রবাসও কলহের কারণ হইয়া থাকে; অতএব কুমারীর কঙ্কনের ন্যায় একাকীই বসতি করিবে। জিতাসন, ও জিতশ্বাস হইয়া স্থিরীক্রিয়মাণ[৩] মনকে আলস্য প[illegible] ত্যাগপূর্ব্বক বৈরাগ্য এবং অভ্যাসযোগ দ্বারা এক[illegible] সংযুক্ত করিয়া রাখিবে। যে এই[৪] মন যাহাতে স্থ[illegible] লাভ করিয়া অল্পে অল্পে কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করে, এবং উপশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারা রজস্তম নাশ করিয়া গুণ-ও-গুণকার্য্য-রহিত নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত-হয়, (ইহাকে তাহাতে সংযুক্ত করিয়া

২। অর্থাৎ, তদ্দ্বারা দরিদ্রতা প্রকাশ পায়।

৩। অর্থাৎ, লক্ষ্য পরমেশ্বর বিষয়ে স্থিরীক্রিয়মাণ।

৪। যে মনের বিষয়ান্তরে পতিত হইবার সম্ভাবনা; এবং যাহার, যেমন নিদ্রাতে, তেমনি বিলীন হইবার সম্ভাবনা।

রাখিবে[৫]।) এই প্রকারে চিত্তকে অবরুদ্ধ করিলে, তখন বাহে ও অভ্যন্তরে কিছুই জানিবেন না; যেমন বাণে দত্তচিত্ত[৬] বাণ-নির্ম্মাতা পার্শ্বে গমনকারী রাজাকে[৭] জানিতে পারে নাই।

মুনি একচারী, নিকেতন-হীন, সাবধান, গুহাশায়ী, আচার দ্বারা অলক্ষ্য,[৮] অসহায় ও অল্পভাষী হইবেন।[৯] নশ্বর-দেহ (মনুষ্যের) গৃহারম্ভই দুঃখের কারণ ও নিষ্ফল; সর্প পরকৃত গৃহে প্রবেশ করিয়া, যে প্রকারে সুখ হয়, সেই প্রকারে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

কারক-নিরপেক্ষ,[১০] আত্মাধার, অখিলাশ্রয় দেব নারায়ণ পূর্ব্বসৃষ্ট এই জগৎ কল্পান্তসময়ে কালশক্তি দ্বারা সংহার করিয়া সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত হন। আত্মশক্তি কাল কর্ত্তৃক শক্তি সকল এবং সত্ত্বাদি এক এক করিয়া স্ব স্ব কারণে লীন হইলে পর, প্রধান পুরুষের ঈশ্বর আদি-পুরুষ ব্রহ্মাদি ও অন্যান্য মুক্ত জীবগণের প্রাপ্য হইয়া অবস্থিতি

৫। "আচ্ছা, ক্ষণকালের নিমিত্ত নিশ্চল হইলেও মন বিষয়বাসনা বশতঃ বিষয়ান্তরে পরিক্ষিপ্ত হইতে পারে। অথবা যেমন সুষুপ্তি সময়ে তেমনি ত একবারে লীন হইতেও পারে। তাহা হইলে কি হইবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল বৈরাগ্য দ্বারা বিক্ষেপ নিবারণ করিবে, আর অভ্যাস-যোগ দ্বারা স্থিরীকৃত করিবে।

৬। অর্থাৎ, বাণ সরল করিতেই যাহার মন একেবারে নিমগ্ন হইয়াছে।

৭। সুতরাং ভেরী প্রভৃতি বিবিধ উচ্চরাবি বাদ্যযন্ত্রের সহিত গমনকারী।

৮। যেমন গতি দ্বারা জানা যায় না যে এই সর্প সবিষ কি নির্ব্বিষ।

৯। সর্প হইতে উপদেশ প্রাপ্তি নির্দ্দেশ করা হইল।

১০। অর্থাৎ, ক্রিয়ার জনক দ্রব্যাদির অপেক্ষা না করিয়া পরমেশ্বর নিজ হইতেই করিয়া থাকেন। ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্ত পাইয়া আমি এইটী সম্ভাবনা করিয়াছি "কারক নিরপেক্ষ হইয়া" ইত্যাদি "মহেশ্বরও এই প্রকার করিয়া থাকেন।" ইত্যাদি দ্বারা ইহাই বলিতেছেন। তন্মধ্যে "নির্ব্বিষয় স্বপ্রকাশ আনন্দ-সন্দোহ" ইত্যন্ত দ্বারা সংহারপ্রকার বলা হইতেছে।

করেন; (কারণ) তিনি নিরুপাধিক, (সুতরাং) নির্ব্বিষয়-স্বপ্রকাশ-আনন্দ-সন্দোহ; (অতএব) মোক্ষ শব্দের প্রতিপাদ্য। হে অরিন্দম [১১]! নিরবচ্ছিন্ন-আত্ম-শক্তি (কাল) দ্বারা, ত্রিগুণাত্মিকা নিজা মায়াকে ক্ষোভিত করিয়া [১২] তদ্দ্বারা প্রথমে মহত্তত্ত্ব সৃজন করেন। তাহাকেই নানাবিধ-বিশ্ব-সৃজন-কর গুণ-ত্রয়-কার্য্য কহিয়া থাকে, যাহাতে এই বিশ্ব ওতপ্রোত রহিয়াছে; এবং যাহা দ্বারা পুরুষ সংসারে প্রবৃত্ত হয়। যেমন ঊর্ণনাভি মুখ দ্বারা হৃদয় হইতে ঊর্ণা বিস্তার করত পুনর্ব্বার তাহা গ্রাস করে; মহেশ্বরও এই প্রকার (করিয়া থাকেন।)

দেহী স্নেহ, দ্বেষ, বা ভয় হেতু যাহাতে যাহাতে সমগ্র মন ধারণ করে, তাহার তাহারই স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; রাজন্! কীট পেশস্কারকে ধ্যান করত, তৎকর্ত্তৃক ভিত্তির মধ্যে প্রবেশিত হইয়া, পূর্ব্ব রূপ পরিত্যাগ না করিয়াই, [১৩] তাহার সারূপ্য লাভ করে।

এই সকল গুরু হইতে আমি এইপ্রকার বুদ্ধি শিক্ষা করিয়াছি। হে প্রভো! নিজ হইতে যে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছি, বলিতেছি, আমার নিকট শ্রবণ কর। দেহ আমার গুরু; (কারণ,) নিরন্তর মনঃপীড়া যাহার চরম ফল, ইহা তাদৃশ উৎপত্তি বিনাশ ধারণ করিতেছে; (আর,) আমি ইহা দ্বারা যথাবৎ তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকি; (অতএব ইহা

১১। কিন্তু ইহাতে তোমার ভয় নাই, কারণ তুমি রাগাদি শত্রুদিগকে দমন করিতে সমর্থ "অরিন্দম!" বিশেষণটী দিয়া এই কথা বলা হইল।

১২। অর্থাৎ, তাহাকে কার্য্যশক্তি দান করিয়া।

১৩। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, যখন সেই দেহেতেই অন্য সারূপ্য দেখা যাইতেছে, তখন যে দেহান্তরে সারূপ্য প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে?

আমার) বিবেকের হেতু; তথাপি [১৪] (ইহাকে) পরকীয় [১৫] নিশ্চয় করত সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করিয়া থাকি। (পুরুষ) যে দেহের প্রিয় সাধন করিবার নিমিত্ত জায়া, পুত্র, অর্থ, পশু, ভৃত্য, গৃহ ও আত্মীয়বর্গ বিস্তার করিয়া কষ্টের সহিত ধন সঞ্চয় করত পোষণ করে, বৃক্ষের ন্যায় ধর্ম্মশালী সেই দেহ এই পুরুষের (কর্ম্ম স্বরূপ দেহান্তর-) বীজ উৎপাদন করিয়া অবসন্ন হয়। যেমন অনেক সপত্নী গৃহস্বামীকে শীর্ণ করিয়া ফেলে, [১৬]। (তেমনি) জিহ্বা ইহাকে এক দিকে আকর্ষণ করে; তৃষ্ণা আর কোন দিকে; শিশ্ন অন্য দিকে; ত্বক্, উদর, ও কর্ণ (আর) কোনও দিকে; নাসিকা অন্য দিকে; চপল চক্ষু আর কোনও দিকে; কর্ম্মশক্তি (অন্য দিকে।) দেব (নারায়ণ) আত্মশক্তি মায়া দ্বারা বৃক্ষ, সরীসৃপ, পশু, পক্ষী ও দন্দশূক [১৭] প্রভৃতি বিবিধ শরীর সৃষ্টি করিয়া, ঐ ঐ সকলে হৃদয় তুষ্ট না হওয়াতে, ব্রহ্মদর্শনের জন্য বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষ-(শরীর) সৃষ্টি করিয়া পরম সুখ লাভ করিলেন [১৮]। এই সংসারে বহু জন্মের পর অনিত্য, তথাপি পুরুষার্থ-প্রাপক মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া, নিরন্তর (বিবিধ-) মৃত্যুসম্পন্ন ইহা পতিত না হইতে হইতেই ধীর ব্যক্তি শীঘ্র মুক্তির নিমিত্ত যত্ন পান; বিষয় সর্ব্বত্র হইতেই হইয়াই থাকে [১৯]।

এই প্রকারে জাতবৈরাগ্য হইয়া বিজ্ঞানরূপ দীপ লইয়া

১৪। আমার বিবেকের কারণ, সুতরাং উপকারক হইলেও।
১৫। কুক্কুর শৃগালাদির ভক্ষ্য।
১৬। ওষধি প্রয়োগ করত ঐ ওষধির বলে রোগী করিয়া আনে।
১৭। সর্প প্রভৃতি ক্রুর জন্তু।
১৮। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে, পুরুষ শরীর আমার প্রিয়তম।
১৯। অর্থাৎ, পশ্বাদি যোনিতেও।

অহঙ্কার ও সঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিতি করত এই সংসারে এই পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকি। নিশ্চয়ই এক গুরুর নিকট হইতে সুস্থির সুপুষ্ট জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; এই অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ঋষিগণ কর্ত্তৃক বহুধা গীত হইয়া থাকেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, গম্ভীরবুদ্ধি সেই ব্রাহ্মণ এই কথা কহিয়া যদুকে আমন্ত্রণ করিয়া, (সেই) রাজা কর্ত্তৃক বন্দিত, সুন্দররূপে পূজিত, (এবং) (তজ্জন্য) আনন্দিত হইয়া, যে প্রকারে আগমন করিয়াছিলেন, সেই প্রকারে প্রস্থান করিলেন। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের পূর্ব্বজন্মা সেই (যদু) অবধুতের বাক্য শ্রবণ করত সর্ব্ব-সঙ্গ হইতে বিশেষপ্রকারে মুক্ত ও সমদর্শী হইয়াছিলেন।

অবধূত-বাক্যনামক নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

দশম অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন আমি যে সকল স্ব স্ব ধর্ম্ম কহিয়াছি,[১] তাহাতে সাবধান হইয়া আমাকে আশ্রয় করত চিত্ত হইতে বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বর্ণ, আশ্রম ও কুলের আচার আচরণ করিবে। শুদ্ধচিত্ত হইয়া,[২] বিষয়চেতা দেহীসকল বিষয়কে যথার্থ বোধ করিয়া যে সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে, সে সমুদায়েরই বিপরীত ফল

১। পঞ্চরাত্রাদিতে। ২। স্বধর্ম্মাচরণ দ্বারা।

ফলিয়া থাকে, (ইহা) দর্শন করিবে। সুপ্ত ব্যক্তির বিষয়-দর্শন, বা চিন্তাকারীর মনোরথ যেমন নানা বলিয়া অর্থশূন্য, বিষয় সকলে আত্মবুদ্ধিও তেমনি ইন্দ্রিয়ের নানাত্ব হেতু (নিষ্ফলা) মৎপরায়ণ হইয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মই করিবে; কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে; আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়া নিবৃত্তিকর্ম্ম-প্রেরণাও [৩] আদর করিবে না। (কিন্তু) মৎপরায়ণ হইয়া সংযম [৪] সকল নিত্য শিক্ষা করিবে; নিয়ম [৫] সকল কখন কখন; (আর) যিনি আমাকে বিশেষ রূপে জানেন, তাদৃশ মদ্রূপী শান্ত গুরুর উপাসনা করিবে [৬]। অভিমান, মাৎসর্য্য, আলস্য ও মমতা পরিত্যাগ করিবে; (গুরুতে) দৃঢ়রূপে সৌহার্দ্দ বন্ধন করিবে; ব্যগ্র হইবে না; তত্ত্ব জানিতে অভিলাষী হইবে; এবং অসূয়া ও অনর্থক আলাপ পরিত্যাগ করিবে [৭]। আপনার প্রয়োজনকে সর্ব্বত্রই সমান দেখিয়া [৮] জায়া, পুত্র, গৃহ, ক্ষেত্র, স্বজন ও ধনাদিতে উদাসীন হইয়া (গুরুর উপাসনা করিবে।) যেমন দাহক ও প্রকাশক অগ্নি দাহ্য (ও প্রকাশ্য) কাষ্ঠ হইতে ভিন্ন; তেমনি দর্শক ও স্বপ্রকাশ আত্মা স্থূল সূক্ষ্ম দেহ হইতে পৃথক্ [৯]। রোষ,

---

৩। "নিবৃত্তি কর্ম্ম করিবে," এইরূপ শাস্ত্রীয় বিধি। ৪। অহিংসাদি।

৫। দ্বাদশ নিয়ম ।। ঊনবিংশ অধ্যায়ে উল্লিখিত হইবে।

৬। অর্থাৎ, যমাদিতেও অনাদর হইয়াও গুরুর উপাসনা করিবে।

৭। অর্থাৎ, যিনি গুরু সেবা করিবেন, এই গুলি তাঁহার ধর্ম্ম হওয়া উচিত।

৮। তাহা হইলেই উদাসীন হইতে পারিবেন; কারণ তখন তিনি বুঝিতে পারিবেন, যখন সকল হইতেই নিজের সুখাদি সমান রূপেই পাইতে পারি, তখন কি জন্য জায়াদির প্রতি বিশেষ মমতা করিব?

৯। "আচ্ছা, যাঁহার ঐক্য হইতে সুখাদি সকলেতেই সমান হইতে পারে এই আত্মা কি প্রকার?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল।

উৎপত্তি, অণুতা, বৃহত্ত্ব ও নানাত্ব (অগ্নির গুণ নহে ; অগ্নি কাষ্ঠের) অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার কৃত (কাষ্ঠের) গুণ সকল ধারণ করিয়া থাকে ; এইরূপ আত্মাও দেহের গুণ সমূহ (ধারণ করিয়া থাকেন।) ঈশ্বরের গুণগণ দ্বারা [১০] এই স্থূল ও এই যে সূক্ষ্ম দেহ বিরচিত হইয়াছে, জীবের সংসার ইহাদিগেরই অধ্যাসহেতু উৎপাদিত ; আত্মজ্ঞান (তাহার) ছেদনকারি। অতএব কার্য্যকারণসমূহেই অবস্থিত, নিষ্কল, পরম আত্মাকে বিচার দ্বারা সম্যক্‌রূপে জানিয়া যথাক্রমে [১১] এই (দেহাদিতে) বাস্তব বুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে। আচার্য্য নিম্নস্থ কাষ্ঠ ; শিশ্য উপরিস্থ কাষ্ঠ ; উপদেশ মধ্যস্থ (মথন) কাষ্ঠ ; আর, বিদ্যা উহাদিগের সংঘট্টনোদ্ভূত সুখাবহ অগ্নি। অতি-নিপুণ (শিষ্য) কর্ত্তৃক প্রাপ্তা [১২] সেই অতি-বিশুদ্ধা বুদ্ধি গুণ কার্য্য-রূপা মায়াকে নিবর্ত্তন করে ; এবং এই বিশ্ব যদা-ত্মক, সেই সকল গুণকে দাহ করিয়া, নিরিন্ধন অগ্নির ন্যায়, আপনিও নিবৃত্তি পায় [১৩]। যদি কর্ম্মকর্ত্তা ও সুখ দুঃখের ভোক্তা এই সকল (জীবাত্মার) নানাত্ব স্বীকার কর ; [১৪]

১০। অর্থাৎ, ঈশ্বরের অধীন মায়ার গুণ।

১১। স্থূল সূক্ষ্ম ক্রমে।

১২। অথবা, "অতি নিপুণ গুরু কর্ত্তৃক উপদিষ্টা"।

১৩। অতএব, কার্য্য, কারণ, ও বিদ্যা ব্যবধান না থাকাতে, (কারণ, উক্ত প্রকারে সকলেই ক্রমে লীন হইয়া গেল) উক্ত শিষ্য সাক্ষাৎ পরমানন্দ-স্বরূপ হন।

১৪। বেদের সহিত সমন্বয় করিয়া যে অর্থ নির্ণয় করা হইল। মতান্তর কল্পনা করিয়া সে মতেও বিরোধ না হয়, এই জন্য সেমতও নিরাকরণ করিতেছেন "যদি কর্ম্ম কর্ত্তা" ইত্যাদি দ্বারা।
মীমাংসকেরা কহিয়া থাকেন, "আমি" এই জ্ঞান দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় তিনিই আত্মা ; তিনি প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন ; এবং কর্ত্তা ও ভোক্তা। সেই আত্মার স্বরূপভূত নির্ব্বিকার অদ্বিতীয় পরমাত্মা নাই।"

যদি লোক,[১৫] কাল,[১৬] আগম[১৭] ও আত্মার নিত্যতা মনে কর;[১৮] যদি সমুদায় (ভোগ্য) পদার্থের যথাবৎ[১৯] স্থিতিকে প্রবাহ রূপে নিত্যা বলিয়া মান;[২০] এবং যদি মনে কর যে তত্তৎ আকৃতির[২১] ভেদেতে করিয়া বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; (সুতরাং অনিত্যা বলিয়া) নাশ পায়; তাহা হইলেও, দেহসংযোগ এবং কালের অবয়ব[২২] হেতু সমুদায় দেহীর বারম্বার জন্মাদি অবস্থা সকল হইতে পারে। (আর,) সে পক্ষেও,[২৩] কর্ম্ম সকলের কর্ত্তা এবং সুখদুঃখের ভোক্তার অস্বাধীনতা লক্ষিত হইতেছে;[২৪] অস্বাধীনকে কোন্ পুরুষার্থ ভজনা করিবে? পণ্ডিত দেহীগণেরও কিঞ্চিৎ সুখ নাই; এই-রূপ মূঢ়দিগেরও (কোথাও) দুঃখ নাই;[২৫] অতএব কেবল বৃথাই অহঙ্কার[২৬]। যদিই সুখ ও দুঃখের প্রাপ্তি এবং নাশ[২৭]

১৫। ধর্ম্ম কর্ম্মাদি দ্বারা প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক।

১৬। ভোগকাল। ১৭। কর্ম্ম-বোধক শাস্ত্র।

১৮। মীমাংসকেরা এই সকলের নিত্যতা মানিয়া বলিয়া থাকেন যে, সুতরাং বৈরাগ্যও সম্ভব হইতে পারে না।

১৯। অর্থাৎ, মায়াময়ী নহে।

২০। এই মানিয়া বিপক্ষ মতাবলম্বীরা বলিয়া থাকেন যে, সুতরাং "সমুদায় স্রকচন্দনাদি ভোগ্য বস্তু নশ্বর ও মায়াময় বলিয়া তাহাদিগেতে বৈরাগ্য জন্মিতে পারে" ইহাও বলিতে পার না। আর, ইহা দ্বারা প্রমাণও হইতেছে যে, ঐ সকলের কর্ত্তা ঈশ্বরও কেহ নাই।

২১। ঘট পটাদি আকৃতি। ২২। সংবৎসরাদি।

২৩। অর্থাৎ, তোমাদিগের মতের প্রত্যেক শরীরে ভিন্ন ভিন্ন আত্মার স্বাধীনতা পক্ষেও।

২৪। দুষ্কর্ম্ম ও দুঃখ ভোগের সম্ভাবনা থাকিতেছে।

২৫। আচ্ছা, যাঁহারা কর্ম্ম করিতে জানেন, তাঁহারাই সুখী; আর যাঁহারা না জানেন, তাঁহারাই দুঃখী, এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল।

২৬। "আমরা কর্ম্ম করিতে জানি, সুতরাং আমরা সুখী" এইরূপ অহঙ্কার।

২৭। সুখের প্রাপ্তি; দুঃখের নাশ; এইরূপ ক্রম বুঝিতে হইবে।

জানে, তথাপি সে যোগ জানিতে পারে না, যাহাতে করিয়া সাক্ষাৎ মৃত্যু প্রভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে না। (যখন) বধ্যস্থানে নীয়মান বধ্যের ন্যায়, নিকটে অতুষ্টিদ মৃত্যু অবস্থিতি করিতেছে, (তখন) কোন্ পুরুষার্থ বা কাম ইহাকে সুখিত করিতে পারে? দৃষ্টের [২৮] ন্যায়, শ্রুতও [২৯] স্পর্দ্ধা, [৩০] অসূয়া, [৩১] নাশ, ও অপক্ষয় দ্বারা দূষিত; এবং যাহাতে অনেক বিঘ্ন, সেই সুখ থাকাতে, ইহা কৃষির ন্যায় [৩২] নিষ্ফল। স্বীকার করিলাম যে, সুন্দর রূপে অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম বিঘ্নশূন্যই; তদ্দ্বারা উপার্জ্জিত স্থান যে রূপে প্রাপ্ত হয়, তাহা শ্রবণ কর;—যাজ্ঞিক ইহ লোকে যজ্ঞ সকলের দ্বারা দেবগণের যাগ করিয়া স্বর্গে গমন করেন; তথায় দেবতার ন্যায়, নিজ কর্ত্তৃক উপার্জ্জিত দিব্য ভোগ সকল ভোগ করিতে পান। মনোহর বেশ ধারণ করত নিজ পুণ্য দ্বারা সর্ব্ব-ভোগ-সম্পন্ন শুভ্র বিমানে (আরোহণপূর্ব্বক) দেবকামিনী-দিগের মধ্যে বিহার করিয়া গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক উপগীত হইয়া থাকেন। দেবতাদিগের ক্রীড়াস্থান সকলে কিঙ্কিণীজাল-মালি কামগামি যানযোগে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া করত সুখিত হইয়া আপনার পতন জানিতে পারেন না। যত কাল পুণ্য সমাপ্ত না হয়, ততকাল তিনি স্বর্গে আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন; পুণ্য ক্ষয় পাইলে পর কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত

২৮। ইহ লোক।
২৯। স্বর্গ।
৩০। পরের সুখ সহ্য করিতে না পারা।
৩১। পরের গুণে দোষ আবিষ্কার করা।
৩২। কৃষির অনেক বিঘ্ন।

হইয়া, ইচ্ছা না করিলেও, অধঃপতিত হন। যদি বা অসৎ ব্যক্তিদিগের সঙ্গ হেতু জীব অধর্ম্মনিরত, অজিতেন্দ্রিয়, নীচাশয়, লুব্ধ, স্ত্রৈণ এবং ভূতগণের হিংসক হইয়া, পশু লাভ করত, অবিধি ক্রমে প্রেতভূতগণের যাগ করেন, তাহা হইলে ত অবশ হইয়া বিবিধ নরকে গমন করত ভয়ানক অজ্ঞানে প্রবিষ্ট হন। কর্ম্ম সকলের উত্তর কাল দুঃখপ্রদ; দেহ দ্বারা সেই সকল কর্ম্ম করত তাহাদিগের দ্বারাই আবার দেহ লাভ করে; (অতএব) মর্ত্ত্যধর্ম্মীদিগের সে সকলে সুখ কি? লোক এবং কল্পজীবী লোকপাল সকলের আমা হইতে ভয় (আছে;) দ্বিপরার্দ্ধ (সংবৎসর) যাঁহার পরমায়ু, সেই ব্রহ্মারও আমা হইতে ভয়। গুণ সকল কর্ম্মনিবহ সৃজন করে; গুণ সকল ইন্দ্রিয়বর্গ সৃজন করে; এই [৩৩] জীব ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল সকল ভোগ করিয়া থাকেন।[৩৪] যতকাল গুণগণের বৈষম্য [৩৫] থাকে, ততকাল আত্মার নানাত্ব (থাকে;[৩৬]) যতকাল আত্মার নানাত্ব, তত কাল পারতন্ত্র্য; যত কাল ইহাঁর পারতন্ত্র্য, তত কাল ঈশ্বর হৈতে ভয়। যাঁহারা ইহাকে, [৩৭] সেবন করেন, তাঁহারা শোকে গ্রথিত হইয়া মুগ্ধ হন। [৩৮] মায়াক্ষোভ থাকাতে, আমাকে কাল, আত্মা, আগম,

---

৩৩। অর্থাৎ, ঐ সকলে অহম্বুদ্ধি-সম্পন্ন।

৩৪। পূর্ব্বে যে অন্য মত কল্পনা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা" তাহার নিরাকরণ করা হইতেছে।

৩৫। অহঙ্কারাদি কার্য্য।

৩৬। মতান্তরে স্বীকৃত আত্মার নানাত্ব নিরাকরণ করা হইল।

৩৭। গুণবৈষম্যকে এবং তৎকৃত ভোগ ও কর্ম্মকে।

৩৮। "কর্ম্ম প্রবৃত্তিই শ্রেয়সী" মতান্তরের এই যে গূঢ় অভিপ্রায়, ইহারই নিরাকরণ করা হইল।

লোক,[৩৯] স্বভাব[৪০] বা ধর্ম্ম,[৪১] এইরূপ বহুপ্রকার কহিয়া থাকে[৪২]।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, গুণগণে বর্ত্তমান থাকিয়াও দেহী (গুণকার্য্য) দেহ হইতে জাত (কর্ম্ম ও সুখাদিতে) কিরূপে বদ্ধ না হয়? অনাবৃত হইলেই বা, কি রূপে গুণগণ দ্বারা বদ্ধ না হয়?[৪৩] (বদ্ধ আর মুক্ত ব্যক্তি) কিরূপে ব্যবহার করেন; কিরূপ বিহার করেন? কি কি চিহ্ন দ্বারা জ্ঞাত হন? কি প্রকারে ভোজন করেন? কি পরিত্যাগ করেন? কি রূপে শয়ন করেন? কি রূপে উপবেশন করেন? কি রূপে গমন করেন? হে প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ! এই আমার প্রশ্ন; উত্তর কর; একই আত্মা নিত্য বদ্ধ ও নিত্যমুক্ত,[৪৪] এই আমার ভ্রম।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

৩৯। এবং লোক পাল।

৪০। দেবত্বাদিরূপ পরিণামের হেতু।

৪১। উহাঁদিগের ভোগের হেতু।

৪২। "মায়া ক্ষোভ থাকাতে" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল যে, ভোগাদি সকলই কেবল অনিত্য নহে, মায়াময়ও বটে। অতএব নিবৃত্তিই মুক্তির হেতু, সুতরাং শ্রেয়সী; ইহা সিদ্ধ হইতেছে।

৪৩। বলা হইয়াছে যে, আত্মা একই; গুণকার্য্য দেহের সহিত সম্বন্ধই তাহার সংসার; আত্মজ্ঞান দ্বারা তাহা হইতে মুক্তি পান। মতান্তর নিরাকরণ করিয়াও উহা দৃঢ়ীকৃত করা হইয়াছে। এক্ষণে এই বিষয়ে উদ্ধব জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে, মুক্তি কি গুণগণ বর্ত্তমান থাকিতেই হয়? না নিবৃত্তি পাইলে পর হয়? থাকিতে হইতে পারে না; কারণ তখন মুক্তির সাধন থাকিতেছে না। যদি বলেন, নিবৃত্তি পাইলে পর হয়; তাহা হইলে "গুণগণ বর্ত্তমান" ইত্যাদি।

৪৪। গুণ অনাদি, তাহার সহিত তাঁহার সম্বন্ধ থাকাতে তিনি "নিত্য-বদ্ধ"; আর, যদি "নিত্য-মুক্ত না হন" তাহা হইলে মুক্তি জন্য, সুতরাং অনিত্য হইয়া পড়ে, অতএব তিনি "নিত্যমুক্ত" স্বীকার করিতে হয়।

একাদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার গুণহেতু (আত্মা) বদ্ধ ও মুক্ত, বস্তুতঃ নহেন; গুণ মায়ামূলক বলিয়া বদ্ধ বা মোক্ষ নাই; আমার এই ব্যাখ্যা[১]। শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, এবং দেহোৎপত্তি মায়া দ্বারা (হইয়া থাকে;) যেমন স্বপ্ন বুদ্ধির কার্য্য, তেমনি সংসার বাস্তবিক নহে। হে উদ্ধব! জানিবে, শরীরীদিগের বন্ধ-মোক্ষকর বিদ্যা ও অবিদ্যা আমার দুই আদ্যা শক্তি; আমার মায়া দ্বারা বিরচিত। হে মহামতে! আমার অংশ, অদ্বিতীয়, এই অনাদি জীবেরই অবিদ্যা দ্বারা বন্ধ এবং বিদ্যা দ্বারা তদ্ভিন্ন[২] (হইয়া থাকে।)[৩] হে তাত! ইহার পর এক ধর্ম্মীতে অবস্থিত,[৪] বিরুদ্ধধর্ম্মশীল বদ্ধ ও মুক্তের[৫] বৈলক্ষণ্য তোমাকে বলিতেছি। ইহাঁরা উভয়ে

১। "এরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিতেছেন কেন?" এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল "আমার এই ব্যাখা" অর্থাৎ, নির্ণয়।

যে কবিতার "আমার গুণহেতু" ইত্যাদি ব্যাখা করা গেল, তাহার অন্যরূপ ব্যাখ্যাও হয়; যথা;—"আত্মা বদ্ধ ও মুক্ত, এই যে ব্যাখা, ইহা আমারই গুণহেতু; (অর্থাৎ আমারই গুণপারতন্ত্র্য হেতু;) গুণ মায়ামূলক বলিয়া, (গুণনিয়ন্তা) আমার বন্ধন বা মোক্ষ নাই; (সুতরাং আমারই গুণ হেতু ঐরূপ উক্তি হইয়া থাকে।"

২। অর্থাৎ, মোক্ষ।

৩। "আচ্ছা আত্মা আপনার সহিত অভিন্ন; তবে কি আপনারও বন্ধ মোক্ষ আছে?" এই প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, না; "এই জীবেরই"। "আচ্ছা আত্মার অভেদ সিদ্ধ হইলে "জীব" নামে আর কে থাকিতে পারেন? বন্ধ মোক্ষ; সুখ দুঃখ; ইত্যাদি ব্যবস্থাই বা কিরূপে সম্ভবে?" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "আমার অংশ"।

৪। অর্থাৎ শরীরে। নিয়ম্য ও নিয়ন্তারূপে "অবস্থিত"।

৫। জীবাত্মার ও পরমাত্মার।

সুন্দর-পক্ষ-বিশিষ্ট ;[৬] সদৃশ ;[৭] সখা ;[৮] যদৃচ্ছাক্রমে[৯] বৃক্ষে[১০] নীড়[১১] নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহঁাদিগের একটী পিপ্পলান্ন ভক্ষণ করেন[১২] ; অন্যটী নিরাহার হইলেও, বলেতে করিয়া শ্রেষ্ঠতর[১৩]। যিনি পিপ্পল ভক্ষণ করেন না, সেই বিদ্বান্ আত্মাকে ও তদ্ভিন্নকে জ্ঞাত আছেন ; যিনি পিপ্পল আহার করেন, তিনি সেরূপ নহেন। যিনি অবিদ্যার সহিত যুক্ত, তিনি নিত্যবদ্ধ ; যিনি বিদ্যাময়, তিনি নিত্যমুক্ত।. স্বপ্ন হইতে উত্থিত ব্যক্তির ন্যায়, বিদ্বান্ দেহস্থ হইয়াও দেহস্থ নহেন ;[১৪] স্বপ্নদর্শীর ন্যায়, কুবুদ্ধি দেহস্থ না হইয়াও, দেহস্থ। যিনি বিক্রিয়াশূন্য বিদ্বান্, ইন্দ্রিয় সকল বিষয়সমূহ এবং গুণগণ গুণবৃন্দ গ্রহণ করিতে থাকিলেও, তিনি "আমি গ্রহণ করিতেছি" এরূপ মনে করিবেন না। অপণ্ডিত গুণভাব্য কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম করত এই দৈবাধীন শরীরে বাস করিয়া "আমি কর্ত্তা" এই মনে করত তাহাতে নিবদ্ধ হয়।

৬। দুইটী পক্ষী স্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নিরূপণ করা হইতেছে। "সুন্দর পক্ষবিশিষ্ট ;" অর্থাৎ, বৃক্ষারূঢ় দুইটী পক্ষী যেমন বৃক্ষ হইতে পৃথক, তেমনি ইহঁারাও দেহ হইতে বিভিন্ন।

৭। উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ ; সুতরাং "সদৃশ"।

৮। উভয়ের পরস্পর বিয়োগ নাই ; এবং ঐক্যমত্য আছে ; সুতরাং "সখা"।

৯। অর্থাৎ, অনিরুক্তমায়াযোগে।

১০। অর্থাৎ, দেহে।

১১। অর্থাৎ, হৃদয়রূপ নিকেতন।

১২। "পিপ্পল" অর্থাৎ, অশ্বত্থ বৃক্ষ ; অর্থাৎ, দেহ ; তাহাতে জাত "অন্ন" অর্থাৎ, কর্ম্মফল। পক্ষিপক্ষে অশ্বত্থের ফল।

১৩। কারণ তিনি নিজানন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, অতএব জ্ঞানাদি "বলেতে করিয়া" অধিকতর বলবান্।

১৪। দেহ-গুণ সুখ দুঃখাদি ভোগ করেন না।

বিদ্বান্ ব্যক্তি এইরূপে বিরক্ত হইয়া,[১৫] শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, মজ্জন, দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি বিশেষ বিশেষ বিষয় সকলে ইন্দ্রিয়গণকে ভোজন করাইয়া[১৬], ঐ প্রকার বদ্ধ হন না; প্রকৃতিতে অবস্থিতি করিয়াও আকাশ, সূর্য্য ও অনিলের ন্যায় সঙ্গহীন হইয়া বৈরাগ্যযোগ দ্বারা তীক্ষ্ণীকৃতা নিপুণবুদ্ধি-সম্বন্ধিনী দৃষ্টি দ্বারা সংশয় ছেদন করত, স্বপ্ন হইতে জাগরিত ব্যক্তির ন্যায়, নানাত্ব হইতে নিবৃত্ত হন। যাঁহার প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির আচরণ সকল সংকল্পশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও তাহার গুণগণ হইতে মুক্ত।

যাঁহার দেহ হিংস্রগণ কর্ত্তৃক হিংসিত, বা কোথাও যে কোনও ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদৃচ্ছাক্রমে কিঞ্চিৎ পূজিত হয়, তিনিই পণ্ডিত, যদি তাহাতে তাঁহার বিকার না জন্মে[১৭]। সমদর্শী মুনি গুণদোষ হইতে বর্জ্জিত হইয়া সাধু বা অসাধুকারী বা বাদী দিগকে স্তব বা নিন্দা করিবেন না। মুনি কিছু সাধু বা অসাধু করিবেন না; বলিবেন না, বা চিন্তা করিবেন না; আত্মারাম হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জড়ের ন্যায় বিচরণ করিবেন। শব্দব্রহ্মের[১৮] পারগত হইয়াও যদি পরব্রহ্মে ধ্যানাদি যোজনা না করে, তাহা হইলে অধেনুর[১৯]

১৫। অন্যগত কর্ম্মই আমাকে বন্ধন করিতেছে, এই বুঝিয়া "বিরক্ত"।

১৬। অর্থাৎ, তত্তৎসাক্ষীস্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া; নিজে আহার করিয়া নহে।

১৭। বদ্ধ মুক্তের বিশেষ বৈলক্ষণ্য কহিয়া, এক্ষণে তাহাদিগকে কি লক্ষণ দ্বারা চিনিতে পারা যায়, তাহা বলা হইতেছে।

১৮। অর্থাৎ, বেদের।

১৯। যে গাভী অনেক দিন প্রসব হইয়াছে।

প্রতিপালকের ন্যায়, তাহার পরিশ্রমের ফল কেবল পরিশ্রম। যাহার দুগ্ধ দোহন করা হইয়াছে,[২০] এরূপ গাভী; অসতী স্ত্রী;[২১] পরাধীন[২২] দেহ; অসৎ[২৩] পুত্র; অপাত্রসাৎকৃত[২৪] ধন; (আর) আমাকর্ত্তৃক হীন বাক্য; হে উদ্ধব; যাহার দুঃখের পর দুঃখ (নির্দ্দিষ্ট,) সেই (এই সকল) রক্ষা করে। অহে! যাহাতে এই বিশ্বের স্থিতি-উদ্ভব-বিনাশ-স্বরূপ (মদীয়) পাবন কর্ম্ম, বা লীলাবতারেই অভীপ্সিত জন্ম না থাকে, সে বন্ধ্য বাক্য; পণ্ডিত তাহা ধারণ করিবেন না।

এইরূপ তত্ত্ববিচার দ্বারা আত্মাতে নানাত্ব ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল মন সর্ব্বত্রগামি আমাতে সমর্পণ করত উপরত হইবে।[২৫] যদি ব্রহ্মেতে নিশ্চল মন ধারণ করিতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে নিরপেক্ষ হইয়া[২৬] আমাতে সমুদায় কর্ম্ম কর। হে উদ্ধব! (পুরুষ) শ্রদ্ধালু হইয়া আমার লোক-পাবনী, সুমঙ্গলা কথা শ্রবণ, গান ও স্মরণ; এবং বারম্বার আমার জন্ম ও কর্ম্ম অনুকরণ দ্বারা আমার জন্য ধর্ম্মার্থ কাম সকল আচরণ করিয়া সনাতন আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করেন।[২৭] তিনি[২৮] সৎসঙ্গজন্য আমাতে লব্ধ ভক্তি

২০। অর্থাৎ, যাহার আর দুগ্ধ হইবে না।

২১। তাহা দ্বারা আর অভিলাষ চরিতার্থ হইতে পারে না।

২২। অর্থাৎ, প্রতিক্ষণেই দুঃখের কারণ।

২৩। যাহা দ্বারা ঐহিক বা আমুষ্মিক উপকারের সম্ভাবনা নাই।

২৪। অর্থী উপস্থিত হইলেও তাহাকে অদত্ত।

২৫। অর্থাৎ, এইরূপ করিতে পারিলে তবে উপরত হইতে পারিবে; কেবল শাস্ত্রে পণ্ডিত হইলেই হইবে না।

২৬। ফলাদি কামনা না করিয়া।

২৭। মদর্পিত কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধ ব্যক্তির অন্তরঙ্গভক্তি উল্লেখ করা হইতেছে।

২৮। অর্থাৎ, এই প্রকারে লব্ধভক্তি ভক্ত।

দ্বারা আমার ধ্যানকারী হন; তিনি[২৯] সাধুগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত মদীয় পদ নিশ্চয়ই সুখে লাভ করেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে উত্তম-শ্লোক! হে প্রভো! কি-প্রকার সাধু তোমার উত্তম বলিয়া অভিমত? সাধুগণ কর্ত্তৃক আদৃতা কিরূপ ভক্তিই বা তোমাতে যোগ করা যায়? হে পুরুষাধ্যক্ষ! হে লোকাধ্যক্ষ! হে জগৎপ্রভো! প্রণত, অনুরক্ত ও বিপন্ন আমাকে ইহা বলিতে আজ্ঞা হউক্। তুমি আকাশসদৃশ, সঙ্গহীন, প্রকৃতির পর পুরুষ, পরম ব্রহ্ম; হে ভগবন্! স্বেচ্ছাক্রমে ভিন্ন[৩০] দেহ ধারণ করত অবতীর্ণ হইয়াছ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, (যিনি) সর্ব্বদেহীর প্রতি কৃপালু' অহিংস্রক, ও ক্ষমাশীল; সত্য যাঁহার বল; যিনি দোষরহিত; সমদর্শী ও সর্ব্বোপকারক; যাঁহার চিত্ত কাম সকলের দ্বারা অভিভূত নহে; যিনি জিতেন্দ্রিয়; যিনি মৃদু-(চিত্ত,) সদাচার, অকিঞ্চন, নিরীহ, মিতভোজী, জিতান্তঃকরণ, স্বধর্ম্মে নিরত, মদেকাশ্রয় ও চিন্তাশীল; যিনি সাবধান, নির্ব্বিকারাত্মা, ধৈর্য্যশালী, ষড়্গুণ-[৩১]বিজয়ী, মানবিষয়ে অপ্রত্যাশী, মান-প্রদ, পরকে বোধনবিষয়ে দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক [৩২] ও সম্যক্ জ্ঞানী; তিনি সাধুশ্রেষ্ঠ। আর, যিনি গুণ এবং দোষ সকল[৩৩]

২৯। এইরূপে ধ্যানশীল হইয়াছেন যে ভক্ত।

৩০। অর্থাৎ, পরিমিত। আকাশের ন্যায় অপরিমিত অপরিচ্ছিন্ন নহে।

৩১। ক্ষুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু এই ছয় গুণ।

৩২। পরের উপর দয়াহেতুই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, দৃষ্ট বস্তুর উপরে লোভ করিয়া নহে।

৩৩। ধর্ম্ম আচরণ করিলে সত্ত্বশুদ্ধি প্রভৃতি যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, আর না করিলে যে সকল দোষ জন্মে।

জ্ঞাত হইয়াও আমা কর্ত্তৃকও আদিষ্ট স্বকীয় কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করেন, তিনিও এইরূপ। আমি যে, যতটুকু, ও যেপ্রকার, (ইহা) পুনঃ পুনঃ জানিয়া [৩৪] যাঁহারা একান্ত ভাবে আমাকে ভজনা করেন, তাঁহারা আমার ভক্তশ্রেষ্ঠ অভিমত। হে উদ্ধব! আমার (প্রতিমাদি) চিহ্নের এবং আমার ভক্ত জনগণের দর্শন, স্পর্শন, অর্চ্চন, পরিচর্য্যা, স্তুতি ও মনোহর গুণকর্ম্মের কীর্ত্তন; মদীয়কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা; আমার চিন্তা; সমুদায় লব্ধ বস্তুর (আমাতে) সমর্পণ; দাস্যভাবে আত্মনিবেদন; মদীয়-জন্ম-কর্ম্ম-কথন; মদীয় পর্ব্ব সকলের [৩৫] অনুমোদন; গীত, বাদিত্র এবং সম্প্রদায় দ্বারা আমার গৃহে উৎসব; সমুদায় বার্ষিক পর্ব্বেতে যাত্রা, [৩৬] ও পুষ্পোপহারাদি সমর্পণ; বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা; মদীয় ব্রত-ধারণ; আমার প্রতিমাস্থাপনে শ্রদ্ধা; উদ্যান, উপবন, [৩৭] ক্রীড়াস্থান, পুর ও মন্দির কর্ম্মে স্বতঃ [৩৮] বা মিলিত হইয়া উদ্যম; সংমার্জ্জন, উপলেপন, সেক ও মণ্ডলা-বর্ত্তন [৩৯] দ্বারা দাসের ন্যায় অকাপট্যভাবে আমার গৃহসেবা; অমানিতা; অদাম্ভিকতা; (এবং) আচরিত (ধর্ম্মকর্ম্মের) কীর্ত্তন না করা; (এই সকল ভক্তির লক্ষণ। ভক্তির আরও

৩৪। "জানিয়া এবং না জানিয়াও" এরূপও অর্থ হয়।

৩৫। জন্মাষ্টমী প্রভৃতি।

৩৬। মেলা। বাং॥ বিশেষতঃ চাতুর্ম্মাস্য একাদশী প্রভৃতিতে।

৩৭। যাহাতে পুষ্প অধিক, সেই উপবন; যাহাতে ফল অধিক, সেই উদ্যান।

৩৮। ক্ষমতা থাকিলে।

৩৯। "উপলেপন" গোময়াদি দ্বারা আলেপন; "সেক" গোময়াদি প্রোক্ষণ; "মণ্ডলাবর্ত্তন" সর্ব্বতোভদ্রাদিমণ্ডলকরণ।

লক্ষণ বলি ;) আমার দীপালোক[৪০] এবং নৈবেদ্য[৪১] গ্রহণ করিবে না ;[৪২] লোকে যাহা যাহা ইষ্টতম, এবং যাহা নিজের প্রিয়, আমাকে তাহা তাহা নিবেদন করিবে ; ঐ সকল অনন্ত ফল প্রসব করিবে। হে ভদ্র ! সূর্য্য, অগ্নি, ব্রাহ্মণ, গো, বৈষ্ণব, আকাশ, বায়ু, জল, পৃথিবী, আত্মা ও সমুদায় প্রাণী, আমার পূজার অধিষ্ঠান। অহে ! বেদ-বিদ্যা দ্বারা সূর্য্যেতে, ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে, আতিথ্য দ্বারা ব্রাহ্মণেতে, তৃণাদি দ্বারা গোদিগেতে, বন্ধুর ন্যায় সম্মা-ননা দ্বারা বৈষ্ণবেতে, ধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা হৃদয়াকাশেতে, প্রাণদৃষ্টি দ্বারা বায়ুতে, জল প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা[৪৩] জলেতে, এবং গুপ্তমন্ত্রন্যাস দ্বারা পৃথিবীতে আমার পূজা করিবে। (আর) বিবিধ ভোগ দ্বারা আত্মাতে আত্মা (আমার) অর্চ্চনা করিবে ; এবং সমত্ব দ্বারা সর্ব্বভূতে ক্ষেত্রজ্ঞ (আমার)

৪০। অর্থাৎ, আমাকে নিবেদিত দীপালোক।

৪১। স্বয়ং বা অন্য কর্ত্তৃক নিবেদিত সামগ্রী।

৪২। এই নিষেধ সাধারণতঃ স্থাবর বস্তু গ্রহণের, অথবা রাগতঃ ব্যব-হার করিবার পক্ষে। ভক্তিতে করিয়া গ্রহণ করিতেই পারে। বচন যথা ;—
"ছয় মাস উপবাসের যে ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে, কলিতে হরির প্রসাদ যাঁহারা ভোজন করেন, তাঁহাদিগেরও সেই ফল।" পুনশ্চ ;—
"যাঁহার হৃদয়ে হরির রূপ ; মুখে হরির নাম ; উদরে হরির প্রসাদ ; এবং মস্তকে হরির পাদোদক ও নির্ম্মাল্য ; তাঁহাকে ভ্রষ্ট হইতে হয় না।"
"গ্রহণ করিবেন না" এই নিষেধের অন্য অর্থও করা যায় ;—যথা ;—
"অন্যকে যাহা নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা আর আমাকে নিবেদন করিবে না। এই বিষয়ের নিষেধবচন যথা ;—
"বিষ্ণুকে যে অন্ন নিবেদন করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা অন্য দেবতার যাগ করিবে ; পিতৃগণকেও তাহা দিবে ; (দিলে) উহা অনন্ত ফল প্রসব করিবে।" কিন্তু যিনি পিতৃগণের শেষান্ন পরমাত্মা হরিকে দান করেন, তাঁহার পিতৃগণ বংশহীন হইয়া কষ্ট পান।"

৪৩। অর্থাৎ, তর্পণাদি দ্বারা।

যাগ করিবে। সমাধিস্থ হইয়া আমার শঙ্খ-চক্র-গদাম্বুজ-যুক্ত, চতুর্ভুজ, শান্ত রূপ ধ্যান করত এইপ্রকারে এই সকল অধিষ্ঠানে অর্চ্চনা করিবে। যিনি সমাধিস্থ হইয়া ইষ্টাপূর্ত্ত দ্বারা এইপ্রকারে আমার যাগ করিবেন, তিনি আমাতে সৎভক্তি প্রাপ্ত হইবেন; সাধুসেবা দ্বারা মদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। হে উদ্ধব! সৎসঙ্গজন্য যে ভক্তিযোগ, তদ্ব্যতীত (সংসারতরণের) অন্য সম্যক্ উপায় নাই; যে হেতু আমি সাধুদিগের প্রকৃষ্ট আশ্রয়। হে যদুনন্দন! তুমি পরম গোপনীয় শ্রবণ করিতেছ; ইহার পর তোমাকে আরও সাতিশয় গোপনীয় বলিব; তুমি আমার ভৃত্য, সুহৃৎ ও সখা।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

দ্বাদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সর্ব্বসঙ্গনিবর্ত্তক সৎসঙ্গ যেরূপ; যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রত, দেবপূজা, গোপনীয় মন্ত্র, তীর্থ, নিয়ম এবং যম সকল আমাকে সেরূপ বশীভূত করিতে পারে না। দৈত্য, রাক্ষস, পক্ষী, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং বিশেষ বিশেষ যুগে মনুষ্যলোকের মধ্যে রজস্তমপ্রকৃতি বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজগণ; আর, বৃত্র ও প্রহ্লাদাদি; এবং বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনূমান্, ভল্লূক (জাম্ববান্,) গজ, গৃধ্র (জটায়ু,)

তুলাধার, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে গোপীগণ ও যজ্ঞপত্নী সকল, অনেকেই সৎসঙ্গ হেতু আমার পদ প্রাপ্ত হইয়াছে; তাহারা শ্রুতিগণ পাঠ করে নাই; মহত্তম ব্যক্তিদিগের উপাসনা করে নাই; ব্রতাচরণ করে নাই; তপস্যা করে নাই; আমার সঙ্গ[১] হেতু আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। গোপীগণ, গোগণ, নগগণ[২], মৃগগণ, নাগগণ[৩] এবং অন্যান্য যে সকল মূঢ়বুদ্ধিগণ, (তাহারা) কেবল প্রীতি দ্বারাই কৃতার্থ হইয়া সুখে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে[৪]। যত্নবান্ হইলেও যোগ, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, বেদাধ্যয়ন ও সন্ন্যাস দ্বারা (আমাকে) প্রাপ্ত হইবে না। অক্রূর রামের সহিত আমাকে মথুরা লইয়া যাইলে পর, আমাতে অতিদৃঢ়প্রেমহেতু অনুরক্ত-চিত্তা, আমার বিয়োগ হেতু তীক্ষ্ণ-মনোব্যথা-সম্পন্না গোপী সকল অন্যকে সুখের হেতু দর্শন করে নাই। তাহারা বৃন্দাবনে গোচারণকারী প্রিয়তম আমার সহিত সেই সেই রাত্রি সকল ক্ষণার্দ্ধের ন্যায় অতিবাহন করিয়াছিল; অহে! আমা কর্ত্তৃক হীন হইয়া, আবার সেই সকল (রাত্রিই) তাহাদিগের পক্ষে কল্পতুল্য হইয়াছিল। আসক্তিহেতু আমাতে চিত্ত বদ্ধ করাতে, তাহারা, যেমন মুনিরা সমাধিসময়ে নাম ও রূপ (অবগত থাকেন না;) তেমনি সন্নিহিত ও দূরস্থ নিজ

১। সাধুদিগের সঙ্গই আমার সঙ্গ, এই অভিপ্রায় করিয়া বলা হইল, "আমার সঙ্গ"।

২। যমলার্জ্জুন। অথবা, তৎকালীন সমুদায় বৃক্ষ লতা গুল্মাদি।

৩। কালীয়াদি।

৪। বৃত্রাসুরাদির অন্য সাধন থাকিতে পারে; গোপী প্রভৃতিরা কিন্তু কেবল প্রীতি দ্বারাই প্রাপ্ত হইয়াছে, এই বলিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলা হইল।

দেহকে[৫] জানে নাই; (কিন্তু) জলধি-জলে নদী সকলের ন্যায়, (আমাতে) প্রবিষ্ট (হইয়াছিল। এই প্রকারে তাহাদিগের কেবল) আমাতে অভিলাষ ছিল; (তাহারা) স্বরূপ[৬] জানিত না; (তথাপি এইরূপ) সহস্র সহস্র অবলা সৎসঙ্গহেতু, জার রমণ (বুদ্ধিতে জ্ঞেয় হইলেও,) পরমব্রহ্মস্বরূপেই আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতএব[৭] উদ্ধব! শ্রুতি, স্মৃতি, প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি; এবং শ্রোতব্য ও শ্রুত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব দেহীর আত্মা একমাত্র আমারই একাগ্র ভক্তিতে শরণ লও; আমা কর্ত্তৃকই অকুতোভয় হও।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে যোগেশ্বরের ঈশ্বর! আপনার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার আত্মস্থ[৮] সংশয় নিবৃত্ত হইতেছে না; যদ্দ্বারা আমার মন ভ্রান্ত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, চক্র সকলের[৯] মধ্যে যাঁহার প্রকাশ, সেই অপরোক্ষ পরমেশ্বর নাদসম্পন্ন প্রাণের সহিত গুহায়[১০] প্রবেশ করত সূক্ষ্ম মনোময় রূপ প্রাপ্ত হইয়া[১১] মাত্রা,[১২]

৫। অথবা মমতাস্পদ (পতি পুত্রাদিকে, এবং অহঙ্কারাস্পদ (আপনাকে)। ৬। অর্থাৎ, ব্রহ্মস্বরূপ।

৭। যে হেতু আমাকে ভজনের প্রভাব এই প্রকার।

৮। "আমি যে সকল স্বস্ব ধর্ম্ম কহিয়াছি," ইত্যাদি দ্বারা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য। এক্ষণে আবার বলিতেছেন যে, সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমারই শরণ লও। এস্থলে আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে? কি না আছে? এই রূপ আত্মবিষয়ক সংশয়।

অথবা;—কর্ম্ম কার্য্য? কি অকার্য্য? এইরূপ "আত্মস্থ" অর্থাৎ হৃদিস্থিত সংশয়।

৯। তন্ত্রমতে এই শরীরের মধ্যে আধার, লিঙ্গ, নাভি, হৃদয়, তালুমূল ও ললাট, এই ছয় স্থানে ছয়টী পদ্মাকার চক্র আছে।

১০। অর্থাৎ, ষট্‌চক্রের মধ্যে প্রথম "আধার" চক্রে।

১১। পরে মণিপুর চক্রে (নাভিমূলে), এবং শুদ্ধিচক্রে (তালুমূলে) মধ্যমরূপ প্রাপ্ত হইয়া। ১২। হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুত।

স্বর [১৩] ও বর্ণ, [১৪] এই প্রকারে অতি স্থূল হন [১৫]। যেমন আকাশে উষ্মাস্বরূপ অগ্নি, কাষ্ঠেতে বলে মথ্যমান হইয়া, বায়ু-সহায়ে অণুরূপে [১৬] উৎপত্তি লাভ করত (প্রকৃষ্ট হইয়া) ঘৃত দ্বারা বর্দ্ধিত হয় [১৭], তেমনি এই বাণী আমার প্রকাশ। এইরূপ বচন; আর কর্ম্ম, গতি, বিসর্জ্জন, ঘ্রাণ, রসন, দর্শন, স্পর্শন ও শ্রবণ, এবং সংকল্প, বিজ্ঞান, অভিমান, সূত্র [১৮] ও সত্ত্বরজস্তমোগুণের বিকার (আমার) প্রকাশ। এই পরমেশ্বর (আদিতে) অব্যক্ত একমাত্রই; বীজ যেমন ক্ষেত্র পাইয়া, শক্তি সকল বিভক্ত হওয়াতে, তিনি তেমনি যেন বহুপ্রকার প্রতীয়মান হন; (যে হেতু) তিনি ত্রিগুণের আশ্রয় পদ্মযোনি [১৯]। যেমন বস্ত্র সূত্রবিস্তারে, তেমনি এই

১৩। উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত। ১৪। অকারাদি।

১৫। পরে মুখে গিয়া মাত্রাদি রূপে বর্দ্ধিত হন।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, "ঈশ্বর মায়াবশে প্রপঞ্চরূপে প্রকাশ পান; সেই প্রপঞ্চের অধ্যাসহেতু মায়া দ্বারা জীবগণের কর্ত্তৃত্বাদি এবং তাহা হইতে, বিধি ও নিষেধ হইয়া থাকে। তখন সত্ত্বশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করিতে পারে। সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে পর, আর অন্য কর্ম্ম করিবে না, কেবল দৃঢ় বিশ্বাসে আমাকে ভজনা করিবে। শেষে যখন বিদ্যা জন্মিবে, তখন আর কিছুই করিতে হইবে না।"

এই বাক্যের মধ্যে যে প্রপঞ্চের কথা বলা হইয়াছে, ঈশ্বর হইতে বাগীন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপে জীবের সংসার-কারণ সেই প্রপঞ্চ উদ্গত হয়, তাহা বলা হইতেছে,—"চক্র সকলের মধ্যে" ইত্যাদি দ্বারা।

১৬। সূক্ষ্মস্ফুলিঙ্গাদি রূপে।

১৭। অর্থাৎ, প্রথমে কেবল অব্যক্ত উষ্মামাত্র থাকে; পরে কাষ্ঠে মথ্যমান হইয়া বায়ুর সহায়তা পাইয়া স্ফুলিঙ্গরূপে প্রকাশ পায়; শেষে বৃদ্ধি পাইয়া ঘৃত পাইলে অধিকতর বর্দ্ধিত হয়।

১৮। কর্ম্ম, হস্তের; গতি পাদের, বিসর্জ্জন পায়ু ও উপস্থের, ঘ্রাণ নাসিকার; দর্শন চক্ষুর; স্পর্শন ত্বকের; শ্রবণ কর্ণের; সংকল্প মনের; বিজ্ঞান বুদ্ধি ও চিত্তের; অভিমান অহঙ্কারের; এবং সূত্র প্রকৃতির বৃত্তি।

১৯। অর্থাৎ, পদ্মের উৎপত্তি কারণ।

অশেষ বিশ্ব উহাঁতে ওতপ্রোত রহিয়াছে। উনি এই অনাদি, প্রবৃত্তি-স্বভাব সংসারতরু; (এই তরু) পুষ্পফল [২০] প্রসব করে; ইহার দুইটী বীজ; [২১] সাত শত মূল; [২২] তিনটী নাল; [২৩] পাঁচটী স্কন্ধ; [২৪] (ইহা) পঞ্চ রস [২৫] প্রসব করে; (ইহার) একাদশ শাখা; [২৬] দুইটী সুন্দরপক্ষবিশিষ্ট (পক্ষী) [২৭] ইহাতে নীড় নির্ম্মাণ করিয়াছে; (ইহার) তিনখানি [২৮] বল্কল; দুইটী [২৯] ফল; (ইহা) সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত [৩০]। গ্রামচর গৃধ্রেরা [৩১] ইহার একটী ফল [৩২] ভক্ষণ করে; অরণ্য-বাসী হংসেরা [৩৩] (আর) একটী; (যিনি) পূজ্য (গুরুগণের) সহায়ে এককে মায়াময় বলিয়া বহুরূপ জানেন, তিনি তত্ত্বার্থ জানেন।

ধীর (তুমি) এইরূপে গুরূপাসনাজন্যা ভক্তি যোগে তীক্ষ্ণী-কৃত বিদ্যা-কুঠার দ্বারা সাবধানপূর্ব্বক জীবোপাধি লিঙ্গ শরীর ছেদন করত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া পরে অস্ত্র [৩৪] ত্যাগ কর।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

২০। ভোগ আর মুক্তি। অথবা, কর্ম্ম আর কর্ম্মফল।
২১। পুণ্য আর পাপ।
২২। অসংখ্য বাসনা।
২৩। তিন গুণ;—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ।
২৪। পঞ্চ ভূত;—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ।
২৫। গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ, শব্দ।
২৬। একাদশ ইন্দ্রিয়; চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক, রসনা; বাক, পাদ, পায়ু, উপস্থ, হস্ত, আর, মন।
২৭। জীবাত্মা ও পরমাত্মা।
২৮। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা।
২৯। সুখ ও দুঃখ।
৩০। সূর্য্যকে ভেদ করিয়া যিনি গমন করেন, তাঁহার আর সংসার হয় না।
৩১। গৃহস্থ কামীরা।
৩২। দুঃখ।
৩৩। সন্ন্যাসী বিবেকীরা।
৩৪। অর্থাৎ, ছেদনসাধন বিদ্যারূপ অস্ত্র।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই সকল গু
বুদ্ধির, আত্মার নহে; সত্ত্ব দ্বারা অন্যতম দুইটীকে, আ
সত্ত্ব দ্বারাই সত্ত্বকে নাশ করিবে। পরিবর্দ্ধিত সত্ত্ব হইতে
পুরুষের মদীয়-ভক্তি-স্বরূপ ধর্ম্ম হইবে; সাত্ত্বিক (পদার্থ
সকলের সেবা দ্বারা সত্ত্ব বৃদ্ধি পাইবে। তাহা হইতে ধ
প্রবর্ত্তিত হইবে। সত্ত্বের বৃদ্ধিসম্পন্ন অনুত্তম ধর্ম্ম রজস্তমঃ না
করিবে; উভয় নিহত হইলে, তন্মূলক অধর্ম্ম শীঘ্র না
পাইবে। শাস্ত্র, জল, জন, দেশ, কাল, কর্ম্ম, জন্ম, ধ্যান
মন্ত্র, আর সংস্কার, এই দশ গুণজন্য।[১] এই সকলের মধ্যে
সেই সেইটী সাত্ত্বিক, বৃদ্ধেরা যে যেটীর প্রশংসা করেন; যাহা
যাহার নিন্দা করেন, তাহা তাহা তামস; (আর) যাহা
নিন্দাও করেন না, স্তবও করেন না, তাহা রাজস। সত্ত্ব
বৃদ্ধির নিমিত্ত পুরুষ সাত্ত্বিক (আগমাদি)ই সেবন করিবেন;

১। সাত্ত্বিক পদার্থের উপাসনা দ্বারা সত্ত্ববৃদ্ধি পায়; এই কথা বল
হইয়াছে। সত্ত্বের বৃদ্ধির সেই সকল কারণ প্রদর্শন করিতে অভিপ্রা
করিয়া সামান্যতঃ গুণত্রয়ের বৃদ্ধির কারণ সকল বলিতেছেন।

২। যথা;—শাস্ত্রের মধ্যে প্রবৃত্তি শাস্ত্র নহে, নিবৃত্তি শাস্ত্র; জলে
মধ্যে গন্ধজলাদি নহে, তীর্থজল; জনের মধ্যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত দুরাচারী জ
নহে, নিবৃত্ত জন; দেশের মধ্যে পথাদি নহে, নির্জ্জন দেশ; ধ্যানাদি
সময়ে কালের মধ্যে প্রদোষনিশীথাদি নহে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত; কর্ম্মের মধ্যে
ব্যভিচারাদি কাম্য কর্ম্ম নহে, নিত্য কর্ম্ম; জন্মের মধ্যে শক্তিদীক্ষা রূপ
নহে, বৈষ্ণব ও শৈবদীক্ষা রূপ জন্ম; ধ্যানের মধ্যে কামিনী ও শত্রুদিগে
নহে, শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান; মন্ত্রের মধ্যে কাম্য মন্ত্র সকল নহে, প্রণবাদি মন্ত্র;
সংস্কারের মধ্যে কেবল গৃহাদির সংস্কার নহে, আত্মার সংস্কার "সেবন করি-
বেন"।

তাহা হইতে ধর্ম্ম; (এবং) তাহা হইতে স্মৃতি[৩] ও নাশ পর্য্যন্ত জ্ঞান[৪] (উৎপন্ন হইবে।) বেণুঘর্ষণ-জাত অগ্নি সেই বন দাহ করিয়া নিবৃত্ত হয়; এইরূপ গুণের মেলনজন্য দেহও উহার ন্যায় কার্য্য করিয়া শান্ত হয়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! মর্ত্ত্যেরা অনেকেই বিষয় সকলকে আপদের পদ (বলিয়া) জানে; তথাপি কেন কুক্কুর, গর্দ্দভ ও ছাগের ন্যায়[৫] ভোগ করে?

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বিবেকশূন্য ব্যক্তির হৃদয়ে "আমি" এই মিথ্যাবুদ্ধি যথাবৎ উৎপন্ন হয়। তাহা হইতে সত্ত্বপ্রধান মনের প্রতি দুঃখাত্মক রজঃ[৬] (জন্মে।) রজো-যুক্ত মন হইতে সবিকল্পক[৭] সংকল্প (উৎপন্ন হয়;) তাহা হইতে বিষয়চিন্তাহেতু দুর্ম্মতির দুঃসহ কাম সকল (প্রবৃত্ত হয়।) রজোগুণে বিমোহিত, কামের বশবর্ত্তী, অজিতেন্দ্রিয় (দুর্ব্বুদ্ধি) উত্তর কালকে দুঃখপ্রদ দেখিয়াও, কর্ম্ম সকল করিয়া থাকে। যদিও রজস্তমো দ্বারা মুগ্ধ-বুদ্ধি হন্, বিদ্বান্ তথাপি দোষ দেখিয়া অনলস হইয়া পুনর্ব্বার মন যোজনা করত সঙ্গত হন না। সাবধান ও অনলস ভাবে যথাকালে[৮] জিতশ্বাস এবং

৩। "আত্মা অপরোক্ষ" এইরূপ স্মৃতি।

৪। স্থূল সূক্ষ্ম দেহ; এবং ঐ দেহদ্বয়ের কারণীভূত গুণগণের "নাশ"। ঐ জ্ঞান দ্বারা ঐ দুই সিদ্ধ হইবে।
এরূপ জ্ঞান কেবল বাক্যশ্রবণ হইতে হয় না।

৫। কুক্কুর ভৎর্সনা বাক্যে বারম্বার তাড়িত হইয়াও আহারাদি ভক্ষণ করিতে আইসে; গর্দ্দভ পাদ দ্বারা আহত হইলেও গর্দ্দভীর অনুগমন করে; ছাগ হত্যা করিবার জন্য আনীত হইলেও ছাগীর অনুধাবন করে।

৬। চেষ্টাদিকারক প্রকৃতি-গুণ।

৭। "ইহা এই প্রকারে আমার ভোগ্য" এই প্রকার কল্পনা।

৮। ত্রিসন্ধ্যা।

জিতাসন হইয়া মন আমাতে অর্পণ করত অল্পে অল্পে যোজনা করিবে। "মনকে সর্ব্ববিষয় হইতে আকর্ষণ করত সাক্ষাৎ আমাতে যথাবৎ ধারণ করিবে" ইত্যাকার যোগ মদীয় শিষ্য সনকাদি আদেশ করিয়াছেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কেশব! তুমি যখন, যে রূপে, এতদ্রূপ যোগ সনকাদিকে আদেশ করিয়াছিলে, আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মার মানস পুত্র সনকাদি পিতাকে যোগের দুর্জ্ঞেয়া পরা কাষ্ঠা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

শ্রীযোগিগণ কহিয়াছিলেন, প্রভো! চিত্ত বিষয় সকলে, এবং বিষয় সকল মনে প্রবেশ করে;[৯] (বিষয়সমূহকে) অতিক্রম করিতে অভিলাষী মুমুক্ষুর সম্বন্ধে পরস্পরের বিশ্লেষ কিরূপে (হইয়া থাকে?)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মহান্ দেবতা (ব্রহ্মা) স্বয়ম্ভু, এবং ভূতগণের সৃষ্টিকর্ত্তা (হইয়াও) বিচার করিয়াও প্রশ্নের বীজ[১০] জানিতে পারিলেন না; (যে হেতু) তাঁহার চিত্ত কর্ম্ম দ্বারা বিক্ষিপ্ত। সেই দেব প্রশ্নের পারে গমন করিতে অভিলাষী হইয়া আমাকে চিন্তা করিলেন; আমি তখন হংসরূপে[১১] তাঁহার নিকটে গমন করিলাম। তাঁহারা আমাকে দর্শন করত ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া অগ্রবর্ত্তী হইয়া পাদবন্দনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? হে উদ্ধব! তত্ত্বজিজ্ঞাসু মুনি-

৯। স্বভাবতঃ রাগাদিবলে মন বিষয় সকলে, এবং মন কর্ত্তৃক অনুভূত বিষয় সকল বাসনারূপে মনে প্রবেশ করে।

১০। অর্থাৎ, যে অজ্ঞান হইতে ঐ প্রশ্ন উৎপন্ন হইয়াছে।

১১। যেমন হংস দুগ্ধ ও জলকে পৃথক করিতে পারে, তেমনি আমি গুণ

গণ কর্ত্তৃক এইপ্রকারে জিজ্ঞাসিত হইয়া আমি তখন তাঁহাদিগকে যাহা কহিয়াছিলাম, আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।

শ্রীহংস কহিয়াছিলেন, হে বিপ্রগণ! তোমাদিগের এই প্রশ্ন [১২] যদি আত্মার সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে, যখন তাঁহার পরমাত্মস্বরূপের নানাত্ব নাই, তখন (উহা) কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? উত্তরদাতা আমারই বা আশ্রয় [১৩] কি (হয়? আর যদি প্রাণিসমূহের সম্বন্ধে হয়, তাহা হইলে,) পঞ্চাত্মক সমুদায় ভূত [১৪] যখন বস্তুতঃ অভিন্ন, তখন "আপনি কে?" তোমাদিগের এই প্রশ্ন অনর্থক, সুতরাং বাক্যমাত্রে আরব্ধ (হইয়া পড়ে।)

মন, বাক্য, দৃষ্টি, এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারাও (যাহা যাহা) গৃহীত হইয়া থাকে, (সকলই) আমি; আমা হইতে অন্য (নাই;) তত্ত্ব বিচার দ্বারা ইহা অবগত হও! হে পুত্রগণ! (সত্যই) চিত্ত গুণগণে, এবং গুণগণ চিত্তে প্রবিষ্ট হয়; গুণগণ এবং চিত্ত, উভয় মদাত্মক জীবের দেহ [১৫]। পুনঃ পুনঃ গুণগণ সেবন করিয়া চিত্ত গুণগণে প্রবিষ্ট হয়; চিত্তে উদ্ভূত গুণগণও (এই প্রকার, [১৬];) মৎস্বরূপ হইয়া (এই) উভয়কে ত্যাগ করিবে। জাগর, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, (এই কয়)

ও চিত্ত এই প্রকাশ করিবার নিমিত্ত "হংস রূপে," ইত্যাদি।

১২। "আপনি কে?" এই প্রকার বস্তুনির্দ্ধারণরূপ প্রশ্ন।

১৩। অর্থাৎ, যে জাতি ও গুণাদি বৈলক্ষণ্য আশ্রয় করিয়া আমি উত্তর দিব।

১৪। দেবতা, মনুষ্য ও পশুপক্ষী প্রভৃতি ত্রিবিধ প্রপঞ্চ।

১৫। অর্থাৎ, উপাধি;—স্বরূপ নহে।

১৬। অর্থাৎ, চিত্ত পুনঃ পুনঃ গুণ (বিষয়) সকল সেবন করাতে, ঐ সকল গুণ বাসনা রূপে চিত্তে বৃদ্ধি পাইয়া উঠে।

বুদ্ধির বৃত্তি, গুণ হইতে (জাত [১৭];) সাক্ষী বলিয়া, জীব (কিন্তু) তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন [১৮] রূপে বিনিশ্চিত হইয়াছেন। বুদ্ধি দ্বারা এই যে বন্ধন, ইহাই আত্মাকে বৃত্তি [১৯] দান করে; অতএব চতুর্থ [২০] আমাতে অবস্থিত হইয়া (এই বুদ্ধিবন্ধন) পরিত্যাগ করিবে; তখন গুণগণ ও চিত্তের (পরস্পর) ত্যাগ (হইবে।) অহঙ্কার কর্ত্তৃক কৃত বন্ধন আত্মার অনর্থের [২১] কারণ; (ইহা) জানিয়া নির্ব্বিণ্ণ হইয়া চতুর্থ আমাতে অবস্থিতি করত অহংবুদ্ধি [২২] পরিত্যাগ করিবে। যত দিন যুক্তি সকলের দ্বারা পুরুষের নানাত্মবুদ্ধি নিবৃত্ত না হয়, তত দিন, যেমন স্বপ্নে জাগরণ, তেমনি (তিনি) জাগিয়াও নিদ্রা যান; (কারণ তিনি) সম্যক্ দর্শন করেন না। আত্মা হইতে অন্যান্য বস্তু নাই বলিয়া, (দেহাদি) পদার্থ-সমূহের তৎকৃত ভেদ, [২৩] গতি [২৪] এবং কারণ [২৫] সকল, যেমন স্বপ্নদর্শীর, তেমনি ইহাঁর [২৬] সম্বন্ধে মিথ্যা। যিনি জাগরণকালে বাহ্যে সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা ক্ষণিক-ধর্ম্মী, [২৭] এবং (যিনি) নিদ্রাকালে হৃদয়ে তৎসদৃশ, [২৮] অর্থ সকল

১৭। বুদ্ধির স্বাভাবিকী বৃত্তি নহে। "সত্ত্বগুণ হইতে জাগরণ; রজোগুণ হইতে স্বপ্ন (নিদ্রা; মুগ্ধভাব), এবং তমোগুণ হইতে সুষুপ্তি (অজ্ঞানে বিলয়) উৎপন্ন হইয়া থাকে।"

১৮। ঐ-তিন-অবস্থাশূন্য।

১৯। জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি।

২০। অর্থাৎ, শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্ম।—"বিরাট্, হিরণ্যগর্ভ; ও কারণ; এই তিনটী উপাধি; ঈশ্বরের যে স্বরূপ এই তিন শূন্য তাহারই নাম চতুর্থ"।

২১। আনন্দাদির আবরণরূপ অমঙ্গলের।

২২। এবং অভিমানকৃতা ভোগচিন্তা।

২৩। বর্ণ-আশ্রমাদি-রূপ।

২৪। স্বর্গাদি ফল।

২৫। কর্ম্মসকল।

২৬। অর্থাৎ, আত্মার।

২৭। বাল্য-ও-তারুণ্যাদি-ধর্ম্মশালী।

২৮। জাগরণে দৃষ্টের সদৃশ।—বাসনাময়।

ভোগ করেন; (আর যিনি) সুষুপ্তি সময়ে (সমুদায় অর্থ) উপসংহার করেন; তিনি এক[২৯]; কারণ স্মৃতি দ্বারা সম্বন্ধ থাকাতে,[৩০] (তিনি) অবস্থাত্রয়দর্শী ইন্দ্রিয়েশ্বর[৩১]। মনের তিন অবস্থা গুণ হইতে আমার মায়া দ্বারা আমাতে কৃত হইয়াছে, এইরূপ বিচার করত এই (আত্মরূপ) অর্থ নিশ্চয় করিয়া তোমরা অনুমান-ও-সদুক্তি-যোগে তীক্ষ্ণীকৃত জ্ঞানখড়্গ দ্বারা নিখিল সংশয়ের আধানস্থান (অহঙ্কার) ছেদনপূর্ব্বক হৃদিস্থিত আমাকে ভজনা কর। মনোদ্বারা প্রকাশিত, দৃষ্ট, বিনাশি, অতিলোল, অলাতচক্র[৩২] এই (বিশ্ব)কে বিভ্রমস্বরূপ দেখিবে; এক বিজ্ঞান যেন বহুপ্রকারে প্রতিভাত হয়; (অতএব) গুণের পরিণাম দ্বারা কৃত যে ত্রিবিধ বিকল্প, সেই মায়াস্বপ্ন। সেই (দৃশ্য বিশ্ব) হইতে দৃষ্টি প্রতিনিবর্ত্তন করিয়া তৃষ্ণা নিবর্ত্তন ও চেষ্টা পরিত্যাগ করত নিজ সুখানুভবে নিরত হইবে। যদি কখনও ইহা দৃষ্ট হয়,[৩৩] (তথাপি,) পূর্ব্বে বস্তু নহে, এই বুঝিয়া ত্যক্ত হইয়াছিল বলিয়া, আর ভ্রমের কারণ হইতে পারিবে

২৯। অর্থাৎ, তিনই এক ব্যক্তি।

৩০। "যে আমি স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম; এবং তাহার পর আর কিছুই জানি নাই; সেই আমি জাগ্রত রহিয়াছি" এই প্রকার স্মৃতির তিন অবস্থাতেই সম্বন্ধ রহিয়াছে।

৩১। "আচ্ছা ইন্দ্রিয় সকলই ত জাগ্রদবস্থা দর্শন করে, আর বুদ্ধিই ত স্বপ্নে মনকে দর্শন করে; তবে আত্মা কিপ্রকারে দ্রষ্টা হন!" এই তর্কের উত্তর দিবার নিমিত্ত বলা হইল, "ইন্দ্রিয়েশ্বর"।

৩২। "অলাত" অর্থাৎ জ্বলন্ত অঙ্গার ঘূর্ণন করিলে যে অগ্নিচক্র বিরচিত হয়, তৎসদৃশ চঞ্চল।

৩৩। "কখনও" অর্থাৎ, আহারাদি সময়ে, "ইহা" অর্থাৎ বিশ্ব; "দৃষ্ট হয়" অর্থাৎ, "আমি এই যাহা আহার করিতেছি, ইহা ত আত্মভিন্ন বস্তু; এইরূপ জ্ঞান হয়।

না; স্মৃতি (দেহ-) নিপাত পর্য্যন্ত (থাকিবে।)[৩৪] যাহা দ্বারা স্বরূপ জানিতে পারিয়াছেন, সেই নশ্বর দেহ উপবিষ্টই থাকুক্, উত্থিতই হউক্, দৈববশে স্থানচ্যুতই হউক্, আর দৈববশে স্থানে প্রতিনিবৃত্তই হউক, সিদ্ধ ব্যক্তি তাহাকেও দর্শন করেন না,[৩৫] যেমন মদিরামদে অন্ধব্যক্তি পরিহিত বস্ত্রকে (দেখে না।) দেহও দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া, নিজের উৎপাদক কর্ম্ম যত দিন (থাকে; ততদিন) প্রাণ-ইন্দ্রিয়-সম্পন্ন হইয়া জীবিত থাকে;[৩৬] যিনি সমাধি পর্য্যন্ত যোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন, অতএব পরমার্থ বস্তু জানিতে পারিয়াছেন, তিনি স্বপ্নতুল্য, সপ্রপঞ্চ উহাকে পুনর্ব্বার ভজনা করেন না।

হে বিপ্রগণ! জ্ঞান ও যোগের যাহা গোপনীয়, আমি (তাহা) এই তোমাদিগকে কহিলাম; জানিও আমি বিষ্ণু, তোমাদিগকে ধর্ম্ম বলিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি। হে দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ! আমি যোগ, জ্ঞান, সত্য, ঋত,[৩৭] প্রভাব, শ্রী, কীর্ত্তি, ও দমের পরম গতি। সমতা ও অসঙ্গাদি গুণগণ নির্গুণ, নিরপেক্ষক, সুহৃদ্, প্রিয়, আত্মা আমাকে নিত্য ভজনা করে।

আমা কর্ত্তৃক এইপ্রকারে ছিন্ন-সন্দেহ হইয়া সনকাদি মুনি

৩৪। অর্থাৎ, "কেবল পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছিল" এইরূপ সংস্কার মাত্রে ভাসমান থাকিবে, বাস্তবিক রূপে প্রতীত হইবে না।

৩৫। যখন নিজদেহকেও দেখেন না, তখন যে অন্য বস্তু দেখিবেন না, তাহা আর বলিতে হয় না।

৩৬। "আচ্ছা, যাহাকে পরিপালন করা গিয়াছে, সে মরিতে বসিলেও যদি তাহাকে না দেখা যায়, তাহা হইলে ত পতিত হইতে হয়।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া "দেহও" ইত্যাদি দ্বারা বলা হইল "না, পতিত হইতে হয় না।

৩৭। "সত্য" অর্থাৎ, প্রতীয়মান ধর্ম্ম; "ঋত" অর্থাৎ অনুষ্ঠীয়মান ধর্ম্ম।

গণ পরম ভক্তি দ্বারা সভাজন করিয়া স্তুতি সকলের দ্বারা আমার স্তব করিয়াছিলেন। আমি সেই সকল পরম ঋষি কর্ত্তৃক সম্যক্ রূপে পূজিত ও স্তুত হইয়া দর্শনকারী ব্রহ্মার সমক্ষে নিজধামে প্রত্যাগমন করিয়াছিলাম।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! ব্রহ্মবাদীরা মুক্তির অনেক সাধন নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; তাহাদিগের কি বিকল্প দ্বারা প্রাধান্য [১]? না একেরই শ্রেষ্ঠতা? হে স্বামিন্! তুমি অহেতুক ভক্তিযোগ কহিয়াছ; যদ্দ্বারা মন সর্ব্বত্র হইতে সঙ্গ দূর করত তোমাতে প্রবিষ্ট হইবে [২]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বেদনামিকা এই বাণী কালেতে করিয়া প্রলয়সময়ে নষ্ট হইয়াছিল; আদিতে আমি ইহা ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলাম; যদ্দ্বারা আমাতে চিত্ত (আবিষ্ট হয়,) সেই ধর্ম্ম ইহাতে (অধিষ্ঠিত।) সেই (ব্রহ্মা) নিজ জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুকে

১। অর্থাৎ, এটাও প্রধান, ওটাও প্রধান!

২। অভিপ্রেতার্থ এই!—

আপনি যে ভক্তিযোগ কহিলেন; আর অন্যেরা যে বিবিধ মুক্তিসাধন কহিয়া থাকেন, সে সকল কি সকলেই সাক্ষাৎফল সাধন করে বলিয়া সকলেরই সমান প্রাধান্য? না তাহাদিগের মধ্যে অঙ্গাঙ্গি ভাব আছে? আর যদিই প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে কি তাহাদিগের বিকল্পে দ্বারা সকলেরই সমানফলতা? না বিশেষ আছে?

কহিয়াছিলেন; তাঁহা হইতে ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মমহর্ষি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সকল পিতৃ হইতে তাঁহাদিগের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব,[৩] কিন্নর,[৪] নাগ, রাক্ষস ও কিম্পুরুষাদি[৫] (গ্রহণ করিয়াছিল;) তাহাদিগের বাসনা অনেক; কারণ রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান। ঐ সকলের দ্বারা ভূত ও ভূতপতিগণ পরস্পর বিভিন্ন হন; যেমন প্রকৃতি, তদনুসারে সকলের বিবিধপ্রকার বাক্য[৬] ক্ষরিত হয়। প্রকৃতির এবংপ্রকার নানাত্ব হেতু মনুষ্যসকলের বুদ্ধি ভিন্ন হয়; কতকগুলির পারম্পর্য্য দ্বারা;[৭] অপর কতকগুলি পাষণ্ডবুদ্ধি। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমার মায়া দ্বারা মোহিত-বুদ্ধি পুরুষেরা কর্ম্ম ও রুচি অনুসারে নানাবিধ শ্রেয়ঃ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে; কতকগুলি কর্ম্মকে; অন্যে যশ, কাম, সত্য, দম ও শমকে; আর কতকগুলিন ঐশ্বর্য্য, দান ও ভোজনকে; কেহ কেহ বা যজ্ঞ, তপস্যা, দান,[৮] ব্রত নিয়ম ও সংযম সকলকে[৯] পুরুষার্থ কহিয়া থাকে। ইহাঁদিগের

৩। দ্বীপান্তরের মনুষ্য;—তাঁহাদিগের পরিশ্রম, ঘর্ম্ম ও তজ্জন্য গাত্রে দুর্গন্ধাদি নাই বলিয়া, তাঁহাদিগকে কি দেবতা? না নর? বলিয়া সন্দেহ হয়।

৪। অর্দ্ধ নর অর্দ্ধ ঘোটক; সুতরাং তাঁহারা কি নর? না পশু? এইরূপ সন্দেহ হয়। ৫। বানরাদি। তাহারা কতক পুরুষের ন্যায়।

৬। বেদার্থব্যাখ্যানবিষয়ক বাক্য।

৭। অর্থাৎ, যদিও কতক গুলির বেদাধ্যয়ন নাই; তথাপি উপদেশ পরম্পরাতে করিয়া তাহারা ভিন্ন হয়। ৮। অর্থাৎ, যজ্ঞে দেবতাদিগকে পূজা প্রদান।

৯। মীমাংসকেরা "কর্ম্মকে," কাব্য ও অলঙ্কারকারেরা "যশকে;" বাৎস্যায়নদিয়া "কামকে;" এবং যোগশাস্ত্রকারেরা "সত্য, দম ও শমকে" নীতিশাস্ত্র কারেরা "ঐশ্বর্য্যকে" যাহারা লোকের আয়তি মানেন, তাঁহারা "দান, ভোজন, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, ব্রত, নিয়ম ও যম সকলকে" পুরুষার্থ বলিয়া থাকেন।

কর্ম্ম দ্বারা বিনির্ম্মিত লোক সকল নিশ্চয়ই আদ্যন্তবিশিষ্ট; পরিণাম-বিরস; মোহে পর্য্যবসায়ী; ক্ষুদ্র; মন্দ; ও শোকে পরিব্যাপ্ত [১০]। হে সভ্য! যিনি আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, এবং কোনও বিষয়েরই অপেক্ষা রাখেন না, পরমানন্দস্বরূপ স্বরূপভাবে স্ফূর্ত্তিশালী (আমা) দ্বারা তাঁহার যে সুখ, যাহাদিগের চিত্ত বিষয়ে নিমগ্ন, তাহাদিগের তাহা কোথা? যিনি অকিঞ্চন, দান্ত, শান্ত, সমচেতা ও আমাকে লইয়া সন্তুষ্ট, তাঁহার সমুদায় দিক্ সুখময়। যিনি আমাতে আত্মা সমর্পণ করিয়াছেন, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপদ, ঐন্দ্র পদ, চক্রবর্ত্তীপদ, পাতালের আধিপত্য, যোগসিদ্ধি, বা মোক্ষ, অন্য (কিছুই) ইচ্ছা করেন না। যেরূপ তুমি, [১১] সেরূপ ব্রহ্মা, শঙ্কর, সঙ্কর্ষণ, লক্ষ্মী এবং (নিজের) আত্মাও আমার প্রিয়তম নহে। আমি পাদরেণু দ্বারা পবিত্রীকৃত করিব, এই উদ্দেশে অপেক্ষাশূন্য, শান্ত, বৈরহীন, সম-দর্শী মুনির নিত্য অনুগমন করিয়া থাকি। নিষ্কিঞ্চন, আমাতে অনুরক্ত-চেতাঃ, শান্ত, নিরভিমান, নিখিল জীবের প্রতি বৎসল, কাম কর্ত্তৃক অস্পৃষ্ট-চিত্ত মদীয় (ভক্তেরা) যে সুখ ভোগ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন, (অন্যেরা) জানেন না; কারণ যাঁহারা কিছুরই অপেক্ষা করেন না, তাঁহারাই উহা পাইতে পারেন। আমার অজিতেন্দ্রিয় ভক্ত(ও) বিষয় সকলের দ্বারা আকৃষ্য-মাণ হইয়াও সমর্থভক্তিহেতু প্রায় বিষয়সমূহে অভিভূত হন না। হে উদ্ধব! যেমন সাতিশয়রূপে সমৃদ্ধ-শিখ অগ্নি

১০। অর্থাৎ, যখন ভোগ করিতেছে, তখনও তাহাতে অসূয়াদি আছে।

১১। "ভক্ত" বলিতে অভিপ্রায় করিয়া সাতিশয় আনন্দবশতঃ "তুমি" বলিয়া ফেলিয়াছেন।

কাষ্ঠ সকল, তেমনি মদ্বিষয়া ভক্তি যাবদীয় পাপ ভস্মসাৎ করে। হে উদ্ধব! মদ্বিষয়ে পরিবর্দ্ধিতা ভক্তি যেরূপ, যোগ, বিজ্ঞান, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, এবং দান সেরূপ আমাকে লাভ করাইতে পারে না। শ্রদ্ধাতে করিয়া যে ভক্তি, সাধু-দিগের প্রিয় আত্মা আমি তদ্দ্বারা প্রাপ্য। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালদিগকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্রিত করে। সত্য-দয়া-সমন্বিত ধর্ম্ম, বা তপোযুক্তা বিদ্যা মদীয়-ভক্তি-শূন্য আত্মাকে নিশ্চয়ই সুন্দররূপে পবিত্রিত করিতে পারে না। রোমহর্ষ দ্রবীভবৎ চিত্ত ও আনন্দাশ্রুকলা ভিন্ন কিরূপে (ভক্তি জানা যায়?) ভক্তি বিনা চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হয়? যাঁহার বাক্য গদ্ গদ ও হৃদয় দ্রবীভূত হয়; যিনি পুনঃ পুনঃ ক্রন্দন করেন; কখনও হাস্য করেন; বিলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন, নৃত্য করেন; (এতাদৃশ) মদীয় ভক্ত ভুবন পবিত্র করেন। যেমন সুবর্ণ অগ্নি দ্বারা তাপিত হইয়া মলা ত্যাগ, এবং পুনর্ব্বার নিজরূপ লাভ করে, তেমনি আত্মা মদীয়-ভক্তি-যোগে কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ করিয়া মৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হন। যেমন চক্ষু অঞ্জন দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়া, তেমনি আত্মা মদীয় পুণ্য কথা শ্রবণ ও কথন দ্বারা, যেমন যেমন শুদ্ধ হন, তেমনি তেমনি সূক্ষ্ম বস্তু দর্শন করেন। যিনি বিষয়সমূহ চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত বিষয় সকলেই আসক্ত হয়; যিনি আমাকে চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত আমাতেই সাতিশয়রূপে বিলীন হয়। অতএব স্বপ্ন ও মানোরথের সদৃশ অসৎ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া মদীয়-ভক্তি-পূরিত মনকে আমাতে সমাধান কর। ধীর ব্যক্তি স্ত্রীগণের এবং স্ত্রীসঙ্গী ব্যক্তিগণের সঙ্গ দূর হইতে পরিত্যা

করিয়া ভয়শূন্য নির্জ্জন প্রদেশে উপবেশন করত অনলস হইয়া আমাকে চিন্তা করিবেন। কামিনীর সঙ্গ এবং কামিনী-সঙ্গীদিগের সঙ্গ হইতে যেরূপ, অন্যের সঙ্গ হইতে এই পুরুষের সেরূপ ক্লেশ হইবে না।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে পদ্মলোচন! মুমুক্ষু ব্যক্তি যাদৃশ, যাবদাত্মক, তোমাকে ধ্যান করিবে, তাহা আমাকে বলা তোমার উচিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অতি উচ্চও নহে, অতি নিম্নও নহে, এতাদৃশ আসনে সরল শরীরে যথাসুখে উপবেশন করত, ক্রোড়ে হস্তদ্বয় রাখিয়া নিজ নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপনপূর্ব্বক পূরক, কুম্ভক ও রেচক, দ্বারা প্রাণবায়ুর পথ শোধন করিবে; ইন্দ্রিয়গণকে তাহাদিগের নিজ নিজ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বিপর্য্যয়ক্রমেও [১২] অল্পে অল্পে অভ্যাস করিবে। অবিচ্ছিন্ন, [১৩] ঘন্টানাদ-সদৃশ, হৃদয়ে অবস্থিত, মৃণালসূত্র-তুল্য ওঁকারকে প্রাণবায়ু দ্বারা ঊর্দ্ধে [১৪] লইয়া গিয়া তথায় উহার মস্তকে বিন্দু যোজনা করিবে। এইরূপ ওঁকারসংযুক্ত প্রাণায়াম ত্রিসন্ধ্যা দশ বার করিয়া অভ্যাস করিবে; এক মাসের মধ্যেই (প্রাণ) বায়ু জয় করিতে পারিবে। যাহার নাল ঊর্দ্ধ এবং মুখ অধোবর্ত্তি, [১৫] সেই

১২। অর্থাৎ, রেচক; পূরক ও কুম্ভক, ইত্যাকার "বিপর্য্যয় ক্রমে"। অথবা—বাম নাড়ী দ্বারা পূরিত বায়ুকে দক্ষিণ নাড়ী দ্বারা, এবং দক্ষিণ নাড়ী দ্বারা পূরিত বায়ুকে বাম নাড়ী দ্বারা ত্যাগ করা। এইরূপ "বিপর্য্যয় ক্রমে"।

১৩। অর্থাৎ, মূলাধার হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত।

১৪। অর্থাৎ, দ্বাদশ অঙ্গুল পর্য্যন্ত।

১৫। অর্থাৎ, মুকুলিত-কদলী-পুষ্প তুল্য।

অন্তঃস্থ হৃৎপদ্মকে ঊর্দ্ধমুখ, প্রস্ফুটিত, অষ্টপত্রশালি ও কর্ণিকাসহিতরূপে[১৬] ভাবনা করিয়া কর্ণিকাতে উত্তরোত্তর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিকে চিন্তা করিবে। অগ্নির মধ্যে আমার বক্ষ্যমাণ রূপ ধ্যান করিবে ;—(ঐ রূপ) ধ্যানের মঙ্গলময় বিষয়।—অনুরূপ-অবয়ব-সম্পন্ন। প্রশান্ত। সুন্দর-মুখযুক্ত। দীর্ঘ-মনোহর-চতুর্ভুজ-শালি। অতিরম্য-সুন্দর-গ্রীবাসমন্বিত। সুন্দর-কপোল-বিশিষ্ট। সুন্দর-হাস্য-সহিত। একরূপ কর্ণ-যুগলে মকরকুণ্ডল বিন্যস্ত। সুবর্ণবর্ণ বসন পরিধান। মেঘের ন্যায় শ্যাম বর্ণ। শ্রীবৎস এবং লক্ষ্মীর নিকেতন। শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও বনমালায় বিভূষিত। পদ নূপুরসমূহ দ্বারা বিলসিত হইতেছে। কৌস্তুভের প্রভায় পরিবৃত। কান্তি-শালি কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও অঙ্গদে অলঙ্কৃত। সমুদায় অঙ্গে সুন্দর। মনোহর। প্রসন্নতা হেতু মুখ ও নয়ন অতি শোভাকর।—সর্ব্বাঙ্গে মন ধারণ করিয়া (এই) সুকুমার (রূপ) ধ্যান করিবে। ধীর ব্যক্তি মনো দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া বুদ্ধি সারথির সহায়ে ঐ মনকে সর্ব্বপ্রকারে আমাতে বিনিবেশন করিবে। সর্ব্বব্যাপক ঐ চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া এক প্রদেশে[১৭] ধারণ করিবে; অন্যান্য অঙ্গ চিন্তা করিবে না; সুন্দর-হাস্য-সমন্বিত মুখ ভাবনা করিবে[১৮]। চিত্ত তথায় স্থান প্রাপ্ত হইলে পর তাহাকে আকর্ষণ করিয়া (সর্ব্বকারণস্বরূপ) আকাশে ধারণ

১৬। অর্থাৎ, বিপরীত ভাবে।

১৭। অর্থাৎ, একমাত্র অঙ্গে।

১৮। একমাত্র অঙ্গ কি? তাহারই উত্তর দেওয়া হইল।

করিবে;—তাহাও ত্যাগ করিয়া (শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ) আমাতে আরোহণ করত "ধ্যাতা" আর "ধ্যেয়" এই বিভাগও চিন্তা করিবে না। চিত্ত এইরূপে ধৃত হইলে পর, যেমন জ্যোতিতে জ্যোতিকে সংযুক্ত (দেখে,) তেমনি আত্মাতে আমাকে, এবং সর্ব্বাত্মা আমাতে আত্মাকে দর্শন করিবে। এইপ্রকার সুতীক্ষ্ণ ধ্যান দ্বারা চিত্তযোজনাকারী যোগীর দ্রব্য, জ্ঞান, ও ক্রিয়াভ্রম শীঘ্র শান্তি পাইবে।

চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

পঞ্চদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, জিতেন্দ্রিয়, স্থিরচিত্ত, জিত-প্রাণ, আমাতে চিত্তধারণকারী যোগীর নিকট যাবদীয় সিদ্ধি উপস্থিত হয়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে অচ্যুত! কোন্ ধারণায় কি প্রকারে কোন্ সিদ্ধি হয়; যোগীদিগের কতই বা সিদ্ধি আছে, বল; তুমি যোগীদিগের সিদ্ধিদাতা।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাঁহারা ধারণার এবং যোগের পারগামী, তাঁহারা অষ্টাদশ সিদ্ধি কহিয়া থাকেন। ঐ সকলের মধ্যে আটটীর আমি স্বভাবতঃ আশ্রয়; গুণ[১] (আর) দশটীর কারণ। অণিমা, মহিমা, লঘিমা, (এই তিনটী)

১। অর্থাৎ, সত্ত্বগুণের উৎকর্ষ।

দেহের (সিদ্ধি;) প্রাপ্তি[২] (নামে যে সিদ্ধি, তাহা সর্ব্ব-প্রাণীর) ইন্দ্রিয়বর্গের সহিত (হইয়া থাকে;) শ্রুত ও দৃষ্ট, সমুদায়ে[৩] (যে ভোগ-দর্শন-সামার্থ্য, তাহা) প্রাকাম্য (নামে সিদ্ধি;) শক্তি সকলের প্রেরণ[৪] ঈশিতা (নামে সিদ্ধি;) বিবিধ-বিষয়-ভোগে সঙ্গহীনতা বশিতা; (নামে সিদ্ধি; আর) যাহা যাহা কামনা করা যায়, তাহার তাহার সীমা প্রাপ্ত হইতে পারে; (ইহাই অষ্টমী সিদ্ধি।) হে সৌম্য! এই অষ্ট সিদ্ধি আমার স্বাভাবিকী (সিদ্ধি) বলিয়া বিবেচিত।

এই দেহে ক্ষুৎ-পিপাসাদি-রাহিত্য; দুর হইতে শ্রবণ ও দর্শন; মনোবেগে দেহের গতি; অভিলষিত-রূপ-প্রাপ্তি; পরের শরীরে প্রবেশকরণ; স্বেচ্ছামৃত্যু; (অপ্সরোগণের) সহিত দেবতাদিগের যে ক্রীড়া, তাহার প্রাপ্তি; মননের অনুরূপ লাভ;[৫] (আর) যাহার গতি কোথাও প্রতিহত হয় না, এতাদৃশী আজ্ঞা; (এই দশ গুণ-জন্যা সিদ্ধি।)

ত্রিকালজ্ঞতা, (শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্ব দ্বারা অভিভূত না হওয়া; পরের চিত্তাদি জানিতে পারা; অগ্নি, সূর্য্য, জল ও বিষ প্রভৃতি স্তম্ভিত করিয়া রাখা; এবং (উহাদিগের দ্বারা) পরাজিত না হওয়া; যোগধারণার এই কয় সিদ্ধি উদ্দেশে কথিত হইয়াছে[৬]।

২। অর্থাৎ, তত্তৎ-অধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপে ইন্দ্রিয়গণের সহিত সম্বন্ধ।

৩। ভূবিবরাদিতে আচ্ছন্ন সমুদায় পদার্থেও।

৪। "শক্তি সকলের" অর্থাৎ, মায়া ও মায়ার অংশ সকলের। তন্মধ্যে, ঈশ্বরে মায়ার প্রেরণ; আর অন্যান্য সকলে মায়ার অংশ সকলের প্রেরণ।

৫। অর্থাৎ, যাহা কল্পনা করে, তাহাই পাওয়া।

৬। শেষোক্ত পঞ্চ সিদ্ধি ক্ষুদ্রসিদ্ধি।

যে ধারণা দ্বারা যে প্রকারে যে সিদ্ধি হইবে, তাহা আমার নিকট জান। যিনি সূক্ষ্মভূতাত্মক[৭] আমাতে সূক্ষ্মভূতাকার মন ধারণ করেন, সেই সূক্ষ্মভূতের উপাসক (ব্যক্তি) আমার অণিমা (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হন। মহত্তত্ত্বাত্মক আমাতে মহত্তত্ত্বাত্মক মন ধারণ করিয়া মহিমা প্রাপ্ত হন; এবং (আকাশাদি স্বরূপ আমাতে মন ধারণা করিয়া সেই সেই) ভূতগণের ভিন্ন ভিন্ন (মহিমা লাভ করেন।) ভূত সকলের পরমাণুময় আমাতে চিত্তকে অনুরক্ত করিয়া যোগী কালপরমাণুস্বরূপতারূপা লঘিমা প্রাপ্ত হন। বৈকারিক অহংতত্ত্বাত্মক আমাতে একাগ্র মন ধারণ করিয়া, আমাতে আহিতমনা ব্যক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে সমুদায় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধরূপ প্রাপ্তি (সিদ্ধি) লাভ করেন। সূত্রভূত মহান্ আত্মা আমাতে (যিনি) মন ধারণ করিবেন, (তিনি) অব্যক্তজন্মা আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট (সিদ্ধি) প্রাকাম্য প্রাপ্ত হইবেন। (যিনি) ত্রিগুণা মায়ার অধীশ্বর, (অতএব) সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণু আমাতে মন ধারণ করিবেন, (তিনি) জীব ও জীবের উপাধিসকলের প্রেরণারূপা ঈশিতা (সিদ্ধি) প্রাপ্ত হইবেন। ভগবান্ শব্দে শব্দিত চতুর্থনামক নারায়ণ আমাতে মন ধারণা করিয়া মদ্ধর্ম্মী যোগী বশিতা লাভ করিবেন। নির্গুণ ব্রহ্ম আমাতে বিশদ মন ধারণ করিয়া পরমানন্দ প্রাপ্ত হন, যাহাতে সমুদায় অভিলাষ সমাপ্ত হয়

সত্ত্বাত্মক, ধর্ম্মময় শ্বেতদ্বীপাধিপতি আমাতে চিত্ত ধারণ

৭। অর্থাৎ, সূক্ষ্মভূতোপাধিক।
উত্তরোত্তর যদ্‌যদাত্মক বলা হইবে, সেই সকলকেই উপাধি ধরিতে হইবে।

করিয়া মনুষ্য ষড়ূর্ম্মিবিরহিত [৮] হইয়া শুদ্ধরূপতা প্রাপ্ত হয় [৯]। আকাশাত্মা সমষ্টিরূপী আমাতে মনো দ্বারা শব্দ ভাবনা করিয়া এই জীব বিবিধ প্রাণীর সেই আকাশে অভিব্যক্ত বাক্য সকল শ্রবণ করে। চক্ষুকে সূর্য্যেতে এবং সূর্য্যকে চক্ষুতে যোজনা করিয়া, তাহাতে [১০] মনোদ্বারা আমাকে চিন্তা করত দূর হইতে বিশ্বকে দেখিতে পায়। মন ও দেহকে, ঐ দুইয়ের অনুবর্ত্তী বায়ু দ্বারা আমাতে সুন্দররূপে যোজনা করিয়া (যে) ধারণা (অনুষ্ঠান করা হয়,) তাহার প্রভাবে, মন যেস্থানে (যায়,) দেহও (সেই স্থানে গমন করে।) মনকে উপাদান কারণ করিয়া যখন যে যে রূপ অভিলাষ করেন, (যোগী) মনের সেই সেই বাঞ্ছিত রূপ হইতে পারেন; (যে হেতু) মদীয় ধারণার বল কারণ (রহিয়াছে।) সিদ্ধ ব্যক্তি পরের শরীরে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাহাতে আত্মাকে চিন্তা করিবেন; (তাহা হইলে) নিজ দেহ পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ-বায়ু হইয়া, যেমন ভ্রমর, [১১] তেমনি প্রবেশ করিতে পারিবেন। পার্ষ্ণি দ্বারা গুহ্যদেশ চাপিয়া প্রাণোপাধিক আত্মাকে হৃদয়, বক্ষঃস্থল, কণ্ঠ ও মস্তকে তুলিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বার দিয়া ব্রহ্মে [১২] লইয়া দেহ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন। দেবতা-দিগের ক্রীড়াভূমিতে বিহার করিতে ইচ্ছা করিলে, মদীয়-মূর্ত্তি-

---

৮। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা, ও মৃত্যু।

৯। গুণহেতুক কোন্ সিদ্ধি কিপ্রকারে সিদ্ধ হয়, তাহা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন।

১০। অর্থাৎ, সেই উভয়ের সংযোগে।

১১। অর্থাৎ, ভ্রমর যেমন অনায়াসে এক পুষ্প হইতে অন্য পুষ্পে প্রবেশ করে।

১২। "ব্রহ্ম" উপলক্ষণ মাত্র। যে স্থানে ইচ্ছা হয়, সেই স্থানে লইয়া গিয়া।

রূপ শুদ্ধ সত্ত্ব চিন্তা করিবে; (তাহা হইলে) সত্ত্বের অংশ-ভূতা সুরকামিনী সকল বিমানে করিয়া উপস্থিত হইবে। মৎ-পর পুরুষ চিত্তে যখন যেপ্রকারে যাহা সংকল্প করিবেন, সত্যসংকল্প আমাতে মন যোজনা করিলে, সেইপ্রকারে তাহা প্রাপ্ত হইবেন। যে পুরুষ সর্ব্বনিয়ন্তা স্বাধীন আমার স্বভাব প্রাপ্ত হন, যেমন আমার, তেমনি তাঁহার আজ্ঞা কোথাও প্রতিহত হয় না।

ধারণা জানিয়াছেন, এবং চিত্ত আমার ভক্তি দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ যোগীর জন্ম-মৃত্যু-সহিত [১৩] ত্রৈকালিক জ্ঞান (জন্মিয়াছে।) [১৪] মদীয় যোগ দ্বারা আশ্রান্তচিত্ত যোগীর দেহ অগ্ন্যাদি দ্বারা ব্যাহত হয় না; যেমন জল যাদোগণের (অভিঘাজক হয় না।) যিনি শ্রীবৎস-অস্ত্র-বিভূষণ-ধ্বজ-ছত্র-ব্যজন-সহিত মদীয় অবতার সকল ধ্যান করেন, তিনি অপরাজিত হন।

এইপ্রকার যোগধারণা দ্বারা আমাকে উপাসনাকারী যোগীর (নিকট) পূর্ব্বে কথিত অশেষ সিদ্ধি উপস্থিত হয়। জিতেন্দ্রিয়, দান্ত, জিতপ্রাণ, জিত-চিত্ত, আমার ধারণাধারী যোগীর (যে) সুদুর্ল্লভা; সে কোন্ সিদ্ধি? এই সকলকে উত্তম-যোগাচরণকারী, এবং আমা কর্ত্তৃক সম্পাদ্যমান যোগীর বিঘ্ন বলিয়া বলিয়াছেন; (যে হেতু ইহারা) কালক্ষেপের কারণ। ইহ লোকে জন্ম, ওষধি, তপস্যা ও মন্ত্র দ্বারা যে সকল সিদ্ধি হয়, (যোগী) সে সকল যোগ দ্বারা প্রাপ্ত হন; যোগের

১৩। ইহা দ্বারা বলা হইল যে, যখন নিজের জন্ম মৃত্যু জানিতে পারিয়াছেন, তখন অন্যের চিত্তাদিও অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছেন।

১৪। এক্ষণে ক্ষুদ্র সিদ্ধি সকলের উৎপত্তিপ্রকার বলিতেছেন।

গতি[১৫] অন্য উপায় সকলের দ্বারা প্রাপ্ত হইবেন। আমি সমুদায় সিদ্ধিরই; এবং মোক্ষ, (মোক্ষ-সাধন) জ্ঞান, ধর্ম্ম আর (ধর্ম্মোপদেষ্টা) ব্রহ্মবাদীদিগের কারণ, পালনকর্ত্তা, ও প্রভু। আমি সর্ব্বদেহীর অনাবৃত, ব্যাপক, অন্তর্যামী[১৬] আত্মা; যেমন ভূত সকল ভূতগণের অন্তর ও বাহে (অবস্থিত,) তেমনি আমিও।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

ষোড়শ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, তুমি সাক্ষাৎ পরম ব্রহ্ম; অনাদি, অনন্ত, স্বতন্ত্র; (অতএব) সমুদায় পদার্থেরই রক্ষণ, জীবন, অপ্যয় ও উদ্ভব তোমা হইতে হইয়া থাকে। ভগবন্! ব্রাহ্মণেরা[১] অসিদ্ধাত্মা ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক দুর্জ্ঞেয় তোমাকে উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট প্রাণিগণে যথার্থস্বরূপে উপাসনা করেন। পরম ঋষি সকল যে যে প্রাণীতে ভক্তিপূর্ব্বক তোমাকে উপাসনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন, আমাকে তাহা বল।

১৫। মদীয়-সালোক্যাদি-রূপা।

১৬। পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আমি সিদ্ধির এবং মোক্ষাদির কারণ ইত্যাদি। তাহারই হেতু দেওয়া হইতেছে আমি "আত্মা"। কেন? যেহেতু আমি "অন্তর্যামী"। তবে কি তুমি পরিচ্ছিন্ন? না, আমি "ব্যাপক"। ব্যাপক কিসে? যেহেতু আমি "অনাবৃত"।

১। অর্থাৎ, বেদের তাৎপর্য্যবেত্তা ব্যক্তি সকল।

হে ভূতভাবন! প্রাণিগণের অন্তর্যামী তুমি অস্ফুটভাবে প্রাণীদিগের মধ্যে বিচরণ করিয়া থাক; তোমা কর্ত্তৃক মোহিত হইয়া প্রাণিগণ দর্শনকারী তোমাকে দেখিতে পায় না। হে মহাবিভূতিশালিন্! পৃথিবী, স্বর্গ, পাতাল এবং দিক্ সকলে তোমা কর্ত্তৃক কোনও বিশেষ শক্তি দ্বারা সংযোজিত যে কোনও বিভূতি (আছে,) আমাকে সে সমুদায় বল; আমি তীর্থের স্থান ত্বদীয় পাদপদ্মে নমস্কার করি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ! [২] কুরুক্ষেত্রে জ্ঞাতিদিগের সহিত যুদ্ধকরণে প্রবৃত্ত অর্জ্জুন আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। "আমি হন্তা" ও "ইনি হত" এইরূপ লৌকিক বুদ্ধি থাকাতে, রাজ্য হেতুক জ্ঞাতিবধকে অধর্ম্ম ও নিন্দিত জানিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হন। হে পুরুষব্যাঘ্র! তখন আমি যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলে পর, তিনি রণস্থলে, যেমন তুমি, তেমনি আমাকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। হে উদ্ধব! আমি এই সকল ভূতের আত্মা, সুহৃদ্ ও ঈশ্বর। আমি সর্ব্বভূত; এবং (আমি) তাহাদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংস [৩]। আমি গতিসম্পন্ন (ব্যক্তি ও বস্তু) সকলের গতি; আমি বশীভূতকারীদিগের বশীকর্ত্তা; আমি গুণগণের প্রকৃতি; এবং গুণবিশিষ্টের স্বাভাবিক গুণ। আমি গুণিগণেরও প্রথমকারণ; এবং আমি মহান্ সকলের মহত্তত্ত্ব। আমি সূক্ষ্ম সকলের

২। নরাবতার অর্জ্জুন যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমিও তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ, সুতরাং তুমি "প্রশ্নবেত্তাদিগের শ্রেষ্ঠ"।

৩। অর্থাৎ, আমি এই সকলের কারণ।

মধ্যে জীব[৪]; এবং দুর্জ্জয়দিগের মধ্যে মন। আমি বেদগণের সম্বন্ধে হিরণ্যগর্ভ,[৫] এবং মন্ত্রগণের মধ্যে অবয়বত্রয়সম্পন্ন ওঁকার। আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার; আমি ছন্দো-গণের মধ্যে গায়ত্রী। আমি সর্ব্বদেবতার মধ্যে ইন্দ্র; আমি বসুগণের মধ্যে অগ্নি। আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু; এবং রুদ্রগণের মধ্যে নীললোহিত। আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু; আমি রাজর্ষিদিগের মধ্যে মনু। আমি দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ; আমি ধেনু সকলের মধ্যে কামধেনু। আমি সিদ্ধেশ্বর সকলের মধ্যে কপিল; এবং পক্ষীদিগের মধ্যে গরুড়। আমি প্রজাপতিদিগের মধ্যে দক্ষ; আমি পিতৃদিগের মধ্যে অর্য্যমা। হে উদ্ধব! জানিবে আমি দৈত্যদিগের মধ্যে অসুরেশ্বর প্রহ্লাদ নক্ষত্র এবং ওষধিগণের মধ্যে চন্দ্র; যক্ষ ও রাক্ষসদিগের মধ্যে কুবের; গজেন্দ্রদিগের মধ্যে ঐরাবত; যাদোগণের প্রভু বরুণ; প্রতাপশালী ও দীপ্তিশালীদিগের মধ্যে সূর্য্য আর, মনুষ্যগণের মধ্যে রাজা। আমি তুরঙ্গসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা; আমি ধাতুসকলের মধ্যে কাঞ্চন; আমি দণ্ড কারীদিগের মধ্যে যম। আমি সর্পদিগের বাসুকি; আমি নাগেন্দ্রদিগের অনন্ত; আমি শৃঙ্গী ও দংষ্ট্রীদিগের সিংহ। হে অনঘ! আমি আশ্রমসকলের মধ্যে চতুর্থ (আশ্রম;) এবং বর্ণ সকলের মধ্যে প্রথম বর্ণ[৬]। আমি প্রবাহবতী-দিগের মধ্যে গঙ্গা; এবং স্থিরোদক জলাশয়নিকরের মধ্যে

৪। জীব সূক্ষ্মোপাধিক এবং দুর্জ্ঞেয়, অতএব জীব সমুদায়ের অপেক্ষা সূক্ষ্মতম।

৫। অর্থাৎ, উহাদিগের অধ্যাপক।

৬। "চতুর্থ আশ্রম" অর্থাৎ, ভিক্ষুক। "প্রথম বর্ণ" অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ।

সমুদ্র। আমি অস্ত্র সকলের মধ্যে ধনুঃ; এবং ধনুর্দ্ধারীদিগের মধ্যে ত্রিপুরঘাতী। আমি অধিষ্ঠানসকলের মধ্যে সুমেরু; দুর্গমসকলের মধ্যে হিমালয়; বনস্পতিদিগের মধ্যে অশ্বত্থ; এবং ওষধিগণের মধ্যে যব। আমি পুরোহিতদিগের মধ্যে বশিষ্ঠ; এবং বেদার্থনিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের মধ্যে বৃহস্পতি। আমি সমুদায় সেনানীদিগের মধ্যে কার্ত্তিকেয়; এবং সম্মানপ্রবর্ত্তক-দিগের মধ্যে ভগবান্ ব্রহ্মা। আমি যজ্ঞসকলের মধ্যে ব্রহ্ম-যজ্ঞ; এবং সমুদায় ব্রতের মধ্যে অহিংসা। আমি শোধক-দিগের মধ্যে শোধক বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, জল, বাক্য ও আত্মা। আমি যোগসকলের মধ্যে সমাধি; জয়েচ্ছুদিগের নীতি; কৌশল সকলের আন্বীক্ষিকী;[৭] এবং খ্যাতিবাদী-দিগের বিকল্প[৮]। আমি স্ত্রীদিগের মধ্যে শতরূপা[৯]; পুরুষ-দিগের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু; মুনিগণের মধ্যে নারায়ণ; এবং ব্রহ্মচারীদিগের মধ্যে সনৎকুমার। আমি ধর্ম্মসকলের মধ্যে সন্ন্যাস; অভয়স্থানসকলের মধ্যে অন্তর্নিষ্ঠা। আমি গুহ্য সকলের মধ্যে প্রিয়ভাষণ ও মৌন[১০]; এবং মিথুনদিগের মধ্যে প্রজাপতি[১১]! আমি অপ্রমত্তদিগের মধ্যে সংবৎসর; এবং ঋতু সকলের মধ্যে চৈত্র ও বৈশাখ[১২]। আমি মাস সকলের

৭। "কৌশল সকলের" অর্থাৎ, বিবেকাদি নৈপুণ্য সকলের, "আন্বী-ক্ষিকী" অর্থাৎ, "আত্মানাত্মবিবেক"।

৮। "খ্যাতি-বাদীদিগের" অর্থাৎ ভ্রমবাদীদিগের "ইহা কি এইরূপ কিম্বা এইরূপ?" ইত্যাকার বিকল্প, অর্থাৎ, ভ্রান্তি-উৎপাদক কল্পনা।

৯। ব্রহ্মার পত্নী।

১০। প্রিয়ভাষণ ও মৌন হইতে পুরুষের অভিপ্রায় জানা যায় না।

১১। প্রজাপতির দেহের অর্দ্ধার্দ্ধ ভাগে স্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে।

১২। অর্থাৎ, বসন্ত।

মধ্যে অগ্রহায়ণ; এবং নক্ষত্র সকলের মধ্যে অভিজিৎ[১৩]। আমি যুগসকলের মধ্যে সত্যযুগ; এবং ধীর ব্যক্তিগণের মধ্যে দেবল ও অসিত। আমি ব্যাস সকলের[১৪] মধ্যে দ্বৈপায়ন; পণ্ডিতদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান্ শুক্র। আমি ভগবান্‌দিগের[১৫] মধ্যে বাসুদেব; ভাগবতদিগের মধ্যে তুমি; বানরদিগের মধ্যে হনুমান্; এবং বিদ্যাধরদিগের মধ্যে সুদর্শন। আমি মণিসকলের মধ্যে পদ্মরাগ; এবং সুন্দর সকলের মধ্যে পদ্মকোষ। আমি দর্ভজাতির[১৬] মধ্যে কুশ; এবং ঘৃত সকলের মধ্যে গব্য ঘৃত। আমি ব্যবসায়ীদিগের ধনাদি-সম্পত্তি; এবং ধূর্ত্তদিগের ছলগ্রহণ। আমি ক্ষমাশীল বক্তি-দিগের ক্ষমা; এবং সত্ত্বশালীদিগের সত্ত্ব। আমি বলশালী-দিগের ইন্দ্রিয়বল ও দেহবল; এবং ভাগবতদিগের (ভক্তি-কৃত) কর্ম্ম। আমি ভাগবতদিগের (পূজ্য) নব মূর্ত্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠা আদি মূর্ত্তি[১৭]। আমি গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোদিগের মধ্যে বিশ্বাবসু এবং পূর্ব্বচিত্তি। আমি ভূধরদিগের স্থৈর্য্য; এবং পৃথিবীর গন্ধতন্মাত্র[১৮]। আমি জলের মধুর রস; তেজস্বী-দিগের বিভাবসু; সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকগণের প্রভা; এবং আকাশের পরনামক শব্দ। আমি ব্রাহ্মণের হিতকারীদি-

---

১৩। উত্তরাষাঢ়ার চতুর্থ পাদ।

১৪। অর্থাৎ, বেদের বিভাগকর্ত্তাদিগের মধ্যে।

১৫। যিনি ভূতগণের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, এবং বিদ্যা ও অবিদ্যা জ্ঞাত আছেন, তিনি "ভগবান্" পদবাচ্য।

১৬। কাশ ও দুর্ব্বাদির।

১৭। বৈষ্ণবেরা বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, নারায়ণ, হয়গ্রীব বরাহ, নৃসিংহ, এবং ব্রাহ্মণ, এই নবব্যূহে ভগবানের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন এই নবমূর্ত্তিব্যূহের মধ্যে "বাসুদেব" মূর্ত্তি আদ্যা ও শ্রেষ্ঠা।

১৮। "তন্মাত্র" অর্থাৎ, অসাধারণ গুণ।

গের মধ্যে বলি; আমি বীরগণের মধ্যে অর্জ্জুন। আমি প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়। আমি গমন, বাক্য, উৎসর্গ, গ্রহণ, আনন্দ; এবং স্পর্শ, দৃষ্টি, আস্বাদ শ্রবণ ও ঘ্রাণ; (আর আমি) সকল ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়[১৯]। আমি পৃথিবী; বায়ু; আকাশ; জল; তেজ; মহত্তত্ত্ব; জীব; প্রকৃতি; সত্ত্ব; রজঃ; তমঃ; এবং ব্রহ্ম। আমি এই সকলের পরিগণন; জ্ঞান;[২০] ও ফল। ঈশ্বর ও জীব; গুণ ও গুণী; সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্ব (স্বরূপ) আমা বিনা কোথাও কোনও পদার্থ নাই। পরমাণুগণের গণনা আমা কর্ত্তৃক কালে কৃত হইয়া থাকে;[২১] (কিন্তু) আমার বিভূতি সকলের সেরূপ গণনা করা হয় না; আমি কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়া থাকি[২২]। যাহাতে যাহাতে প্রভাব, সম্পত্তি, কীর্ত্তি, ঐশ্বর্য্য, সৌভাগ্য;[২৩] ভাগ্য; বল; তিতিক্ষা; ও বিজ্ঞান (আছে,) সেই আমার বিভূতি; তোমাকে এই সমুদায় বিভূতি সংক্ষেপে কহিলাম; এই সকল কেবল মনের বিকার; যেমন (কতক গুলিন বস্তু) বাক্যমাত্রে কথিত হইয়া থাকে[২৪]। বাক্য সংযত কর; মন সংযত কর; প্রাণ ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত কর; এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংযত কর; সংসারপথে প্রবর্ত্তিত হইতে হইবে না। যে যতি চিত্ত দ্বারা বাক্য

১৯। অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অর্থগ্রহণসামর্থ্য।

২০। অর্থাৎ, লক্ষণ দেখিয়া অবগত হওয়া।

২১। অর্থাৎ, পরমাণু সকলের কথঞ্চিৎ সংখ্যা করা যায়; সেও আবার আমিই করিতে পারি; কিন্তু আমার বিভূতি সকলের সংখ্যা হয় না।

২২। অর্থাৎ, যখন আমি এরূপ, তখন সুতরাংই সংখ্যা হইতে পারে না।

২৩। মন ও নয়নের আহ্লাদজনকসামর্থ্য।

২৪। যেমন “আকাশপুষ্প” ইত্যাদি।

ও মনকে সম্যক্ সংযত না করিয়াছেন, তাঁহার ব্রত, তপস্যা ও দান আমঘটস্থ বারির ন্যায় বিগলিত হয়। অতএব মৎপরায়ণ ব্যক্তি বাক্য, মন ও প্রাণ নিয়মন করিবেন; তাহার পর মদ্বিষয়া-ভক্তি-যুক্তা বিদ্যা দ্বারা কৃতকৃত্য হইবেন।

মহাবিভূতি-কথন নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তদশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, পূর্ব্বে[১] তুমি বর্ণাশ্রমশালীদিগের, এবং সমুদায় দ্বিপদগণেরও[২] ত্বৎ-প্রাপ্তি-সাধন যে ধর্ম্ম বলিয়াছিলে, হে পদ্মনয়ন! (সেই) স্বধর্ম্ম যেরূপে অনুষ্ঠিত হইলে মনুষ্যগণের তোমাতে ভক্তি লইবে, তাহা আমাকে বলা তোমার উচিত হইতেছে। হে মহাবাহো! হে প্রভো! হে মাধব! পূর্ব্বে তুমি হংসরূপে ব্রহ্মাকে পরম-সুখ-রূপ যে ধর্ম্ম কহিয়াছিলে, হে শত্রুবিমর্দ্দন! পূর্ব্বে অনুশাসিত সেই (ধর্ম্ম) এক্ষণে দীর্ঘ কালেতে করিয়া আর প্রায় পৃথিবীতে থাকিবে না। হে অচ্যুত! পৃথিবীতে ধর্ম্মের বক্তা, কর্ত্তা ও রক্ষিতা অন্য নাই; ব্রহ্মার সভাতেও (নাই;) যথায় বেদবিদ্যাসকল মূর্ত্তিধারিণী হইয়া (অবস্থিতি করিতেছে।) হে

১। অর্থাৎ কল্পের আদিতে।
২। অর্থাৎ, বর্ণাশ্রমহীন নীচজাতি মনুষ্যদিগেরও।

মধুসূদন ! হে দেব ! কর্ত্তা, রক্ষিতা ও বক্তা তুমি মহীতল পরিত্যাগ করিলে বিনষ্ট (ধর্ম্মকে) কোন্ ব্যক্তি কহিবেন ? অতএব, হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ! হে প্রভো ! ত্বদীয়-ভক্তি-স্বরূপ ধর্ম্ম আমাদিগের [৩] মধ্যেও যাঁহার যে রূপ করা কর্ত্তব্য, আমাকে সেইরূপ বল।

শ্রীবেদব্যাস-তনয় কহিলেন, নিজ ভৃত্যবর্গের শ্রেষ্ঠ (ব্যক্তি) কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সেই ভগবান্ হরি প্রীতি লাভ করত মর্ত্ত্যদিগের হিতসাধনের নিমিত্ত সনাতন ধর্ম্ম কহিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, তোমার এই প্রশ্ন ধর্ম্মসঙ্গত ; (যে হেতু) বর্ণ-আশ্রম-আচার-শালী মনুষ্যদিগের মুক্তি-সাধন ; হে উদ্ধব ! আমার নিকট ঐ ধর্ম্ম শ্রবণ কর। আদিতে সত্য-যুগে মনুষ্যগণের "হংস" এই নামে জানিত বর্ণ ছিল। (ঐ যুগে) মনুষ্য সকল জন্মেতে করিয়াই কৃতকৃত্য (হইত ;) সেই জন্য (উহাকে) কৃতযুগ বলে। অগ্রে ওঁকারই বেদ (ছিল : এবং) বৃষরূপধারী [৪] আমি(ই) ধর্ম্ম (ছিলাম ; অতএব) তপোনিষ্ঠ মুক্তপাপ (মনুষ্যগণ) বিশুদ্ধ আমার উপাসনা করিতেন। হে মহাভাগ ! ত্রেতার প্রারম্ভে আমার হৃদয় হইতে প্রাণকে নিমিত্ত করিয়া ত্রয়ী বিদ্যা প্রাদুর্ভূত হয় ; তাহা হইতে আমি ত্রিরূপ [৫] যজ্ঞস্বরূপ হই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ বৈরাজ পুরুষের মুখ, বাহু, উরু ও পাদ হইতে উৎপন্ন হয় ; স্বধর্ম্মানুষ্ঠান তাহাদিগের

৩। অর্থাৎ, মনুষ্যদিগের।
৪। অর্থাৎ, চতুষ্পাদে সম্পূর্ণ।
৫। হোতা ; অধ্বর্য্যু ; উদ্গাতা।

জ্ঞাপক। গৃহস্থাশ্রম (আমার) জঘন হইতে; ব্রহ্মচর্য্য আমার হৃদয় [৬] হইতে; এবং বনে বাস [৭] (আমার) বক্ষঃস্থল হইতে (উৎপন্নস হয়;) ন্যাস (আমার) মস্তকে স্থিত। মনুষ্যগণের বর্ণ ও আশ্রম সকলের প্রকৃতি জন্মভূমির অনুসারে হইয়াছিল; নীচ (জন্মভূমিতে) নীচ; আর উত্তম (জন্মভূমিতে) উত্তম। শম, দম, আলোচনা, [৮] শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, সরলতা, আমাতে ভক্তি, দয়া, এবং সত্য; এই সকল ব্রাহ্মণের প্রকৃতি। প্রভাব, বল, ধৈর্য্য, ধীরতা, তিতিক্ষা, ঔদার্য্য, উদ্যম, স্থৈর্য্য, ব্রাহ্মণের হিতকারিতা, এবং ঐশ্বর্য্য; এই সকল ক্ষত্রিয়ের প্রকৃতি। আস্তিকতা, দাননিষ্ঠা, দম্ভরাহিত্য, ব্রাহ্মণের সেবাকরণ, এবং অর্থের বৃদ্ধিতে তুষ্টিহীনতা; এই সকল বৈশ্যের প্রকৃতি। অকপট ভাবে ব্রাহ্মণ, গো এবং দেবতাদিগের সেবা করা, আর তাহাতে করিয়া উপার্জ্জিত বস্তুতে সন্তুষ্ট থাকা; এই সকল শূদ্রের প্রকৃতি। শৌচহীনতা, মিথ্যা, চৌর্য্য, নাস্তিকতা, অমূলক কলহ, এবং কাম, ক্রোধ, ও লোভ; অন্ত্যাবসায়ীদিগের [৯] এই স্বভাব। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, কাম-ক্রোধ-লোভহীনতা, এবং প্রাণিগণের প্রিয়সাধনে চেষ্টা; ইহা সর্ব্ব বর্ণের ধর্ম্ম।

দ্বিজ [১০] (গর্ভাধানাদি সংস্কার-) ক্রমের অনুসারে উপনয়ন (নামক) দ্বিতীয় জন্ম লাভ করিয়া দান্তভাবে গুরুকুলে

৬। বক্ষঃস্থলের নিম্নভাগ।

৭। অর্থাৎ বানপ্রস্থ।

৮। শাস্ত্র, পদার্থ, ও তত্ত্ব আলোচনা।

৯। শ্বপচ চাণ্ডালাদি।

১০। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য। যাঁহাদিগের উপনয়নরূপ দ্বিতীয় জন্ম আছে।

বাস করত (আচার্য্য কর্ত্তৃক) আহূত হইয়া বেদ অধ্যয়ন, এবং তাহার অর্থ বিচার করিবেন। মেখলা, অজিন, দণ্ড, জপমালা, ব্রহ্মসূত্র, কমণ্ডলু এবং কুশ ধারণ করিবেন; জটিল হইবেন; [১১] বস্ত্র ও দন্ত ধৌত করিবে না; এবং তাঁহার আসন রঞ্জিত হইবে না[১২]। স্নান, ভোজন, হোম; এবং জপ ও মলমূত্র ত্যাগ কালে কথা কহিবেন না। নখ, আর কক্ষ-এবং-উপস্থগত রোম সকলও ছেদন করিবেন না। ব্রহ্মব্রতাচারী [১৩] কখনও রেতঃ পাতন করাইবেন না; স্বয়ং স্খলিত হইলে, জলে স্নান করিয়া প্রাণায়াম করত গায়ত্রী জপ করিবেন। শুচি ও সমাহিত হইয়া দ্বিসন্ধ্যা মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক [১৪] জপ করত অগ্নি, সূর্য্য, আচার্য্য, গো, ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও দেবতাদিগের উপাসনা করিবেন। আচার্য্যকে আমার স্বরূপ জানিবেন; কখনও অবজ্ঞা করিবেন না; মানুষ বোধ করিয়া (তাঁহার) অসূয়া করিবেন না; গুরু সর্ব্বদেবময়। ভিক্ষা দ্বারা যাহা পাইবেন; কিম্বা অন্যও যাহা কিছু প্রাপ্ত হইবেন, তাহাও সায়ং এবং প্রাতঃকালে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিবেন; তিনি যাহা ভোজন করিতে অনুমতি করিবেন, সংযত হইয়া তাহা ভোজন করিবেন। সর্ব্বদা নীচের ন্যায় সেবা করত কৃতাঞ্জলিপুটে অনতি দূরে অবস্থান করণ; [১৫] এবং গমন, শয়ন,

---

১১। স্নানাদি না করার জন্য।

১২। অর্থাৎ, ভাল দেখাইবে এই মনে করিয়া।

১৩। অর্থাৎ, ব্রহ্মচারী,—যিনি উপনয়ন প্রাপ্ত হইয়া পাঠের জন্য গুরুকুলে বাস করিতেছেন।

১৪। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যাকালে বাগ্‌যমন করিতে হয় না।

১৫। অর্থাৎ, তাঁহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া।

ও উপবেশন দ্বারা [১৬] আচার্য্যের সেবা করিবেন। যত দিন বিদ্যা সমাপ্ত না হয়, তত দিন অখণ্ডিত ব্রত ধারণ পূর্ব্বক এই-রূপ আচরণ করত ভোগবিরহিত হইয়া গুরুকুলে বাস করিবেন। [১৭]

যদি ইনি বেদ সকলের বসতিস্থান ব্রহ্মলোকে আরো-হণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বৃহৎ ব্রত ধারণপূর্ব্বক [১৮] অধিক অধ্যয়নের জন্য [১৯] গুরুকে দেহ সমর্পণ করিবেন। বেদাধ্যয়নজন্যতেজঃশালী ও নিষ্পাপ হইয়া ভিন্ন বুদ্ধি পরি-ত্যাগপূর্ব্বক অগ্নিতে, গুরুতে, আত্মাতে ও সর্ব্ব প্রাণীতে পরমেশ্বর আমার উপাসনা করিবেন। অগৃহস্থ ব্যক্তি স্ত্রীদিগের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, ও পরিহাসাদি [২০] (ত্যাগ করিবেন;) মিথুনীভূত প্রাণিগণকে অগ্রে পরিত্যাগ করিবেন। [২১] শৌচ, আচমন, স্নান, সন্ধ্যোপাসনা, আমার অর্চ্চনা, তীর্থসেবা, জপ; অস্পৃশ্য, অভক্ষ্য, ও অনালপ্য পরিত্যাগ; আর সর্ব্ব প্রাণীতে

১৬। অর্থাৎ, তিনি গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবেন; তিনি নিদ্রা যাইলে তাঁহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত সাবধান হইয়া তাঁহার নিকটে শয়ন করিবেন; তিনি শ্রান্ত হইলে পাদসেবন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে উপবেশন করিবেন।

১৭। চারি বর্ণের মধ্যে প্রথমতঃ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বলিতে আরম্ভ করিতে-ছেন। ব্রহ্মচারী দুই প্রকার, (১) উপকুর্ব্বাণ, (২) নৈষ্ঠিক। "দ্বিজ (গর্ভাধানাদি সংস্কার) ক্রমে" ইত্যাদি দ্বারা আরম্ভ করিয়া "গুরুকুলে বাস করিবেন" ইত্যন্ত দ্বারা উপকুর্ব্বাণের ধর্ম্ম সকল বলা হইল। পরে "যদি ইনি" ইত্যাদি দ্বারা দ্বিতীয়ের ধর্ম্ম সকল কহিতেছেন।

১৮। অর্থাৎ, নৈষ্ঠিক ব্রত।

১৯। অথবা, যাহা যাহা অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সকল নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত।

২০। অর্থাৎ, ভোগস্পৃহাযুক্ত দর্শনাদি।

২১। অর্থাৎ, তাহাদিগকে দর্শন করিবেন না।

আমায় ভাবনা; এবং মন, বাক্য ও দেহ সংযম; হে কুলনন্দন! এই নিয়ম সকল আশ্রমেই প্রযুক্ত।

এইরূপ-ব্রত-ধারী, অগ্নির ন্যায় জ্বলনশীল ব্রাহ্মণ যদি নিষ্কাম হন, তাহা হইলে কঠোর তপস্যা দ্বারা দগ্ধান্তঃকরণ হইয়া আমার ভক্ত হন [২২]।

যদি দ্বিতীয় আশ্রমে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন, (তাহা হইলে) বেদার্থ যথাবৎ বিচার করিয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া গুরুর অনুজ্ঞা লইয়া স্নান করিবেন [২৩]।

মৎপর (ব্রহ্মচারী) যদি (সকাম হন, তবে) গৃহে প্রবেশ করিবেন; (যদি নিষ্কাম হন, তবে) বনে প্রবেশ করিবেন; (যদি শুদ্ধান্তঃকরণ) দ্বিজশ্রেষ্ঠ হন, (তবে) প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন; (অথবা) এক আশ্রম হইতে অন্য আশ্রমে প্রবিষ্ট হইবেন; [২৪] অন্যথা (আচরণ করিবেন না) [২৫]।

গৃহার্থী (ব্যক্তি) সবর্ণা, অনিন্দিতা, [২৬] বয়সে কনিষ্ঠা ভার্য্যাকে বিবাহ করিবেন; (কামহেতু) যাহাকে (বিবাহ করিবেন; তাহাকে) সবর্ণার পরে যথাক্রমে [২৭]। যজ্ঞ, অধ্য-

---

২২। অর্থাৎ, নিষ্কাম নৈষ্ঠিকের মোক্ষফল লাভ হয়।

২৩। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী পাঠ শেষ করিয়া কিপ্রকারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, এক্ষণে তাহাই বলা হইল।

২৪। অর্থাৎ, এক এক করিয়া ক্রমে ক্রমে সকল আশ্রম অবলম্বন করিবেন। অর্থাৎ, ইচ্ছামত আশ্রম অবলম্বন না করিয়া ক্রমঅনুসারে প্রথমতঃ গৃহস্থাশ্রম, পরে বাণপ্রস্থাশ্রম; পরে ভিক্ষুকাশ্রম অবলম্বন করিবেন।

২৫। অর্থাৎ, কোনও আশ্রম অবলম্বন করিবেন না, এরূপ করিবেন না। কিম্বা প্রথমতঃ পরের আশ্রম অবলম্বন করিয়া পশ্চাৎ পূর্ব্বের আশ্রম গ্রহণ করিবেন না।

২৬। অর্থাৎ, যাঁহার কুলগত বা লক্ষণগত কোনও দোষ নাই।

২৭। অর্থাৎ, বর্ণানুবর্ণক্রমে।

য়ন এবং দান, সকল দ্বিজের (ধর্ম্ম ;) প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন এবং যাজন ব্রাহ্মণের। প্রতিগ্রহকে তপস্যা, তেজ ও যশের নাশক বুঝিয়া অন্য দুই (বৃত্তি) দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; ঐ দুইয়ের দোষ [২৮] দেখিয়া অধিকারী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ক্ষেত্রপতিত কণিকা সকলের দ্বারাই বা (জীবিত থাকিবেন।) [২৯] ব্রাহ্মণের এই দেহ ক্ষুদ্র অভিলাষের জন্য উদ্দিষ্ট হয় না; (কিন্তু) ইহ কালে কষ্ট ও তপস্যার ; এবং পর কালে অনন্তসুখের নিমিত্ত। শিল-বৃত্তি ও উঞ্ছবৃত্তি [৩০] দ্বারা পরিতুষ্টচেতা হইয়া নিষ্কাম মহৎ ধর্ম্ম [৩১] সেবন করত আমাতে আত্মা সমর্পণপূর্ব্বক অনতি-প্রসক্তভাবে গৃহেতেই থাকিয়া মোক্ষের অধিকারী হন। যেমন নৌকা সাগর হইতে, তেমনি যাঁহারা কষ্টভোগকারী মৎপরায়ণ ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেন, আমি শীঘ্র তাঁহাদিগকে আপদ্ হইতে উদ্ধার করিব। ধীর রাজা [৩২] পিতার ন্যায় সমুদায় প্রজাকে ; এবং যেমন গজপতি গজদিগকে, তেমনি আত্মা দ্বারা আত্মাকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবেন। এইপ্রকার নর-পতি ইহ লোকে সমুদায় অশুভ বিধুনন করত সূর্য্যদীপ্তি রথ দ্বারা (গমন করিয়া) ইন্দ্রের সহিত আমোদ প্রমোদ করেন।

কষ্ট পাইলে ব্রাহ্মণ বণিক্‌বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক বিক্রয়-যোগ্য [৩৩] দ্রব্য দ্বারাই আপদ উত্তীর্ণ হইবেন ; (তাহাতেও)

২৮। কার্পণ্যাদি।

২৯। প্রধানা ও প্রধানতমা জীবিকা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

৩০। অর্থাৎ, বিপণি (বাজার) প্রভৃতিতে পতিত কণিকাদি সংগ্রহ করণ।

৩১। অর্থাৎ, আতিথ্যকরণাদিরূপ।

৩২। অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়।

৩৩। মদ্য ও লবণাদি নহে।

আপদশান্তি না হইলে খড়্গ দ্বারাই [৩৪] বা (উত্তীর্ণ হইবেন) কুক্কুরবৃত্তি দ্বারা [৩৫] কখনই নহে। আপদ কালে ক্ষত্রিয় বৈশ্যবৃত্তি এবং মৃগয়া দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন; কিম্বা ব্রাহ্মণরূপে আচরণ করিবেন [৩৬]; কুক্কুরবৃত্তি দ্বারা কখনই (জীবিত থাকিবেন না।) বৈশ্য শূদ্রবৃত্তি; এবং শূদ্র কারুদিগের কটক্রিয়া [৩৭] অবলম্বন করিবেন। আপদ হইতে উত্তীর্ণ হইলে (কেহ) নিন্দিত কর্ম্ম দ্বারা জীবিকা ইচ্ছা করিবেন না।

বেদাধ্যয়ন, স্বধা, স্বাহা, বলি ও অন্নাদি [৩৮] দ্বারা প্রত্যহ মদীয়রূপ দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও ভূতগণকে আরাধনা করিবেন। উদ্যম বিনা প্রাপ্ত, অথবা নিজ-বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত ধন দ্বারা, পোষ্যদিগকে পীড়ন না করিয়া, ন্যায়পূর্ব্বকই যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান করিবেন। কুটুম্বগণে আসক্ত হইবেন না; কুটুম্বী হইয়াও ঈশ্বরনিষ্ঠা ভুলিবেন না; পণ্ডিত (ব্যক্তি) দৃষ্ট (পদার্থের) ন্যায় অদৃষ্টকেও নশ্বর দেখিবেন। পুত্র, জায়া, স্বজন ও বন্ধুগণের মেলন, পান্থদিগের মেলন; ইহারা নিদ্রানুগামী স্বপ্নের ন্যায় দেহের পরেই নাশ পায়।

যোগী এইপ্রকার বিবেচনা করিয়া উদাসীনের ন্যায় মমতাহীন ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া গৃহে বসতি করত গৃহে বদ্ধ হইবেন

৩৪। অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়োচিত যুদ্ধাদি করিয়া।

৩৫। অর্থাৎ, নীচের সেবা দ্বারা।

৩৬। অর্থাৎ, পাঠনাদি করিবেন।

৩৭। মাদুর দরমা প্রভৃতি বয়ন করা।

৩৮। এক্ষণে গৃহস্থের কর্ত্তব্য যাগ যজ্ঞ নির্দ্দেশ করা হইতেছে। বেদাধ্যয়ন দ্বারা ঋষিদিগকে; স্বধা দ্বারা পিতৃদিগকে; স্বাহা দ্বারা দেবতাদিগকে; বলি দ্বারা ভূতগণকে; এবং অন্নাদি দ্বারা মনুষ্যদিগকে আরাধনা করিবেন।

না। ভক্তিমান্ হইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমারই যাগ করত (গৃহাশ্রমেই) অবস্থিতি করিবেন ; অথবা বনে প্রবিষ্ট হইবেন ; পুত্রবান্ হইলে প্রব্রজ্যাই বা অবলম্বন করিবেন। যাহার বুদ্ধি গৃহে আসক্ত ; এবং যে পুত্র ও ধন-চেষ্টায় কাতর ; স্ত্রৈণ ও কৃপণ-বুদ্ধি ; সেই মূঢ় "আমার" ও "আমি" এই ভাবনা করিয়া বদ্ধ হয়। "অহো ! আমার মাতা পিতা বৃদ্ধ ! স্ত্রী বালকসন্ততিগুলিন লইয়া রহিয়াছে ! আমা বিনা দীন পুত্রকন্যাগুলিন অনাথ হইয়া কিরূপে জীবিত থাকিবে !" এই রূপ গৃহবাসনায় আক্ষিপ্ত-হৃদয় মূঢবুদ্ধি এই (গৃহস্থ) অতৃপ্ত হইয়া তাঁহাদিগকে চিন্তা করিতে করিতে মরিয়া অতি তামসী যোনি প্রাপ্ত হয়।

বর্ণাশ্রম-বিভাগ-কথন নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

অষ্টাদশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, বনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হইলে পুত্রগণের উপর পত্নীর ভার অর্পণ করিয়া, অথবা (তাঁহার) সহিতই, শান্ত হইয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ বনেই বাস করিবেন। পবিত্র বন্য কন্দ, মূল ও ফল দ্বারা জীবিকা সমাধান করিবেন। বল্কল, বস্ত্র, তৃণ, পর্ণ, বা মৃগচর্ম্ম পরিধান করিবেন। কেশ, লোম, নখ, শ্মশ্রু, ও মলা ধারণ করিবেন; দন্ত সকল ধাবন করিবেন না। তিন সময় জলে স্নান করিবেন,[১] ভূমিশায়ী হইবেন। গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি মধ্যে[২] তপ্ত হইবেন; বর্ষাকালে ধারাপাত সহ্য করিবেন; শিশিরসময়ে জলে আকণ্ঠ মগ্ন (হইয়া থাকিবেন;) এইরূপ আচরণ করত তপস্যা করিবেন। অগ্নি-পক্ব, কিম্বা কালপক্ব[৩] আহার করিবেন। উলুখল বা প্রস্তরখণ্ড দ্বারা কুট্টিত করিবেন; অথবা দন্তকেই উলুখল করিবেন। নিজের জীবিকাসাধন সমুদায় (দ্রব্য) নিজেই আহরণ করিবেন। দেশ, কাল ও বল বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া অন্যকালে আহৃত (সামগ্রী) কালান্তরে গ্রহণ করিবেন না। বন্য চরুপুরোডাশাদি দ্বারা কালবিহিত অন্নাদি[৪] পিতৃদেবোদ্দেশে নিবেদন করিবেন; বর্ণা-শ্রমী (ব্যক্তি) বেদবিহিত পশু দ্বারা[৫] আমার যাগ করিবেন

১। গাত্রমার্জ্জনাদি করিবেন না। মুষলের ন্যায় স্নান করিবেন।
২। চারি দিকে চারি অগ্নি, এবং উপরে সূর্য্য।
৩। যথাযোগ্য সময়ে আপনাপনিই পক্ব ফলাদি। ৪। নবান্নাদি।
৫। অর্থাৎ, বেদে যে পশু বলি দিবার বিধি আছে, সেই বিধির বশ-বর্ত্তী হইয়া পশু দান দ্বারা।

না। বেদবাদিগণ মুনির পক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় [৬] অগ্নিহোত্র, দর্শ, পৌর্ণমাস ও চাতুর্ম্মাস্য সকল উপদেশ করিয়াছেন। শিরা-সমূহ দ্বারা পরিব্যাপ্ত [৭] মুনি এইরূপ আচরিত তপস্যা দ্বারা তপোময় আমার আরাধনা করিয়া ঋষিলোক হইতে আমাকে প্রাপ্ত হন [৮]। যিনি দুঃখেতে আচরিত, মোক্ষ-ফল-বিশিষ্ট এই মহৎ তপস্যা অল্প অভিলাষের জন্য প্রয়োগ করেন, তাঁহার অপেক্ষা আর মূর্খ কে? যখন ইনি জরাহেতু জাতকম্প হইয়া নিয়মবিষয়ে অক্ষম হইবেন, তখন আপ-নাতে অগ্নি সমারোপণ করিয়া আমাতে চিত্ত আধানপূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন। যখন ধর্ম্মের বিপাকভূত, দুঃখ-পরিণামি লোক সকলে [৯] বিরক্ত হইবেন, তখন অগ্নি পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক তাহা হইতে বহির্গত হইবেন। উপদেশক্রমে আমার পূজা করিয়া [১০] সর্ব্বস্ব ঋত্বিক্‌কে দান করত আত্মাতে অগ্নিনিধানপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন। "ইনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইবেন" (এই ভাবিয়া) দারাদি-রূপী দেবতা সকল সন্ন্যাস অবলম্বনে উদ্যুক্ত ব্রাহ্মণের বিঘ্ন করেন। মুনি যদি বস্ত্র পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে যাবন্মাত্রে কৌপীন আচ্ছাদিত হইতে পারে, তাবন্মাত্র (বস্ত্র পরিধান করিবেন;) আপৎ উপস্থিত

৬। অর্থাৎ, যখন আশ্রমে ছিলেন।
৭। অর্থাৎ, যাবজ্জীবন তপস্যা করিয়া যাঁহার মাংস শুষ্ক হইয়াছে
৮। অর্থাৎ, মহর্লোকাদিক্রমে।
ভাবার্থ এই ;— অন্তঃকরণশুদ্ধি ভক্তি দ্বারা এই লোকেই মুক্ত হন ; কিন্তু অনেক প্রতিবন্ধক হেতু এইরূপ ক্রম অনুসারে মুক্ত হইয়া থাকেন।
৯। ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত যাবতীয় লোকে।
১০। শ্রাদ্ধাষ্টকপূর্ব্বক প্রাজাপত্য যাগ দ্বারা আমার যাগ করিবেন।

না হইলে, দণ্ড ও পাত্র [১১] ভিন্ন, পরিত্যক্ত [১২] অন্য কিছু ধারণ করিবেন না। দৃষ্টিপূত পাদ বিক্ষেপ করিবেন; [১৩] বস্ত্র-পূত [১৪] জল পান করিবেন; সত্যপূত বাক্য বলিবেন; মনঃ-পূত [১৫] আচরণ করিবেন। মৌন, চেষ্টাহীনতা ও প্রাণায়াম বাক্য, দেহ এবং চিত্তের দণ্ড; হে উদ্ধব! যাঁহার এই সকল নাই, (তিনি কেবল) বেণুযষ্টিসমূহ দ্বারা যতি হইতে পারেন না। চারি বর্ণের মধ্যে নিন্দনীয়দিগকে [১৬] পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বে অনুদ্দিষ্ট [১৭] সপ্ত গৃহে ভিক্ষা করিবেন; (তদ্দ্বারা যাহা) লব্ধ হইবে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন। (গ্রামের) বহির্ভাগস্থ জলা-শয়ে গমন করত, তথায় বাগ্‌যত হইয়া স্নান করিয়া পবিত্রী-কৃত [১৮] সমস্ত আহৃত দ্রব্য বিভাগ করিয়া দিয়া [১৯] অব-শিষ্ট ভোজন করিবেন। সঙ্গহীন, সংযতেন্দ্রিয়, আত্মারাম, আত্মনিরত, ধীর ও সমদর্শী হইয়া একাকী এই পৃথিবী পর্য্য-টন করিবেন। নির্জ্জন-নির্ভয়-স্থানবাসী, আমাতে ভক্তি হেতু মলশূন্যচেতা মুনি আত্মাকে অভেদক্রমে আমার সহিত এক চিন্তা করিবেন। জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা আত্মার বন্ধন ও মোক্ষ বিচার করিবেন। ইন্দ্রিয়গণের চাঞ্চল্য, বন্ধন; আর

১১। ইহা দ্বারা আবশ্যকীয় জলপাত্রাদিরও বিধান করা হইল।

১২। সন্ন্যাস অবলম্বন কালে।

১৩। অর্থাৎ, অগ্রে দেখিয়া পশ্চাৎ পাদবিক্ষেপ করিবেন, কারণ যাহাতে পদে না পতিত হন, এবং জীবাদি না মরে।

১৪। অর্থাৎ, বস্ত্রদ্বারা ছেঁকিয়া।

১৫। অর্থাৎ, সম্যক্ বিচার করিয়া।

১৬। অভিশপ্ত ও পতিতাদি।

১৭। অর্থাৎ, এই গৃহে যাইলে ভিক্ষা পাইব, পূর্ব্বে এরূপ অভিপ্রায় যে সকল গৃহের উদ্দেশে ছিল না।

১৮। জলপ্রোক্ষণাদি দ্বারা।

১৯। বিষ্ণু, ব্রহ্মা, সূর্য্য ও প্রাণীদিগকে।

ইহাদিগের দমন, মোক্ষ। সেই হেতু মুনি আমাতে ভক্তি দ্বার ষড়্‌ইন্দ্রিয় জয় করত ক্ষুদ্র অভিলাষ সকল হইতে বিরক্ত হইয় আত্মাতে মহৎ সুখ লাভ করিয়া বিচরণ করিবেন। ভিক্ষার জন্য নগর, গ্রাম, ব্রজ ও সার্থ[২০] সকলে প্রবেশ করত পুণ্য-দেশ নদী-পর্ব্বত-বন-আশ্রম-শালিনী পৃথিবী পর্য্যটন করিবেন। বান প্রস্থদিগের আশ্রম সকলে পুনঃ পুনঃ ভিক্ষা করিবেন; (যেহেতু শিলবৃত্তি দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন[২১] দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব ও নিবৃত্ত-মোহ হইয় মুক্ত হইবেন। এই দৃশ্যমান (মিষ্টান্নাদি) বস্তুরূপে দর্শন করিবে না; (কারণ ইহা) নাশ পাইবে; (অতএব) ইহ ও পর লোকে অসক্তচেতা হইয়া তন্নিমিত্তক কার্য্য হইতে বিরত হইবেন মন, বাক্য ও প্রাণ দ্বারা এই যে জগৎ আত্মাতে বিরচিত হই য়াছে, ইহাকে; অহঙ্কারাস্পদ শরীরকে; এবং তজ্জন্য সমু দায় সুখকে "মায়া" এই বিবেচনা করিয়া ত্যাগ করত আত্ম নিষ্ঠ হইয়া (আর) তাহাকে চিন্তা করিবেন না। মুমুক্ষু হইয়া (যিনি) জ্ঞাননিষ্ঠ, কিম্বা (মুক্তি বিষয়ে) অপেক্ষা শূন্য মদীয় ভক্ত (হন, তিনি) চিহ্ন[২২]-সহিত আশ্রম সকল পরিত্যাগ করিয়া বিধিসমূহের কিঙ্কর না হইয়া আচরণ করি বেন। বিবেকী হইয়া(ও) বালকের ন্যায় ক্রীড়া করি বেন;[২৩] নিপুণ হইয়া(ও) জড়ের ন্যায় আচরণ করিবেন পণ্ডিত হইয়া(ও) উন্মত্তের ন্যায় বাক্য বলিবেন; বেদনিষ্ঠ হইয়া(ও) গোচর্য্যা[২৪] আচরণ করিবেন। কর্ম্মকাণ্ড ব্যাখ্যা-

---

২০। যাত্রিকগণের দল। ২১। অর্থাৎ, ঐ বানপ্রস্থদিগের অন্ন।

২২। আশ্রমবিশেষে ধার্য্য দণ্ডাদি বিশেষ বিশেষ চিহ্ন।

২৩। অর্থাৎ, মানাপমান-শূন্য হইয়া।

২৪। অর্থাৎ, নিয়মশূন্য হইয়া আচরণ করিবেন।

করণাদিতে নিষ্ঠ ; শ্রুতি-স্মৃতি-বিরুদ্ধ অর্থের অনুষ্ঠানকর্ত্তা; এবং কেবল তর্কেই নিষ্ঠাসম্পন্ন হইবেন না ; প্রয়োজনশূন্য বিবাদে কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবেন না। ধীর ব্যক্তি লোক হইতে উত্ত্যক্ত হইবেন না ; এবং লোককেও উত্ত্যক্ত করিবেন না। দুর্ব্বাক্য সকল সহ্য করিবেন ; কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না ; দেহকে উদ্দেশ করিয়া পশুর ন্যায় কাহারও শত্রুতা করিবেন না। যেমন চন্দ্র নানা জলপাত্রে, তেমনি একমাত্র পর আত্মা ভূতগণে ও নিজ দেহে অবস্থিতি করিতেছেন ; সমুদায় ভূত একাত্মক [২৫]। বুদ্ধিমান্ সময়ে সময়ে কখনও খাদ্য না পাইলে বিষণ্ণ হইবেন না ; পাইলে(ও) হৃষ্ট হইবেন না ; উভয় [২৬] দৈবের অধীন। আহারের নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন ; (কারণ) তাঁহার প্রাণ-ধারণ কর্ত্তব্য ; (যে হেতু) তদ্দ্বারা তত্ত্ববিচার করিবেন; তাহা [২৭] জানিয়া মুক্ত হইবেন। মুনি যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অন্ন, শ্রেষ্ঠই হউক্, অপকৃষ্টই হউক্, ভোজন করিবেন ; এইরূপ বস্ত্র, এবং এইরূপ শয্যা(ও), যেমন যেমন পাইবেন, ব্যবহার করিবেন। জ্ঞাননিষ্ঠ (ব্যক্তি) বিধিবিধানহেতু শৌচ, আচমন, স্নান ; বা অন্যান্য নিয়ম সকলও আচরণ করিবেন না; যেমন ঈশ্বর আমি, তেমনি লীলাপূর্ব্বক (অনুষ্ঠান করিবেন।) তাঁহার ভেদজ্ঞান নাই ; যাহাও ছিল, (সেও) জ্ঞান দ্বারা হত হইয়াছে, যত দিন দেহের অন্ত না হয়, তত দিন কখন কখনও প্রতীতি (হয় ;) তাহার পরে আমার সহিত মিলিত হন। যে পণ্ডিত দুঃখ-পরি-

২৫। অতএব, আত্মদৃষ্টি এবং দেহদৃষ্টি, উভয়দৃষ্টিতেই কাহাকেও অবজ্ঞা করা হইতে পারে না।

২৬। পাওয়া এবং না পাওয়া।

২৭। অর্থাৎ, তত্ত্ব।

গামি কাম সকলে নির্ব্বিণ্ণ হইয়াছেন, (তিনি যদি) মদীয় ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা না করিয়া থাকেন, (তাহা হইলে) মুনিকে গুরু আশ্রয় করিবেন। শ্রদ্ধাবান্-হইয়া, এবং অসূয়াকারী না হইয়া, যত দিন ব্রহ্ম না জানিতে পারেন, তত দিন, আমার স্বরূপ দেখিয়া, ভক্তি ও আদরপূর্ব্বক গুরুর সেবা করিবেন। যিনি ইন্দ্রিয় জয় করেন নাই; প্রচণ্ড ইন্দ্রিয়কে সারথি করিয়াছেন; এবং জ্ঞান-বৈরাগ্য-হীন হইয়াছেন; অথচ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াছেন, (এতাদৃশ) ধর্ম্মবিঘাতী (ব্যক্তি) দেবতাদিগকে, আত্মাকে, এবং আত্মস্থ আমাকে বঞ্চনা করেন; এবং অসম্পূর্ণাভিলাষ হইয়া ইহ ও পরলোক হইতে চ্যুত হন। ভিক্ষুকের ধর্ম্ম শম ও অহিংসা; বাণ-প্রস্থের (ধর্ম্ম) তপশ্চর্য্যা; গৃহীর (ধর্ম্ম) ভূত ও রাক্ষসদিগকে বলিদান করা; দ্বিজের (ধর্ম্ম) আচার্য্যের সেবা করা। ব্রহ্ম-চর্য্য, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, এবং ভূতগণের প্রতি সৌহার্দ্দ ঋতুকালে গমন করিতে উদ্যুক্ত গৃহস্থের (ধর্ম্ম;) আমার উপাসনা সকলের (ধর্ম্ম)।

সকল ভূতে আমাকে ভাবনা করত অন্যকে ভজনা না করিয়া যিনি স্বধর্ম্মানুসারে নিত্য আমাকে ভজনা করিবেন, তিনি মদ্বিষয়িণী দৃঢ়াভক্তি প্রাপ্ত হইবেন। হে উদ্ধব! অন-পায়িনী ভক্তি দ্বারা তিনি সর্ব্বলোকের মহেশ্বর সকলের উৎ-পত্তি ও নাশের প্রবৃত্তিস্থান, কারণরূপী, বৈকুণ্ঠনিবাসী আমাকে লাভ করিবেন।

এইপ্রকার স্বধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্ব শুদ্ধ হওয়াতে আমার গতি জানিতে পারিয়া, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ও বিরক্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হন। বর্ণ-আশ্রম-ধারীদিগের এই (যে) আচার-লক্ষণ

ধর্ম্ম, ইহাই মদীয়-ভক্তির সহিত হইয়া শ্রেষ্ঠ মুক্তিসাধক (হয়)। হে সাধো! যেপ্রকারে নিজধর্ম্মসংযুক্ত হওয়াতে ভক্ত হইয়া পরমেশ্বর আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে, তুমি আমাকে (এই) যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমাকে এই তাহা কহিলাম।

যতি-ধর্ম্ম-নির্ণয় নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ঊনবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যিনি অনুভব-পর্য্যন্ত-শাস্ত্র-সম্পন্ন, (অতএব) আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কেবল পরোক্ষ-জ্ঞান-শালী নহেন, তিনি ইহাকে[১] মায়ামাত্র জানিয়া জ্ঞানকে ও জ্ঞানের সাধনকে আমাতে সমর্পণ করিবেন[২]। আমিই জ্ঞানীর অভিমত অপেক্ষিত স্বার্থ, ফল ও হেতু; এবং অভ্যুদয় ও মুক্তি; আমা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম (তাঁহার) প্রিয় নহে। জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত ব্যক্তি সকল আমার শ্রেষ্ঠ পদ জানিয়াছেন; যেহেতু জ্ঞানী জ্ঞান দ্বারা আমাকে ধারণ করেন; অতএব ইনি আমার প্রিয়তম। জ্ঞানের লেশ দ্বারা যে শুদ্ধি (উৎপন্ন হয়,) তপস্যা, তীর্থসেবা, জপ, দান, এবং অন্যান্য পবিত্র পদার্থ সকল সে (শুদ্ধি) সম্পূর্ণরূপে উৎপাদন করিতে পারে না।

১। এই দ্বৈত; এবং এই দ্বৈত-নিবর্ত্তক জ্ঞানকে।
২। ইহা রই নাম বিদ্বান্ সন্ন্যাসী।

অতএব উদ্ধব! যত দূরে জ্ঞানে পর্য্যবসিত হন, নিজ আত্মাকে ততদূর জানিয়া জ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন ও ভক্তিপূরিত হইয়া আমাকে ভজনা কর। মুনিগণ সর্ব্বযজ্ঞপতি আত্মা আমাকে জ্ঞানবিজ্ঞানময় যজ্ঞ দ্বারা আত্মাতে যাগ করিয়া সিদ্ধিস্বরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উদ্ধব! যে ত্রিবিধ বিকার [৩] তোমাকে আশ্রয় করিয়াছে, (সে) মায়া; যে হেতু মধ্যে উপস্থিত হইতেছে, আদিতে, অবসানে (থাকিতেছে না! [৪] অতএব) যখন ইহার [৫] এই জন্মাদি সকল রহিয়াছে, তখন ইহার কি তোমার? ভ্রমের আদিতে ও অগ্রেতে যাহা থাকে, [৬] মধ্যেতে তাহাই।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে বিশ্বমূর্ত্তে! বিশুদ্ধ এই জ্ঞান যে প্রকারে নিশ্চিত, বৈরাগ্য-বিজ্ঞান-সংযুক্ত ও পুরাণ হয়, বল। (ব্রহ্মাদি) মহৎব্যক্তিগণের অন্বেষণীয় ত্বদীয় ভক্তিযোগ (বল।) হে ঈশ্বর! ঘোর সংসারপথে তাপত্রয় দ্বারা অভিহত, (অতএব) সংতপ্যমান ব্যক্তির পক্ষে চতুর্দ্দিকে অমৃতবর্ষণকারী ত্বদীয় পাদযুগল রূপ আতপত্র হইতে, অন্য শরণ দেখি না। সংসারকূপে পতিত, কালসর্প কর্ত্তৃক দষ্ট, (তথাপি) ক্ষুদ্রসুখে সাতিশয় তৃষ্ণাসম্পন্ন এই ব্যক্তিকে অনুগ্রহপূর্ব্বক উদ্ধার কর; হে মহানুভাব! অপবর্গবোধক বাক্য সকলের দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সিঞ্চন কর।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বে ধার্ম্মিকগণের

৩। আধ্যাত্মিকাদি। অর্থাৎ, দেহাদি।

৪। যেমন, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম। এস্থলে সর্পটা ভ্রমের পূর্ব্বে ছিল না, ভ্রমের অবসানেও থাকিতেছে না।

৫। অর্থাৎ, দেহাদি-বিকারের।

৬। যেমন, রজ্জুতে সর্প-ভ্রম স্থলে রজ্জু। ভ্রমের আদিতে রজ্জু ছিল; ভ্রমের অবসানে রজ্জুই রহিতেছে। অতএব ভ্রমকালে সেই রজ্জুই বাস্তবিক ছিল; সর্পটা যে উপস্থিত হইয়াছিল, সেটা ভ্রান্তি।

শ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে, আমাদিগের সকলের সম্মুখে ইহা এইপ্রকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভারত যুদ্ধ শেষ হইলে পর বন্ধু-নিধনজন্য কাতর হইয়া বহু ধর্ম্ম শ্রবণ করত পশ্চাৎ মোক্ষধর্ম্ম সকল জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। ভীষ্মের মুখ হইতে শ্রুত; জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি দ্বারা বর্দ্ধিত সেই সকল ধর্ম্ম আমি তোমাকে বলিব।

যদ্দ্বারা নয়, একাদশ, পঞ্চ ও তিন তত্ত্ব[৭] সকলকে ভূতনিকরে অনুগত, এবং এককে এই সকলেও (অনুগত) দর্শন করিবে, উহাই জ্ঞান, আমার নিশ্চিত। যে (জ্ঞান) দ্বারা (পূর্ব্বে সকলকে) যে একের সহিত (অনুগত দেখিয়া ছিলেন, তদ্দ্বারা) যখন সেপ্রকার (না দেখিবেন, তখন) ইহাই বিজ্ঞান (হইবে।) সাবয়ব পদার্থ সকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও নাশ দর্শন করিবে[৮]। যাহা আদিতে, অন্তে, ও মধ্যে কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে অনুগত হয়,[৯] তাহাকে পুনর্ব্বার তথায় লইয়া যাইবে[১০]; যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,[১১] তাহাই সৎ। বেদ;

৭। প্রকৃতি, পুরুষ মহৎ, অহঙ্কার ও গন্ধরসাদি পঞ্চ তন্মাত্র; এই "নয়"; হস্ত পদাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়; চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়; আর মন; এই "একাদশ;" স্থূল পৃথিব্যাদি "পঞ্চ;" আর সত্ত্বাদি তিন গুণ; এই "তিন" তত্ত্ব।

৮। অর্থাৎ, "পদার্থ সকল বিরুদ্ধ-বুদ্ধিযুক্ত; কারণ সাবয়ব বলিয়া ইহাদিগের উৎপত্ত্যাদি আছে; যেমন ঘটাদির"। এইরূপ তর্ক করিয়া বুঝিবে।

৯। "আদিতে" অর্থাৎ, উৎপত্তি-সময়ে, এবং "অন্তে" অর্থাৎ, অন্য প্রকার পরিণাম প্রাপ্ত হইলে পর; কারণ রূপে; এবং "মধ্যে" আশ্রয়রূপে যে পদার্থ যাহার অনুগত হইবে; যেমন;—মহৎতত্ত্ব অহঙ্কারের অনুগত।

১০। অর্থাৎ, যে পদার্থের যে পদার্থ কারণ ও আশ্রয়, তাহাকে সেই পদার্থে লইয়া মিশাইবে।

১১। অর্থাৎ, এইরূপে সমস্ত পদার্থ এক এক করিয়া পরস্পরে লয় হইলে পর যাহা "অবশিষ্ট থাকিবে"; অর্থাৎ, পদার্থান্তরে বিলীন হইবে না।

প্রত্যক্ষ; মহাজন-প্রসিদ্ধি; আর অনুমান [১২]; (এই) চারি (প্রমাণ।) এই সকল প্রমাণের সহিত বাধ হওয়াতে তিনি বিকল্প [১৩] হইতে বিরক্ত হন। কর্ম্ম সকল পরিণামি এই বলিয়া পণ্ডিত ব্যক্তি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত (যাবতীয় লোকের অদৃষ্ট (সুখকেও) দৃষ্ট (সুখের) ন্যায় দুঃখস্বরূপ, নশ্বর দেখিবেন। হে অনঘ! পূর্ব্বেই সন্তোষ-অনুভবকারী তোমাকে ভক্তিযোগ বলিয়াছি; পুনর্ব্বার আমার ভক্তি একমাত্র কারণ বলিব;—নিরন্তর [১৪] আমার অমৃত কথা শ্রদ্ধা; আমার অনুকীর্ত্তন; আমার পূজায় পরিনিষ্ঠা; স্তুতি বাক্যসকলের দ্বারা (আমার) স্তবকরণ; (আমার) পরি চর্য্যায় আদর; সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা (আমার) বন্দন; আমা ভক্তদিগের অধিক পূজা; সর্ব্ব ভূতে আমায় বোধ করা আমার নিমিত্ত লৌকিকী ক্রিয়া; বাক্য দ্বারা [১৫] আমার গুণ কথন; আমাতে মনঃসমর্পণ; সর্ব্ব অভিলাষ পরিবর্জ্জন; আমার নিমিত্ত অর্থ, ভোগ ও সুখ [১৬] পরিত্যাগ; (আর) আমার নিমিত্ত যে যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত ও তপস্যা। হে উদ্ধব! এইপ্রকার ধর্ম্ম সকলের দ্বারা আত্মনিবেদনকারী মনুষ্যদিগের

১২। "নানা কিছুই নাই," ইত্যাকার "বেদ"। "বস্ত্রাদিকার্য্য সূত্রাদি ব্যতিরেকে দৃষ্ট হয় না; এইরূপ চৈতন্য ব্যতিরেকে কোন কার্য্যই দৃষ্ট হয় না" ইত্যাকার "প্রত্যক্ষ"। জ্ঞানী ব্যক্তিরা কহিয়া থাকেন, যে, "ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য নাই" ইত্যাকার মহাজন-প্রসিদ্ধি। "বিরুদ্ধ-বুদ্ধিহেতু প্রতিভাত বিশ্ব মিথ্যা; কারণ দৃশ্য; যেমন শুক্তিতে রজত" ইত্যাকার অনুমান।

১৩। "তিনি" অর্থাৎ, জ্ঞানী। "বিকল্প" অর্থাৎ, দেহাদি।

১৪। পরে বক্ষ্যমাণ সমুদায় কারণ গুলিরই বিশেষণ।

১৫। লৌকিক বাক্য দ্বারাও।

১৬। মদ্ভজনের বিরোধি "অর্থ"। "ভোগ" অর্থাৎ ভোগের ক চন্দনাদি। "সুখ" অর্থাৎ পুত্রপালনাদি।

[আ]মাতে ভক্তি জন্মে; অন্য কোন্ অর্থ[১৭] ইহাঁর অবশিষ্ট থাকে ? [য]খন শান্ত ও সত্ত্বগুণ দ্বারা পরিপূরিত চিত্ত আত্মাতে অর্পিত [হ]য়, তখন) ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়। [য]খন চিত্ত উহার বিকল্পে আর্পত হইয়া ইন্দ্রিয় সকলের [দ্বা]রা পরিধাবিত হয়, (তখন অধিকতর) রজঃপরিপূর্ণ এবং [অ]সন্নিষ্ঠ হইয়া থাকে; জানিবে, তাহা হইতে (অধর্ম্মাদি) [প]র্য্যায়: (যাহা) আমাতে ভক্তি উৎপাদন করে, (তাহাই) [ধর্ম্ম]; সেই হেতু প্রকৃষ্টরূপে কথিত হইয়াছে[১৮]। ঐকাত্ম্য-দর্শন [জ্ঞা]ন; গুণগণে সঙ্গহীনতা বৈরাগ্য; এবং অণিমাদি ঐশ্বর্য্য।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে শত্রুকর্ষণ! যম কয়প্রকার কথিত [হ]ইয়াছে? নিয়মই বা (কতিবিধ?) হে কৃষ্ণ! শম কি? দম [কি]? প্রভো! ধৈর্য্য কি? তিতিক্ষা কি? দান কি? [ত]পস্যা কি? শৌর্য্য কি? সত্য ও ঋত কাহাকে কহে? [ত্য]াগ কি? ইষ্ট ধন কি? যজ্ঞ কি? দক্ষিণা কি? হে শ্রীমন্! [পু]রুষের বল কি? হে কেশব! দয়া কি? লাভ কি? [উ]ৎকৃষ্টা বিদ্যা, লজ্জা ও শ্রী কি? সুখ কি? দুঃখই [বা] কি? পণ্ডিত কে? মূর্খ কে? পথ কি? উৎপথই বা কি? [স্ব]র্গ কি? নরকই বা কি? বন্ধু কে? গৃহই বা কি? ধনী কে? [দ]রিদ্রই বা কে? কৃপণ কে? ঈশ্বর কে? হে সাধুদিগের [প]তি! আমার এই সকল প্রশ্ন ব্যাখ্যা কর; বিপরীত [স]কলও[১৯] (বল।)

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য,[২০] অসঙ্গ,

১৭। স্বর্গাদি।　　১৮। শাস্ত্র সকলে।

১৯। "শম" নহে কি? "দম" নহে কি? ইত্যাদি।

২০। মনোদ্বারাও পরের দ্রব্য গ্রহণ না করা।

লজ্জা, অসঞ্চয়, স্বধর্ম্মে বিশ্বাস, ব্রহ্মচর্য্য, মৌন, স্থৈর্য্য, ক্ষমা ও ভয়[২১]; আর শৌচ,[২২] জপ, তপস্যা; হোম, শ্রদ্ধা, আদর, আতিথ্য, আমার অর্চ্চনা, তীর্থপর্য্যটন, পরের নিমিত্ত চেষ্টাকরণ, তুষ্টি, এবং আচার্য্যের সেবাকরণ;[২৩] উভয়ের[২৪] এই দ্বাদশটী যম ও নিয়ম বলিয়া জানিত। তাহারা (এইসকল) সেবিত হইয়া অভিলাষ অনুসারে পুরুষদিগকে ফলদান করে। আমাতে বুদ্ধির নিষ্ঠতা শম; ইন্দ্রিয়-সংযম দম; দুঃখ-সহন তিতিক্ষা; জিহ্বা-ও-উপস্থ-জয়[২৫] ধৈর্য্য; দণ্ড-পরিত্যাগ[২৬] পরম দান। কাম-বিসর্জ্জন তপস্যা বলিয়া জানিত। স্বভাব-বিজয় বীরতা; সমদর্শন সত্য; কবিগণ কর্তৃক পরিকীর্ত্তিত সত্য বাক্যও (সত্য[২৭];) কর্ম্মে অনাসক্তি শৌচ[২৮]; সন্ন্যাস ত্যাগ কথিত হইয়া থাকে[২৯]। ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের ইষ্ট-ধন; পরমেশ্বর আমিই যজ্ঞ[৩০]; জ্ঞানোপদেশ দক্ষিণা; প্রাণায়াম উৎকৃষ্ট-বল; আমার ঐশ্বর্য্যাদি ষাড়্গুণ্য ভাগ্য;

২১। এই দ্বাদশটী "যম" একটী কবিতায় উল্লেখ করা হইল।

২২। দুই-প্রকার;—(১) বাহ্য; (২) আভ্যন্তরিক।

২৩। এই দ্বাদশটী "নিয়ম" আর একটী কবিতায় উল্লেখ করা হইল।

২৪। অর্থাৎ, প্রবৃত্ত, আর, নিবৃত্ত ব্যক্তিদিগের।
কেহ কেহ বলেন, দুইটী কবিতায় যাহা বলা হইল।

২৫। "জয়" অর্থাৎ, বেগ-ধারণ।

২৬। অর্থাৎ, কোন জীবের দণ্ড না করা।

২৭। ঋত ও সত্যের ভেদ করা হইল।

২৮। ক্রম-অনুসারে বলিতে হইলে এস্থলে "ত্যাগ" বলা উচিত ছিল তাহা না বলিয়া "শৌচ" বলিলেন; কারণ, মলত্যাগরূপ "শৌচের" ত্যাগের সহিত অভেদতা আছে।

২৯। সন্ন্যাস, অর্থাৎ, আশ্রমাদি-পরিত্যাগ।

৩০। অর্থাৎ, আমাকে বোধ করিয়াই যজ্ঞ করিবে; কর্ম্ম বোধ করিয়া করিবে না।

আমাতে ভক্তি উত্তম লাভ[৩১]; আত্মাতে ভেদের বাধ
বিদ্যা[৩২]; অকর্ম্মে হেয়তাদর্শন লজ্জা; অপেক্ষাহীনতাদি
গুণরাজি শ্রী; সুখ-দুঃখের অতিক্রম সুখ; বিষয়ভোগের
আকাঙ্ক্ষা দুঃখ; বন্ধ-মোক্ষ-বেত্তা পণ্ডিত; দেহাদিতে অহং-
বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি মূর্খ। যাহা আমাকে পাওয়ায়, সেই পথ[৩৩]
বলিয়া জানিত। চিত্তের বিক্ষেপ উৎপথ[৩৪]; সত্ত্বগুণের
উদ্রেক স্বর্গ; তমোগুণের উদ্রেক নরক। সখে! গুরু বন্ধু;
আমিই (সেই গুরু।) মনুষ্যশরীর গৃহ; গুণাঢ্যই আঢ্য।
যিনি অসন্তুষ্ট, (তিনিই) দরিদ্র; যিনি অজিতেন্দ্রিয় (তিনিই)
কৃপাচ্য; যাঁহার চিত্ত বিষয়সমূহে অনাসক্ত, (তিনিই) ঈশ্বর;
বিষয়গণে যাঁহার আসক্তি, (তিনি উহার) বিপরীত।

হে উদ্ধব! তোমার এই সকল প্রশ্ন সমুদায় উত্তমরূপে[৩৫]
ব্যাখ্যা করিলাম। গুণ ও দোষের লক্ষণ আর অনেক বর্ণন
করিবার প্রয়োজন কি?—গুণ-দোষ-দর্শন দোষ; আর
উভয়-(দর্শন-) পরিত্যাগ গুণ।

মঙ্গল সকলের ভেদ-নির্ণয় নামক ঊনবিংশ
অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

৩১। "দয়া" লোকে প্রসিদ্ধই আছে। ক্রমানুসারে "লাভ" ব্যাখ্যা
উপস্থিত হইলে, লোকে লাভের সহিত ভাগ্যের অভেদ-প্রসিদ্ধি
হেতু ভাগ্যও ব্যাখ্যা করিলেন। ৩২। সকল জ্ঞানই বিদ্যা নহে।
৩৩। অর্থাৎ, নিবৃত্তি-পথ। ৩৪। প্রবৃত্তি-পথ।
৩৫। যেরূপে মোক্ষের উপযোগী হয়, সেইরূপ করিয়া।

বিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে পদ্মনয়ন! বিধি এবং নিষেধ; ঈশ্বর তোমার ইত্যাকার আজ্ঞারূপ বেদ কর্ম্ম সকলের গুণ দোষে; বর্ণ ও আশ্রম সকলের ভেদে; প্রতিলোমানুলোম (গুণ-দোষে;) দ্রব্য, দেশ, বয়ঃক্রম ও কালে; আর স্বর্গ নরকে দৃষ্টি রাখে[১]। গুণ-দোষ-ভেদে দৃষ্টি ভিন্ন তোমা বিধিনিষেধরূপ বাক্য কিপ্রকারে (সম্ভবে?) মনুষ্যদিগের মুক্তি কিরূপে (হয়[২]?) হে ঈশ্বর! অনুপলব্ধ অর্থে[৩]; এবং সাধ্যে আর সাধনেতেও[৪] তোমার (বাক্যরূপ) বেদ পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণের শ্রেষ্ঠ চক্ষু। গুণদোষ-ভেদে দৃষ্টি তোমা

১। পূর্ব্ব অধ্যায়ের শেষে বলা হইয়াছে যে, গুণ-দোষ-দর্শন দোষ আর উভয়-দর্শন-পরিত্যাগ গুণ। সেই বাক্য সঙ্গত নহে, এই বলিব জন্য বলা হইতেছে যে, বেদ তোমারই আজ্ঞা; কিন্তু বেদেও গুণ-দো নির্দ্ধারণ রহিয়াছে।

উত্তম বর্ণা স্ত্রীতে নিকৃষ্ট বর্ণ পুরুষ কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান "প্রতি লোম",—সূত প্রভৃতি। আর নিকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে উত্তমবর্ণ পুরুষ কর্তৃ উৎপাদিত সন্তান "অনুলোম;"—অম্বষ্ঠাদি। বেদে বলে "জানি অনুলোমেরা সৎ; আর প্রতিলোমেরা অসৎ।

আরও বেদে বিশেষ বিশেষ দ্রব্য ও কালাদির, কার্য্যে উপযোগিতা অনুপযোগিতা নির্দ্ধারণ করা আছে।

২। অর্থাৎ, বিধি ও নিষেধ যদি না মানা যায়, তাহা হইলে লোকে মুক্তিও সম্ভবে না; কারণ এবিষয়ে বেদে বিধি আছে, যে "আত্মাকে ম ও শ্রবণ করিতে হইবে"। আর নিষেধ আছে, যে "অনেক শব্দ চি করিবে না"।

৩। মোক্ষ ও স্বর্গাদিতে।

৪। এই বিষয় ইহার সাধ্য, আর এই বিষয় ইহার অসাধ্য, ইহা নি করিতে।

আজ্ঞা হইতে; নিজে নহে; আবার ভেদের অপবাদও তোমার আজ্ঞা হইতে; এই (আমার) ভ্রম।

শ্রীভবান্ কহিলেন, মনুষ্যগণের শ্রেয়ঃ-সাধনেচ্ছায় আমি তিন যোগ কহিয়াছি;—জ্ঞান; কর্ম্ম; এবং ভক্তি;—কোথাও অন্য উপায় নাই। দুঃখ বোধ করত সংসারে কর্ম্ম সকলের ফলসমূহে বিরক্ত; (অতএব কর্ম্ম-)পরিত্যাগকারীদিগের জ্ঞান যোগ; এবং সেই সকলে দুঃখ-বুদ্ধি-শূন্য, (সেই হেতু) উহাদিগের ফল সকলে অবিরক্তদিগের কর্ম্মযোগ (সিদ্ধি-দায়ক। আর,) কোনও ভাগ্যোদয়ক্রমে যে পুরুষের মদীয় কথাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; কর্ম্মফলে বিরক্তও নহেন, অতিশয় আসক্তও নহেন; তাঁহার ভক্তিযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যত দিন কর্ম্ম-ফলে বিরক্ত না হইবে, অথবা মদীয় কথাশ্রবণাদিতে যত দিন শ্রদ্ধা না জন্মিবে, তত দিন কর্ম্ম সকল করিবে। হে উদ্ধব! ফলকামনা না করিয়া যজ্ঞ সকলের দ্বারা যাগকারী স্বধর্ম্মস্থ ব্যক্তি যদি অন্য আচরণ না করেন, (তাহা হইলে) স্বর্গেও যান না; নরকেও (যান না); [৫] (কিন্তু) স্বধর্ম্মস্থ, নিষিদ্ধত্যাগী এবং পবিত্র [৬] হইয়া এই দেহেই অবস্থিতি করত বিশুদ্ধ জ্ঞান, অথবা কোনও ভাগ্যোদয়ক্রমে আমাতে ভক্তি প্রাপ্ত হন [৭]। যেমন নার-কীরা, তেমনি স্বর্গবাসীরাও জ্ঞানের এবং ভক্তির সাধন এই দেহ

৫। কোনও ফলে কামনা নাই, সুতরাং স্বর্গে যান না। আর বিহিত কর্ম্মের অতিক্রম কিম্বা অবিহিত আচরণ করেন না, সুতরাং নরকেও যান না।

৬। অর্থাৎ, যাঁহার রাগাদি মলা নিবৃত্ত হইয়াছে।

৭। "হে উদ্ধব!" ইত্যাদি "প্রাপ্ত হন।" ইত্যন্তদ্বারা, কর্ম্মযোগী কি করিয়া জ্ঞান-ও-ভক্তি ভূমিতে আরোহণ করিবেন, তাহাই বলা হইল।

ইচ্ছা করেন; উভয়ই ঐ দুই সাধন[৮] করিতে পারে না। বিচক্ষণ মনুষ্য নারকী গতির ন্যায় স্বর্গগতিও প্রার্থনা করিবেন না; এই দেহও কামনা করিবেন না; দেহে আসক্তি হেতু স্বার্থ-বিষয়ে অবধান-শূন্য হন। ইহা জ্ঞাত হইয়া,[৯] এবং এই (দেহকে) অর্থের সিদ্ধিপ্রদ হইলেও, মর্ত্ত্য জানিয়া, সাবধান হইয়া মৃত্যুর পূর্ব্বেই তিনি মোক্ষের নিমিত্ত যত্ন করিবেন। যাহাতে নীড় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, নিজের আশ্রয় সেই বনস্পতিকে যমের ন্যায় নির্দ্দয় মনুষ্যগণ ছেদন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অনাসক্ত পক্ষী (উহাকে) পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চয়ই মঙ্গললাভ করে। দিবা ও রাত্রি সকল আয়ুঃছেদন করিতেছে, (ইহা) বুঝিয়া, ভয়হেতু জাত-কম্প হইয়া, আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক, পরমেশ্বরকে জানিয়া চেষ্টা পরিত্যাগ করিলে সুখী হন। সর্ব্ব ফলের মূল[১০], সুদুর্ল্লভ, (অথচ) সুলভ[১১], পটুতর, গুরুরূপ-কর্ণধার-বিশিষ্ট, মৎস্বরূপ অনুকূল বায়ু কর্ত্তৃক চালিত মনুষ্যদেহকে তরণি পাইয়া (যে) পুরুষ ভবসাগর পার না হন, তিনি আত্মঘাতী। যোগী যখন আরব্ধ কর্ম্ম সকলে নির্ব্বিণ্ণ ও বিরক্ত (হইবেন, তখন) ইন্দ্রিয়-সংযমন-পূর্ব্বক আত্মবিষয়িণী বৃত্তি বিস্তার দ্বারা মনকে একরূপে ধারণ করিবেন, যেন বিচলিত না হয়। ধার্য্যমান মন যদি শীঘ্র ভ্রমণে প্রবৃত্ত

৮। "উভয়" অর্থাৎ, স্বর্গিনারকি শরীর। "ঐ দুই" অর্থাৎ, জ্ঞান, আর ভক্তি।

৯। অর্থাৎ, এই মনুষ্য-দেহই জ্ঞান ও ভক্তির সাধন, ইহা জানিয়া।

১০। কারণ, ইহা দ্বারা উপার্জ্জিত কর্ম্ম সকলের দ্বারা সর্ব্ব-ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

১১। কোটি কোটি উদ্যম দ্বারাও প্রাপ্ত হওয়া যায় না; অথচ আবার অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হইয়া চঞ্চল হইয়া পড়ে, (তাহা হইলে) অনলস হইয়া কিঞ্চিৎ-কিঞ্চিৎ-বাসনা-পূরণ দ্বারা আত্মবশে আনিবেন। মনের গতি উপেক্ষা করিবেন না;[১২] প্রাণ-জয় ও ইন্দ্রিয়-জয়পূর্ব্বক সত্ত্বসম্পন্না বুদ্ধি দ্বারা মনকে আপন বশে আনিবেন। মনের এইপ্রকার দমনই পরম যোগ বলিয়া জানিত; যেমন (অশ্বধাবক) দমনীয় অশ্বের হৃদয়জ্ঞতা বারম্বার অপেক্ষা করে। তত্ত্ববিবেক দ্বারা অনুলোম এবং প্রতিলোমক্রমে সর্ব্ব-পদার্থের উৎপত্তি ও নাশ চিন্তা করিবেন;[১৩] যত দিন মন নিশ্চল না হয়। নির্ব্বিণ্ণ; (অতএব সংসারে) বিরক্ত; (সেই হেতু) গুরূপদিষ্ট আত্মার আলোচনাকারী পুরুষের মন চিন্তিত (গুরূপদেশের পুনঃ পুনঃ) চিন্তা দ্বারা দেহাদি অভি-মান পরিত্যাগ করে। মন, পরমাত্মাকে যমাদি যোগমার্গ সকল, আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, বা মদীয় অর্চ্চনা ও ধ্যানাদি দ্বারা চিন্তা করিবে; অন্য (উপায়) সকলের দ্বারা নহে। যোগী যদি প্রমাদ বশতঃ নিন্দিত কর্ম্ম করেন, (তাহা হইলে) জ্ঞানা-ভ্যাস দ্বারাই পাপ দাহ করিবেন; সে বিষয়ে কখনও অন্য (কিছু)[১৪] করিবেন না। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, সেই গুণ কথিত হইয়াছে। সঙ্গসকল ত্যাগ করাইবার ইচ্ছায়, এই গুণদোষবিধান দ্বারা, উৎপত্তিতে করিয়াই অশুদ্ধ-কর্ম্ম-

---

১২। অর্থাৎ, সর্ব্বদা সাবধান হইয়া দেখিবেন, মন কিপ্রকারে কোন্ পথে গমন করিতেছে, বা করিতে ইচ্ছা করিতেছে।

১৩। অনুলোমক্রমে উৎপত্তি; যেমন, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহৎ হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাত্র ইত্যাদি।
প্রতিলোম ক্রমে নাশ; যেমন—অহঙ্কার মহতে, মহৎ প্রকৃতিতে; ইত্যাদি-রূপে বিলীন হয়।

১৪। অর্থাৎ, প্রায়শ্চিত্তাদি।

সকলের সঙ্কোচ করা হইয়াছে। আমার কথাতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; (অতএব) সর্ব্ব কর্ম্মে উদাসীন হইয়াছেন; (কিন্তু যদ্যপিও) জানিয়াছেন যে, কাম সকল দুঃখাত্মক, তথাপি ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না; (এরূপ ব্যক্তি) শ্রদ্ধালু ও দৃঢ়নিশ্চয় [১৫] হইয়া পরে প্রীতিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবেন; সেই সকল দুঃখ-পরিণামি বিষয় ভোগ করিতে থাকিলেও নিন্দা করিবেন।

বিশেষ বিশেষ স্থলে যে ভক্তিযোগ কহিলাম, তদ্দ্বারা নিত্য আমাকে ভজনাকারী মুনির, আমি হৃদয়ে স্থিত হওয়াতে, হৃদ্গত সমুদায় কাম নাশ পায়। অখিলাত্মা আমি দৃষ্ট হইলে, ইহাঁর হৃদয়গ্রন্থি ত্রুটিত হয়; সমুদায় সংশয় ছিন্ন হয়; এবং সমুদায় কর্ম্ম নাশ পায়। অতএব সংসারে জ্ঞান বা বৈরাগ্য মদীয় ভক্তিযুক্ত মদাত্মক যোগীর প্রায় শ্রেয়ঃসাধন হইতে পারে না। যাহা কর্ম্মকাণ্ড ও তপস্যা দ্বারা; যাহা জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারা; (যাহা) যোগ ও দান দ্বারা; এবং (যাহা) অন্যান্য মঙ্গল-অনুষ্ঠান দ্বারাও (সিদ্ধ হয়,) মদীয় ভক্ত মদীয় ভক্তিযোগ দ্বারা (সে) সমুদায় অনায়াসে প্রাপ্ত হন; যদি বাঞ্ছা করেন, (তাহা হইলে) স্বর্গ, মুক্তি এবং বৈকুণ্ঠ (ও প্রাপ্ত হইয়াই থাকেন।) ভক্তিহেতু আমাতে প্রীতিযুক্ত, (অতএব) ধীমান্ সাধু সকল, আমি আত্যন্তিক কৈবল্য দান করিলেও, কিছু ইচ্ছা করেন না। আকাঙ্ক্ষা-হীনতাকেই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল, ও ফলের সাধন কহিয়াছেন; অতএব আকাঙ্ক্ষাশূন্য প্রার্থনাহীন ব্যক্তির(ই) মদীয় ভক্তি জন্মিবে। নিরন্ত-

১৫। ভক্তি দ্বারাই সকল হইবে, এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয়-সম্পন্ন।

রাগ, (অতএব) সমচেতা, (অতএব) প্রকৃতির পরবর্ত্তী ঈশ্বরকে প্রাপ্ত, আমাতে একান্ত ভক্তদিগের বিহিত-ও-প্রতিসিদ্ধ-কর্ম্ম-নিকর-জন্য পাপ পুণ্য সকল (হয় না।) আমা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট, আমাকে প্রাপ্ত হইবার এই প্রকার এই সকল উপায় (যাঁহারা) অনুষ্ঠান করেন, (তাঁহারা) কাল-মায়াদি-রহিত মদীয় লোক প্রাপ্ত হন ; এবং যাহা পরম ব্রহ্ম, (তাহা) জানিতে পারেন।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

একবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যাহারা আমাকে প্রাপ্ত হইবার এই সমুদায় ভক্তি-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক উপায় পরিত্যাগ করিয়া চঞ্চল ইন্দ্রিয় সকলের দ্বারা ক্ষুদ্র অভিলাষসমূহ সেবন করে, তাহারা সংসারে প্রবর্ত্তিত হয়। নিজ নিজ অধিকারে যে নিষ্ঠা, তাহাকেই গুণ বলা হইয়াছে ; বিপর্য্যয় দোষ হইবে ; উভয়ের নির্ণয় এই। হে অনঘ! "যোগ্য, কি অযোগ্য ?" এই-প্রকার সন্দেহ দ্বারা দ্রব্যের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মের জন্য, ব্যবহারের জন্য, এবং প্রাণরক্ষার জন্য একবিধ বস্তু সকলেও শুদ্ধি, অশুদ্ধি ; গুণ, দোষ ; এবং

শুভ, অশুভ বিধান করা হয়[১]। ধর্ম্মরূপ ভারবহনকারীদিগের[২] এই আচার আমি প্রদর্শন করিলাম। শরীরের আরম্ভক, আত্মার সহিত সংযুক্ত[৩] পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ; (এই) পঞ্চ, ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ভূতগণের কারণ। উদ্ধব! এই সকলের[৪] স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য[৫], একবিধ দেহসমূহেও বেদ দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নাম এবং রূপ সকল কল্পিত হইয়া থাকে। হে সাধুশ্রেষ্ঠ! কর্ম্মসকল সঙ্কোচ করিবার নিমিত্ত, আমি দেশকালাদি ভাব[৬] সকলের ও বস্তুসমূহের গুণ-দোষবিধান করিয়া থাকি। দেশ সকলের মধ্যে কৃষ্ণসার-বিহীন, (এবং) ব্রাহ্মণ-ভক্তশূন্য (দেশ) অশুচি হইবে। কৃষ্ণসার দ্বারা শ্রেষ্ঠ হইলেও, সৎপাত্র-বিহীন কীকট[৭], অপরিস্কৃত[৮] ও ঊষর (দেশ অশুচি।) দ্রব্যসম্পত্তিতে করিয়া, অথবা স্বভাবতঃ কর্ম্মযোগ্য[৯] কাল গুণবান্। যাহাতে কর্ম্ম নিবৃত্তি পায়[১০], এবং যাহা কর্ম্মের অযোগ্য বলিয়া জানিত[১১], সেই অশুদ্ধ (কাল)।

১। "ধর্ম্মের জন্য" শুদ্ধি ও অশুদ্ধি যথা;—এক বস্তু শুদ্ধ হইলে তদ্দ্বারা ধর্ম্ম হয়; আবার অশুদ্ধ হইলে, উহা দ্বারাই অধর্ম্ম হয়। "ব্যবহারের নিমিত্ত" গুণ ও দোষ যথা—অশুদ্ধেতেও রাজাদির ব্যবহার দেখা যায়। "প্রাণরক্ষার জন্য" শুভ অশুভ যথা;—চুরি করা অশুভ; কিন্তু প্রাণ-রক্ষার নিমিত্ত আবার যাবন্মাত্রে শরীর ধারণ হইতে পারে, তাবন্মাত্র চুরি করা শুভ।

২। অর্থাৎ, কর্ম্মেতে করিয়া মুগ্ধ ব্যক্তিদিগের।

৩। এই দুই বিশেষণ দ্বারা শরীরতঃ ও জীবতঃ সকলের পরস্পর সাম্য বলা হইল।

৪। অর্থাৎ, প্রাণী সকলের।

৫। অর্থাৎ, প্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিয়া পুরুষার্থ সাধন করিবার জন্য।

৬। অর্থাৎ, নিত্য পদার্থ।

৭। সৎপাত্র-বিহীন বঙ্গাদি।

৮। যবনভূম্যাদি।

৯। পূর্ব্বাহ্ণাদি।

১০। দ্রব্য না পাওয়ার বা রাষ্ট্র বিপ্লবাদির জন্য।

১১। সূতিকাশৌচাদি বশতঃ।

দ্রব্য, বচন, সংস্কার ; কিম্বা কাল ; অথবা মহত্ত্ব ও অল্পত্ব ; বা শক্তি, অশক্তি; কিম্বা বুদ্ধি ও সমৃদ্ধি দ্বারা দ্রব্যের শুদ্ধি এবং অশুদ্ধি হইয়া থাকে[১২]। (এই সকল দ্রব্যাদি) আত্মার প্রতি যে পাপ উৎপাদন করে, সে দেশ ও অবস্থা অনুসারেই যথাবৎ করিয়া থাকে। ধান্য, দারু,[১৩] অস্থি, [১৪] তন্তু; এবং রস,[১৫] তৈজস, ও চর্ম্মের ; আর পার্থিব পদার্থ[১৬] সকলের কাল, বায়ু, অগ্নি, মৃত্তিকা ও জল একত্রে বা একে একে (শোধক।) অপবিত্র (বস্তু) দ্বারা লিপ্ত বস্তু যাহা যাহা দ্বারা গন্ধ ও লেপ পরিত্যাগ করে, এবং পুনর্ব্বার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই তাবৎমাত্র শৌচ বিবেচিত হইয়া থাকে। স্নান, দান, তপস্যা, অবস্থা,[১৭] শক্তি, সংস্কার,[১৮] কর্ম্ম এবং আমার স্মরণ দ্বারা

১২। দ্রব্য দ্বারা শুদ্ধি, অশুদ্ধি যথা ;—জলাদি দ্বারা শুদ্ধি, আর মূত্রাদি দ্বারা অশুদ্ধি।

বচন দ্বারা যথা ;—"শুদ্ধ কি অশুদ্ধ?" কোনও বস্তুর উপর এরূপ সন্দেহ হইলে, যদি কোনও ব্রাহ্মণ বলেন, শুদ্ধ, তাহা হইলেই উহা শুদ্ধ ; আর যদি বলিলেন, অশুদ্ধ, তাহা হইলেই অশুদ্ধ হইল।

সংস্কার দ্বারা যথা ;—জলাদিসেক দ্বারা পুষ্পাদির শুদ্ধি, আর আঘ্রাণকরণাদি দ্বারা অশুদ্ধি।

কাল দ্বারা যথা ;—দশ দিনে নবজলাদির শুদ্ধি ; আর রাত্রি-অতি-ক্রমণ দ্বারা অন্নাদির অশুদ্ধি।

মহত্ত্ব অল্পত্বাদি দ্বারা যথা ;—ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনুসারে অন্ত্যজ ব্যক্তিগণের স্পর্শন দ্বারা জলাশয়াদির শুদ্ধি ও অশুদ্ধি।

শক্তি ও অশক্তি দ্বারা যথা ;—যিনি জ্ঞানী, তিনি শুদ্ধি অশুদ্ধি মানেন না।

বুদ্ধি দ্বারা যথা ;—দশাহের মধ্যে জানিয়া, যাঁহার পুত্র জন্মিয়াছে, তাঁহার অন্ন আহার করিলে অশুদ্ধি জন্মে ; দশাহের পর হইলে জন্মে না।

সমৃদ্ধি দ্বারা যথা ;—মলিন বস্ত্র ধনীর পক্ষে অশুদ্ধ, কিন্তু দরিদ্রের পক্ষে শুদ্ধ।

১৩। কাষ্ঠ ; বা গ্রহ ও চমসাদি।

১৪। গজদন্তাদি।

১৫। তৈলঘৃতাদি।

১৬। পথাদির কর্দ্দম ; এবং ঘটটাদির ইষ্টকাদি।

১৭। কৌমারাদি।

১৮। উপনয়নাদি।

আত্মার শৌচ (হয়; এইরূপে শুদ্ধ হইয়া) দ্বিজ কর্ম্ম আচরণ করিবেন। বিশেষ জ্ঞান, মন্ত্রের (শুদ্ধি;) আমাতে অর্পণ, কর্ম্মের শুদ্ধি; ছয়[১৯] দ্বারা ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়; (ছয়ের) বিপর্য্যয় অধর্ম্ম। বিধিবলে দোষও কখন গুণ, এবং গুণও দোষ হয়[২০]; এইপ্রকারে গুণদোষের নিয়ামক শাস্ত্রই ঐ উভয়ের ভেদকে বাধিয়া থাকে। একবিধ কর্ম্মেরই আচরণ পতিত ব্যক্তিদিগের পাতক নহে; পূর্ব্বস্বীকৃত সঙ্গ গুণ[২১]; শয়ান ব্যক্তি আর অধঃপতিত হয় না। যাহা যাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, তাহা তাহা হইতেই মুক্ত হইবে; এই ধর্ম্ম মনুষ্যদিগের শোক-মোহ-ভয়-নাশক মঙ্গল। গুণ বিবেচনা করাতে, তাহা হইতে বিষয় সকলে পুরুষের আসক্তি জন্মিবে; আসক্তি হইতে সেই সকলে অভিলাষ জন্মিবে; অভিলাষ হইতেই মনুষ্যগণের কলহ; কলহ হইতে দুর্ব্বিষহ ক্রোধ; অবিবেক উহার অনুবর্ত্তন করে। অবিবেক কর্ত্তৃক পুরুষের অনপায়িনী চেতনা শীঘ্র গ্রস্ত হয়। সাধো! উহা কর্ত্তৃক হীন হইয়া, জীব অসৎতুল্য হয়; তাহার পর মূর্চ্ছিততুল্য ও মৃততুল্য ইহার পুরুষার্থ-হানি হয়। যে ব্যক্তি বিষয়সকলে অভিনিবেশ হেতু আপনাকে এবং পরমাত্মাকে জানে না, (সে) বৃক্ষজীবনের ন্যায় বৃথা জীবন ধারণ, এবং ভস্ত্রার ন্যায় (বৃথা) নিশ্বাস প্রশ্বাস পরিত্যাগ করে। মনুষ্যগণের এই ফলশ্রুতি[২২] পরম পুরুষার্থপরা নহে; রুচি উৎপাদন করা ইহার উদ্দেশ্য; মোক্ষ উদ্দেশে

১৯। দেশ, কাল, দ্রব্য, কর্ত্তা, মন্ত্র ও কর্ম্ম।

২০। যেমন, প্রাণসংহার স্থলে চৌর্য্য গুণ; অন্য স্থলে দোষ।

২১। যেমন, ঋতুতে ভার্য্যা গমন করিবে। গৃহস্থের পক্ষে ইহা গুণ; কিন্তু যতির পক্ষে স্ত্রীগমন দোষ। ২২। অর্থাৎ, কর্ম্মফল-প্রতিপাদক বেদবাক্য।

বলা হইয়াছে; যেমন ঔষধে রুচি উৎপাদন করা। অভি-লষিত বস্তু; প্রাণ; এবং স্বজন; নিজের অনর্থের কারণী-ভূত (এই) সকলে স্বভাবতঃই মর্ত্ত্যদিগের মন আসক্ত। (অত-এব) পরম সুখকে জ্ঞাত নহে। (সুতরাং,) "বেদ যাহা বুঝাইবে, তাহাই মোক্ষ," যাহাদিগের এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছে; (এইরূপ হইয়া যাহারা) দেবাদি যোনিতে ভ্রমণ করিতেছে, (পরে) বৃক্ষাদি-যোনিতে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তাহাদিগকে বেদ (স্বয়ং) কি করিয়া আবার ঐ সকল (কামেতেই) প্রবর্ত্তিত করিবে? (বেদের) এই-রূপ অভিপ্রায় না জানিয়া কতকগুলিন কুবুদ্ধি কুসুমিতা[২৩] ফলশ্রুতি বিধান করিয়া থাকে; বেদজ্ঞেরা[২৪] (করেন না।) (যাহারা) কামী; (অতএব) কৃপণ; (সেই হেতু) লুব্ধ হইয়া পুষ্পকেই ফল বোধ করে,[২৫] (অতএব অগ্নিসাধ্য কর্ম্মে অভিনিবেশ দ্বারা বিবেকহীন হয়; (সেই-হেতু) ধূমমার্গ যাহাদিগের শেষে (রহিয়াছে,) তাহারা নিজ লোক জানে না। অহে! কর্ম্মই তাহাদিগের শাস্ত্র[২৬]; (সুতরাং) প্রাণই পরিতোষ করিয়া থাকে। যাঁহা হইতে, (অতএব) যিনি, এই জগৎ, তাহারা সেই হৃদিস্থিত আমাকে জানে না;[২৭] যেমন অন্ধকার দ্বারা আবৃত-চক্ষুঃ ব্যক্তি (নিকটস্থ পদার্থকেও দেখিতে পায়

২৩। অন্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলের প্ররোচনা দ্বারা দেখিতে রমণীয়া।

২৪। ব্যাসাদি।

২৫। অর্থাৎ, "পুষ্পস্বরূপ" আপাতমনোরম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলকেই পরম ফল বোধ করে। সুতরাং তাহারা কুবুদ্ধি।

২৬। অর্থাৎ, কথনীয়; কিম্বা পশু-হিংসা-সাধন।

২৭। "নিজ লোক কি?" তাহাই ব্যাখ্যা করা হইল। অর্থাৎ, আমিই নিজ লোক।

না।) বিষয়াত্মক সেই সকল খল "যদি হিংসাতে অনুরাগ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞেতেই (হিংসা করিবে;) বিধি নহে; [২৮] আমার এই অস্ফুট মত না জানিয়া, হিংসা-বিহারী হইয়া প্রাপ্ত পশু সকলের দ্বারা নিজসুখেচ্ছায় দেবতা, পিতৃ ও ভূতপতি-দিগের যাগ করে। স্বপ্নোপম, অসৎ, কর্ণপ্রিয় এই লোককে [২৯] মনে "অখিল মঙ্গল" কল্পনা করিয়া, বণিকের ন্যায়, অর্থ সকল পরিত্যাগ করে [৩০]। রজঃ-সত্ত্ব-তমোনিষ্ঠেরা রজঃ-সত্ত্ব-তমঃ-সেবী ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবতাদিগের উপাসনা করে; আমার যথাবৎ [৩১] (উপাসনা করে না।) "ইহ লোকে দেবতাদিগের যাগ করিয়া, স্বর্গে গমন করত বিহার করিব," (হৃদয়ে সেইরূপ কল্পনা করে;) উহার [৩২] অবসানে পুনরায় ইহ লোকেই মহাকুলোদ্ভব মহাগৃহস্থ হয়। উক্তপ্রকার পুষ্পিত বাক্য দ্বারা বিচালিতমনাঃ, অভিমানী, অতিলুব্ধ মনুষ্যদিগের আমার বার্ত্তাও ভাল লাগে না। ত্রিকাণ্ড-[৩৩]বিষয়ক এই সকল বেদ ব্রহ্মাত্মপর; [৩৪] মন্ত্রসকল পরোক্ষবাদক; পরোক্ষই আমার প্রিয়। শব্দ-ব্রহ্ম নিতান্ত দুর্ব্বোধ: [৩৫] প্রাণময়,

---

২৮। "ইহা অবশ্যই করিতে হইবে," হিংসায় এরূপ বিধি নাই।

২৯। অর্থাৎ, পর লোককে, "মঙ্গল" কল্পনা করিয়া; তাহাও আবার নিশ্চয় করিয়া নহে।

৩০। অর্থাৎ, কর্ম্ম করিয়া ক্ষয় করে।

৩১। ইন্দ্রিয় সকল আমার অংশ; সুতরাং ইন্দ্রিয় সকল সেবন করিলে যদিও আমার সেবা করা হইল বটে, তথাপি "যথাবৎ" অর্থাৎ যেরূপ উচিত, সেরূপ করে না; কারণ ভেদ দর্শন করিয়া থাকে।

৩২। অর্থাৎ, ভোগের।

৩৩। কর্ম্ম কাণ্ড; দেবতা কাণ্ড; ও ব্রহ্ম কাণ্ড।

৩৪। অর্থাৎ, "ব্রহ্মই আত্মা; সংসারী জীব আত্মা নহেন।" এই নির্দ্ধারণই ইহার উদ্দেশ্য।

৩৫। স্বরূপতঃ এবং অর্থতঃ। শব্দ ব্রহ্ম দুই প্রকার;—(১) সূক্ষ্ম; (২) স্থূল।

ইন্দ্রিয়ময় ও মনোময়;[৩৭] এবং সমুদ্রের ন্যায় অনন্ত-পার; গম্ভীর;[৩৮] ও দুর্ব্বিগাহ্য[৩৯]। ভূমা অনন্তশক্তি ব্রহ্ম আমা কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত হইয়া মৃণালসকলে ঊর্ণার ন্যায়, প্রাণিগণে নাদ-রূপে লক্ষিত হয়। যেমন ঊর্ণনাভি হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা ঊর্ণা বমন করে, তেমনি (প্রাণরূপে) বেদ-মূর্ত্তি, কিন্তু স্বয়ং অমৃত-ময় প্রাণোপাধিক হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবান্ নাদরূপ-উপাদান-সম্পন্ন হইয়া স্পর্শাদি-বর্ণ-সংকল্পকারী মনো দ্বারা (হৃদয়-) আকাশ হইতে বহুপথা; বক্ষঃ-ও-কণ্ঠাদি-সম্বন্ধ দ্বারা ব্যঞ্জিত স্পর্শবর্ণ,[৪০] স্বরবর্ণ,[৪১] উষ্মবর্ণ,[৪২] ও অন্তস্থ বর্ণ[৪৩] দ্বারা ভূষিতা; বিবিধ ভাষা[৪৪] দ্বারা বিস্তৃতা; উত্তরোত্তর চারি চারি অক্ষরে পরিবর্দ্ধিত ছন্দ সকলের[৪৫] দ্বারা চিহ্নিতা; (এইরূপে) অপারা বৃহতী[৪৬] সৃজন, এবং স্বয়ং সংহরণ করেন। গায়ত্রী,[৪৭] উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, জগতী, অতিছন্দ, অত্যষ্টি,

---

৩৭। এক্ষণে বলিতেছেন, সূক্ষ্ম শব্দব্রহ্ম স্বরূপতঃও দুর্ব্বোধ।

৩৮। কাল ও দেশতঃ পরিচ্ছিন্ন নহেন বলিয়া অর্থতঃও তাঁহার দুর্জ্ঞে-য়তা বলিতেছেন॥ "গম্ভীর" অর্থাৎ, যাঁহার অর্থ নিগূঢ়।

৩৯। অর্থাৎ, প্রবেশের যোগ্য নহে॥ বেদ যথা;—"শব্দ ব্রহ্মের চারি রূপ পণ্ডিতেরাই জানেন; কারণ, "পর" "পশ্যন্তী" "মধ্যম" এই তিন রূপ অভ্যন্তরে নিহিত। মনুষ্যেরা যাহা বলে, তাহা চতুর্থ বৈখরী নামক রূপ। তাহাও কেবল বলে মাত্র; তাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে।

৪০। ক বর্গ, চ বর্গ, ট বর্গ, ত বর্গ এবং প বর্গ।

৪১। অকারাদি ষোড়শ।

৪২। শ ষ স এবং হ। ৪৩। য র ল ব।

৪৪। বৈদিক ভাষা ও লৌকিক ভাষা।

৪৫। পরেই প্রদর্শন করা হইবে।

৪৬। অর্থাৎ, মুখ দ্বারা উচ্চারিত ব্যক্ত শব্দ।

৪৭। চতুর্ব্বিংশতি অক্ষরে গ্রথিতা॥ পরে উত্তরোত্তর যে সকল ছন্দ বলা হইতেছে, তাহার পরপরটী পূর্ব্ব পূর্ব্বটীর অপেক্ষা চারি চারিটী অধিক-তর অক্ষরে গ্রথিত।

অতিজগতী, এবং অতিবিরাট্ ; (বৃহতী, ইত্যাদি ছন্দ সকলের দ্বারা চিহ্নিতা।) কি বিধান করে [৪৮]; কি প্রকাশ করে ; [৪৯] কি বলিয়া, আবার তাহার অন্যথা করে ; আমি ভিন্ন ইহার [৫০] এইপ্রকার তাৎপর্য্য লোকে অন্য কেহ জানেন না। আমাকে বিধান করে ; আমাকে প্রকাশ করে ; এবং আমিই বাদীর তর্কিত-অর্থ-রূপে অভিহিত হইয়া প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কথিত তর্কান্তর দ্বারা নিরস্ত হই।

সকল বেদের অর্থ এই মাত্র ; বেদ আমাকে [৫১] আশ্রয় করত "ভেদ সকল মায়ামত্র" এই প্রতিপাদন করিয়া পরে নিষেধ করত [৫২] প্রসন্ন হয় [৫৩]।

একবিংশতিতম অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

৪৮। কর্ম্মকাণ্ডে ;—বিধিবাক্য সকলের দ্বারা।
৪৯। দেবতাকাণ্ডে ;—মন্ত্রবাক্য সকলের দ্বারা।
৫০। অর্থাৎ, বেদ বাক্যের।
৫১। অর্থাৎ, পরমাত্মস্বরূপ আমাকে।
৫২। "ইহ সংসারে নানা কিছুই নাই।" ইত্যাকার নিষেধ।
৫৩। অর্থাৎ, উহার ব্যাপার নিবৃত্তি পায়।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে দেবেশ! হে প্রভো! ঋষিগণ তত্ত্ব সকলের (বিবিধ) সংখ্যা করিয়াছেন; (তন্মধ্যে) কত গুলিন (যুক্ত ?) নয়, একাদশ, পঞ্চ, ও তিন; তুমি এই বলিয়াছ, আমরা শ্রবণ করিয়াছি। কেহ কেহ ষড়বিংশতি তত্ত্ব) কহিয়াছেন; অপরেরা পঞ্চবিংশতি; এক সম্প্রদায় সাত; কেহ কেহ ছয়; অপরেরা চারি; এবং একাদশ। কেহ কেহ সপ্তদশ ও ষোড়শ কহেন; এক সম্প্রদায় ত্রয়োদশ। হে নিত্যমূর্ত্তে! ঋষিরা যে প্রয়োজনে অভিপ্রায় রাখিয়া পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যাসকলের এতাবত্ত্ব কীর্ত্তন করেন, তাহা আমাদিগকে বলা তোমার উচিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যেপ্রকার ব্রাহ্মণেরা বলেন, তাহা যুক্তই; (যেহেতুক সমুদায় তত্ত্ব) সমুদায় তত্ত্বে (অন্তর্ভূত হইয়া) আছে। (আর,) আমার মায়াকে স্বীকার করিয়া সংখ্যাকারীদিগের দুর্ঘট কি[১]? তুমি যেপ্রকার বলিলে, ইহা এপ্রকার নহে; যেপ্রকার আমি বলিতেছি, উহা সেইপ্রকার। কারণ লইয়া এইপ্রকারবিবাদকারীদিগের পক্ষে আমার (সত্ত্বাদি) শক্তি সকল দুরত্যয়[২]। যে সকলের ক্ষোভ

১। অর্থাৎ, যখন সকলই মায়া, তখন যিনি যত সংখ্যা করেন, সকলই সম্ভাবিত হইতে পারে। মরীচিকার জল লইয়া যে যেরূপ বিবাদ করে, সকলই সঙ্ঘটিত হয়।

২। অর্থাৎ, আমার শক্তি সকল অন্তঃকরণাদি-বৃত্তি-রূপে পরিণত হইয়াই তাহাদিগের সম্বন্ধে কারণস্বরূপ হয়।। অর্থাৎ, যাঁহার যেরূপ অন্তঃকরণবৃত্তি, তিনি সেইরূপ বুঝিয়া সংখ্যা করেন।

হইতে বাদীদিগের বিষয়ীভূত ভেদ উৎপন্ন হইয়াছিল, শমদম প্রাপ্ত হইলে (সেই প্রকারে ক্ষোভ হইতে জাত সেই ভেদ) বিলীন হয়; তাহার পরেই বাদ নিরস্ত হয়। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরস্পরে অনুপ্রবেশহেতু, বক্তার যেপ্রকার উদ্দেশ্য, তদনুসারে তত্ত্বসকলের কার্য্যকারণভাবে গণনা হইয়া থাকে। এক তত্ত্বে অন্যান্য সমুদায় তত্ত্বকে প্রবিষ্ট দেখা যায়;—কারণতত্ত্বে বা কার্য্যতত্ত্বে [৩]। অতএব এই সকলের কার্য্যকারণতা এবং ন্যূনাধিক্য ইচ্ছাকারী (বাদীদিগের) মধ্যে যে অভিপ্রায়ে যাঁহার মুখ প্রবর্ত্তিত হয়, যুক্তির সম্ভাবনা আছে, এই বলিয়া আমরা (সে সমুদায়) গ্রহণ করিয়া থাকি। অনাদি-অবিদ্যা-সম্পন্ন পুরুষের আত্মজ্ঞান নিজ হইতে সম্ভবে না; তত্ত্বজ্ঞ অন্য ব্যক্তিকে তাঁহার জ্ঞানদাতা হইতে হইবে [৪]। এবিষয়ে [৫] পুরুষ ও ঈশ্বরের [৬] অণুমাত্রও বৈলক্ষণ্য নাই; (অতএব) তাঁহাদিগের উভয়ের ভেদকল্পনার অর্থ নাই; [৭] জ্ঞান প্রকৃতিরই গুণ [৮]। গুণগণের সমতাই প্রকৃতি [৯]; স্থিতি, উৎপত্তি,

৩। যেমন কার্য্য তত্ত্ব ঘট কারণ তত্ত্ব মৃত্তিকায় সূক্ষ্মরূপে অনুপ্রবিষ্ট, আর কারণ তত্ত্ব মৃত্তিকা কার্য্য তত্ত্ব ঘটে অনুপ্রবিষ্ট।

৪। অতএব এক জ্ঞানময় পরমেশ্বররূপ তত্ত্ব স্বীকার করা হয়। এই পক্ষে ষড়বিংশ সংখ্যাও হইয়া থাকে;—পরমেশ্বর; পুরুষ; প্রকৃতি, মহৎ; অহঙ্কার; পঞ্চতন্মাত্র; একাদশ ইন্দ্রিয়, ও পঞ্চ মহাভূত।

৫। অর্থাৎ, তত্ত্ববিষয়ে। ৬। জীবাত্মা ও পরমাত্মার।

৭। এ পক্ষে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব। পূর্ব্বোক্ত ষড়বিংশতি তত্ত্বের মধ্যে সম, দুই তত্ত্ব পরমেশ্বর ও পুরুষকে এক ধরিতে হইবে।

৮। "আচ্ছা। ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান ত এক পৃথক্ তত্ত্ব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুই পক্ষই ত ঘটিতে পারে না।" এই তর্ক আশঙ্কা করিয়া বলা হইল, "জ্ঞান প্রকৃতিরই গুণ"।

৯। "আচ্ছা জ্ঞান জীবের ধর্ম্ম; সে প্রকৃতির গুণ কি করিয়া হয়?" এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল "গুণগণের সমতাই প্রকৃতি" ইত্যাদি দ্বারা।

ও নাশের হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সকল প্রকৃতির, আত্মার নহে। ইহ সংসারে জ্ঞান, সত্ত্ব; কর্ম্ম, রজঃ; এবং অজ্ঞান, তমঃ কথিত হইয়া থাকে। গুণগণের ক্ষোভ, কাল; আর স্বভাব, মহত্তত্ত্ব।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল এবং পৃথিবী; আমি এই নয় তত্ত্ব কহিয়াছি। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা, ও জিহ্বা, এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয়; বাক্য, হস্ত, উপস্থ, পায়ু, ও পদ; এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয়; এবং উভয়াত্মক মন; অহে! (এই প্রকারে এই একাদশ তত্ত্ব।) শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ ও রূপ তত্ত্বজাতীয়; গতি, উক্তি, মলত্যাগ, ও শিল্প কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের ফল[১০]। প্রকৃতি এই (বিশ্বের) সৃষ্টির আদিতে কার্য্যকারণরূপিণী হইয়া সত্ত্বাদি গুণগণ দ্বারা (সৃজ্যত্বাদি অবস্থা সকল) ধারণ করে; পুরুষ অপরিণামী; (কেবল) দর্শন করেন[১১]। মহৎ-আদি কারণতত্ত্ব সকল বিকৃত হইতে প্রবৃত্ত হইয়া পুরুষের দৃষ্টি দ্বারা লব্ধবীর্য্য এবং মিলিত হইয়া প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া অণ্ড সৃজন করে। "সাতটীই কারণতত্ত্ব" এই মতে আকাশাদি পঞ্চ; জীব; এবং ঐ দুইয়ের আধার পরমাত্মা; এই সকল তত্ত্ব। তাহাদিগের হইতে দেহ, ইন্দ্রিয়, ও প্রাণ[১২]। "ছয়" এই মতেও

১০। ইহারা পৃথক্ তত্ত্ব নহে।

১১। অতএব, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন।

এক্ষণে, যে অভিপ্রায়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা কীর্ত্তন করেন, তাহা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিতেছেন।

১২। অর্থাৎ, পূর্ব্বোক্ত সাত তত্ত্বে উহাদিগের অন্তর্ভাব আছে; ইহা প্রদর্শন করা হইল।

পঞ্চভূত ; আর পরম পুরুষ। (ঈশ্বর) নিজ হইতে সম্ভূত ঐ সকলের সহিত যুক্ত হইয়া এই (বিশ্ব) সৃজন করত প্রবেশ করিয়াছেন। "চারি" এই মতেও তেজ, জল, পৃথিবী ও আত্মা, (এই কয়) তত্ত্ব। তাহাদিগের দ্বারা এই বিশ্ব জন্মিয়াছে ; অয়ববীরই জন্ম। সপ্তদশগণনাতে পাঁচ পাঁচ ভূত, তন্মাত্র, ও ইন্দ্রিয় ; এবং মন। আত্মা সপ্তদশ জানিত। সেইরূপ ষোড়শগণনাতে আত্মাকেই মন বলা হয়। (ত্রয়োদশ পক্ষে) পঞ্চভূত ; (পঞ্চ) ইন্দ্রিয়; মন; এবং আত্মা; [১৩] (এই) ত্রয়োদশ [১৪]। ঋষিরা তত্ত্বসকলের এইপ্রকার নানা গণনা করিয়াছেন; যুক্তিযুক্ততাহেতু সকলই ন্যায্য ; পণ্ডিতদিগের কি অশোভন ?

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! প্রকৃতি এবং পুরুষ যদিও স্বভাবতঃ [১৫] ভিন্ন, (তথাপি) পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতীতি হয় না, এই জন্য উহাদিগের ভেদ দৃষ্ট হয় না। আত্মা প্রকৃতিতে দৃষ্ট হইয়া থাকেন। সেইরূপ প্রকৃতিও আত্মাতে [১৬]। হে পদ্মনয়ন! হে সর্ব্বজ্ঞ ! আমার হৃদিস্থিত এইপ্রকার মহৎ সন্দেহকে, উক্তিবিষয়ে যে সকলের প্রবীণতা আছে, সেই সকল বাধ্য দ্বারা ছেদন করা

১৩। আত্মা দুইপ্রকার ; (১) পরমাত্মা ; (২) জীবাত্মা।

১৪। একাদশ পক্ষে, উপরে উক্ত ত্রয়োদশ তত্ত্বের মধ্যে জীবাত্মা ও মনকে পরমাত্মার অন্তর্ভূত ধরিতে হইবে।

নয় পক্ষে, পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার; পঞ্চতন্মাত্র।

১৫। জড়স্বভাব এবং অজড়স্বভাব হেতু।

১৬। আত্মা "প্রকৃতিতে" অর্থাৎ, তৎকার্য্য দেহে। প্রকৃতি "আত্মাতে" অর্থাৎ, আত্মা ব্যতীত দেহের প্রতীতি হয় না।। ইহা দ্বারা উপরে যে বলা হইয়াছে যে, "পরস্পরকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদিগের প্রতীতি হয় না" তাহাই স্পষ্টীকৃত করা হইল।

তোমার উচিত হইতেছে। জীবগণের জ্ঞান নিশ্চয়ই তোমা হইতে; জ্ঞানে ভ্রংশও তোমার শক্তি হইতে; তুমিই নিজের মায়ার গতি জান; অপরে (জানেন) না।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রকৃতি এবং পুরুষ, এই অত্যন্ত ভেদ; এই সৃষ্টি [১৭] বিকার-সম্পন্ন; (কারণ,) গুণগণের ক্ষোভ দ্বারা কৃত। অহে! গুণময়ী মদীয়া মায়া অনেক-বিধ; গুণগণ দ্বারা বিবিধ ভেদ ও ভেদবুদ্ধি উৎপাদন করে [১৮]। (সৃষ্টি বিবিধ-) বিকার-সম্পন্ন হইলেও ত্রিবিধ;—অধ্যাত্ম এক (রূপ;) পরে অধিভূত; অধিদৈব অন্য [১৯]। চক্ষু, [২০] রূপ, [২১] এবং চক্ষুর্গোলকে প্রবিষ্ট সূর্য্যের অংশ [২২] পরস্পরসাপেক্ষে প্রকাশিত হয় [২৩]; আকাশে যিনি [২৪], (তিনি) স্বয়ং (প্রকাশ পান [২৫]।) এই সকলের কারণ; (অতএব এক এবং অভিন্ন;) সেই হেতু ইহাদিগের হইতে) ভিন্ন এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ দ্বারা অখিল প্রকা-

---

১৭। অর্থাৎ, দেহাদি-সমূহ।

১৮। বিকারিত্ব এবং অবিকারিত্ব দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ প্রদর্শন করা হইল।

১৯। নানাত্ব ও একত্ব দ্বারা উভয়ের ভেদ প্রদর্শন করা হইল।

২০। অধ্যাত্ম।

২১। অধিভূত।

২২। অধিদৈব।

২৩। যথা;—চক্ষুর্দ্বারা রূপ দেখা গেল;—চক্ষু না থাকিলে রূপ দেখা যাইত না, এই বুঝিয়া চক্ষু জানা গেল;—আবার, চক্ষু জড়; সুতরাং তাহার ব্যাপার সম্ভবে না, এই বলিয়া উহার এক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানা গেল। সুতরাং তিনের জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞানের সাপেক্ষ হইতেছে।

২৪। অর্থাৎ, স্বয়ং সূর্য্যদেব।

২৫। অর্থাৎ, চক্ষু সূর্য্যের অংশ; তাঁহারই অংশ দ্বারা তিনি প্রকাশিত হলেন; সুতরাং "নিজেই" প্রকাশ পাইলেন।

শকেরও প্রকাশক[২৬]। যেমন চক্ষু; তেমনি ত্বগাদি,শ্রব-ণাদি, জিহ্বাদি, নাসাদি, এবং চিত্ত[২৭]। গুণগণের ক্ষোভকারী (পরমেশ্বরকে) নিমিত্ত করিয়া প্রকৃতি-মূলক মহত্তত্ত্ব হইতে যে এই অহঙ্কার বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, (সে) বৈকা-রিক, তামস ও ঐন্দ্রিয়, এই ত্রিবিধ;—মোহময় বিকারের হেতু। আত্মা বিশেষ-জ্ঞানময়; "আছেন" "নাই" এইপ্রকার বিবাদ ভেদাত্ম-নিষ্ঠ; (ভেদ) নিরর্থক হইলেও, নিজ গতি আম হইতে যাহাদিগের চিত্ত পরাবৃত্ত হইয়াছে, সেই সকল মনুষ্য-দিগের সম্বন্ধে নিবৃত্ত হইবে না।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, প্রভো! যাহাদিগের চিত্ত তোমা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা নিজকৃত কর্ম্ম সকলের দ্বারা যেপ্রকারে উচ্চ নীচ দেহ সকল গ্রহণ এবং পরিত্যাগ করে, হে গোবিন্দ! তাহা আমাকে বল; যাহাদিগের আত্মা নিকৃষ্ট, তাহারা উহা বুঝিতে পারে না; নিশ্চয়ই ইহ লোকে প্রায় বিদ্বান্ নাই; (কারণ সকলে) মায়ায় মোহিত

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মনুষ্যগণের কর্ম্মময় মন পঞ্চ ইন্দ্রি-য়ের[২৮] সহিত সংযুক্ত হইয়া এই লোক হইতে অন্য লোকে (পরে) অন্যত্রও গমন করে; আত্মা তাহার অনুবর্ত্তন করেন কর্ম্মতন্ত্র মন দৃষ্ট বা বেদোক্ত বিষয়সমূহ[২৯] চিন্তা করিতে

২৬। সাপেক্ষ-প্রকাশতা ও নিরপেক্ষ-প্রকাশতা দ্বারাও উভয়ের ভে প্রদর্শন করা হইল।

২৭। অর্থাৎ, ইহাদিগেরও অধিভূততা, অধ্যাত্মতা এবং অধিদৈব আছে।

২৮। পঞ্চ ইন্দ্রিয় উপলক্ষণ মাত্র; অন্যান্যও ধরিতে হইবে।

২৯। কর্ম্ম সকলের দ্বারা প্রাপিত বিষয়সমূহ।

পরে আর্বির্ভূত ও বিলীন হয়; তাহার পর স্মৃতি [৩০] নাশ পায়। বিষয় সকলে [৩১] অভিনিবেশহেতু কোনও কারণ বশতঃ (মন) যে আর পূর্ব্ব দেহকে স্মরণ করে না, (সেই) অত্যন্ত-বিস্মরণই জন্তুর মৃত্যু। হে ভূরিদ! অভেদক্রমে দেহকে যে আত্মস্বরূপে স্বীকারকরণ, তাহাকেই পুরুষের জন্ম কহিয়া থাকে, যেমন স্বপ্ন ও মনোরথ। এইপ্রকারে এ [৩২] স্বপ্ন এবং মনোরথকে পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া দেখে না; বর্ত্তমান স্বপ্নাদিতে পূর্ব্বসিদ্ধ আপনাকে, যেন এইমাত্র জন্মিল, এইপ্রকার দর্শন করে [৩৩]। মনের যে সৃষ্টি, তদ্দ্বারা এই প্রকারত্রয় [৩৪] আত্মাতে অসৎরূপেই প্রকাশ পায়; (এবম্ভূত আত্মা) বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভেদের [৩৫] হেতু; যেমন জনের সৃষ্টিকারী জন [৩৬]।

৩০। যে সকল বিষয় চিন্তা করিতেছিল, তাহাতে "আবির্ভূত" হয়; অর্থাৎ তাহা প্রাপ্ত হয়; পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের অধিকারী ছিল, সেই সকলে "বিলীন হয়, অর্থাৎ সেই সকল পরিত্যাগ করে; তাহার পর "স্মৃতি নাশ পায়" অর্থাৎ, পূর্ব্বে যে সেই সকল তাহার ছিল, তাহা আর স্মরণ থাকে না।

৩১। অর্থাৎ, কর্ম্ম দ্বারা প্রাপিত দেবাদি দেহ সকলে।

৩২। অর্থাৎ, এই পুরুষ।

৩৩। স্বপ্ন ও মনোরথের দৃষ্টান্ত স্পষ্ট করা হইল।

৩৪। উত্তমতা; মধ্যমতা; নীচতা।

৩৫। বাহ্য ভেদ, বিষয় সকল; আর, আভ্যন্তরিক ভেদ, সুখাদি।

৩৬। "জনের সৃষ্টিকারী" অর্থাৎ স্বপ্নে বিবিধ জন, অর্থাৎ দেহ সৃজনকারী "জন" অর্থাৎ, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি।। অর্থাৎ যেমন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি স্বপ্নে বিবিধ দেহকল্পনা করিয়া আপনাকে বহুরূপ দেখে।

এ স্থলে, "প্রকারত্রয়" ইহার, "অধ্যাত্ম, অধিভূত, এবং অধিদৈব, এরূপও অর্থ করা হয়। আর, "অসৎ" এইটী "জনের" এবং "বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক ভেদের হেতু" জন, এই শব্দের বিশেষণও দেওয়া যায়। সে পক্ষে অর্থ, যথা;—"অসৎ জনের সৃষ্টিকারী" অর্থাৎ, অসৎ পুত্রের উৎপাদক। অর্থাৎ, যেমন অসৎ পুত্রের উৎপাদক পিতা স্বয়ং সমদর্শী হইয়াও পুত্রে অভিমান বশতঃ তাহার অরিমিত্রভেদের হেতু হন।

অহে! অলক্ষ্যবেগ কালেতে করিয়া ভূতসকল নিত্যই হই-তেছে, এবং নাশ পাইতেছে; সূক্ষ্মত্বহেতু লক্ষিত হইতেছে না [৩৭]। যেমন অর্চ্চির, স্রোতের, অথবা বনস্পতির ফলসকলের, তেমনিই সমুদায় জীবের বয়স ও অবস্থাদি কৃত হইয়াছে [৩৮]। যেমন অর্চ্চির সেই এই প্রদীপ; এবং স্রোতের সেই এই জল; তেমনি শরীরীসকলের সেই এই শরীরী, অবিবেকীদিগের এই-রূপ বৃথা বাক্য ও বুদ্ধি (হইয়া থাকে)। অজ এবং অমর হইয়াও যে, জীব নিজের কর্ম্ম দ্বারা জন্ম গ্রহণ করেন, কি মরেন, তাহা নহে; (কিন্তু) ভ্রান্তি দ্বারা (জন্মিয়া থাকেন ও নাশ পান;) যেমন কাষ্ঠেতে সংস্থিত অগ্নি [৩৯]। জঠরে প্রবেশ, জঠর-মধ্যে বৃদ্ধি, জন্ম, বাল্য, কৌমার, যৌবন, মধ্য বয়স, [৪০] জরা, ও মৃত্যু; শরীরের এই নয় অবস্থা। স্বাভাবিক অবিবেক হেতু (জীব) অন্যের [৪১] এই সকল মনোরথময়ী উচ্চ নীচ অবস্থা গ্রহণ করে; ক্বচিৎ কেহ পরিত্যাগ করে [৪২]। পিতা ও পুত্রের দ্বারা নিজের নাশ এবং উৎপত্তি অনুমান করা যায় [৪৩]; (যখন এপ্রকার হইল, তখন) জন্ম-মরণ-সম্পন্ন দেহসকলের

৩৭। "সূক্ষ্মত্ব হেতু" অর্থাৎ, কালের সূক্ষ্মত্ব হেতু; অবিবেকী ব্যক্তি-গণ কর্ত্তৃক "লক্ষিত হয় না"।

৩৮। অর্থাৎ, কাল কর্ত্তৃক "কৃত হইয়াছে"।

৩৯। অর্থাৎ, অগ্নি কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থিত; কিন্তু জ্বলৎ কাষ্ঠের নাশেতে তাহারও নাশ বিবেচিত হইতেছে।

৪০। পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত "বাল্য"; ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত "কৌমার"। পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ পর্য্যন্ত "যৌবন"। ষষ্টিবর্ষ পর্য্যন্ত "মধ্য বয়স"।

৪১। অর্থাৎ, আত্মভিন্ন দেহের।

৪২। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ হইলে।

৪৩। যখন পিতার সৎকারাদি করা যায়; এবং যখন পুত্র জন্মে; তখন তদ্দারা নিজের নাশ ও জন্ম অনুমান করিতে হইবে। পিতাই পুত্র হইয়া জন্মান।

দ্রষ্টা উভয়-লক্ষণ-সম্পন্ন নহেন। যিনি বীজ এবং বিপাক হইতে ওষধির জন্ম ও নাশ জানিয়াছেন, তিনি ওষধির ভিন্নতা দেখিয়াছেন[৪৪]; এইরূপ দেহের দ্রষ্টা পৃথক্। অবিবেকী পুরুষ প্রকৃতি হইতে আত্মাকে তত্ত্বতঃ পৃথক্ বিচার না করিয়া দেহাভিমান দ্বারা মূঢ় হইয়া সংসার প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বসঙ্গহেতু ঋষি ও দেব; রজঃসঙ্গহেতু অসুর ও নর; এবং তমঃসঙ্গহেতু ভূত ও পশুপক্ষ্যাদি; কর্ম্ম দ্বারা (ইত্যাদি) যোনিতে ভ্রামিত হইয়া (সংসার) প্রাপ্ত হয়। যেমন মনুষ্য নর্ত্তক ও গায়কদিগকে দেখিয়া তাহাদিগের অনুকরণ করে; এইরূপ অনীহ (জীব) বুদ্ধির গুণসকল দর্শন করিয়া অনুকরণ করিতে বাধ্য হন[৪৫]। যেমন জল কম্পিত হইলে (তীরস্থিত) বৃক্ষসকলকেও যেন কম্পিত দেখায়; যেমন চক্ষু ভ্রাম্যমাণ হইলে যেন পৃথিবীকেও ভ্রমিত (দেখায়।)[৪৬] হে দাশার্হ! যেমন মনোরথ দ্বারা ব্যাপৃতচেতা ব্যক্তির বিষয়ানুভব, এবং স্বপ্নদৃষ্ট (বিষয়) সকল মিথ্যা, তেমনি আত্মার সংসার। এই (পুরুষ) বিষয়সমূহ চিন্তা করিতেছে; অতএব বিষয় সকল বর্ত্তমান না থাকিলেও, ইহার পক্ষে সংসার নিবৃত্তি পায় না; যেমন, স্বপ্নে অর্থপ্রাপ্তি। অতএব, উদ্ধব! ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়নিকর দ্বারা বিষয়সকল ভোগ করিও না; দেখ, বিকল্পসম্বন্ধীয় ভ্রম, আত্মাকে না জানাতেই অবভাসিত (হইতেছে।)

৪৪। অর্থাৎ, জন্ম ও মরণ যে ওষধির নহে, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৪৫। গুণগণ বলপূর্ব্বক তাঁহাকে বাধ্য করে।

৪৬। পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দ্বারা, দৃশ্যের ধর্ম্ম দ্রষ্টাতে স্ফূর্ত্তি পায়, ইহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। এই দুই দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রকাশ করা হইল যে, উপাধির ধর্ম্ম সকলও উপহিতেতে স্ফূর্ত্তি পায়। যেমন, উপাধি জলের চঞ্চলতা ধর্ম্ম উপহিত বৃক্ষ সকলে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

অসৎ জনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত, অবমানিত; বঞ্চিত অথবা অসূয়িত, তাড়িত, বন্ধন করিয়া রক্ষিত, অথবা ভূতি সকল হইতে হীনীকৃত; কিম্বা অজ্ঞজন কর্ত্তৃক নিষ্ঠীবন দ্বারা ব্যাপ্তীকৃত; অথবা মূত্র দ্বারা আর্দ্রীকৃত; এইরূপ বহুপ্রকার কষ্টে পতিত হইয়াও মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করত পরমেশ্বরে নিষ্ঠাসম্পন্ন হইয়া আত্মা দ্বারা আত্মাকে উদ্ধার করিবে[৪৭]।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! (তোমার) এইপ্রকার (উক্তি) যেপ্রকারে অনুষ্ঠান করিব, আমাদিগকে বল। হে বিশ্বাত্মন্! ত্বদীয়-ধর্ম্মাবলম্বী, ত্বদীয়চরণাশ্রয়ী, শান্ত (সাধুগণ) ব্যতিরেকে, অসৎ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আত্মার এইপ্রকার তিরস্করণকে পণ্ডিতদিগেরও সুদুঃসহ মনে করি; স্বভাব বলবান্।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যাঁহার বীর্য্য শ্রবণের যোগ্য, সেই দাশার্হশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ, ভাগবতপ্রধান উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ভৃত্যের বাক্যে আদর করিয়া তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে বৃহস্পতির শিষ্য! ইহ সংসারে সে সাধু নিশ্চয়ই নাই, যিনি দুর্জ্জন কর্ত্তৃক উচ্চারিত দুরুক্তি

৪৭। অর্থাৎ, নারায়ণকে স্মরণ করিবে।

সকলের দ্বারা ক্ষুভিত মনকে শান্ত করিতে সমর্থ। অসাধুদিগের কটুবাক্যরূপ বাণসকল মর্ম্মস্থ হইয়া যেরূপ কষ্ট দেয়, পুরুষ মর্ম্মগামী বাণসমূহ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া সেরূপ কষ্ট পান না। হে উদ্ধব! এবিষয়ে মহৎ পবিত্র ইতিহাস কহিয়া থাকে; আমি তাহা বলিব; যথোচিত মনোযোগী হইয়া শ্রবণ কর;—কোনও এক ভিক্ষুক দুর্জ্জনগণ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক নিজের কর্ম্মসকলের বিপাক স্মরণ করিয়া কহিয়াছিলেন।

মালবদেশে কোন এক ধন-সম্পত্তি দ্বারা আঢ্য ব্রাহ্মণ ছিলেন; কৃষিবাণিজ্যাদি তাঁহার জীবিকা ছিল; (তিনি) কদর্য্য[১]; কামী; লুব্ধ এবং অতি-কোপণস্বভাব ছিলেন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ এবং অতিথিগণ বাক্যমাত্রেও অর্চ্চিত হইতেন না; ধর্ম্মকামহীন আবাসে[২] (তাঁহার) আত্মাও যথাকালে ভোগসকলের দ্বারা তর্পিত হইতেন না। পুত্র ও বান্ধবগণ দুঃশীল কদর্য্যের অনিষ্ট-চিন্তা করিত; স্ত্রী, কন্যা এবং ভৃত্যগণ বিষণ্ন হইয়া অভীষ্ট আচরণ করিত না। এইপ্রকার যক্ষ-বিত্ত[৩], উভয় লোক হইতে চ্যুত, ধর্ম্মকামবিহীন সেই (ব্রাহ্মণের) উপর পঞ্চভাগীরা[৪] ক্রুদ্ধ হইলেন,। হে ভূরিদ! তাঁহাদিগের অনাদর দ্বারা পুণ্যের অংশ[৫]

১। স্মৃতি যথা;
"আপনাকে, ধর্ম্মকার্য্যকে; স্ত্রীপুত্রকে; দেবতাকে, অতিথিকে, এবং ভৃত্যবর্গকে যে পীড়ন করে, (অর্থাৎ, তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের প্রাপ্য দান না করে) সেই " কদর্য্য „ এই নামে জানিত হইয়াছে।"

২। গেহে, বা দেহে।

৩। অর্থাৎ, যাহার বিত্ত, অর্থাৎ ধন, যক্ষের ন্যায় কেবল রক্ষণীয়।

৪। পঞ্চ যজ্ঞের দেবতা সকল;—ঋষি, পিতৃ, দেব, নর ও অন্যান্য প্রাণী।

৫। যদ্দ্বারা তাঁহার কেবল অর্থলাভমাত্র হইয়াছিল।

ভ্রষ্ট হইলেপর, যাহাতে বহু আয়াস দ্বারা পরিশ্রমমাত্র হইয়া ছিল, তাঁহার সেই ধনও নিধন পাইল। হে উদ্ধব! জ্ঞাতিগণ ব্রহ্মবন্ধুর কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিল; দস্যুরা কিঞ্চিৎ; মনুষ্য, রাজা, দৈব এবং কাল হইতেও কিঞ্চিৎ নাশ পাইল। এই-প্রকারে সম্পত্তি নষ্ট হইলে, তিনি ধর্ম্ম-কাম-বর্জ্জিত, এবং স্বজন কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুরতিক্রমণীয় চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। নষ্ট-ধন, সন্তপ্ত, খেদকারী, এবং বাস্পকণ্ঠ হইয়া অনেক ক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সাতিশয় মহৎ নির্ব্বেদ জন্মিল; এবং তিনি কহিতে লাগিলেন, অহো; কি কষ্ট! আমি অনর্থক আত্মাকে অনুতাপগ্রস্ত করিয়াছি! আমার ঈদৃশ অর্থায়াস ধর্ম্মের নিমিত্ত বা ভোগের নিমিত্ত হয় নাই! কদর্য্যদিগের ধন প্রায় কখনই সুখের নিমিত্ত হয় না; ইহ-লোকে আত্মার উপতাপের নিমিত্ত;—মরিলে নরকের নিমিত্ত। যশস্বীদিগের যশ, এবং গুণিগণের যে গুণ সকল, লোভ, স্বল্প হইলেও সে সকল নাশ করে; যেমন কুষ্ঠ ব্যক্তির রূপ। অর্থের উপার্জ্জনে; এবং উপার্জ্জিত (অর্থের) উৎকর্ষে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে, ও উপভোগে, মনুষ্যদিগের আয়াস, ত্রাস, চিন্তা ও ভ্রম [৬] জন্মিয়া থাকে।

চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা, শঠতা, কাম, ক্রোধ, গর্ব্ব, মোহ, ভেদ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পর্দ্ধা এবং ব্যসনবর্গ [৭]; এই পঞ্চদশ মনুষ্যদিগের অনর্থমূলক বলিয়া বিবেচিত। অতএব শ্রেয়ঃ-প্রার্থী অর্থ-নামক অনর্থকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবেন।

৬। উপার্জ্জনে এবং উৎকর্ষ সাধনে আয়াস; তাহাপর পরিচিন্তা ও ত্রাস; পরে, নাশে ভ্রম। ৭। স্ত্রী, দ্যূত এবং মদ্য।

কাকিণীর[৮] জন্য ভ্রাতৃগণ, স্ত্রী, পিতা, মাতা এবং বন্ধুগণ বিচ্ছিন্ন হয়; এবং তৎক্ষণমাত্রে একপ্রাণ ও সাতিশয় প্রিয় সকলে শত্রু হইয়া উঠে। অল্প অর্থের জন্য ইহারা ক্ষুভিত, ও দীপ্তক্রোধ হইয়া হঠাৎ সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা করত শীঘ্র (পরস্পরকে) ত্যাগ ও নাশ করে। অমর-প্রার্থনীয় মনুষ্য জন্ম, তাহাতে আবার ব্রাহ্মণমুখ্যতা, প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে অনাদর করিয়া যে আপনার হিতসাধন না করে, (সে) অশুভা গতি প্রাপ্ত হয়। স্বর্গের ও মুক্তির দ্বার ইহ-লোক প্রাপ্ত হইয়া, কোন্ মর্ত্ত্য পুরুষ অনর্থের ধাম ধনে আসক্ত হইবে? যক্ষ-বিত্ত ব্যক্তি ভাগী দেবতা, ঋষি, পিতৃ ও ভূত-গণকে; এবং জ্ঞাতি ও বন্ধুগণকে; আর, আপনাকেও (প্রাপ্য) বিভাগ করিয়া না দিয়া অধঃপতিত হন। বিবেকীরা যদ্দ্বারা মুক্ত হন, অনর্থক অর্থ-চেষ্টা দ্বারা প্রমত্ত (এই ব্যক্তির) সেই ধন, বয়ঃক্রম, ও বল (গত হইয়াছে;) বৃদ্ধ আর কি সাধন করিবে? জানিয়াও, (মনুষ্য) কিহেতু নিরর্থক অর্থচেষ্টায় বার বার ক্লেশ পায়? নিশ্চয়ই এই লোক কাঁহাও মায়া দ্বারা সাতিশয় মোহিত। মৃত্যুলোককে গ্রাস করিতে যাইতেছে; তাহার ধনেতে কি হয়; ধনদাতৃগণেতেই বা কি? কাম সকলে অথবা কামপ্রদাতৃগণেতেই বা কি? জন্মপ্রদ কর্ম্মসকলেতেই বা কি? নিশ্চয়ই, সর্ব্বদেবময় ভগবান্ হরি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন; যিনি আমাকে এইরূপ দশা পাওয়া-ইয়াছেন, এবং আত্মার ভেলক[৯] নির্ব্বেদ উপস্থাপিত করিয়া-ছেন। অতএব, যদি থাকে, তাহা হইলে বয়সের অবশেষ

৮। বুড়ি কড়া। ৯। অর্থাৎ জীব যদ্দ্বারা ভবসাগর পার হইবে।

ভাগের মধ্যে আত্মাতেই সন্তুষ্ট, এবং নিখিল স্বার্থে [১০] সাবধান হইয়া আপনার অঙ্গ শুষ্ক করিব [১১]। সেই বিষয়ে ত্রিভুবনেশ্বর দেবেরা আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। খট্বাঙ্গ মুহূর্ত্তের মধ্যেই ব্রহ্ম লোক উপার্জ্জন করিয়াছিলেন [১২]।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, মালবদেশীয় দ্বিজসত্তম মনোমধ্যে এইরূপ অভিপ্রায় করিয়া, হৃদয়গ্রন্থি [১৩] সকল ছেদন করত শান্ত ও ভিক্ষুক মুনি হইলেন। আত্মা, ইন্দ্রিয়, ও প্রাণ জয় করিয়া, তিনি এই পৃথিবী পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন। আসক্তি-শূন্য এবং অলক্ষিত [১৪] হইয়া ভিক্ষার নিমিত্ত নগর ও গ্রাম সকলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অসজ্জনেরা সেই বৃদ্ধ ভিক্ষুক অবধূতকে বহুপ্রকার তিরস্কার বাক্যসকলের দ্বারা তিরস্কার করিতে লাগিল। কতকগুলা ত্রিবেণু; কতকগুলা কমণ্ডলু ও (ভোজন-)পাত্র; কতকগুলা পীঠ ও অক্ষসূত্র; কেহ কেহ কন্থা ও চীরখণ্ড সকল লইয়া যায়। দেখাইয়া প্রত্যর্পণ করিয়া আবার মুনির নিকট হইতে লয়। নদীর তটে ভিক্ষা-লব্ধ অন্ন ভোজন করিতে বসিলে, (কেহ কেহ তাহা কাড়িয়া লয়; অন্যান্য) পাপিষ্ঠেরা গাত্রে মূত্র পরিত্যাগ, এবং মস্তকে নিষ্ঠীবন করে। বাক্য সংযত করিয়া থাকিলে, তাঁহাকে কথা কওয়ায়; যদি কথা না কহেন, তাহা হইলে

১০। ধর্ম্মাদি সাধন।

১১। তপস্যা দ্বারা।। অথবা, বিদ্যা দ্বারা লয় পাওয়াইব।

১২। "দেবেরা অনুগ্রহ করিলেন; কিন্তু তুমি ত বৃদ্ধ হইয়াছ; আর কি সাধন করিবে?" এই তর্কের উত্তর দেওয়া হইল।

১৩। "আমি ও আমার" ইত্যাদি অভিমান সকল।

১৪। তিনি যে শ্রেষ্ঠ, তাহা না জানাইয়া।

তাড়ন করে। অপরেরা "এ চৌর" এই বলিয়া বিবিধ বাক্য দ্বারা তাঁহাকে তর্জ্জন করে। কেহ কেহ "বধ কর; বধ কর" এই (বলিয়া) তাঁহাকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করে। কতকগুলা "এ শঠ; ধর্ম্ম-চিহ্ন সকল ধারণ করিতেছে; ধনহীন এবং স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে" (এই বলিয়া) অবজ্ঞা করত তাঁহার নিন্দা করে। "অহো! এ অতি-শয়-বলিষ্ঠ, এবং গিরিরাজের তুল্য ধৈর্য্য-শালী; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বকের ন্যায় প্রয়োজন সাধন করিতেছে!" এই বলিয়া কতক গুলা ইহাঁকে উপহাস করে; কতকগুলা (তাঁহার উপর) অধোবায়ু পরিত্যাগ করে; (কেহ কেহ) ক্রীড়ণক পক্ষীর ন্যায় তাঁহাকে বন্ধন ও রুদ্ধ করে।

তিনি যতই, আত্মার ভোক্তব্য দৈবপ্রাপ্ত এই প্রকার ভৌতিক, দৈহিক, ও দৈবিক[১৫] দুঃখ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তাঁহার জ্ঞান ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। তিনি, (ধর্ম্ম হইতে) পাতনকারী নরাধম জনগণ কর্ত্তৃক অধঃকৃত হইয়া সাত্ত্বিক-ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ব্বক স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া এই কথা কহিয়াছিলেন;—এই জন; বা দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম ও কাল আমার দুঃখের কারণ নহেন; মনকেই একমাত্র কারণ কহিয়া থাকেন; যে সংসারচক্র পরিবর্ত্তন করে[১৬]। বলবান্ মনই নিশ্চয় গুণবৃত্তিসকল সৃজন করে; সেই সকল হইতে

১৫। "ভৌতিক," দুর্জ্জনাদি কৃত; "দৈহিক," জরাদি-জন্য; "দৈবিক," শীতোষ্ণাদি-জন্য।

১৬। বেদ যথা;—"মনোদ্বারাই দর্শন করে; মনোদ্বারাই শ্রবণ করে" ইত্যাদি।

পরস্পর-বিভিন্ন সাত্ত্বিক, তামস, এবং রাজস কর্ম্ম সকল। সেই সমুদায় হইতে অনুরূপা গতি সকল হইয়া থাকে। আত্মা অনীহ; (কারণ,) মদ্রূপী জীবের নিয়ন্তা; (সেই হেতু) বিদ্যাশক্তি-প্রধান; (অতএব) চেষ্টাকারী মনোদ্বারা উচ্চে চেষ্টা করেন।[১৭] (কিন্তু আবার) ইনি, যে ইহাঁর নিজেতে সংসার প্রকাশ করে, সেই মনেক আত্মস্বরূপে স্বীকার করিয়া গুণসঙ্গহেতু কাম সকল সেবন করত নিবদ্ধ হন। দান, স্বধর্ম্ম,[১৮] নিয়ম, যম, বেদাধ্যয়ন, কর্ম্মসমূহ, এবং সদ্‌ব্রতনিচয়;[১৯] সকলেরই মনোদমন শেষ ফল; মনের দমনই পরম যোগ। যাঁহার মন দান্ত হইয়া শান্ত হইয়াছে, তাঁহার দানাদিতে কি প্রয়োজন বল। যাহার মন দান্ত না হইয়া (আলস্যাদি দ্বারা) বিলীন হইতে যাইতেছে, তাহার দানাদি দ্বারা আর কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? অন্যান্য দেবতারা[২০] মনেরই বশীভূত হইয়াছেন; মন অন্যের বশতা প্রাপ্ত হন না। (মনোরূপ) দেব, বলী হইতেও অধিকতর বলিষ্ঠ; (অতএব যোগিদিগেরও) ভয়ঙ্কর; (যিনি) তাঁহাকে বশে আনিতে পারিবেন, তিনিই দেবের দেব[২১]। সেই শত্রু, মর্ম্ম-পীড়াদায়ক; এবং তাহার বেগ[২২] সহ্য করা যায় না; কতকগুলিন বিমূঢ় ব্যক্তি তাহাকে জয় না করিয়া মর্ত্ত্যদিগেরই সহিত অনর্থক কলহ করে;—(কতকগুলিকে) মিত্র, (কতকগুলিকে) উদা-

১৭। অর্থাৎ, জ্ঞান দ্বারা কেবল দর্শন করেন।
১৮। নিত্যনৈমিত্তিকাদি।
১৯। একাদশীর উপবাসাদি।
২০। ইন্দ্রিয়বর্গ। অথবা উহাদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সকল।
২১। অর্থাৎ, সর্ব্বেন্দ্রিয়-জেতা।
২২। রাগাদি।

সীন, (কতকগুলিকে বা) শক্র (করে।) মনোমাত্র-কল্পিত এই দেহকে অবলম্বন করিয়া “আমি” ও “আমার” এইপ্রকার মূঢ়বুদ্ধি মনুষ্যেরা “এ আমি” “এ অন্য” এই ভ্রমে দুরন্তপার সংসারে ভ্রমণ করে। যদি মনুষ্যই সুখ ও দুঃখের কারণ হয়; তাহা হইলেও, আত্মার কি? [২৩] দুই ভুবিকার (দেহেরই [২৪]) তাহা [২৫]; (মনুষ্য) কখনও নিজের দন্ত সকলের দ্বারা জিহ্বা দংশন করিয়া থাকে; তজ্জন্য বেদনা উপস্থিত হইলে কাহার উপর কোপ করিবে [২৬]? যদি দেবতারাই [২৭] দুঃখের হেতু হন; সে পক্ষেও আত্মার কি? বিক্রিয়মাণ উভয় (দেবতারই [২৮]) তাহা; যখন ক্বচিৎ নিজের দেহে অঙ্গ দ্বারা আর এক অঙ্গ আহত হয়, (তখন) পুরুষ কাহার উপর কোপ করে? আত্মা যদি সুখ ও দুঃখের হেতু হন; সে পক্ষে, অন্য হইতে কি হইল? নিজেরই স্বভাব [২৯]; আত্মা হইতে নিশ্চয়ই অন্য নাই; যদি থাকে, তাহা হইলে সে মিথ্যা; (অতএব) কি হেতু কোপ করিবে? সুখও নাই; দুঃখও নাই [৩০]। গ্রহগণ যদি সুখ ও দুঃখের কারণ হয়; আত্মার কি? তিনি জন্মা।

২৩। অর্থাৎ, আত্মা সুখ ও দুঃখের কর্ত্তাও নহেন; বিষয়ও নহেন।

২৪। উভয় শক্রদেহের।

২৫। অর্থাৎ, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব।

২৬। “যাহা বল, চরমে আত্মাই কিন্তু দুঃখ ভোগ করেন,” এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া জিহ্বা ও দন্তের দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইল যে, সেরূপ হইলেও, কাহারও প্রতি কোপ করা উচিত হয় না; কারণ উভয়ের আত্মা এক।

২৭। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

২৮। যথা;—হস্ত দ্বারা মুখ আহত হইলে; অথবা মুখ দ্বারা হস্ত দষ্ট হইলে, ঐ দুইয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অগ্নি ও ইন্দ্রেরই দুঃখকর্তৃত্ব ও দুঃখভোক্তৃত্ব।

২৯। সুতরাং কোপ কাহারও উপর হয় না।

৩০। সুতরাং কোপের হেতু নাই।

না; উৎপত্তি-শীল (দেহেরই) ঐ দুই; (দৈবজ্ঞেরা) গ্রহগণ দ্বারা গ্রহেরই পীড়া কহিয়া থাকেন [৩১]; (অতএব) পুরুষ কাহার উপর কোপ করিবেন? (তিনি) উহা হইতে ভিন্ন। যদি কর্ম্মই সুখ ও দুঃখের হেতু হয়; আত্মার কি? কারণ, জড়তা ও অজড়তা, (উভয় একের হইলেই) উহা [৩২] (সম্ভাবিত হয় [৩৩];) দেহ জড়; আর এই পুরুষ শুদ্ধ-জ্ঞান-স্বরূপ; (অতএব [৩৪]) কাহার উপর ক্রুদ্ধ হইবে? (সুখ ও দুঃখের) মূল কর্ম্মই নাই। কালই যদি সুখ ও দুঃখের হেতু হন; সে পক্ষেও আত্মার কি? ইনি তদাত্মক [৩৫]; অগ্নি হইতে (অগ্নির অংশ শিখাদির) তাপ! বা হিম হইতে (হিমের অংশ করকাদির) উহা [৩৬] (হয় না। অতএব) কাহার উপর কোপ করিবে? ভিন্নের (সুখ দুঃখাদি) দ্বন্দ নাই; ইনি অন্য [৩৭]। সংসার-প্রকাশকারী অহঙ্কার হইতে যেরূপ, অন্যত্র হইতে কাহারও দ্বারা, কোথাও, কোনও প্রকারে ইহাঁর সেরূপ দ্বন্দ দ্বারা গ্রাস হয় না; (যিনি) এইরূপ বুঝিয়াছেন, ভূতগণের

৩১। দেহ যে যে লগ্নে উৎপন্ন হয়, সেই সেই গ্রহ উহাকে স্বয়ং বোধ করেন। সুতরাং গ্রহের পীড়া দেহেও আসিয়া অবস্থিতি করে।। পুরুষ দেহ এবং গ্রহ হইতে ভিন্ন।

৩২। অর্থাৎ, কর্ম্ম।

৩৩। জড়তাতে করিয়া বিকার সম্ভাবিত হয়; আর অজড়তাতে করিয়া প্রবৃত্তি সম্ভাবিত হয়।। বিকারিতা ও প্রবৃত্তি, উভয় একের হইলেই, উহার, কার্য্য সম্ভবে।

৩৪। যে হেতু উভয় একের হইল না; সুতরাং কর্ম্মই সম্ভাবিত হইল না; "অতএব"।

৩৫। সুতরাং নিজের অংশ কাল হইতে, নিজেরই দুঃখ সম্ভবে না।। দৃষ্টান্ত দ্বারা সমর্থন করিতেছেন।

৩৬। অর্থাৎ, শৈত্য।

৩৭। অর্থাৎ, দেহ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন।

নিমিত্ত তাঁহাকে ভীত হইতে হয় না। অতএব আমি প্রাচীনতম মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিতা এই পরমাত্মনিষ্ঠা অবলম্বন করিয়া মুকুন্দের পাদসেবা দ্বারাই দুরন্ত-পার সংসার উত্তীর্ণ হইব।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ধর্ম্ম নষ্ট হইলে পর নির্ব্বেদ অবলম্বন করত দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া, মুনি প্রব্রজ্যা অবলম্বনপূর্ব্বক পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে অসজ্জনগণ কর্ত্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াও স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়া এই গাথা কহিয়াছিলেন;—“পুরুষের সুখ-দুঃখ-প্রদাতা অপর নাই; মিত্র, উদাসীন ও রিপু, এবং সমুদায় সংসারই অজ্ঞান হেতু মনের বিভ্রমমাত্র; ও কম্পিত”।

অতএব বৎস! আমাতে আবেশিত বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইয়া সর্ব্বরূপে মনকে নিয়মন কর;—যোগসংগ্রহ এতাবন্মাত্র।

যিনি ভিক্ষুক কর্ত্তৃক গীতা এই ব্রহ্মনিষ্ঠা মনোযোগপূর্ব্বক ধারণ করিবেন; এবং শ্রবণ করিবেন, ও শ্রবণ করাইবেন; তিনি দ্বন্দ সকলের দ্বারা অভিভূত হইবেন না।

ভিক্ষুকগীতা নামক ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, অনন্তর তোমাকে প্রাচীনগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে নিশ্চিত সাংখ্য বলিব, যাহা জানিয়া পুরুষ তৎক্ষণমাত্রে ভেদনিবন্ধন ভ্রম পরিত্যাগ করিবে। যখন (জনগণ) সত্য-নিপুণ (ছিলেন, তখন ;) আদিতে যে সত্যযুগ হয়, তাহাতে; এবং প্রলয়সময়ে, সমুদায় অর্থ অভিন্ন, একমাত্র জ্ঞানস্বরূপে ছিল। সেই একমাত্র, অভিন্ন, সত্যস্বরূপ, বৃহৎ (ব্রহ্ম,) যেপ্রকারে বাক্যের ও মনের গোচর হন, সেইপ্রকারে মায়া ও বিলাসরূপ দুইপ্রকার হন। সেই দুই (অংশের) একতর প্রকৃতি; তিনি উভয়াত্মিকা[১]; জ্ঞান আর এক পদার্থ; তাহাকে পুরুষ বলে। আমি ক্ষোভিত করিতে আরম্ভ করিলে, পুরুষের অনুমতিক্রমে[২] প্রকৃতির তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব, এই সকল গুণ হইল। সেই সকল হইতে ক্রিয়াশক্তি হইল; (তাহা) হইতে ক্রিয়াশক্তি-সংযুক্ত মহৎ[৩]। বিকারপ্রবৃত্ত তাহা হইতে অহঙ্কার জন্মিল; যাহা ভ্রম উৎপাদন করে। বৈকারিক, তৈজস, ও তামস; অহঙ্কার এই তিন-প্রকার;—তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় ও মনের[৪] কারণ; —চিন্ময় ও অচিন্ময়[৫]। তন্মাত্র সকলের কারণীভূত তামস

১। অর্থাৎ, কার্য্যকারণরূপিণী।

২। সৃষ্টি সমুদায় পুরুষের অনুমত।

অথবা, প্রকৃতিকে দর্শন করা রূপ যে পুরুষের অবস্থা, তদ্দ্বারা।

৩। অর্থাৎ, জ্ঞানশক্তি॥ "আচ্ছা, প্রকৃতির প্রথম বিকারই ত মহৎ?" এই তর্কের উত্তরচ্ছলে বিশেষণ "ক্রিয়াশক্তি-সংযুক্ত"। অর্থাৎ উভয় অভিন্ন।

৪। দেবতাও বিবক্ষিত।

৫। অহঙ্কার নিজে জড়; কিন্তু চিত্তের আভাস দ্বারা ব্যাপ্ত, অতএব উভয়ের গ্রন্থিরূপ।

(অহঙ্কার) হইতে (মহাভূত-রূপ) পদার্থ জন্মিল। তৈজস হইতে ইন্দ্রিয় সকল; এবং বৈকৃত হইতে একাদশ [৬] দেবতা হইলেন। আমা কর্ত্তৃক আজ্ঞপ্ত হইয়া পদার্থসমূহ সকলে একত্রিত হইয়া কার্য্য করত আমার উত্তম বিশ্রামস্থান অণ্ড সৃজন করিল। সলিলে সংস্থিত সেই অণ্ডে আমি জন্ম গ্রহণ করিলাম; আমার নাভিতে বিশ্বনামক পদ্ম, এবং তাহাতে আত্মযোনি উৎপন্ন হইলেন। সেই বিশ্বাত্মা তপস্যাযুক্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে রজো দ্বারা লোকপালসহিত লোক সকল; এবং ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ; এই তিন লোক সৃজন করিলেন [৭]। স্বর্লোক দেবতাদিগের আবাসস্থান; আর, ভুবর্লোক ভূতগণের; ভূর্লোক মর্ত্ত্যদিগের; এবং ত্রিতয়ের পরবর্ত্তী (মহর্লোকাদি) সিদ্ধগণের আবাসভূমি হইল। প্রভু পৃথিবীর অধোভাগে অসুর ও নাগগণের নিবাস সৃজন করিলেন। ত্রিগুণাত্মক কর্ম্মসকলের যাবদীয় গতি ত্রিলোকীতে। যোগ, তপস্যা, ও ন্যাসের বিমলা গতি, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, এবং সত্যলোক;—ভক্তিযোগের গতি বৈকুণ্ঠ। কালরূপী ধাতা আমাকে হেতু করিয়া, কর্ম্মসহিত এই জগৎ এই গুণপ্রবাহে [৮] উঠিতেছে; [৯] আবার মগ্ন হইতেছে [১০]। অণু, বৃহৎ, সূক্ষ্ম, স্থূল যে যে পদার্থ প্রসিদ্ধ আছে, সকলই উভয়ের দ্বারা সংযুক্ত;—প্রকৃতি দ্বারা এবং পুরুষের দ্বারা।

৬। দিক, বাত, অর্ক, প্রচেতস্, অশ্বিন, বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্রক, এবং চন্দ্র।

৭। অতলাদি; এবং মহর্লোকাদিও উদ্দিষ্ট।

৮। অর্থাৎ, সংসারে।

৯। অর্থাৎ, সত্যলোক পর্য্যন্ত উত্তমা গতি প্রাপ্ত হইতেছে।

১০। অর্থাৎ, স্থাবর পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট যোনি লাভ করিতেছে।

যে (পদার্থ) যাহার কারণ এবং লয়স্থান, সেই তাহার মধ্যাবস্থা ;[১১] (অতএব) উহাই সৎ ; বিকার ব্যবহারের নিমিত্ত ; যেমন (কটক কুণ্ডলাদি) তৈজস, আর (ঘটশরাবাদি) পার্থিব (বিকার সকল।) পূর্ব্ব (পদার্থ) যাহাকে উপাদানকারণস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পর (পদার্থ) সৃজন করে, এবং যাহা যখন যাহার কারণ ও প্রলয়স্থান হয়, তাহাই সত্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে[১২]। এই কার্য্যের উপাদান যে প্রকৃতি ; অধিষ্ঠাতা যে পরম পুরুষ ; আর অভিব্যঞ্জক যে কাল ; ব্রহ্মরূপী আমিই এই তিন[১৩]। (পরমেশ্বরের) যত দিন দৃষ্টি থাকে, তত দিন স্থিতি ; সেই স্থিতির অন্ত পর্য্যন্ত জীবের ভোগের নিমিত্ত সৃষ্টি পিতৃপুত্রাদিরূপে অবিচ্ছেদে প্রবৃত্তিত হইয়া থাকে। আমা কর্ত্তৃক ব্যাপ্যমান ব্রহ্মাণ্ড, লোকের বিবিধ সৃষ্টি ও প্রলয়ের রচনাভূমি হইয়াও, ভুবনসকলের সহিত পঞ্চত্বরূপ বিভাগের উপযুক্ত হয়। শরীর অন্নে লীন হয় ; অন্ন অঙ্কুরে লয় পায় ; অঙ্কুর ভূমিতে বিলীন হয় ; ভূমি গন্ধে লয় পায় ; গন্ধ জলে লীন হয় ; জল নিজের গুণ রসে লয় পায় ; রস জ্যোতিতে লীন হইয়া যায় ; জ্যোতি রূপে বিলীন হয় ; রূপ বায়ুতে, এবং তাহা স্বর্গে লয় পায়। হে সৌম্য ! তাহাও আকাশে ; আকাশ শব্দতন্মাত্রে ; ইন্দ্রিয়বর্গ নিজের প্রবর্ত্তক (দেবতা-

---

১১। অর্থাৎ, স্থিতিস্থান।

১২। বেদে কথিত হইয়া থাকে ।। অতএব পূর্ব্বোক্তঅনুসারে মহদাদির নিজ নিজ কার্য্য অহঙ্কারাদির পক্ষে কারণতা ও প্রলয়স্থানভূততা থাকিলেও, মহদাদি সৎ হইল না।

১৩। কারণ, প্রকৃতি শক্তিমাত্র ; আর পুরুষ ও কাল অবস্থামাত্র।

দিগেতে ;) প্রবর্ত্তক (দেবতা সকল) নিয়ন্তা মনে ; এবং (মন) বৈকারিক (অহঙ্কারে) লীন হয়। শব্দ ভূতগণের কারণ (তামস অহঙ্কারে) লয় পায় ; সমর্থ[১৪] ভূত-কারণ মহতে (লীন হয়।) সেই মহৎ নিজের কারণীভূত গুণসকলে (গিয়া) গুণমাত্রস্বরূপ হয় ; ঐ সকল (গুণ) প্রকৃতিতে লয় পায় ; উহা অব্যয় কালেতে লীন হয়। কাল জ্ঞানময় মহাপুরুষে ; এবং মহাপুরুষ অজ আত্মা আমাতে (লয় পায়।) আত্মা বিশ্বের উৎপত্তি ও লয় দ্বারা (স্থিতি-ভূমি ও সীমারূপে) লক্ষিত হইয়া থাকেন ; এই জন্য (তিনি) নিরুপাধিক ; অতএব আত্মাতেই অবস্থিত[১৫]।

যিনি এইপ্রকার দর্শন করেন, সূর্য্যোদয় হইলে আকাশে অন্ধকারের ন্যায়, তাঁহার মনে ভেদজন্য ভ্রম কিপ্রকারে হইবে ? (হইলেই বা কিপ্রকারে) থাকিতে পারিবে ?

পরাবরদ্রষ্টা আমি প্রতিলোম ও অনুলোমক্রমে এই সন্দেহ-গ্রন্থি-চ্ছেদক সাংখ্য বিধি কহিলাম।

সাংখ্যযোগ-কথন-নামক চতুর্ব্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

১৪। কারণ, উহা সর্ব্ব জগৎকে মোহিত করিয়া থাকে।
১৫। অর্থাৎ, তাঁহার আর অন্যত্র লয় হয় না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! পরস্পর-বিভক্ত-ভাবে বর্ত্তমান গুণগণের মধ্যে যাহা দ্বারা পুরুষ যাদৃশ হইবে, তাহা আমি এই বলিতেছি, আমার নিকট হইতে জান। মনোনিগ্রহ, বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সহিষ্ণুতা, বিবেক, স্বধর্ম্ম-বর্ত্তিতা, সত্য, দয়া, (পূর্ব্বাপর-) স্মৃতি, যথালাভে সন্তোষ, ব্যয়শীলতা, বৈরাগ্য, আস্তিকতা, অনুচিত কর্ম্মে লজ্জা, দানাদি,[১] ও আত্মরতি; (এবং) অভিলাষ, চেষ্টা, দর্প, লাভ হইলেও অসন্তোষ, গর্ব্ব, ধনাদির অভিলাষে দেবতাদির নিকট প্রার্থনা, (আমি এ ব্যক্তি নহি, এইরূপ) ভেদবুদ্ধি, বিষয়-ভোগ, মদনিবন্ধন যুদ্ধাদিতে অভিনিবেশ, স্তুতিপ্রিয়তা, উপহাস, প্রভাবপ্রকটন, ও বল আছে বলিয়া উদ্যম; আর, অসহিষ্ণুতা, ব্যয়-পরাঙ্মুখতা, অশাস্ত্রীয় কথন, হিংসা, যাচ্ঞা, ধর্ম্মধ্বজিতা,[২] শ্রম, কলহ, অনুশোচন, ভ্রম, দুঃখ, দীনতা, তন্দ্রা, আশা, ভয় ও উদ্যম-রাহিত্য; আনুপূর্ব্বিকক্রমে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণের এই বৃত্তি সকল প্রায়[৩] বর্ণিত হইল। অনন্তর মেলনসম্ভূতা বৃত্তি শ্রবণ কর।

উদ্ধব! "আমি" ও "আমার" এই যে বুদ্ধি, উহা মেল-

১। "আদি" শব্দে সরলতা, ও বিনয়াদি বুঝিতে হইবে।।
২। জীবিকার নিমিত্ত জটাদি ধর্ম্ম-চিহ্ন সকল ধারণ-করণ।
৩। অর্থাৎ, এতদ্ভিন্ন আরও আছে।

নের কার্য্য [৪]। (এই বুদ্ধিপূর্ব্বক) মন, দ্রব্য, ও ইন্দ্রিয়বর্গের দ্বারা (যাবতীয়) ব্যবহার (ও) সন্নিপাতের কার্য্য [৫]। এই (পুরুষ) যখন ধর্ম্মে, অর্থে, ও কামে অভিরত হন, উহাই সন্নিপাতের কার্য্য[৬]; —শ্রদ্ধা, আসক্তি, ও ধন উৎপাদন করিয়া থাকে। যখন (পুরুষের) কাম্য ধর্ম্মে নিষ্ঠা হয়; যখন পুরুষ গৃহাশ্রমে (আসক্ত হইয়া অবস্থিতি করেন; এবং পরে যখন, (নিত্য নৈমিত্তিক) নিজ ধর্ম্মে নিষ্ঠিত থাকেন; উহা সন্নিপাত-কার্য্য; কারণ, (কাম্য ধর্ম্ম, গৃহে আসক্তি, ও স্বধর্ম্ম, ক্রমান্বয়ে রজ-স্তমঃ-ও-সত্ত্ব-ময়।) শমাদি দ্বারা পুরুষকে সত্ত্ব-যুক্ত; কামাদি দ্বারা রজোযুক্ত; আর, ক্রোধাদি দ্বারা তমো-যুক্ত অনুমান করিবে। যখন নিরপেক্ষ হইয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবেন, তখন পুরুষই হউন, বা স্ত্রীই হউন, তাঁহাকে সত্ত্ব-স্বভাব বলিয়া জানিবে। যখন নিজের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমাকে ভজনা করিবেন, (তখন) তাঁহাকে রজঃ-প্রকৃতি; (আর যখন) হিংসা [৭] কামনা করিয়া (নিজ কর্ম্ম সকলের দ্বারা আমার অর্চ্চনা করিবে, তখন তাঁহাকে) তামস জানিবে। সত্ত্ব, রজঃ, ও তমঃ; এই সকল গুণ জীবেরই, আমার নহে; (কারণ, এই সকল) চিত্তে জন্মিয়া থাকে; [৮] যে

৪। "আমি শান্ত;" "আমি কামী," "আমি ক্রোধী;" এবং "আমার শান্তি, কাম ও ক্রোধ আছে" এইরূপ বুদ্ধিতে পূর্ব্বেও বৃত্তিত্রয়েরই সন্নিপাত দেখা যাইতেছে।

৫। মন, সাত্ত্বিক; দ্রব্য, রাজস; ইন্দ্রিয়, তামস, সুতরাং ঐ তিনের দ্বারা যে ব্যবহার হয়, সেও তিনের সন্নিপাতজন্য।

৬। ধর্ম্ম,—সাত্ত্বিক; অর্থ,—তমঃ; কাম, রজঃ।

৭। শত্রুর মরণাদি।

৮। চিত্ত, জীবের উপাধি।

সকলের দ্বারা (জীব) ভূতগণের মধ্যে লিপ্ত হইয়া বদ্ধ হইয়া থাকেন।

প্রকাশক, স্বচ্ছ, ও শান্ত সত্ত্বগুণ যখন অপর দুই (গুণকে) জয় করে, পুরুষ তখন সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদির [৯] সহিত যুক্ত হন [১০]। যখন সঙ্গের হেতুভূত, ভেদের নিমিত্ত, প্রবৃত্তি-স্বভাব রজোগুণ, তমঃ ও সত্ত্বগুণকে জয় করে, তখন (পুরুষ) দুঃখ, কর্ম্ম, এবং যশ ও শ্রীর সহিত সংযুক্ত হন [১১]। যখন বিবেক-ভ্রংশ-কারক, আবরণাত্মক, [১২] ও অনুদ্যমাত্মক তমোগুণ, রজঃ ও সত্ত্ব-গুণকে জয় করে, তখন (পুরুষ) শোক, মোহ, নিদ্রা, হিংসা ও আশার সহিত যুক্ত হন [১৩]।

যখন চিত্ত প্রশান্ত হইবে; এবং ইন্দ্রিয় সকলের নির্বৃত্তি, দেহের ভয়-রাহিত্য, ও মনের সঙ্গহীনতা জন্মিবে, (তখন) উহাকে মদীয় উপলব্ধি-স্থান সত্ত্ব জানিবে। যখন ক্রিয়া দ্বারা বিকার প্রাপ্ত হওয়াতে (পুরুষের) চিত্ত চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে; বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সকলের অনির্বৃতি (জন্মিবে;) কর্ম্মেন্দ্রিয়সকলের সমধিক বিকার (উপস্থিত

৯। "আদি" শব্দে শমদমাদি বুঝিতে হইবে।

১০। প্রকাশকতা, স্বচ্ছতা, ও শান্ততা ক্রমান্বয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সুখের কারণ।

১১। রজঃ সঙ্গের হেতু বলিয়া, পুরুষ যশঃ ও শ্রীর সহিত সংযুক্ত হন;—অর্থাৎ তত্তৎ বস্তুতে অভিলাষী হন॥ রজঃ ভেদের নিমিত্ত বলিয়া পুরুষ দুঃখের সহিত সংযুক্ত হন;—শ্রুতি আছে "দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়" রজঃ প্রবৃত্তি-স্বভাব বলিয়া, পুরুষ কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত হন।

১২। অর্থাৎ, যাহার স্বভাব, বুদ্ধি আচ্ছন্ন করিয়া রাখা।

১৩। তমঃ বিবেক-ভ্রংশ-কারক বলিয়া, শোক, মোহ ও হিংসার; আবরণাত্মক বলিয়া, নিদ্রার, এবং অনুদ্যমাত্মক বলিয়া, কেবল আশার সহিত যুক্ত হন।

হইবে;) মন ভ্রান্ত (হইবে; তখন) এই সকলের দ্বারা রজঃ (উৎকট হইয়াছে) বুঝিবে। চিত্ত, তিরোভূত হইবার কালে চিদাকাররূপ পরিণাম গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া বিলীন হইবে; (সঙ্কল্পাত্মক) মনও লীন (হইবে;) অজ্ঞান ও বিষাদ (জন্মিবে;) তাহাকে (প্রকটিত) তমো জানিবে। উদ্ধব! সত্ত্ব গুণ পরিবর্দ্ধিত হইলে পর দেবতাদিগের বল বৃদ্ধি পায়। রজঃ (বর্দ্ধিত হইলে) অসুরগণের, এবং তমঃ (বৃদ্ধি পাইলে) রাক্ষসদিগের (বল পরিবর্দ্ধিত হয়[১৪]।) সত্ত্ব হইতে জন্তুর জাগরণ জানিবে; আর, রজঃ হইতে স্বপ্ন; এবং তমো হইতে সুষুপ্তি বুঝিবে। চতুর্থ অবস্থা তিনেতে বিস্তৃত[১৫]। লোকেরা সত্ত্ব দ্বারা ক্রমশঃ উপরে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত; (এবং) তমো দ্বারা ক্রমশঃ নিম্নগতিতে স্থাবর পর্য্যন্ত গমন করেন; রজো দ্বারা মধ্যচারী[১৬] (হন)। যাঁহারা সত্ত্বে প্রলীন হন, তাঁহারা স্বর্গে; যাঁহাদিগের রজোতে লয় হয়, তাঁহারা নর লোকে; যাঁহাদিগের তমোতে লয় হয়, তাঁহারা নরকে যান। যাঁহারা নির্গুণ, তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন। আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত, বা কেবল দাসভাবে কৃত (যে) নিজ কর্ম্ম, সেই সাত্ত্বিক; ফলকামনায় কৃত রাজস; হিংসাদির[১৭] উদ্দেশে কৃত তামস। দেহাদি-ব্যক্তিরিক্ত আত্মজ্ঞান সাত্ত্বিক; যাহা দেহাদি-বিষয়ক, (তাহা) রাজস; প্রাকৃত

১৪। ইন্দ্রিয় সকলই নিবৃত্তি-স্বভাব ও প্রবৃত্তি-স্বভাব ধারণ করিলে দেবতা, অসুর ও রাক্ষস শব্দে কথিত হইয়া থাকে।

১৫। অর্থাৎ, একরূপ আত্মতত্ত্বই।

১৬। অর্থাৎ, মনুষ্য।

১৭। "আদি" শব্দে দম্ভমাৎসর্য্যাদি বুঝিতে হইবে।

জ্ঞান,[১৮] তামস; এবং মন্নিষ্ঠ জ্ঞান, নির্গুণ (বলিয়া) জানিত। বনবাস, সাত্ত্বিক; গ্রাম্য (বাস,) রাজস; দ্যূতাদিস্থলে বাস, তামস; এবং আমাতে বাস, নির্গুণ কথিত হইয়া থাকে।

সঙ্গহীন কর্ত্তা, সাত্ত্বিক; রাগান্ধ, রাজস; অনুসন্ধানশূন্য, তামস; এবং আমিই যাঁহার একমাত্র শরণ, তিনি নির্গুণ জানিত হইয়াছেন। আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা, সাত্ত্বিকী; কর্ম্মে শ্রদ্ধা, রাজসী; অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা, (তাহা) তামসী; এবং আমার সেবাতে (শ্রদ্ধা,) নির্গুণা।

হিতজনক, শুদ্ধ, অনায়াসে প্রাপ্ত ভক্ষ্য ভোজ্যাদি, সাত্ত্বিক; ইন্দ্রিয়গণের প্রিয়তম[১৯] রাজস; দুঃখদায়ক ও অশুচি, তামস (বলিয়া) জানিত।

আত্মা হইতে উত্থিত সুখ, সাত্ত্বিক; বিষয় হইতে উত্থিত, রাজস; মোহ ও দীনতা হইতে উত্থিত, তামস; এবং আমাকে আশ্রয়ি, নির্গুণ। দ্রব্য, দেশ, ফল, জ্ঞান, কর্ম্ম, কর্ত্তা, শ্রদ্ধা, অবস্থা, আকৃতি, ও নিষ্ঠা;[২০] সকলই ত্রিগুণাত্মক। পুরুষ ও প্রকৃতিতে অবস্থিত; অথবা দৃষ্ট, শ্রুত, কিম্বা বুদ্ধি দ্বারা

১৮। বালক ও মূকাদির জ্ঞান।

১৯। অর্থাৎ, ভোগকালে সুখকর।

২০। পূর্ব্বে কথিত, হিতজনক ভোজনাদি, "দ্রব্য"; বনগ্রামাদি, "দেশ"; আত্মা হইতে উৎথিত সুখ সাত্ত্বিক ইত্যাদি, "ফল"; যখন আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক ভজনা করিবে, ইত্যাদি, "কাল"; দেহাদি-ব্যতি-রিক্ত আত্মবিষয়ক জ্ঞান সাত্ত্বিক, ইত্যাদি, "জ্ঞান"; আমার প্রীতির উদ্দেশে কৃত কর্ম্ম-সাত্ত্বিক, ইত্যাদি, "কর্ম্ম"; অসঙ্গী কর্ত্তা সাত্ত্বিক, ইত্যাদি, "কর্ত্তা"; আত্মার উপর শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, ইত্যাদি, "শ্রদ্ধা"; সত্ত্ব হইতে জাগরণ, ইত্যাদি "অবস্থা"; সত্ত্ব দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উপরে উপরে গমন করেন, ইত্যাদি, "আকৃতি"; যাঁহারা সত্ত্বে লীন হন, তাঁহারা স্বর্গে যান, ইত্যাদি, "নিষ্ঠা"।

চিন্তিত; সমুদায় পদার্থ গুণময়। পুরুষের এই সকল সংসার গুণ-ও-কর্ম্ম-জন্য; হে সৌম্য! যে জীব চিত্তজন্য এই সকল গুণ জয় করিয়াছেন, তিনি (পশ্চাৎ) ভক্তিযোগ দ্বারা আমাতে নিষ্ঠ হইয়া মোক্ষের যোগ্য হন। অতএব, যাহাতে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই এই দেহ লাভ করিয়া, বিচক্ষণ ব্যক্তি সকল গুণসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা করুন্। বিদ্বান্ মুনি সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া, আর, অপ্রমত্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া আমাকে ভজনা করিবেন; এবং সত্ত্বগুণ ভজনা করিয়া রজঃস্তম জয় করিবেন। শান্তবুদ্ধি (বিদ্বান্) উপাশমাত্মক সত্ত্ব দ্বারাই আবার সত্ত্বকে জয় করিবেন। জীব, গুণগণ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া লিঙ্গ শরীর, পরিত্যাগ করত আমাকে প্রাপ্ত হন। লিঙ্গ শরীর ও অন্তঃকরণ-সম্ভূত গুণগণ হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রহ্ম আমা কর্ত্তৃকই সম্যক্‌রূপে পূর্ণ হইয়া, জীবকে বাহিরে বা অভ্যন্তরে[২১] বিচরণ করিতে হইবে না।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।



——00——

২১। "বাহিরে" অর্থাৎ, বিষয়-ভোগে; "অভ্যন্তরে" অর্থাৎ, বিষয়-স্মরণ দ্বারা মনোমধ্যে বিষয়-ভোগে।

ষড়বিংশ অধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যদ্দ্বারা আমার স্বরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে, সেই এই (নর-)দেহ লাভ করত (ভক্তিরূপ) মদীয় ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আত্মাতে অবস্থিত, পরমানন্দ-স্বরূপ, আত্মা আমাকে প্রাপ্ত হন [১]। জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা গুণময় জীবোপাধি হইতে মুক্ত হইয়া পুরুষ অবস্তুস্বরূপে দৃশ্যমান, মায়ামাত্র গুণ সকলে বর্ত্তমান হইয়াও গুণবস্তু সকলের সহিত যুক্ত হন না। শিশ্ন, ও উদরের তর্পণকারী অসৎ (পদার্থ) সকলের কখনও সাহচর্য্য করিবে না। তাহার একটীরও অনুগামী (ব্যক্তি,) অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায়, ঘোর অন্ধকারে পতিত হয়। চক্রবর্ত্তী, বিপুল-কীর্ত্তি পুরূরবা উর্ব্বশীর বিরহহেতু মোহে পতিত হইয়া তাঁহার পুনঃপ্রাপ্তি জন্য শোকের নাশ হইলে পর নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া [২] এই গাথা কহিয়াছিলেন। সেই (উর্ব্বশী) তাঁহার নিজেকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে প্রবৃত্ত হইলে, নৃপ বিহ্বল হইয়া তাঁহার উদ্দেশে শোক করিতে করিতে "হে জায়ে! হে ঘোরে! থাক!" এই বলিয়া উলঙ্গ হইয়া উন্মত্তের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন। অতৃপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র কাম সমূহ সেবা করত বর্ষ ও যামিনী সকলকে আসিতে বা যাইতে অনুভব করেন নাই; উর্ব্বশী তাঁহার চেতনা আকর্ষণ করিয়াছিল।

১। জীবন্মুক্তের কথা উল্লেখ করা হইল; এবং বলা হইল যে, তাঁহার সঙ্গ ভজিবে না। ২। ৯ম স্কন্ধে পুরূরবার উপাখ্যানে বিস্তার দ্রষ্টব্য।

পুরূরবা কহিয়াছিলেন, অহো! কাম সকলের দ্বারা মূর্চ্ছিত-চেতা আমার কি মোহ-বিস্তার! দেবী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিতকণ্ঠ হইয়া আমি পরমায়ুর এই সকল (দিবারাত্রিরূপ) খণ্ড অনুভব করি নাই! কি খেদের বিষয়; আমি ইহাঁ কর্ত্তৃক বঞ্চিত হইয়া সূর্য্যকে উদিত হইতে, বা অস্ত গমন করিতে জানি নাই! বৎসরসমূহের দিবসসকলকেও গত হইতে (অনুভব করি নাই!) অহো; আমার কি আত্মভ্রম! আমি রাজগণের শিখামণি চক্রবর্ত্তী আপনাকে কামিনীদিগের ক্রীড়ামৃগ করিয়াছি! (রাজ্যাদি-) পরিচ্ছদ-সহিত, চক্রবর্ত্তী আপনাকে তৃণের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তসদৃশ ক্রন্দন করিতে করিতে, (পরিত্যাগ করিয়া) গমন-কারিণী [৩] স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম! যে আমি পাদ-তাড়িত গর্দ্দভের ন্যায়, গমন-কারিণী স্ত্রীর অনুগমন করিয়াছিলাম, সেই আমার প্রভাব, তেজ, ও বল কোথায় (ছিল?) স্ত্রীগণ যাঁহার মন হরণ করিয়াছে, তাঁহার বিদ্যায় কি? তপস্যায় কি? সন্ন্যাসে কি? শাস্ত্রজ্ঞানে কি? একান্ত সেবায় কি? বাক-দমনে কি? নিজ-প্রয়োজন বিষয়ে অজ্ঞ, মূর্খ, পণ্ডিতাভিমানী আমাকে ধিক্; যে আমি চক্রবর্ত্তিপদ প্রাপ্ত হইয়া গো এবং গর্দ্দভের ন্যায়, স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়াছি। অনেক বৎসর ব্যাপিয়া উর্ব্বশীর অধরসুধা পান করিয়াও আমার কাম পরিতৃপ্ত হয় নাই;—আহুতিসকলের দ্বারা অগ্নির ন্যায়, মনোমধ্যে পুনঃ পুনঃ বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছে। আত্মা-রাম,

৩। অতএব, প্রণয়-কুপিতা নহে। প্রণয়-কুপিতা স্ত্রীর মানভঙ্গে প্রবৃত্ত হইয়া ক্রন্দনাদি করিলে, বরং এক দিন কথা ছিল। তাঁহার প্রণয় ছিল না; আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন।

অধোক্ষজ, ভগবান্, ঈশ্বর ভিন্ন, পুংশ্চলী কর্ত্তৃক অপহৃত চিত্তকে অন্য কোন্ ব্যক্তি মোচন করিতে পারেন? আমি দেবী কর্ত্তৃক যথার্থ বচন দ্বারা বোধিত হইতেছি; তথাপি অজিতেন্দ্রিয় দুর্ব্বুদ্ধির মনোগত মোহ দূর হইতেছে না। এই বা কি অপরাধ করিয়াছে? আমারই রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়াছে! দ্রষ্টার স্বরূপ বুঝিতে পারি নাই!—আমি অজিতেন্দ্রিয়। এই মলিন, দৌর্গন্ধ্যাত্মক, অশুচি দেহ কোথা! আর কুসুমের ন্যায় সৌগন্ধ্যাদি গুণ সকল কোথা! অবিদ্যা হেতু (ঐরূপ দেহে ঐ সকল গুণের) আরোপ করা হইয়াছে[৪]। দেহ কি পিতামাতার?[৫] অথবা ভার্য্যার[৬]? কিম্বা স্বামীর[৭]? কিম্বা অগ্নির[৮]? অথবা কুক্কুর ও গৃধ্রের[৯]? কিম্বা নিজের[১০]? কিম্বা বন্ধুগণের[১১]? যিনি এইরূপ নিশ্চয় না করেন, "অহো! রমণীর মুখ কি সুন্দর! উহাতে নাসিকাটি কি সুগঠন! উহার হাস্য কি মনোহর!" (এই ভাবিয়া) তুচ্ছ বস্তুতে[১২] যাহার অন্ত-হইবে, সেই অপবিত্র কলেবরে বিশেষ আসক্ত হন। ত্বক্, মাংস, রুধির, স্নায়ু, মেদ, মজ্জা ও অস্থির সমষ্টিতে যাহারা বিহার করে, বিষ্ঠা, মূত্র ও পূয়ে (বিহারকারী) কৃমিসকলের হইতে তাহাদিগের দূরতা কত? এই জন্য বিবেকী (ব্যক্তি,) স্ত্রী

৪। "যাহাই বলুন, সৌগন্ধ্য এবং প্রেমাদিসদ্গুণসকলের দ্বারা সেই উর্ব্বশীই মোহের কারণ," এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া উত্তর দেওয়া হইল। ৫। জনক বলিয়া। ৬। ভোগ-প্রদাত্রী বলিয়া।

৭। অধীন বলিয়া। ৮। অন্ত্যেষ্টিকালে দাহক বলিয়া।

৯। ভোক্ত্য বলিয়া।

১০। নিজে দেহেরশুভাশুভভাগী বলিয়া।

১১। উপকারক বলিয়া। ১২। কৃমি, বিষ্ঠা ও ভস্মে।

ও স্ত্রৈণসকলে আসক্ত হইবেন না। অন্য কারণে নহে, মন, বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযোগহেতুই ক্ষুব্ধ হয়। অশ্রুত ও অদৃষ্ট পদার্থ হইতে মনঃক্ষোভ উৎপন্ন হয় না [১৩]। (অতএব) যাঁহারা ইন্দ্রিয়কে সংযত করেন, তাঁহাদিগের মন নিশ্চল হইয়া শান্ত হয়। সেই জন্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা স্ত্রী ও স্ত্রৈণগণের সাহায্য করিবে না। মাদৃশ (ব্যক্তিদিগের) কথা কি? ষড়্‌বর্গ, পণ্ডিতদিগেরও অবিশ্বসনীয়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, জ্ঞান দ্বারা মোহ দূর হওয়াতে রাজগণ ও দেবগণের মধ্যে প্রধান সেই (পুরূরবা) পরে উর্ব্বশীলোক পরিত্যাগ করিয়া আপনাতে আত্মাকে, অর্থাৎ, আমাকে অবগত হইয়া উপরত হইলেন। সেই হেতু বুদ্ধিমান্, দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুদিগেতে আসক্ত হইবেন। সাধুরাই হিতোপদেশসকলের দ্বারা ইহাঁর মনের একপরা আসক্তি ছেদন করিয়া থাকেন। সাধু সকল (কিছুরই) অপেক্ষা রাখেন না; তাঁহাদিগের চিত্ত আমাতে অবস্থাপিত; তাঁহারা প্রশান্ত; সমদর্শী; মমতাহীন; অহঙ্কার-শূন্য; দ্বন্দ্ব-শূন্য; এবং পরিগ্রহ-শূন্য। হে মহাভাগ! তাঁহাদির মধ্যে নিত্য হিতজনিকা মদীয়া কথা সকল হইয়া থাকে; (ঐ সকল কথা) শ্রবণকারীদিগের পাপ নাশ করে। যাঁহারা আদরপূর্ব্বক সেই সকল শ্রবণ করেন, গান করেন, এবং অনুমোদন করেন, তাঁহারা মৎপর ও (আমাতে) শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাতে ভক্তি প্রাপ্ত হন। যে সাধু, অনন্ত-গুণ, আনন্দানুভবাত্মক

১৩। "আচ্ছা, যাঁহারা নেত্র নিমীলন করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগেরও মনঃক্ষোভ দেখা যায়"। এই বাক্য আশঙ্কা করিয়া বলা হইল। অর্থাৎ, সে স্থলেও পূর্ব্ব-দর্শনাদিকে কারণ মানিতে হইবে।

আমাতে ভক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কি অবশিষ্ট আছে? যেমন ভগবান্ অগ্নিকে আশ্রয়-কারী ব্যক্তির, তেমনি সাধুগণের সেবাকারীর শীত, ভয় ও অন্ধকার [১৪] নষ্ট হয়। যেমন, যাঁহারা জলে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছেন, তাঁহাদিগের নৌকা, তেমনি, ঘোর সংসার-সাগরে নিমজ্জন-ও-উন্মজ্জনকারী (জীবগণের) ব্রহ্ম-বিৎ সাধুসকল পরম আশ্রয়। (যেমন) অন্ন, প্রাণীগণের প্রাণ; (যেমন) আমি, পীড়িত জনসমূহের শরণ; যেমন ধর্ম্ম, পরকালে মনুষ্যগণের ধন; তেমনি সাধুসকল, সংসার-পতন হইতে ভীত (পুরুষের) শরণ। সাধুসকল অশেষ চক্ষু প্রদান করেন; সূর্য্য উত্থিত হইয়া বাহ্যিক (চক্ষু দান করিয়া থাকেন।) সাধুগণ; দেবতা ও বান্ধব; এবং সাধুগণ, আত্মা আমি।

তাহার পর পুরূরবা এইপ্রকারে উর্ব্বশীলোকে নিস্পৃহ হইয়া সঙ্গ পরিত্যাগ করত আত্মারাম হইয়া এই পৃথিবী বিচরণ করিয়াছিলেন।

পুরূরবার গীতনামক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

১৪। "শীত," অর্থাৎ কর্ম্মাদি-জন্য জড়তা; "ভয়" অর্থাৎ আগামি সংসারভয়; "অন্ধকার," অর্থাৎ সংসার-মূলক অজ্ঞান।

সপ্তবিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, হে সত্ত্বগুণাবলম্বীদিগের শ্রেষ্ঠ! যদ্দ্বারা, যাহাতে, যে ভক্তগণ তোমাকে ভজনা করেন, তুমি সেই ত্বদীয় আরাধনরূপ ক্রিয়াযোগ বল। নারদ, ভগবান্ ব্যাস, এবং অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি; (এই সকল মুনি) ইহাকে মনুষ্যগণের মুক্তিসাধন বলিয়া বারম্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ভৃগু প্রভৃতি নিজ পুত্রদিগকে; এবং ভগবান্ ভব দেবীকে তোমার মুখ হইতে বিনিঃসৃত ইহা কহিয়াছিলেন। হে মানদ! ইহা সর্ব্ব বর্ণের, ও আশ্রমের; এবং শূদ্র ও স্ত্রীগণেরও মঙ্গল সকলের মধ্যে উত্তম বলিয়া সুনিশ্চিত। হে কমল-পত্রাক্ষ! হে বিশ্বেশ্বরের ঈশ্বর! ভক্ত ও অনুরক্ত (আমাকে) কর্ম্ম-বন্ধনের মুক্তিসাধন ইহা বল।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে উদ্ধব! অনন্তপার কর্ম্মকাণ্ডের অন্ত নাই। আনুপূর্ব্বিকক্রমে যথাবৎরূপে সংক্ষিপ্ত বর্ণন করিব। বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র; আমার এই তিনপ্রকার পূজা। তিনের মধ্যে যে বিধি বাঞ্ছিত, তাহা দ্বারাই আমার অর্চ্চনা করিবে। যখন নিজের অধিকারমত দ্বিজত্ব লাভ করিয়া পুরুষ ভক্তি-পূর্ব্বক যেপ্রকারে আমাকে ভজনা করিবেন, আমার নিকট তাহা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রবণ কর। দ্বিজ অকাপট্যভাবে প্রতি-মাতে, বালুকাময়ী বেদিতে, অগ্নিতে; অথবা সূর্য্যে, জলে ও হৃদয়ে নিজ গুরু আমাকে দ্রব্য দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। দন্ত ধৌত করিয়া শুদ্ধির নিমিত্ত অগ্রে স্নান করিবেন;—উভয় মন্ত্র

দ্বারাই মৃত্তিকাগ্রহণাদিতে করিয়া স্নান হইয়া থাকে। যাঁহার পরমেশ্বর বিষয়েই সংকল্প, তিনি বেদ কর্ত্তৃক বিহিত যে সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম সকল, সেই সকলের সহিত আমার কর্ম্মপাবনী পূজা [১] করিবেন। শৈলময়ী, দারুময়ী, লৌহ-ময়ী, লেপময়ী, লেখময়ী, বালুকাময়ী, মনোময়ী, এবং মণিময়ী; আমার এই অষ্ট প্রতিমা জানিত (আছে।) চলা; আর, অচলা; এই দ্বিবিধা প্রতিমা ভগবানের মন্দির। উদ্ধব! অচলাতে অর্চ্চনায় বিসর্জ্জন ও আবাহন নাই। চলাতে থাকিতেও পারে; না থাকিতেও পারে [২]। বালুকাময়ীতে দুইই থাকিবে [৩]। মৃণ্ময়ী ও লেখময়ী ব্যতিরিক্তের স্নান করান বিধেয়; অন্যের পরিমার্জ্জন কর্ত্তব্য। নিষ্কাম ভক্তেরা প্রতিমাদিতে শোভন দ্রব্য সকলের দ্বারা; (কিম্বা) হৃদয়ে ভাবনা দ্বারাই আমার পূজা (করিবেন।) উদ্ধব! প্রতিমাতে এইপ্রকার স্নপন ও অলঙ্করণ প্রিয়তম; আর, বালুকাবেদিতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র সকলের দ্বারা অঙ্গ দেবতা ও প্রধান দেবতাগণের স্থাপন; অগ্নিতে ঘৃতসিক্ত হবনীয়দ্রব্য; সূর্য্যেতে নমস্কার ও অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজন; এবং জলে জলাদি দ্বারা অর্চ্চন প্রিয়তম। ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত জলও আমার প্রিয়তম; অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রদত্ত ভূরি (দ্রব্যও) আমার তুষ্টি প্রদান করিতে পারে না; গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপ ও অন্নাদির কথা কি? শুচি হইয়া অগ্রে পূজাসাধন দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া কুশা দ্বারা আসন বিরচণ করত উপবেশন করিয়া পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া অর্চ্চনা

১। অর্থাৎ, উহা সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম্মের ব্যাঘাত-কারিণী হইবে না।

২। যথা;—শালগ্রামে করিবে না; বালুকাময়ীতে করিবে। অন্যান্য প্রতিমাতে ইচ্ছা হয়, করিবে; না হয়, না করিবে।

করিবেন; (স্থিরা) প্রতিমাতে পূজা করিতে হইলে, (প্রতিমার) সম্মুখীন হইয়া উপবেশন করত পূজা করিবেন। যাহাতে মূলমন্ত্র ন্যাস করা হইয়াছে, ন্যাস করিয়া, সেই মদীয়া প্রতিমাকে হস্ত দ্বারা মার্জ্জনা করিবেন [৩]; এবং পূর্ণ-কুম্ভ ও প্রোক্ষণ জলপাত্রের যথাবৎ সংস্কার সাধন করিবেন। সেই জল দ্বারা দেবপূজা-স্থান, দ্রব্যসমূহ, এবং আপনাকে প্রোক্ষণ করিয়া, জল এবং তাবৎ দ্রব্যসকলের দ্বারা তিন পাত্রের [৪] সংস্কার করিবেন। পূজক, তিন পাত্রকে হৃন্মন্ত্র, শিরোমন্ত্র, শিখামন্ত্র ও গায়ত্রী দ্বারা মন্ত্রপূত করিবেন। বায়ু ও অগ্নি [৫] দ্বারা শোধিত দেহে হৃৎ-পদ্মে অবস্থিত, আমার শ্রেষ্ঠা, সূক্ষ্মা, নারায়ণমূর্ত্তি ধ্যান করিবেন; সিদ্ধেরা ওঁকারের পর যাহা ধ্যান করিয়া থাকেন। নিজের সহিত একীভূত করিয়া চিন্তিতা সেই (মূর্ত্তি) দ্বারা দেহ ব্যাপ্ত হইলে পর, [৬] (অগ্রে তাহাতেই মানস উপচার দ্বারা) পূজা করত তন্ময় হইয়া প্রতিমাদিতে আবাহন ও (স্থাপন মুদ্রা দ্বারা) স্থাপন করিয়া অঙ্গন্যাসপূর্ব্বক আমার পূজা করিবেন। ধর্ম্মাদি, ও নয় (শক্তি [৭]) দ্বারা আমার আসন,

৩। অর্থাৎ, উহা হইতে নির্ম্মাল্যাদি অপসারণ করিবেন।

৪। পাদ্যপাত্র; অর্ঘ্যপাত্র; আচমনীয়পাত্র॥
তন্মধ্যে শ্যামাক, দূর্ব্বা, পদ্ম ও অপরাজিতাদি দ্বারা পাদ্য; চন্দন, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, যব, কুশাগ্র, তিল, সর্ষপ, এবং দূর্ব্বা; এই অষ্ট দ্রব্য দ্বারা অর্ঘ্য; আর, জাতী, লবঙ্গ, ও কক্কোল, দ্বারা আচমনীয় বিরচিত হইয়া থাকে।

৫। কোষ্ঠগত "বায়ু"; আর, আধারস্থানগত "অগ্নি"।

৬। যেমন দীপালোক দ্বারা গৃহ।

৭। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং ঐশ্বর্য্য; এই চারিটী আসনরূপ পর্য্যঙ্কের চারি পাদ। অধর্ম্মাদি পূর্ব্বাদিক্রমে পর্য্যঙ্কের গাত্র। গুণত্রয় তাহার ফলক। আর মধ্যভাগে বিমলা, উৎকর্ষিণী, জ্ঞানযোগা, ক্রিয়া-যোগা, প্রহ্বী, সত্যা, ঈশানা, এবং অনুগ্রহা; এই নয় শক্তি।

(এবং তন্মধ্যে) কর্ণিকা ও কেশর সকলের দ্বারা উজ্জ্বল অষ্টদল-পদ্ম [৮] কল্পনা করিয়া বেদ ও তন্ত্র দ্বারা উভয়[৯]-সিদ্ধির নিমিত্ত আমাকে পাদ্য, আচমনীয়, ও অর্ঘ্যাদি উপচার সকল নিবেদন করিবেন। পরে, সুদর্শন, পাঞ্চজন্য (শঙ্খ), গদা, খড়্গ, বাণ, ধনুঃ, হল, মূষল, কৌস্তুভ, মালা ও শ্রীবৎসের পূজা করিবেন। সুনন্দ, নন্দ, প্রচণ্ড, চণ্ড, মহাবল, বল, কুমুদ, কুমুদ, কুমুদেক্ষণ, গরুড়, দুর্গা, বিনায়ক, ব্যাস, বিষ্বক্সেন, গুরুগণ, এবং দেবগণ, (দেবের) এই সকল সহচরগণের যথাস্থানে [১০] প্রোক্ষণাদি দ্বারা পূজা করিবেন। বিভব থাকিলে মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, সর্ব্বদা উশীর, কর্পূর, কুঙ্কুম ও অগুরু-বাসিত জল দ্বারা স্নান করাইবেন। স্বর্ণ অর্ঘ্য মন্ত্র, মহা-পুরুষ-বিদ্যা, পৌরুষসূক্ত, সাম, ও রাজনাদি [১১] দ্বারা পূজা করিবেন। বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, [১২] মাল্য, চন্দন ও লেপন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবেন। (যদি) আমার ভক্ত (হন, তাহা হইলে) প্রেমের সহিত যথোচিতরূপে (অল-ঙ্কৃত করিবেন)। পূজক আমাকে পাদ্য, আচমনীয়, চন্দন, পুষ্প, আতপতণ্ডুল, ধূপ, দীপ, ও উপহার সকল শ্রদ্ধা পূর্ব্বক নিবেদন করিবেন। থাকিলে, গুড়, পায়স, ঘৃত,

---

৮। তন্মধ্যস্থ সূর্য্যাদি মণ্ডল। ৯। বেদতন্ত্রোক্ত ভোগ ও মুক্তি।

১০। নন্দাদি অষ্ট পার্ষদগণের অষ্ট দিকে ; গরুড়ের সম্মুখে ; দুর্গাদির কোণ সকলে ; গুরুগণের বামে ; এবং ইন্দ্রাদি লোকপাল দেবগণের পূর্ব্বাদি দিক্‌ক্রমে পূজা করিবেন।

১১। "আদি" শব্দে রোহিণী প্রভৃতি বুঝিতে হইবে।

স্বর্ণ অর্ঘ্যাদি বেদের মন্ত্র বিশেষ।

১২। কপোলহৃদয়াদি স্থলে লিখিত পত্রভঙ্গ ;—অর্থাৎ, ছাবা। বাং।

শঙ্কুলী, [১৩] অপূপ-সমূহ, মোদক, সংযাব, দধি, ও ব্যঞ্জনের নৈবেদ্য দিবেন। অভিষেক, উন্মর্দ্দন, আদর্শ, দন্তধাবন, পঞ্চামৃত স্নান, এবং অন্নাদিপূর্ব্বক গীত ও বাদ্য পর্ব্ব দিবসে করিবেন; অথবা [১৪] প্রতিদিন (করিবেন)। নিজ নিজ অধিকারভুক্ত বেদোক্ত-কর্ম্মজ্ঞাপক সূত্র অনুসারে মেখলা, কুশ, ও বেদিদ্বারা কুণ্ড বিরচিত হইলে পর, (তাহার) চারি দিকে অগ্নি স্থাপন করত হস্ত দ্বারা দীপিত করিয়া একত্র মেলন করিবেন। অনন্তর চতুষ্পার্শ্বে কুশ বিস্তার করত অন্বাধা নামক ব্যাহৃতি [১৫] দ্বারা যথাবিধি সমিৎ-প্রক্ষেপাদিরূপ কর্ম্ম করিয়া (অগ্নির উত্তর দিকে) হোমোপযোগি দ্রব্য সকল রাখিয়া প্রোক্ষণী-পাত্রস্থ জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া অগ্নিতে আমাকে (বক্ষ্যমাণরূপে) ভাবনা করিবেন;—দেখিতে তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায়; শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম দ্বারা শোভমান; চতুর্ভুজ; শান্ত; পদ্মকিঞ্জল্কের বসনপরিধায়ী; (অঙ্গে) স্ফূর্ত্তিশীল কিরীট, কটক, কটিসূত্র ও শ্রেষ্ঠ অঙ্গদ; বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎস; শোভমান-কৌস্তুভধারী; বনমালী। (এই রূপ) ধ্যান করত পূজা করিয়া ঘৃত দ্বারা সংসিক্ত শুষ্ক সমিধ্ প্রক্ষেপ করত আঘার (নামক) দুই যাগ, ও তন্নিমিত্তক আহুতি সকল প্রদান, করিয়া প্রতি মন্ত্রে আহুতিগ্রহণপূর্ব্বক মূলমন্ত্র এবং পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃতসিক্ত হবনীয় দ্রব্য হোম করিবেন। পণ্ডিত ন্যায়ানুসারে বিশেষ বিশেষ মন্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাদির উদ্দেশে স্বিষ্টিকৃত [১৬] হোম

১৩। তৈলপক্ব মিষ্টান্ন বিশেষ। ১৪। বিভব থাকিলে।
১৫। ভূঃ ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি সপ্ত মন্ত্র।
১৬। হোম বিশেষ।

করত, অনন্তর (অগ্নিমধ্যস্থ ভগবান্‌কে) পূজা, পরে নমস্কার করিয়া, (অবশেষে) পার্ষদদিগকে বলি প্রদান করিবেন। নারায়ণাত্মক ব্রহ্মকে স্মরণ করত মূল মন্ত্র জপ করিবেন। (তাহার পর) আচমনীয় প্রদান করিয়া নৈবেদ্যভাগ বিষ্বক্‌সেনকে দান করিবেন; (পশ্চাৎ আপনি ভোজন করিবেন। তদন্তর) সুগন্ধ-বিশিষ্ট তাম্বূলাদি মুখশুদ্ধি নিবেদন করিয়া, তাহার পরেও পূজা করিবেন। (আমাকে) গান, (আমার নামকর্ম্মাদি-) কীর্ত্তন, নৃত্য, আমার কর্ম্মসকলের অভিনয়করণ, আমার কথা শ্রবণ ও শ্রাবণ করত ক্ষণকাল অবসর লাভ করিবেন। উচ্চাবচ পৌরাণ ও প্রাকৃত স্তবস্তুতি দ্বারা স্তব করত "ভগবন্! প্রসন্ন হউন্" এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন। দক্ষিণ ও বাম বাহু দ্বারা ক্রমান্বয়ে আমার দক্ষিণ ও বাম পাদ মস্তকে লইয়া "হে ঈশ্বর! আমি প্রপন্ন; মৃত্যু ও গৃহরূপসাগর হইতে ভীত; আমাকে ত্রাণ করুন"; (এই বলিয়া নমস্কার করিবেন।)

এইপ্রকার প্রার্থনা হেতু আমি নির্ম্মাল্য প্রদান করিলে, আদরপূর্ব্বক তাহা মস্তকে করিয়া, যদি বিসর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে (প্রতিমাতে যে জ্যোতিঃ ন্যাস করা হইয়াছিল, সেই) জ্যোতিকে আবার (হৃৎপদ্মস্থ-) জ্যোতিতে বিসর্জ্জন করিবেন। প্রতিমাদির মধ্যে যখন যাহাতে শ্রদ্ধা হয়, আমাকে তাহাতে অর্চ্চনা করিবেন। আমি সকলের আত্মা; সর্ব্বভূতে এবং আত্মাতেও অবস্থিত। পুরুষ এইপ্রকার বৈদিক ও তান্ত্রিক ক্রিয়াযোগমার্গ দ্বারা পূজা করিয়া আমার নিকট বাঞ্ছিত

সিদ্ধি লাভ করেন। আমার প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করাইয়া দৃঢ় মন্দির নির্ম্মাণ করাইবে। পূজাদির প্রবাহের নিমিত্ত পূজা-যাত্রা-ও-উৎসব-সমন্বিত রম্য পুষ্পোদ্যান, এবং ক্ষেত্র, আপণ, নগর ও গ্রাম সকল মহাপর্ব্ব দিবসে, অথবা প্রত্যহ দান করিয়া আমার সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করিবে। প্রতিষ্ঠা দ্বারা চক্রবর্ত্তিপদ; মন্দির দ্বারা ত্রিভুবন; পূজাদি দ্বারা ব্রহ্মলোক; এবং (এই) তিনের দ্বারা আমার সহিত সমতা প্রাপ্ত হইবে। আকঙ্ক্ষাশূন্য ভক্তিযোগ দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হয়; যিনি এইরূপ পূজা করেন, তিনি ভক্তিযোগ লাভ করেন। যিনি নিজের দত্ত বা অন্যের দত্ত দেববৃত্তি বা ব্রাহ্মণবৃত্তি হরণ করেন' তিনি অযুত বৎসর বিষ্ঠাভোজী (কৃমি) হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। পরকালে কর্ত্তার (যে ফল,) সহকারীর এবং অনু-মোদনকর্ত্তারও সেই ফল; যে হেতু ইহাঁরা কর্ম্মের অংশী। অধিক কর্ম্মে অধিক (ফল)।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———00———

অষ্টাবিংশধ্যায়।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, প্রকৃতি ও পুরুষ দ্বারা বিশ্বকে একাত্মক দেখিয়া পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকলের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকলের নিন্দা বা প্রশংসা করেন, তিনি অনর্থক্-অভিনিবেশ হেতু শীঘ্র নিজ প্রয়োজন হইতে ভ্রষ্ট হন। রাজস অহঙ্কারের কার্য্য (ইন্দ্রিয়গণ) নিদ্রা দ্বারা অভিভূত হইলে, দেহস্থ জীব (স্বপ্নরূপ) মায়া, অথবা (তাহার পর) চেতনাশূন্য হইয়া (সুষুপ্তিরূপ) মৃত্যু প্রাপ্ত হন; সেইরূপ দ্বৈতবিষয়ে অভিনিবেশকারী পুরুষ (বিক্ষেপ ও লয়) প্রাপ্ত হয়। দ্বৈত, বস্তু নহে; তাহার মধ্যে ভালই কি? আর মন্দই কি? যাহা বাক্য দ্বারা কথিত, এবং মনোদ্বারা চিন্তিত, তাহা মিথ্যা। প্রতিবিম্ব, প্রতিধ্বনি ও (শুক্তিতে রজত-ভ্রমাদি) ভ্রম, বস্তু না হইয়াও বস্তু জ্ঞান করায়; এইরূপ দেহাদি পদার্থসকলও মৃত্যুপর্য্যন্ত ভয় উৎপাদন করে। সেই প্রভু ঈশ্বর আত্মাই এই বিশ্ব হইয়া সৃষ্ট হন, ও সৃজন করেন; পালিত হন ও পালন করেন; সংহৃত হন ও সংহার করেন। অতএব সৃজ্যাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা হইতে অন্য পদার্থ নিরূপিত হয় না। আত্মাতে এই (যে) ত্রিবিধা[১] প্রতীতি, (ইহা) নির্ম্মূলা নিরূপিতা হইয়াছে। এই গুণময় ত্রিবিধকে মায়াকৃত বলিয়া জান। আমি (যে) জ্ঞানবিজ্ঞানবিষয়ে নিষ্ঠা কহিলাম, (যিনি) ইহা জানিয়াছেন, (তিনি)

১। অধ্যাত্ম, অধিদৈব, এবং অধিভূত।

নিন্দাও করেন না, স্তবও করেন না; সূর্য্যের ন্যায়[২] সংসারে বিচরণ করেন। প্রত্যক্ষ, অনুমান, নিয়ম এবং নিজের অনুভব দ্বারা (আত্মভিন্নকে) আদ্যন্তশালী ও অসৎ জানিয়া সঙ্গপরিত্যাগপূর্ব্বক সংসারে বিচরণ করিবে।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, সংসার না আত্মার, না দেহের, (কাহারই ঘটে না; কারণ,) এক, দ্রষ্টা, (অপর,) দৃষ্ট; (অতএব) অজড়, আর জড়। হে ঈশ্বর! তবে কাহার ঘটে? ইহার ত উপলব্ধি হইয়া থাকে[৩]। আত্মা অব্যয়, গুণহীন, শুদ্ধ, জ্যোতিঃ-স্বরূপ, এবং অনাবৃত[৪] ও অগ্নিতুল্য; (আর,) দেহ জড়;—কাষ্ঠসদৃশ। লোকে সংসার কাহার হয়?

শ্রীভগবান্ কহিলেন, যত দিন দেহ, ইন্দ্রিয় ও প্রাণের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, তত দিন সংসার, পদার্থ না হইলেও, অবিবেকীর সম্বন্ধে স্ফূর্ত্তি পায়। পদার্থ নাই বটে, কিন্তু ইহাঁর পক্ষে সংসার নিবৃত্তি পায় না; (কারণ ইনি) বিষয়সকল চিন্তা করিয়া থাকেন; যেমন স্বপ্নে অর্থবোধ হয়। যেরূপ স্বপ্ন, নিদ্রিত ব্যক্তির সম্বন্ধে বিবিধ পদার্থ সৃজন করে; আবার সেই (স্বপ্নই) জাগ্রত ব্যক্তির মোহ করিতে পারে না। শোক, হর্ষ, ভয়, ক্রোধ, লোভ, মোহ, এবং স্পৃহাদি, (আর) জন্ম ও মৃত্যু, দেহাদিসন্নিকর্ষেরই দেখা যায়[৫]; আত্মার

২। অর্থাৎ, সর্ব্বত্র সমান ভাবে।

৩। সুতরাং উভয়েরও ঘটিল না।

৪। অব্যয়াদি ৫ টী বিশেষণ দ্বারা ক্রমান্বয়ে আত্মাতে নাশাদি, ভোগাদি, পুণ্যাপুণ্যাদি, অজ্ঞান, ও পরিচ্ছেদের অসম্ভাবনীয়তা প্রতিপাদন করা হইল।

৫। অর্থাৎ, অহঙ্কারের। কারণ, সুষুপ্তিকালে ঐ সকলের অনুভব হয় না।

নহে। দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও মনেতে অভিমানশালী আত্মাই অন্তঃস্থ জীব; (অতএব) গুণ-কর্ম্ম-মূর্ত্ত; (সুতরাং তিনিই) "প্রকৃতি," "মহান্" ইত্যাদি বিবিধপ্রকারে কীর্ত্তিত হইয়া ঈশ্বরের বশে সংসারের সর্ব্বত্র ধাবিত হন[৬]। অমূল, (তথাপি) বহুরূপে প্রকাশিত এই মন, বাক্য, প্রাণ, শরীর ও কর্ম্মকে[৭] গুরূপাসনাতে করিয়া শাণিত জ্ঞান-খড়্গ দ্বারা ছেদন করত মুনি, বিতৃষ্ণ হইয়া, পৃথিবী পর্য্যটন করেন। "এই (বিশ্বের) আদিতে ও অন্তে যে কারণ ও প্রকাশক (বস্তু ছিল, ও থাকিবে,) মধ্যেও কেবল তাহাই;" বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ ও তর্ক দ্বারা (এইপ্রকার যে) বিবেক (উৎপন্ন হয়, তাহাই) জ্ঞান। যেমন, যে সুবর্ণ, সমুদায় সুবর্ণ-নির্ম্মিত দ্রব্যের পূর্ব্বে (ছিল,) এবং পরেও (থাকিবে;) তাহাই সুন্দররূপে গঠিত নানা নামে ব্যবহৃত হইয়া উহাদিগের মধ্যেতেও থাকে; তেমনি আমিও এই (বিশ্বের)। অহে! অবস্থা-ত্রয়-সম্পন্ন মন; গুণত্রয়; এবং কারণ, কার্য্য, ও কর্ত্তা যে শুদ্ধ নির্গুণ ব্রহ্মের সহিত অন্বয়ব্যতিরেক[৮] দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাই সত্য। যে কার্য্য ও প্রকাশ্য[৯] পূর্ব্বে ছিল না, পরেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও নাই;—কেবল নামমাত্র; কারণ, যাহা যাহা অন্যের দ্বারা জাত ও প্রকাশিত, তাহা তাহা তাহাই

৬। অতএব মুক্তি জড়দেহের না হইয়া আত্মারই হইতেছে; সুতরাং মুক্তিতে দেহাদি-উৎপাদক অহঙ্কার থাকিতে পারিতেছে না।

৭। অথবা, মনঃ (প্রভৃতিতে যাহা করা যায়) অর্থাৎ, অহঙ্কার।

৮। অর্থাৎ, থাকিলে থাকা, এবং না থাকিলে না থাকা। যেমন;— চুল্লীতে ধূমের অন্বয়; এবং জলে ব্যতিরেক।

৯। অর্থাৎ, প্রপঞ্চ।

হইবে; আমার এই বুদ্ধি। এই যে বিকারসমূহ, ইহা পূর্ব্বে ছিল না; ব্রহ্ম রজোগুণ দ্বারা ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন;—প্রকাশও করিয়াছেন। ব্রহ্ম স্বতঃ-সিদ্ধ; এবং প্রকাশক; অতএব ব্রহ্মই ইন্দ্রিয়, তন্মাত্র, মন ও পঞ্চ-ভূত ইত্যাদি নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। ব্রহ্ম-বিবেকের সাধন[১০] সকলের দ্বারা, এবং গুরুকে নিমিত্ত করত দেহে আত্মজ্ঞান-দূরী-করণ দ্বারা এইপ্রকারে স্পষ্ট-রূপে আত্মসন্দেহ ছেদন করত আত্মানন্দে সন্তুষ্ট হইয়া সমুদায় কামুকের[১১] সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে। পার্থিব শরীর আত্মা নহে; ইন্দ্রিয়বর্গ, দেবতা, প্রাণ, বায়ু, জল, অগ্নি, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এবং অহঙ্কার (আত্মা নহে; কারণ অন্নমাত্র[১২]) আকাশ, পৃথিবী, অর্থ, এবং প্রকৃতিও (আত্মা নহে, কারণ জড়।) যাঁহার পক্ষে আমার স্বরূপ সুন্দররূপে প্রকটিত হইয়াছে, গুণাত্মক ইন্দ্রিয়সকল সমাহিত হওয়াতে তাঁহার কি গুণ হয়? চঞ্চল হওয়াতেই বা কি দোষ ঘটে? মেঘ সকল আগমন বা গমন করাতে রবির কি হয়? যেমন আকাশ বায়ু, অগ্নি, জল, ও পৃথিবীর গুণগণের সহিত, কিম্বা আগত ও বিগত ঋতু-গুণ-সমূহের সহিত আসক্ত হয় না, তেমনি অহঙ্কারের পরবর্ত্তী অক্ষর (আত্মা) সংসারের হেতুভূত সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোমলার সহিত যুক্ত হন না। তথাপি, যত দিন মদীয় দৃঢ় ভক্তিযোগ দ্বারা মনোরঞ্জন রাগ নিরস্ত না হয়, তত দিন মায়ারচিত গুণগণের সঙ্গ

১০। পূর্ব্বে কথিত বেদ, স্বধর্ম্ম, প্রত্যক্ষ, উপদেশ ও তর্ক।
১১। ইন্দ্রিয়াদির।
১২। অর্থাৎ, অন্ন দ্বারা তাহাদিগের পুষ্টি হয়।

পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। যেমন মনুষ্যদিগের রোগ অসম্যক্‌-রূপে চিকিৎসিত হইলে পুনঃ পুনঃ প্ররোহিত হইয়া বিশেষ যাতনা দেয়, এইপ্রকার যাহার রাগ ও (রাগমূলক) কর্ম্ম সকল দগ্ধ হয় নাই, অতএব (পুত্রাদি) সমুদায়ের প্রতি আসক্ত, এতাদৃশ মন কুযোগীকে বিদ্ধ করে। যে সকল কুযোগী দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত মনুষ্যভূত [১৩] বিঘ্নসকলের দ্বারা ভ্রষ্ট হন, তাঁহারা জন্মান্তরে প্রাক্তনঅভ্যাসবলে যোগই প্রাপ্ত হন, কর্ম্মবিস্তার (প্রাপ্ত হন না। বিদ্বান্‌ ভিন্ন অন্য) এই জীব কোনও সংস্কার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত কর্ম্ম করে, এবং কৃত হয় [১৪]; বিদ্বান্‌ (কিন্তু) দেহেতে অবস্থিত হইয়াও আত্মানন্দসম্ভোগ দ্বারা নিবৃত্ত-তৃষ্ণ হইয়া তাহাতে (আসক্ত হন) না। যাঁহার বুদ্ধি আত্মাতে অবস্থিত, দেহ অবস্থিতই থাকুক; উপবিষ্টই থাকুক; গমনই করুক্‌; শয়ানই থাকুক্‌; মূত্র পরিত্যাগই করুক্‌; অন্নই ভক্ষণ করুক্‌; স্বভাব-সিদ্ধ (দর্শন স্পার্শনাদি) অন্য কোনও কর্ম্মই করুক্‌; উহাকে অবগত হয় না। পণ্ডিত, যদিও বহির্মুখ ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় দেখিতে পান, তথাপি অনু-মান দ্বারা বাধিত হওয়াতে, [১৫] আত্ম-ব্যতিরিক্তকে বস্তুস্বরূপ বোধ করেন না। যেমন (নিদ্রিত ব্যক্তি) জাগ্রত হইয়া, তিরোভূত হইতেছে যে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু, তাহাকে (বস্তু জ্ঞান করেন না)। অহো! পূর্ব্বে [১৬] গুণকর্ম্মসকলের দ্বারা বিবিধ

১৩। পুত্রাদি।

১৪। অর্থাৎ, সেই কর্ম্ম দ্বারা পুষ্টি আদি প্রাপ্ত হয়।

১৫। যথা ;—"ইহা মিথ্যা ; কারণনানা ,—যেমন স্বপ্ন।

১৬। অর্থাৎ, বদ্ধাবস্থায়।

প্রকার যে (দেহ-ইন্দ্রিয়াদিরূপ) অজ্ঞান আত্মাতে অভেদ-স্বরূপে গৃহীত হইয়াছিল, তাহাই আবার জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়; আত্মা গৃহীতও হন না; ত্যক্তও হন না। যেমন সূর্য্যের উদয় মনুষ্য-চক্ষু-সমূহের অন্ধকারই দূর করে, কিন্তু পদার্থ সৃজন করে না; এইরূপ সাধ্বী, নিপুণা, আত্মবিদ্যা পুরুষের বুদ্ধির অন্ধকার নাশ করে। এই আত্মা জ্যোতিঃ-স্বরূপ, অজ, অপ্রমেয় এবং সমুদায়-অনুভূতি[১৭]-স্বরূপ, (অতএব) মহা-অনুভূতি; এবং এক; অদ্বিতীয়; আর বাক্যের অগোচর; (কারণ,) বাক্য ও প্রাণ ইহাঁ দ্বারা প্রেরিত হইয়া কার্য্য করিতেছে। অভিন্ন আত্মাতে যে বিকল্প, এই মনের ভ্রম; যে হেতু নিজ আত্মা ভিন্ন ইহার আশ্রয় নাই। নামরূপ দ্বারা উপলক্ষিত, পঞ্চভূতাত্মক যে দ্বৈত, ইহা বাধিত নহে; এই বিষয়ে যাঁহারা "আমরাই পণ্ডিত" এইরূপ বোধ করেন, তাঁহাদিগের (এই প্রতীতি হয় যে, "দ্বৈত কেবল নামমাত্র" বেদান্তেতে এই যাহা কথিত আছে) ইহা অর্থবাদ[১৮]; (তত্ত্ববেত্তাদিগের এরূপ প্রতীতি হয় না; কারণ) অর্থ বাস্তবিক নাই, (তথাপি পণ্ডিতাভিমানী-দিগের ঐ প্রতীতি হইতেছে)। যোগ করিতে প্রবৃত্ত হই-য়াছেন, (কিন্তু) এখনও যোগ পক্ক হয় নাই, এরূপ যোগীর

১৭। অর্থাৎ, প্রমাণ।।

"প্রমাণ" নৈয়ায়িকমতে চারিপ্রকার,—(১) প্রত্যক্ষ; (২) অনুমান; (৩) উপমা; (৪) শাব্দ।। বৈশেষিকেরা এবং বৌদ্ধেরা দুই প্রমাণ স্বীকার করেন, (১) প্রত্যক্ষ; (২) অনুমান। সাংখ্যাদি তিন প্রমাণ স্বীকার করেন,—(১) প্রত্যক্ষ; (২) অনুমান; (৩) শাব্দ। নাস্তিকেরা প্রত্যক্ষ মাত্র এক প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য এবং বৈদান্তিকেরা বুদ্ধিকেও প্রমাণ বলেন।

১৮। অর্থাৎ, অতিরিক্ত নিন্দা।

শরীর (অভ্যন্তর হইতেই) উত্থিত উপদ্রব[১৯] সকলের দ্বারা যদি বিঘ্নীকৃত হয়, সে বিষয়ে এই[২০] বিধি বিহিত হইয়াছে;—কতকগুলিন উপসর্গকে যোগধারণা[২১] দ্বারা; কতকগুলিকে ধারণাসংযুক্ত আসন[২২] দ্বারা; কতকগুলিকে[২৩] তপস্যা, মন্ত্র এবং ঔষধ দ্বারা বিশেষরূপে দাহ করিবেন। কতকগুলি অশুভদায়ক (উপদ্রবকে[২৪]) আমার চিন্তা ও নামসংকীর্ত্তনাদি দ্বারা; (কতকগুলিকে[২৫]) বা যোগেশ্বরদিগের অনুবৃত্তি দ্বারা অল্পে অল্পে নাশ করিবেন। কতকগুলিন পণ্ডিত বিবিধ উপায় দ্বারা এই দেহকে জরারোগাদিরহিত, এবং যৌবনে অবস্থাপিত করিয়া, পরে সিদ্ধির[২৬] নিমিত্ত যোগ[২৭] করেন। প্রাজ্ঞ জনেরা তাহার আদর করেন না কারণ, বনস্পতির ফলের ন্যায়, শরীরের নাশ আছে[২৮]। নিত্য যোগাচরণ করিতে করিতে (যোগীর) দেহ যদি জরা-রোগাদিরহিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে মৎ-পর বুদ্ধিমান্

১৯। রোগাদি।

২০। বক্ষ্যমাণ।

২১। অর্থাৎ, চন্দ্র-সূর্য্যাদি-ধারণা।। এতদ্দ্বারা সন্তাপ ও শৈত্যাদি উপদ্রব সকল নাশ করিবে।

২২। অর্থাৎ, বায়ুধারণাসংযুক্ত আসন। এতদ্দ্বারা বায়ুরোগাদি উপদ্রব সকল নাশ করিবেন।

২৩। পাপ, গ্রহ ও সর্পাদি দ্বারা কৃত উপদ্রব সকলকে।

২৪। কামাদিকে।

২৫। দম্ভাদিকে।

২৬। পরের শরীরে প্রবেশকরণ-সামর্থ্য-রূপ যোগসিদ্ধির।

২৭। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধির অনুরূপ "যোগ"।

২৮। অর্থাৎ, যেমন বনস্পতি (বৃহৎ বৃক্ষ) স্থায়ী;—এবং তাহার ফল অস্থায়ী, তেমনি আত্মা স্থায়ী;—শরীর অস্থায়ী। অতএব বনস্পতির ন্যায় স্থায়ী আত্মারই উৎকর্ষ সাধন কর্ত্তব্য; ফলের ন্যায় নশ্বর শরীরের উৎকর্ষ সাধন বিধেয় নহে।

(যোগী,) যোগ পরিত্যাগ করিয়া উহাকে[২৯] বিশ্বাস করিবেন না। যে যোগী আমার শরণ লইয়াছেন, তাঁহাকে বিঘ্ন-সকলের দ্বারা অভিভূত হইতে হয় না; (তিনি) নিস্পৃহ এবং আত্মসুখে অনুভবশালী।

পরমার্থ-নির্ণয়নামক অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

———00———

ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, যাঁহার মন বশীভূত হয় নাই, বোধ করি, তাঁহার পক্ষে এরূপ যোগাচরণ নিতান্ত দুশ্চর। হে অচ্যুত! যাহাতে পুরুষ অনায়াসে সিদ্ধ হইতে পারিবে, যেন সুন্দররূপে বুঝিতে পারি, এইরূপ করিয়া, তাহা আমাকে বল। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! প্রায়ই মনোযোগকারী যোগিগণ ধ্যেয় বস্তুতে নিরন্তরমনোধারণা করিতে না পারা হেতু মনোনিগ্রহবিষয়ে কাতর হইয়া ক্লেশ পান। হে পদ্ম-নয়ন! হে বিশ্বেশ্বর! এই হেতু, যাঁহারা সারাসার-বিচারে চতুর, তাঁহারা তোমার সমস্ত-আনন্দ-পরিপূরক পাদপদ্ম ভজনা করেন। ইহাঁরা তোমার মায়া দ্বারা বিহত নহেন; (অতএব) যোগকর্ম্মসকলের জন্য গর্ব্বিত হন না।

২৯। অর্থাৎ, ঐ যোগসিদ্ধিকে।

হে অচ্যুত! হে অশেষবন্ধো[১]! যাঁহাদিগের অন্য শরণ নাই, তোমার সেই সকল দাস যে তোমার এইরূপ বশীভূত হইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? (ব্রহ্মাদি-) ঈশ্বর-গণের শোভমান কিরীটের অগ্রভাগ তোমার চরণে বিলু-লিত; তথাপি তুমি নিজে[২] বানরগণের সহিত সখ্য করিয়াছিলে[৩]। যিনি স্বীয় জনের[৪] প্রতি তোমার কার্য্য জানেন, রূপ কোন্ ব্যক্তি জগতের চেতনপ্রদাতা, (অতএব) ঈশ্বর, আশ্রিতদিগের সর্ব্বার্থ-প্রদ, প্রিয়তম[৫] তোমাকে, পরিত্যাগ করিবেন? কিনিই বা ঐশ্বর্য্য এবং (সংসার-) বিস্মৃতির জন্য অন্য কোনও (দেবতাকে) ভজন করিবেন? তোমার পাদ-রজঃ-সেবী আমাদিগের কি না হইবে? হে ঈশ্বর! তুমি বাহে গুরুরূপে এবং অভ্যন্তরে অন্তর্যামী-রূপে শরীরীদিগের বিষয়বাসনা দূর করত নিজ রূপ প্রকাশ করিয়া থাক; (অতএব) যাঁহাদিগের ব্রহ্মার ন্যায় পর-মায়ু, সেই ব্রহ্মবেত্তারাও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হন না; (কারণ, তোমার কৃত) উপকার স্মরণ করিলে, তাঁহাদিগের আনন্দ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যিনি নিজ শক্তিসকলের[৭] দ্বারা মূর্ত্তি-ত্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; এবং জগৎ যাঁহার ক্রীড়ার উপ-

---

১। অর্থাৎ, অশেষপ্রকারে বন্ধু।
২। অর্থাৎ, প্রীতিপূর্ব্বক।
৩। রাম অবতারে।
৪। বলি ও প্রহ্লাদাদির প্রতি।
৫। অতএব, অবশ্য-ভজনীয়।
৬। অর্থাৎ, সুসেব্য।
৭। সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ।

করণসামগ্রী; সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর, সাতিশয়-অনুরক্ত-চেতা উদ্ধব কর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমসহিত মনোহর হাস্য করিয়া কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আচ্ছা; সুখস্বরূপ মদীয় ধর্ম্ম সকল তোমাকে কহিব; যে সকল শ্রদ্ধাপূর্ব্বক আচরণ করিয়া মর্ত্ত্য দুর্জ্জয় সংসার জয় করে। আমাতে মন ও চিত্ত সমর্পণ করিলে আমার ধর্ম্মে আত্মা ও মনের রতি হইবে। এইরূপ হইয়া আমাকে স্মরণ করত আমার নিমিত্ত নিরুদ্বেগ হইয়া সকল কর্ম্ম করিবে। মদীয় ভক্ত সাধুগণ কর্ত্তৃক আশ্রিত পুণ্য দেশ সকল, এবং দেব, অসুর ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা আমার ভক্ত, তাঁহাদিগের কর্ম্ম সকল আশ্রয় করিবে। পৃথক্, অথবা মিলিত হইয়া আমার উদ্দেশে নৃত্য-গীতাদি মহারাজ-বিভূতিসকলের দ্বারা পর্ব্ব, যাত্রা, ও মহোৎসব সকল করাইবে। বিমলাশয় হইয়া, আকাশের ন্যায় আবরণশূন্য, (অতএব) পূর্ণ আত্মা আমাকেই সর্ব্বভূতে এবং আপনাতে দর্শন করিবে। হে অতি-প্রাজ্ঞ! এইপ্রকারে কেবল জ্ঞানদৃষ্টি আশ্রয় করিয়া যিনি সকল ভূতকে আমার স্বরূপ বোধ করত সভাজন করেন; এবং ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে; ব্রহ্মস্বাপহারীতে ও ব্রাহ্মণদিগকে দান কর্ত্তাতে; সূর্য্যে ও স্ফুলিঙ্গে; অক্রূরে ও ক্রূরে যাঁহার সমান দৃষ্টি, তিনি পণ্ডিত সম্মত। যে পুরুষ নিত্য মনুষ্যসকলে আমার স্বরূপ ভাবনা করেন, নিশ্চয় তাঁহার স্পর্দ্ধা, অসূয়া, তিরস্কার, ও অহঙ্কার শীঘ্র নাশ পায়। হাস্যকারী বন্ধুকে; ("আমি উত্তম, সে নীচ") দেহের প্রতি এই দৃষ্টিকে; এবং

(এই-দৃষ্টিজন্য) লজ্জাকে পরিত্যাগ করিয়া কুক্কুর, চণ্ডাল, গো, এবং গর্দ্দভপর্য্যন্তকে ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে। যত দিন সমুদায় ভূতে আমারস্বরূপজ্ঞান না জন্মে, তত দিন বাক্য, মন ও দেহের বৃত্তি দ্বারা এইপ্রকারে উপাসনা করিবে। সর্ব্বত্র ঈশ্বর-দৃষ্টিতে করিয়া যে বিদ্যা (জন্মিবে,) তদ্দ্বারা তাঁহার পক্ষে সমুদায় ব্রহ্মময় হইবে। (অতএব) সর্ব্ব-দিকেই ব্রহ্মকে দর্শন করিয়া সংশয় মুক্তি পাওয়াতে, ক্রিয়া মাত্র হইতে উপরত হইবেন। মন, বাক্য ও দেহবৃত্তি দ্বারা সমুদায় ভূতের প্রতি যে আমাকে ভাবিয়া আচরণ, আমি ইহাকেই সমুদায় কল্পের মধ্যে সমীচীন বলিয়া মানি। অহে উদ্ধব! নিষ্কাম মদীয় ধর্ম্মের উপক্রম হইলে, অণু-মাত্রও ধ্বংস হয় না; (কারণ,) নিগুর্ণ বলিয়া, আমি এই ধর্ম্মকে সমীচীন স্থির করিয়াছি। ভয়াদির আয়াসের ন্যায় (ব্যর্থ) যে যে (লৌকিক আয়াস,) সেও যদি ফলকামনা ব্যতীত আমাতে অর্পিত হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মই হইয়া থাকে। অসত্য, বিনাশী (মনুষ্যদেহ দ্বারা) এই জন্মেই সত্য ও অবিনাশী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই যে, ইহাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের বুদ্ধি; এবং পণ্ডিতদিগের চতুরতা। সংক্ষেপ ও বিস্তারপূর্ব্বক দেবগণেরও দুর্গম এই ব্রহ্মবাদ সমগ্ররূপে তোমাকে কহিলাম। বিস্পষ্ট-যুক্তি-যুক্ত জ্ঞান তোমাকে বারম্বার কহিলাম; ইহা জ্ঞাত হইয়া সন্দেহ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পুরুষ মুক্ত হইবেন। তোমার এই যে সনাতন, বেদেও গুপ্ত, পরম প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইল; যিনি এই প্রশ্নেরও অনুসন্ধান করিবেন, তিনি ব্রহ্ম

প্রাপ্ত হইবেন। যিনি ইহা সুস্পষ্টরূপে আমার ভক্তদিগকে প্রদান করিবেন, আমি সেই জ্ঞানোপদেষ্টাকে আপনি আপনাকে দান করিব। যিনি অহরহঃ পবিত্র ও পরম শুচি ইহা উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিবেন, তিনি জ্ঞানদীপ দ্বারা আমাকে প্রদর্শন করত শুদ্ধ হইবেন। যে মনুষ্য স্থিরভাবে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক নিত্য ইহা শ্রবণ করিবেন, তিনি আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া কর্ম্মসকলের দ্বারা বদ্ধ হইবেন না। সখে উদ্ধব! তুমি আত্মজ্ঞান ধারণা করিতে পারিয়াছ ত? তোমার মনোজাত এই শোক এবং মোহ কি দূরীভূত হইয়াছে? তুমি ইহা দাম্ভিককে, নাস্তিককে, শঠকে, শ্রবণ করিতে অনিচ্ছুককে, অভক্তকে এবং দুর্ব্বিনীতকে দান করিও না। এই-সমস্ত-দোষবিহীন, ব্রাহ্মণের হিতেচ্ছু, প্রিয়, পবিত্র সাধুকে দান করিবে; যদি শ্রদ্ধা থাকে, শূদ্রকে এবং স্ত্রীদিগকেও (অর্পণ করিবে)। ইহা জ্ঞাত হইলে, জিজ্ঞাসু ব্যক্তির জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকে না; অমৃত পান করিলে পেয় অবশিষ্ট থাকে না। জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ, বার্ত্তা, এবং দণ্ডধারণবিষয়ে মনুষ্যের যত চতুর্ব্বিধ অর্থ, বৎস! আমি তোমার তত। মনুষ্য যখন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে আত্মা সমর্পণ করত আমার কর্ম্ম করিতে ইচ্ছুক হয়, নিশ্চয় তখন অমৃতত্ব লাভ করিয়া আমার সহিত এক হইবার যোগ্য হইয়া থাকে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যোগমার্গের এইপ্রকার উপদেশ পাইয়া তখন উত্তমশ্লোকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই (উদ্ধবের) অঙ্গ অশ্রুজলে অভিষিক্ত; এবং কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; কিছুই বলিলেন না; অঞ্জলি বন্ধন করিয়া (অবস্থিতি করিতে

লাগিলেন)। রাজন্! (অনন্তর) প্রণয় দ্বারা ক্ষুভিত চিত্তকে ধৈর্য্যপূর্ব্বক প্রতিরোধ করত আপনাকে কৃতার্থ মানিয়া মস্তক দ্বারা যদুপ্রবীরের চরণারবৃন্দ স্পর্শ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীউদ্ধব কহিলেন, আমি যে মোহময় অন্ধকারকে আশ্রয় করিয়াছিলাম, তোমার সন্নিধান হেতুই তাহা দূরীকৃত হইয়াছে; হে ব্রহ্মার জনক! অগ্নির নিকটবর্ত্তী (ব্যক্তির) পক্ষে শীত এবং অন্ধকারজন্য ভয় কি প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে? (তথাপি) তুমি অনুগ্রহ করিয়া ভৃত্য আমাকে বিজ্ঞানময় প্রদীপ প্রদান করিয়াছ; যিনি তোমার কৃত উপকার জানিয়াছেন, এরূপ কোন্ ব্যক্তি তোমার পাদমূল পরিত্যাগ করিয়া অন্য শরণ আশ্রয় করিবেন? তুমি সৃষ্টি-বর্দ্ধনের নিমিত্ত নিজ মায়া দ্বারা দাশার্হ, বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতগণের প্রতি আমার যে সুদৃঢ় স্নেহপাশ বিস্তার করিয়াছিলে, তাহা (তুমিই আবার) আত্মজ্ঞানরূপ শস্ত্র দ্বারা ছেদন করিলে। হে মহাযোগিন্! তোমাকে নমস্কার করি; প্রপন্ন আমাকে শিক্ষা দেও, যাহাতে তোমার চরণপদ্মে নিশ্চলা আসক্তি জন্মে।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, উদ্ধব! আমার আজ্ঞায় বদরি নামক আশ্রমে গমন কর; সেই স্থানে আমার পাদতীর্থ জলে স্নান ও স্পর্শন দ্বারা পবিত্র হইবে; এবং অলকনন্দার দর্শন দ্বারা বিবিধ বল্কল সকল পরিধান করতঃ তোমার অশেষ পাপ ধৌত হইবে। অহে! (এইরূপ হইয়া তুমি) বল্কল পরিধান করিয়া থাকিবে; বন্য (ফল মূলাদি) আহার করিবে; সুখে

স্পৃহা রাখিবে না; (শীতোষ্ণাদি) দ্বন্দ্বমাত্র সহ্য করিবে; সুশীল হইবে; ইন্দ্রিয় সকল সংযত করিবে; শান্ত হইবে; সমাহিত চিত্ত দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংযুক্ত হইবে; আমি তোমাকে যাহা শিক্ষা দিলাম, নির্জ্জনে তাহা চিন্তা করিবে; বাক্য ও চিত্ত আমাতে আবিষ্ট করিয়া রাখিবে; এইরূপে আমার ধর্ম্মে নিরত হইবে। তাহার পর তিন[৮] গতি অতিক্রম করিয়া পরমগতি আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, যাঁহাকে স্মরণ করিলে সংসার নাশ পায়, সেই (শ্রীকৃষ্ণ) কর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া, উদ্ধব তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া, এবং তাঁহার পদদ্বয়ে মস্তক রাখিয়া, সুখ-দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেও, প্রস্থানসময়ে আর্দ্রচিত্ত হইয়া অশ্রুবারি দ্বারা সেক করিতে লাগিলেন। যাঁহাতে স্নেহ পরিত্যাগ করা যায় না, তাঁহার বিয়োগহেতু ভীত; (অতএব) তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া বিহ্বল হইয়া কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন; (অনন্তর) স্বামিপ্রদত্ত পাদুকাযুগল মস্তকে ধারণ করত বারম্বার নমস্কার করিয়া প্রস্থান করিলেন। পরে মহাভাগবত তাঁহাকে হৃদয়মধ্যে নিবেশিত করিয়া জগতের প্রধান গুরু যেরূপ আদেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে বদরিকা আশ্রমে গমন করত তপস্যা অবলম্বনপূর্ব্বক হরির স্বরূপ লাভ করিলেন।

যোগেশ্বরেরা যাঁহার পদ ভজনা করেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তের প্রতি কথিত, আনন্দসমুদ্রের[৯] সহিত একীকৃত

৮। সত্ত্ব-রজ-স্তমোময়ী।
৯। ভগদ্ভক্তিমার্গের।

এই জ্ঞানামৃত যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক স্বল্প করিয়াও পান করেন, তিনি মুক্ত হন; (তাঁহার সঙ্গ পাইয়া) জগৎও (মুক্তি পায়)। যে নিগমকর্ত্তা, সংসার ও (জরারোগাদি) ভয় নাশ করিবার নিমিত্ত, যেমন ভৃঙ্গ (পুষ্প হইতে মধু উত্তোলন করে,) তেমনি সাগর হইতে জ্ঞানবিজ্ঞানরূপ শ্রেষ্ঠ বেদসার অমৃত উদ্ধার করিয়াছিলেন; এবং ভৃত্যবর্গকে পান করাইয়াছিলেন; সেই কৃষ্ণনামক আদ্য পুরুষশ্রেষ্ঠকে নমস্কার করিলাম।

উদ্ধবের বদরিকাশ্রমে প্রবেশ নামক
ঊনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

ত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীরাজা কহিলেন, তাহার পর মহাভাগবত উদ্ধব বনে প্রস্থান করিলে, ভূতভাবন ভগবান্ দ্বারকাতে কি করিয়াছিলেন; নিজ কুল ব্রহ্মশাপযুক্ত হইলে, যাদবশ্রেষ্ঠ সমুদায় ইন্দ্রিয়ের প্রিয়তম দেহ কিপ্রকারে ত্যাগ করিয়াছিলেন? অবলাগণ যাঁহাতে লগ্ন চক্ষু প্রত্যাকর্ষণ করিতে সমর্থ হইত না; যাহা কর্ণ দ্বারা প্রবেশ করত সাধুদিগের চিত্তে সংলগ্ন হইয়া তাহা হইতে বিচলিত হয় না; যাহার শোভা কীর্ত্তিত হইতে থাকিলে কবিবাক্যের উল্লাস জন্মায়; এবং যাহাকে

অর্জ্জুনের রথস্থিত দর্শন করিয়া যুদ্ধে (মৃত যোদ্ধৃগণ) তাঁহার সারূপ্য লাভ করিয়াছিল; (সেই শরীর কিপ্রকারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন)।

শ্রীঋষি কহিলেন, স্বর্গে, পৃথিবীতে এবং অন্তরীক্ষে সমুত্থিত মহা উৎপাতসকল দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুধর্ম্মা (সভায়) উপবিষ্ট যদুদিগকে এইরূপ কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, দ্বারকায় এই সকল ভয়ানক মহা উৎপাত যমের কেতুস্বরূপ। হে যদুশ্রেষ্ঠসকল! এস্থানে আমাদিগের মুহূর্ত্তকালও অবস্থিতি করা উচিত হয় না। স্ত্রী, বালক এবং বৃদ্ধগণ এ স্থান হইতে শঙ্খোদ্ধারে গমন করুক। আমরা প্রভাসে যাইব, যেস্থানে সরস্বতী পশ্চিমবাহিনী। তথায় স্নান করত পবিত্র হইয়া উপবাস করিয়া এবং সুসংযত হইয়া অভিষেক, লেপন ও অর্চ্চন দ্বারা দেবতাসকলের পূজা করিব। আমরা স্বস্ত্যয়ন করিয়া গো, ভূমি, সুবর্ণ, বসন, গজ, অশ্ব, রথ ও গৃহ দ্বারা মহাভাগ ব্রাহ্মণসকলের (অর্চ্চনা করিব)। এই বিধি অশুভ-নাশক; এবং মঙ্গলের উত্তম আলয়। দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং গোগণের পূজা প্রাণীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উৎপত্তির[১] হেতু।

মধুরিপুর এই (বাক্য) শ্রবণ করত সমুদায় যদুবংশের বৃদ্ধ "তাহাই হউক্" এই (বলিয়া) নৌকাসকলের দ্বারা পার হইয়া রথযোগে প্রভাস যাত্রা করিলেন। সেই স্থানে যাদবগণ পরম ভক্তিপূর্ব্বক (অনুক্ত) সমুদায় মঙ্গলকার্য্যের সহিত ও যদুদেবের আজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। অনন্তর দৈব কর্ত্তৃক

১। অর্থাৎ, অর্থাৎ দেবলোকে উৎপত্তির।

ভ্রষ্ট-বুদ্ধি হইয়া, যে রসে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয়, সেই স্থানে সেই সুরস মৈরেয়ক পেয় পান করিলেন। কৃষ্ণের মায়ায় বিমোহিত, মহাপান দ্বারা সাতিশয় মত্ত, নষ্টচেতন বীরগণের মধ্যে মহা কলহ উৎপন্ন হইল। (তাহার পর) ক্রোধযুক্ত বধোদ্যত হইয়া ধনুঃ, খড়্গ, ভল্ল, গদা, তোমর, ও ঋষ্টি সকলের দ্বারা তীরে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। দুর্ম্মদ সকল, ইতস্ততঃ চঞ্চল-পতাকাশালী, রথ ও গজাদির সহিত; গর্দ্দভ, উষ্ট্র, গো, মহিষ, এবং মনুষ্যদিগের সহিত; এবং অশ্বতরসমূহের সহিত পরস্পর মিলিতি হইয়া, যেমন বনমধ্যে হস্তিগণ দন্ত সকলের দ্বারা, তেমনি শরনিকর দ্বারা প্রহার করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে জাত-মৎসর হইয়া প্রদ্যুম্ন এবং সাম্ব, অক্রূর এবং ভোজ; অনিরুদ্ধ এবং সাত্যকি; সুভদ্র এবং সংগ্রামজিৎ; দারুণ দুই গদ; আর সুমিত্র ও সুরথ মিলিত হইলেন। অন্যান্য যে নিশঠ ও উন্মুকাদি এবং সহস্রজিৎ, শতজিৎ ও ভানু প্রভৃতি, তাঁহারা মুকুন্দ কর্ত্তৃক বিমোহিত এবং মদ দ্বারা অন্ধীকৃত হইয়া পরস্পরকে পাইয়া সাতিশয় প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। দাশার্হ, ভোজ, অন্ধক, বৃষ্ণি, সাত্বত, মধু, অর্বুদ, মাথুর, শূরসেন, বিসর্জ্জন, কুকুর, ও কুন্তিবংশীয় সকল সৌহার্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন। বিমোহিত হইয়া পুত্রগণ পিতৃদিগের সহিত; ভ্রাতৃগণ ভ্রাতৃদিগের সহিত; ভাগিনেয়গণ মাতুলদিগের সহিত; ভ্রাতুষ্পুত্রগণ পিতৃব্যদিগের সহিত; মিত্রগণ মিত্রদিগের সহিত; এবং সুহৃদ্‌গণ[২] সুহৃদ্‌দিগের সহিত

২। যাঁহাদিগের হৃদয় মিত্রেতেই অর্পিত।

যুদ্ধ করিতে লাগিলেন; এবং জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতিদিগকে প্রহার করিতে থাকিলেন। শরসমূহ শেষ হইলে; ধনুক সকল ভগ্ন হইলে; এবং শস্ত্রনিকর ক্ষয় পাইলে পর, মুষ্টি বদ্ধ করিয়া এরকাতৃণ আঘাত করিতে লাগিলেন। মুষ্টি দ্বারা ধৃত হইয়া সেই সকল (তৃণ) বজ্রতুল্য লৌহদণ্ড হইল। কেই সকল শত্রু (তদ্দ্বারা পরস্পরকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন)। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকেও (প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন)। রাজন্! মোহিত হইয়া তাঁহাকে এবং বলভদ্রকে প্রতিপক্ষ বোধ করিয়া, বধ করিতে মানস করত বধোদ্যত হইয়া ধাবিত হইলেন। হে কুরুনন্দন! তাঁহারা দুই জনেও সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এরকামুষ্টিরূপ লৌহ-দণ্ড উত্তোলন করত যুদ্ধে বিচরণ করিয়া বধ করিতে লাগি-লেন। যেমন বেণুজাত অগ্নি বনকে, তেমনি স্পর্দ্ধাজন্য ক্রোধ শ্রীকৃষ্ণের মায়া দ্বারা আচ্ছন্নচেতা, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত (যাদবগণকে) সংহার করিল।

এইরূপে নিজের সমুদায় বংশ নাশ পাইলে, কেশব অবশিষ্ট থাকিয়া স্বীকার করিলেন, পৃথিবীর ভার অবতারিত হইল। রাম তীরে পরম পুরুষের চিন্তনরূপ যোগ অবলম্বন করত আত্মাতে আত্মা যোজনা করিয়া মানুষ লোক পরিত্যাগ করিলেন। রামের নির্যাণ দর্শন করিয়া ভগবান্ দেবকীনন্দন অশ্বত্থতলে উপস্থিত হইয়া নিজ প্রভা দ্বারা দীপ্তিশালী; শ্রীবৎস-চিহ্ন-ধারী; মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ; তপ্ত-সুবর্ণ-কান্তি; কৌশেয় বস্ত্রযুগল দ্বারা বেষ্টিত; সুমঙ্গল; সুন্দর; হাস্য-বদন-পদ্ম-বিশিষ্ট; নীলকুন্তলে অলঙ্কৃত; পদ্ম-তুল্য-

মনোহর-নয়ন-শালি; স্ফূর্ত্তি-যুক্ত-মকর-কুণ্ডল-সমন্বিত; কটিসূত্র, ব্রহ্মসূত্র, কিরীট, কটক, অঙ্গদ, হার, নূপুর, মুদ্রা[৩] ও কৌস্তুভ দ্বারা শোভিত; অঙ্গে বনমালা দ্বারা এবং মূর্ত্তি-মৎনিজ অস্ত্র সকলের দ্বারা বেষ্টিত; এবং দক্ষিণ উরুতে পঙ্কজ-রক্ত বাম পদ রাখিয়া উপবিষ্ট চতুর্ভুজ রূপ ধারণ করত, বিধূমিত পাবকের ন্যায়, তুষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করিলেন। জরা নামে এক ব্যাধ মুষলের অবশিষ্ট লৌহখণ্ড দ্বারা বাণ নির্ম্মাণ করিয়াছিল; (সে) মৃগ আশঙ্কা করিয়া মৃগের আকার তদীয় চরণ বিদ্ধ করিল। সেই অপরাধকারী সেই পুরুষকে চতুর্ভুজ দর্শন করিয়া ভীত হইয়া অসুর-শত্রুর পদযুগলে মস্তক দিয়া পতিত হইল। হে মধুসূদন! পাপ আমি না জানিয়া এই কর্ম্ম করিয়াছি। হে উত্তম-শ্লোক! হে নিষ্পাপ! আমাকে ক্ষমা করা উচিত হইতেছে। যাঁহার স্মরণকে মনুষ্যসকলের অজ্ঞানান্ধকারনাশক বলিয়া থাকে, হে প্রভো! আমি সেই বিষ্ণু আপনার অমঙ্গল করিয়াছি। অতএব, হে বৈকুণ্ঠ! পাপ মৃগলুব্ধককে শীঘ্র সংহার করুন, যাহাতে আমি আর এরূপ সাধুদিগের অতিক্রম না করি। যাঁহার স্বাধীন-মায়া-রচনা বিরিঞ্চি, এবং ইহাঁর পুত্র রুদ্রাদি; আর (অন্যান্য) যে বেদদ্রষ্টৃগণ, তাঁহারাও জানেন না, সেই আপনাকে এই আমরা কি বর্ণনা করিব? আমাদিগের দৃষ্টি তোমার মায়া দ্বারা বিহত; এবং (আমরা) যথার্থ নীচ জাতি।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, হে জরে! তুমি ভয় করিও না; উত্থান কর; ইহা আমার অভিলাষ সম্পাদন করা হইয়াছে;

৩। নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক।

আমি আজ্ঞা করিতেছি, তুমি সুকৃতিদিগের গতি স্বর্গে গমন কর।

ইচ্ছা-শরীরী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এইরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া তিন বার প্রদক্ষিণ করত তাঁহাকে নমস্কার করিয়া (জরা) বিমানযোগে স্বর্গে গমন করিল।

দারুক শ্রীকৃষ্ণের পদবী অনুসন্ধান করিতেছিলেন; তুলসীর সদ্গন্ধ-সম্পন্ন বায়ু আঘ্রাণ করত উহা প্রাপ্ত হইয়া অভিমুখে গমন করিলেন। সেই স্বামী সেই স্থানে তীক্ষ্নদ্যুতি-সম্পন্ন এবং অস্ত্রসকলের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া অশ্বত্থের মূলে বাস করিয়া আছেন, (দেখিয়া) স্নেহ দ্বারা অভিষিক্তচেতা হইয়া রথ হইতে লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক বাষ্পপূরিত লোচনে পাদ-যুগলে পতিত হইলেন; (এবং কহিলেন;) প্রভো! আপনার চরণাম্বুজ না দেখিয়া আমার দৃষ্টি অন্ধকারে প্রবিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে নষ্ট হইয়াছে। (অতএব,) যেমন তারা-পতি অস্তগমন করিলে পর রাত্রিতে, তেমনি দিক্ সকল স্থির করিতে পারিতেছি না; শান্তিও পাইতেছি না।

হে রাজেন্দ্র! সূত এই কথা কহিতেছেন, ইতিমধ্যে গরুড়চিহ্নিত রথ দেখিতে দেখিতে অশ্ব ও ধ্বজের সহিত আকাশে উত্থিত হইল; এবং বিষ্ণুর দিব্য অস্ত্র সকল তাহার অনুগমন করিল। তাহাতে সূতের চিত্ত সাতিশয়-আশ্চর্য্যান্বিত হইলে জনার্দ্দন তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, সূত! দ্বারকায় গমন কর; জ্ঞাতি-গণের পরস্পর নিধন; সঙ্কর্ষণের তিরোভাব, এবং আমার দশা বন্ধুদিগকে বল। আর, তোমরা বন্ধুদিগের সহিত দ্বার-

কায় অবস্থিতি করিবে না; সমুদ্র আমা কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা যদুপুরীকে প্লাবিত করিবে। সকলে আপন আপন পরিগ্রহ এবং আমার পিতা মাতাকে লইয়া অর্জ্জুন কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করিবে। তুমি আমার ধর্ম্ম অবলম্বন করত জ্ঞাননিষ্ঠ এবং উপেক্ষাকারী হইয়া ইহাকে আমার মায়া দ্বারা বিরচিত জানিয়া উপশম প্রাপ্ত হইবে।

(দারুক) এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে বারম্বার প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করত তাঁহার পাদযুগল মস্তকে স্থাপন করিয়া দুর্ম্মনা হইয়া নগরী যাত্রা করিলেন।

কুলক্ষয় নামক ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

একত্রিংশ অধ্যায়।

শ্রীশুক কহিলেন, রাজন্! অনন্তর ব্রহ্মা; ভবানীর সহিত ভব; মহেন্দ্র প্রভৃতি দেবতা; মুনিগণ; প্রজাপতিগণ; পিতৃগণ; সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর, মহোরগ, চারণ, যক্ষ, কিন্নর ও অপ্সরগণ; এবং ব্রাহ্মণগণ ভগবানের তিরোধান দর্শন করিতে অভিলাষী ও সাতিশয় উৎসুক হইয়া শৌরীর জন্ম ও কর্ম্মসকল গান ও বর্ণন করিতে করিতে তথায় আগমন করিলেন। পরম ভক্তি-যুক্ত হইয়া বিমান-শ্রেণী দ্বারা আকাশকে সংকুল করত পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

বিভু ভগবান্ পিতামহকে এবং আপনার বিভূতি দেবতা-সকলকে দর্শন করত আপনাতে আপনাকে যোজনা করিয়া পদ্ম-নয়ন-যুগল নিমীলন করিলেন। যাহার সর্ব্বত্র লোকের স্থিতি; এবং যাহা ধারণা ও ধ্যানের শোভন বিষয়; সেই নিজ দেহকে আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা দগ্ধ না করিয়াই[১] নিজ ধামে প্রবেশ করিলেন। স্বর্গে দুন্দুভিসকল বাজিতে থাকিল; এবং আকাশ হইতে পুষ্পসমূহ পতিত হইতে লাগিল। পৃথিবী হইতে সত্য, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, কীর্ত্তি ও লক্ষ্মী তাঁহার অনুগমন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের গতি জানা যায় না; (অতএব) ব্রহ্মাপ্রভৃতি দেবতারা তাঁহাকে নিজ ধামে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইলেন না। (কখনও কেহ কেহ দেখিলেন; তাহারা) আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। যেমন মনুষ্যগণ, আকাশে মেঘমণ্ডলকে পরিত্যাগ করিয়া গমনকারিণী চপলার গতি জানিতে পারে না; তেমনি দেবতারা শ্রীকৃষ্ণের (গতি জানিতে সমর্থ হইলেন না)। তখন সেই সকল ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি হরির যোগগতি চিন্তা করিলেন; এবং আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া উহার প্রশংসা করিতে করিতে নিজ নিজ ধামে গমন করিলেন। রাজন্! নটের ন্যায়; পরমেশ্বরের শরীরধারণকে, এবং (যাদবাদি) শরীরীদিগের মধ্যে জন্ম, মৃত্যু, ও কার্য্যকে

---

[১]। অর্থাৎ, সশরীরে॥ যোগীরা আগ্নেয়ী যোগধারণা দ্বারা শরীর দগ্ধ করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করিয়া থাকেন, ইনি কিন্তু শরীর দগ্ধ করিলেন না, কারণ উহার "সর্ব্বত্র লোকের স্থিতি" সুতরাং দগ্ধ করিলে সমস্ত জগৎ দগ্ধ হইয়া যায়। আরও উহা "ধারণা ও ধ্যানের শোভন বিষয়" সুতরাং উহাকে দগ্ধ করিলে উপাসকদিগের তদ্রূপদর্শন [illegible] ফললাভের সম্ভাবনা থাকে না অতএব ধ্যান ও ধারণার স্থল [illegible] না।

মায়া দ্বারা অনুকরণ বলিয়া জানিবে। তিনি এই জগৎ সৃষ্টি করত ইহার মধ্যে প্রবেশ, এবং ইহাকে বিকৃত ও অন্তে সংহার করিয়া উপরত হইয়া অবস্থিতি করেন। যিনি যমলোকে নীত গুরুপুত্রকে মর্ত্ত্যশরীরেই আনয়ন করিয়াছিলেন; যে শরণাগতরক্ষক পরম অস্ত্র [২] দ্বারা দগ্ধ তোমাকেও রক্ষা করিয়াছিলেন; এবং অন্তকসকলেরও অন্তকারক মহাদেবকে জয় করিয়াছিলেন; [৩] যিনি ব্যাধকে স্বর্গে লইয়া গিয়াছিলেন; এই ঈশ্বর কি নিজের রক্ষাবিষয়ে অসমর্থ? তথাপি অশেষ-শক্তিধারী, অতএব অশেষ স্থিতি, উৎপত্তি ও নাশের অনন্য কারণ (ভগবান্,) "মর্ত্ত্য শরীরে প্রয়োজন কি?" আত্মনিষ্ঠ (সাধু-)দিগকে এই গতি প্রদর্শন করত এই স্থানে শরীরকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না। যে মনুষ্য প্রাতঃকালে উত্থান করিয়া প্রযত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের এই পদবী কীর্ত্তন করিবেন, তিনি উহাই প্রাপ্ত হইবেন; উহা হইতে উত্তম আর নাই।

রাজন্! (এ দিকে) কৃষ্ণবিচ্যুত দারুক দ্বারকায় আসিয়া বসুদেব এবং উগ্রসেনের চরণযুগলে পতিত হইয়া নয়নবারি দ্বারা অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন; এবং বৃষ্ণিদিগের সাকল্যে নাশের কথা কহিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়া লোকেরা উদ্বিগ্ন-হৃদয়, ও মূর্চ্ছিত হইলেন; এবং কৃষ্ণবিচ্ছেদে বিহ্বল হইয়া মুখে আঘাত করিতে করিতে শীঘ্র সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে জ্ঞাতিগণ প্রাণহীন হইয়া শয়ন করিয়া আছেন।

২। অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত ব্রহ্মাস্ত্র।
৩। বাণ রাজার যুদ্ধে।

দেবকী, রোহিণী এবং বসুদেব, পুত্র কৃষ্ণরামকে না দেখিয়া শোকে কাতর হইয়া চেতনা পরিত্যাগ করিলেন। ভগবদ্বিরহে কাতর হইয়া প্রাণও পরিত্যাগ করিলেন। বৎস! স্ত্রীসকল স্বামীদিগকে আলিঙ্গন করিয়া চিতায় আরোহণ করিলেন। রামের পত্নীসকল তাঁহার দেহ আলিঙ্গন করিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। বসুদেবের কামিনীসকল তাঁহার গাত্রকে; এবং হরির পুত্রবধূসকল প্রদ্যুম্নপ্রভৃতিকে (আলিঙ্গন করিয়া) হুতাশনে প্রবিষ্ট হইলেন। রুক্মিণী আদি করিয়া কৃষ্ণাত্মিকা কৃষ্ণপত্নীসকল অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তম সখা শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর অর্জ্জুন যথার্থ-বাক্য-সমন্বিতা[৪] শ্রীকৃষ্ণের গীতি সকলের দ্বারা আপনাকে সান্ত্বনা করিলেন। অর্জ্জুন, নিহত নষ্টবংশ বন্ধুসকলকে আনুপূর্ব্বিকক্রমে পিণ্ড-জলাদি প্রদান করাইলেন। মহারাজ! সমুদ্র, ভগবানের শ্রীসম্পন্ন আলয় পরিত্যাগ করিয়া, হরি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা দ্বারকাকে তৎক্ষণাৎ প্লাবিত করিল। (ভগবানের পূর্ব্বোক্ত আলয়) সর্ব্ব মঙ্গলের মঙ্গল; স্মৃত হইলে, অশেষ অশুভ হরণ করে; ভগবান্ মধুসূদন সর্ব্বদা উহার সন্নিহিত।

ধনঞ্জয়, নিহতের অবশিষ্ট স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধদিগকে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে প্রবেশ করিয়া তথায় বজ্রকে অভিষেক করিলেন। রাজন্! তোমার পিতামহগণ অর্জ্জুনের মুখে সুহৃদ্বধ শ্রবণ করত তোমাকে বংশধর করিয়া সকলে মহাপথে যাত্রা করিলেন।

৪। "আমি যোগমায়া দ্বারা আচ্ছন্ন, অতএব সকলের সম্বন্ধে প্রকাশমান নহি। মূঢ় লোক আমাকে জন্মহীন ও মৃত্যুহীন বলিয়া জানে না" ইত্যাদি।

যে মনুষ্য দেবদেব বিষ্ণুর এই জন্ম ও কর্ম্মসকল কীর্ত্তন করিবেন, ও শ্রবণ করাইবেন, তিনি সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইবেন।

ভগবান্ হরির এইপ্রকার, এবং অন্যত্র ও ইহ লোকে বিশ্রুত পরমমঙ্গল মনোহর অবতার, বীর্য্য ও বাল্যচরিত সকল কীর্ত্তন করিলে, মনুষ্য পরম হংসগণের গতি (শ্রীকৃষ্ণে) পরম ভক্তি লাভ করিবেন।

মৌষলনামক একত্রিংশ অধ্যায়ে

একাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত।

দ্বাদশস্কন্ধ।

প্রথম অধ্যায়।

ওঁ নমঃ শ্রীকৃষ্ণায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, পুরঞ্জয়, যিনি বৃহদ্রথবংশের শেষ[১] তাহার মন্ত্রী শুনক স্বামীকে সংহার করিয়া প্রদ্যোত-নামক নিজ পুত্রকে রাজা করিবেন। পালক তাঁহার পুত্র। বিশাখ তাঁহার পুত্র হইবেন। তাঁহা হইতে রাজক। তাঁহার পুত্র নন্দিবর্দ্ধন। এই পঞ্চ প্রদ্যোতবংশীয় রাজা এক শত অষ্টত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাঁহার পুত্র শিশুনাগ হইবেন। তাঁহার পুত্র কাকবর্ণ। তাঁহার তনয় ক্ষেমধর্ম্মা। ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেমধর্ম্মার আত্মজ। তাঁহার পুত্র বিম্বিসার। অজাতশত্রু তাঁহার পুত্র হইবেন। তাঁহার

১। বৈবস্বত-মনু-বংশ বর্ণনে চন্দ্রবংশপ্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণন করিয়া আবার সেই বংশ বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন। নবম-স্কন্ধে ইহাকে রিপুঞ্জয় বলা হইয়াছে। নবম স্কন্ধ ১১১ পৃষ্ঠা দেখ।

তনয় দর্ভক হইবেন। দর্ভকের পুত্র অজয় নামে জানিত। নন্দিবর্দ্ধন অজয়ের তনয়। তাঁহার তনয় মহানন্দি। হে কুরু-শ্রেষ্ঠ! এই দশ শিশুনাগবংশীয় রাজা কলিতে তিন শত ষষ্টি বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। রাজন্! মহানন্দির পুত্র শূদ্রাগর্ভোৎপন্ন, বলবান্, মহাপদ্মপতি[২], ক্ষত্রিয়দিগের বিনাশ-কর্ত্তা এক নন্দ। তাঁহা হইতে শূদ্রপ্রায় অধার্ম্মিক রাজগণ উৎপন্ন হইবেন। তাঁহার শাসন কেহ উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। এতাদৃশ হইয়া সেই মহাপদ্ম, দ্বিতীয় পরশু-রামের ন্যায়, একচ্ছত্রা পৃথিবী শাসন করিবেন। তাঁহার সুমাল্যপ্রভৃতি অষ্ট পুত্র হইবেন; যে সকল রাজা শত বৎসর এই পৃথিবী ভোগ করিবেন। কোনও ব্রাহ্মণ[৩] বিখ্যাত নয় নন্দকে[৪] উন্মূলিত করিবেন। তাঁহাদিগের অভাবে মৌর্য্যেরা কলিতে পৃথিবী ভোগ করিবেন। সেই ব্রাহ্মণই চন্দ্র গুপ্তকে[৫] রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তাঁহার পুত্র বারিসার। তাঁহা হইতে অশোকবর্দ্ধন। সুযশা তাঁহার (পুত্র) হইবেন। সঙ্গত সুযশার পুত্র। তাঁহা হইতে শালিশুক। সোমশর্ম্মা তাঁহার (পুত্র) হইবেন। শতধন্বা তাঁহার পুত্র। বৃহ-দ্রথ তাঁহার (পুত্র) হইবেন। (তাঁহার পুত্র দশরথ)। হে কুরুকুলধর! মৌর্য্যবংশীয় এই দশ রাজা কলিতে এক শত সপ্তত্রিংশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। তাহার পর।

২। মহাপদ্মনামক সেনার, বা ধনের অধিপতি। এই জন্য তাঁহার আর একটী নামও মহাপদ্ম।

৩। চাণক্য।

৪। নন্দ ও তাঁহার আট পুত্রকে।

৫। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যদিগের প্রথম রাজা।

গগ্নিমিত্র[৬]। তাঁহা হইতে সুজ্যেষ্ঠ (জন্মিবেন।) বসুমিত্র, ভদ্রক ও পুলিন্দ তাঁহার পুত্র হইবেন। সেই (পুলিন্দ) হইতে ঘোষ নামে পুত্র উৎপন্ন হইবেন। তাঁহা হইতে বজ্রমিত্র জন্মগ্রহণ করিবেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! তাঁহা হইতে ভগবত; এবং তাহা হইতে দেবভূতি[৭]। এই দশ শুঙ্গ একশত দ্বাদশ বৎসর ভূমি ভোগ করিবেন। রাজন্! তাহার পর এই পৃথিবী স্বল্প-গুণসম্পন্ন কণ্বদিগের হস্তে যাইবেন। শুঙ্গবংশীয় কামী দেবভূতিকে সংহার করিয়া, তাঁহার মন্ত্রী কণ্ব নিজে রাজ্য করিবেন। মহামতি বসুদেব (তাঁহার পুত্র)। তাঁহার পুত্র ভূমিত্র। তাঁহা হইতে নারায়ণ পুত্র (জন্মিবেন)। এই সকল কণ্ববংশীয় কলিযুগে তিন শত পঞ্চচত্বারিংশৎ বৎসর ভূমি ভোগ করিবেন। কণ্ববংশীয় সুশর্ম্মাকে[৮] সংহার করিয়া তাঁহার ভৃত্য কোনও অন্ধকবংশীয় অসত্তম শূদ্র বলী কিছুকাল পৃথিবী ভোগ করিবেন। অনন্তর কৃষ্ণনামে তাঁহার ভ্রাতা পৃথিবীর পতি হইবেন। শ্রীশান্তকর্ণ তাঁহার পুত্র। তাঁহার পুত্র পৌর্ণমাস। লম্বোদর তাঁহার তনয়। তাঁহা হইতে রাজা চিবিলিক। চিবিলিক হইতে মেঘস্বাতি। তাঁহার (পুত্র) দৃঢ়মান। তাঁহার পুত্র অনিষ্টকর্ম্মা, হানেয়, এবং তল। সেই (তলের) পুত্র পুরীষভেরু। তাঁহা হইতে রাজা সুনন্দন, চকোর, বটক (ইত্যাদি,[৯]) যাহাদিগের

৬। বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্পমিত্র স্বামীকে বধ করিয়া রাজ্য করিবেন। তিনি শুঙ্গদিগের প্রথম।

৭। পুষ্পমিত্রকে লইয়া।

৮। কণ্ব বংশের শেষ।

৯। আট জন। শিবস্বাতি নবম।

মধ্যে অরিন্দম শিবস্বাতি। তাঁহার পুত্র গোমতী। তাঁহা হইতে পুরীমান্ জন্মিবেন। তাঁহার পুত্র মেদঃশিরা, শিরস্কন্ধ, ও যজ্ঞশ্রী। সেই (যজ্ঞশ্রীর) পুত্র বিজয়। চন্দ্রবীজ এবং লোমধি তাঁহার পুত্র হইবেন। হে কুরুনন্দন! এই ত্রিংশৎ নরপতি চারি শত ষট্‌পঞ্চাশৎ বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। অবভৃত্য নগরীর রাজা সপ্ত আভীর; দশ গর্দ্দভী; এবং ষোড়শ কঙ্ক, অতিলোলুপ রাজা হইবেন। তাহার পর অষ্ট যবন; চতুর্দ্দশ চতুঃস্বর; দশ গুরুণ্ড; এবং একাদশ মৌল রাজারা (রাজা) হইবেন। (মৌলব্যতিরিক্ত আভীরাদি) এই সকল রাজা এক সহস্র নবনবতি বৎসর পৃথিবী ভোগ করিবেন। একাদশ মৌল তিন শত বৎসর ভোগ করিবেন। তাঁহারা মৃত হইলে পর কিলকিলা নগরীতে ভূতনন্দ ও বঙ্গিরি; এবং তাঁহাদিগের ভ্রাতা শিশুনন্দি, যশোনন্দি ও প্রবীরক রাজা হইবেন। ইহাঁরা ষড়ধিক একশত বৎসর ভোগ করিবেন। তাঁহাদিগের বাহ্লিকাদি ত্রয়োদশ পুত্র হইবেন। তাঁহার পর পুষ্পমিত্র ক্ষত্রিয়। ইহাঁর (পুত্র) দুর্মিত্র। সপ্ত অন্ধক; সপ্ত কোশল; বিদূরপতিগণ; এবং নৈষধাধিপগণ; এই সকল এককালেই রাজা হইবেন। বিশ্বস্ফূর্জ্জি মাগধদিগের রাজা; এবং (পূর্ব্বোক্ত পুরঞ্জয়ের ন্যায়) পুরঞ্জেতা হইবেন। (তিনি) নীচ পুলিন্দ, যদু, ও মদ্রকদিগকে বর্ণভুক্ত করিবেন। বীর্য্যবান্ দুর্ব্বুদ্ধি ক্ষত্রিয়দিগকে দূরীকৃত করিয়া পদ্মাবতী নগরীতে যে সকল প্রজা স্থাপিত করিবেন, তাহাদিগের অধিকাংশই ত্রিবর্ণব্যতিরিক্ত। (তিনি) গঙ্গাদ্বার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রয়াগপর্য্যন্ত পালিত

পৃথিবী ভোগ করিবেন। সুরাষ্ট্র, অবন্তী, আভীর, শূর, অর্ব্বুদ, ও মালবদেশীয় দ্বিজ রাজারা উপনয়াদি-বিহীন শূদ্রপ্রায় হইবেন। বেদাচারশূন্য, শূদ্র, উপনয়ন-হীনাদি ম্লেচ্ছেরা সিন্ধুর তট, চন্দ্রভাগা, কৌণ্ডী ও কাশ্মীরমণ্ডল ভোগ করিবেন। রাজন্! এই সকল ম্লেচ্ছপ্রায় রাজা এককালীন। ইহাঁরা অধার্ম্মিক; মিথ্যাপর; অল্প-দাতা; তীক্ষ্ণ-ক্রোধী; স্ত্রী-বালক-গো-দ্বিজ-ঘাতী; পরের দারাতে ও ধনেতে অভিলাষী। (ইহাঁদিগের) হর্ষশোকাদি অতি বহুল; বল অল্প; আয়ু অল্প; সংস্কার নাই; ক্রিয়া নাই। (ইহাঁরা) রজঃ এবং তমোগুণে আচ্ছন্ন। ক্ষত্রিয়রূপী ম্লেচ্ছ এই সকল প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিবে[১০]। ইহাঁদিগের অধীনস্থ জনপদসকলের চরিত্র ও আচার ইহাঁদিগের সমান হইবে। (ঐ সকল জনপদ) পরস্পর ও রাজগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া নাশ পাইবে।

রাজবংশ-বর্ণননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

———০৹———

১০। অর্থাৎ, অতিরিক্ত কর আদায় এবং পুত্রদারাধনাদি হরণ করত পীড়ন করিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! তাহার পর বলবান্ কাল-হেতু ধর্ম্ম, সত্য, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ু, বল ও স্মৃতি নাশ পাইবে। কলিতে ধনই মনুষ্যদিগের জন্ম, আচার ও গুণাদি, ধর্ম্ম ও ন্যায় নির্দ্ধারণ বিষয়ে বলই কারণ। দম্পতী-ভাবে রুচি; ক্রয় বিক্রয় বিষয়ে ছল; স্ত্রীত্ব ও পুংস্ত্ব বিষয়ে রতি[1]; এবং ব্রাহ্মণত্ববিষয়ে (যজ্ঞ-) সূত্রই কারণ। আর, চিহ্ন[2], আশ্রমজ্ঞান, এবং এক আশ্রম হইতে আশ্রমান্তর গ্রহণ বিষয়ে কারণ (হইবে)। মুদ্রাপ্রদানাদিতে অসামর্থ্য হইলে, পরাজয় (হইবে)। বহুকথন, পাণ্ডিত্যের হেতু (হইবে)। ধনহীনতাই অসাধুতা-অভিযোগ বিষয়ে; দম্ভই সাধুতা বিষয়ে; এবং স্বীকরণই বিবাহ বিষয়ে (হেতু) হইবে। স্নানই অলঙ্কার হইবে। দূরস্থ জলাশয়ই তীর্থ; কেশধারণ লাবণ্য; এবং উদরম্ভরিতা পুরুষার্থ হইবে। বাচাল-তাই সত্যতা বিষয়ে (কারণ হইবে)। কুটুম্বভরণ দক্ষতার জন্য, এবং ধর্ম্মসাধন যশের নিমিত্ত হইবে। পৃথিবীমণ্ডল এইপ্রকার দুষ্ট প্রজাগণ দ্বারা আকীর্ণ হইলে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রদিগের মধ্যে যিনি বলবান্, (তিনিই) রাজা হইবেন। লুব্ধ, নির্দ্দয়, দস্যুর ন্যায় আচরণকারী

১। অর্থাৎ, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার রতিকৌশল অধিক, তিনিই শ্রেষ্ঠ।

২। দণ্ড ও মৃগচর্ম্ম প্রভৃতি।

ক্ষত্রিয়গণ স্ত্রী ও ধন হরণ করাতে, প্রজারা গিরিকাননে পলায়ন করিবে। শাক, মূল, আমিষ, মধু, ফল, পুষ্প, অস্থি[৩] তাহাদিগের ভক্ষ্য হইবে; এবং অনাবৃষ্টিনিবন্ধন দুর্ভিক্ষে পীড়িত হইয়া (তাহারা) নাশ পাইবে। প্রজাসকল শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ও হিম দ্বারা; পরস্পর দ্বারা; এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ব্যাধিসমূহ, ও চিন্তা দ্বারা সাতিশয় তপ্ত হইবে। কলিতে, মনুষ্যদিগের পরমায়ু পঞ্চাশৎ বৎসর।

কলির দোষ হেতু দেহীদিগের দেহ সকল ক্ষীণ হইতে থাকিলে; আর, মনুষ্যদিগের মধ্যে বর্ণ-ও-আশ্রমশালীদিগের বেদপথ নষ্ট; ধর্ম্ম পাষণ্ডবহুল; রাজগণ দস্যুতুল্য; মনুষ্যগণের আচরণ চৌর্য্য, মিথ্যা, ও বৃথা হিংসা প্রভৃতি বিবিধপ্রকার; বর্ণ শূদ্রতুল্য; ধেনুসকল ছাগসম;[৪] আশ্রম সকল গৃহের ন্যায়; বিবাহ সম্বন্ধে সম্বন্ধীরাই প্রায় বন্ধু; ওষধিসকল প্রায়শঃ গুণে ক্ষীণ; মেঘরাজি বিদ্যুৎবহুল; এবং গৃহসকল প্রায়শঃ শূন্য হইলে;—এইপ্রকারে কলি প্রায় শেষ হইলে; এবং জনগণ গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ করিতে থাকিলে; ধর্ম্ম ত্রাণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করত অবতীর্ণ হইবেন। অখিলাত্মা, চরাচরগুরু, ঈশ্বর বিষ্ণুর জন্ম, সাধুদিগের কর্ম্মনাশের উদ্দেশে ধর্ম্ম পরিত্রাণ করিবার নিমিত্ত। সম্ভল গ্রামের মধ্যে প্রধান, ব্রাহ্মণ, মহাত্মা বিষ্ণুযশার ভবনে কল্কি প্রাদুর্ভূত হইবেন। অষ্ট-ঐশ্বর্য্য-গুণ-সমন্বিত, অসাধুদমন, অপ্রতিম-কান্তি জগৎপতি শীঘ্রগামী দেবদত্ত অশ্বে

৩। আঁটি। বাং। ৪। প্রমাণে ও দুগ্ধে।

আরোহণ করিয়া সেই শীঘ্রগামী অশ্ব দ্বারা পৃথিবীতে বিচরণ করত রাজচিহ্নধারী কোটি কোটি দস্যুদিগকে খড়্গ দ্বারা নাশ করিবেন। অনন্তর সমস্ত দস্যু নিহত হইলে, বাসুদেবের অঙ্গরাগ (চন্দনাদি) দ্বারা অতিশয়-পুণ্যগন্ধী বায়ু স্পর্শ করিয়া পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের মনসকল নির্ম্মল হইবে; এবং সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবান্ বাসুদেব হৃদয়ে অবস্থিত হইলে, তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি অনেক হইবে। যখন ধর্ম্মপতি, ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইবেন, তখন সত্য যুগ (আরম্ভ) হইবে; এবং যে সকল প্রজা সৃষ্ট হইবে, তাহারা সত্ত্বগুণাবলম্বী হইবে। যখন চন্দ্র ও সূর্য্য, এবং পুষ্য ও বৃহস্পতি এক রাশিতে মিলিত হইবেন, তখন সত্য যুগের আরম্ভ হইবে।

চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশজাত যে সকল রাজা অতীত হইয়াছেন, বর্ত্তমান আছেন, এবং হইবেন, উদ্দেশতঃ তাঁহাদিগকে তোমায় কহিলাম। তোমার জন্ম আরম্ভ করিয়া নন্দের অভিষেক পর্য্যন্ত এই এক সহস্র এক শত পঞ্চদশ বৎসর[৫]। সপ্তর্ষিগণের মধ্যে আকাশে উদয়সময়ে যে দুই (ঋষি) প্রথমে উদিত দৃষ্ট হইয়া থাকেন; সেই দুই (ঋষির) মধ্যে নিশাকালে (অশ্বিনী প্রভৃতির মধ্যে) যে নক্ষত্রকে সমসূত্রে অবস্থিত দেখা যায়, ঋষিগণ তাহার সহিত যুক্ত হইয়া মনুষ্যদিগের (পরিমাণে) এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন।

৫। এইটী আনান্তর সংখ্যা; এরূপ সংখ্যার কোনও বিশেষ অভিপ্রায় থাকিবে। বাস্তবিক পরীক্ষিৎ হইতে নন্দ পর্য্যন্ত এক সহস্র চারিশত অষ্টানবতি বৎসর। পূর্ব্বের কথিত রাজাদিগের ভোগকাল সংকলিত করিলে দেখা যাইবে।

তোমার সময়ে এক্ষণে সেই সকল ঋষি মঘাকে আশ্রয় করিয়া আছেন। (তাঁহারা মঘাকে আশ্রয় করিলে) ভগবান্ বিষ্ণুর শুদ্ধসত্ত্বাত্মক এই দেহ (যখন) স্বর্গে গমন করিয়াছে, তখন কলিযুগ প্রবেশ করিয়াছে; যাহাতে লোক পাপে বিহার করিয়া থাকে। সেই রমাপতি যত দিন পাদপদ্ম-যুগলের দ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করত অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তত দিন কলি পৃথিবীতে পরাক্রম প্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই। যত দিন সপ্ত দেবর্ষি মঘাতে বিচরণ করেন, তখন দ্বাদশশতবর্ষাত্মক কলি প্রবিষ্ট হন[৬]। যখন মহর্ষি-গণ মঘ হইতে পূর্ব্বাষাঢ়াতে গমন করিবেন, তখন নন্দা অবধি কলি বৃদ্ধি পাইবেন। যে দিনে শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গে গমন করিয়াছেন, সেই দিনেই তখনিই কলিযুগ আরব্ধ হইয়াছে, পুরাবিত্ত-বেত্তারা এই কহিয়া থাকেন। সহস্র দিব্য বৎসর অতীত হইলে, চতুর্থ ভাগে[৭] পুনর্ব্বার সত্য যুগ হইবে। তখন মনুষ্যদিগের মন আত্ম-প্রকাশক হইবে। এই প্রকার এই মানব বংশ যুগে যুগে পৃথিবীতে যে প্রকার গণ্য হইয়া থাকে, বৈশ্য, শূদ্র ও ব্রাহ্মণদিগের সেই সেই (অবস্থাও সেইপ্রকার সংখ্যাত হইয়া থাকে)। এক্ষণে এই সকল মহাপুরুষের নামই জ্ঞাপক; এবং ইহাঁরা কথামাত্রেই অবশিষ্ট; (ইহাঁদিগের) কেবল কীর্ত্তিই পৃথিবীতে অবস্থিতি করিতেছে।

শান্তনুর ভ্রাতা দেবাপি, এবং ইক্ষ্বাকু-বংশজাত মরু মহৎ-যোগ-বল-সমন্বিত হইয়া কলাপ গ্রামে অবস্থিতি করিতেছেন।

৬। এত বৎসর কলির সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ।

৭। অর্থাৎ প্রবেশবৎসর দ্বারা পরিমিত অংশের সহিত কলি অতীত হইলে।

বাসুদেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় বর্ণাশ্রম-সংযুক্ত ধর্ম্ম প্রথিত করিবেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি; এই চারি যুগ এইপ্রকার ক্রম অনুসারে প্রাণিগণেতে প্রব-র্ত্তিত হইয়া থাকে। রাজন্! আমি যাঁহাদিগকে কহিলাম, ইহাঁরা এবং অন্যান্য নরপতি সকল পৃথিবীতে মমতা-(বন্ধন) করত, শেষে এই (পৃথিবী) পরিত্যাগ করিয়া নিধন প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহার নাম রাজা, অন্তে (তাঁহারও) কৃমি, বিষ্ঠা, ও ভস্ম নাম হইবে; সেই (রাজনামধারী দেহের) জন্য যিনি, যাহা হইতে নরক হয়, সেই প্রাণি-হিংসা করেন, তিনি কি স্বার্থ বুঝিয়াছেন? "আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা যাহাকে অধিকার করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে সেই এই পৃথিবী অধিকার করিতেছি; আমা কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-ভুক্তা ইহা কিপ্রকারে আমার পুত্রের, পৌত্রের, বা বংশজাতের হইবে," রাজগণ এইপ্রকারে পৃথিবীতে মমতা বন্ধন করিয়া থাকেন। অন্ন-জল-ময় শরীরকে আত্মস্বরূপ, এবং পৃথিবীকে আপন বলিয়া গ্রহণ করত মূর্খেরা (শেষে) উভয় পরিত্যাগ করিয়া অদর্শন হইয়াছেন। রাজন্! যে যে নরপতি বলে পৃথিবী ভোগ করিতেছেন, কাল তাঁহাদিগের সকলকে ইতিবৃত্তে কথামাত্র (করিবে)।

কলিধর্ম্ম-কথননামক দ্বিতীয় অধ্যায়

সমাপ্ত।

তৃতীয় অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! হে বিভো! এই পৃথিবী তাঁহার আপনাতে রাজগণকে জয়কার্য্যে ব্যগ্র দেখিয়া, এই বলিয়া হাস্য করিয়া থাকেন;— "অহো; মৃত্যুর ক্রীড়াসামগ্রীভূত রাজগণ আমাকে জয় করিতে অভিলাষ করিতেছে। যে সকল রাজারা ফেণতুল শরীরে সাতিশয় বিশ্বাস করিয়া থাকেন, পণ্ডিত হইলেও, সেই সকল রাজার এই অভিলাষ ব্যর্থ হইবে। প্রথমে ষড়বর্গ[১] জয় করিয়া রাজমন্ত্রীদিগকে বশীভূত করিব; তাহার পর অমাত্যগণ, নাগরিক, বিশ্বস্ত, হস্তিপক, পরে প্রতিপক্ষদিগকে (জয় করিব)। ইত্যাদিক্রমে সাগরবেষ্টিতা পৃথিবী জয় করিব। এই প্রকার আশাতে হৃদয় বদ্ধ হওয়াতে নিকটে যমকে দেখিতে পান না। সমুদ্রবেষ্টিতা আমাকে জয় করিয়া বলে সাগরে প্রবেশ করেন; (কিন্তু) আত্মজয়ের পক্ষে এ কতটুকু? মুক্তি আত্মজয়ের ফল। মনুসকল এবং তাঁহার পুত্রগণ যাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানেই গমন করিয়াছেন, বুদ্ধিহীনেরা সেই আমাকে যুদ্ধে জয় করিতে ইচ্ছা করেন। মমতা দ্বারা রাজ্যে বদ্ধচিত্ত অসাধু পিতা ও পুত্রদিগের, এবং ভ্রাতাদিগের মধ্যে আমার নিমিত্ত কলহ হইয়া থাকে। "এই পৃথিবী সমুদায় আমার; মূঢ়

১। অর্থাৎ, ইন্দ্রিয়বর্গ।

তোমার নহে” এই কথা কহিয়া পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করত রাজগণ আমার নিমিত্ত নাশও করেন ও নষ্ট হন। পৃথু, পুরূরবা, গাধি, ভরত, নহুষ, অর্জ্জুন, মান্ধাতা, সগর, রাম, খট্টাঙ্গ, ধুন্ধুমার, রঘু, তৃণবিন্দু, যযাতি, শর্য্যাতি, শান্তনু, গয়, ভগীরথ, কুবলয়াশ্ব, কুকুৎস্থ, নৈষধ, নৃগ; এবং হিরণ্যকশিপু, বৃত্র, লোকের ভয়াবহ রাবণ, নমুচি, শম্বর, হিরণ্যাক্ষ, তারক ও অন্যান্য অনেক রাজা ও দৈত্য যাঁহারা আমার অধীশ্বর ছিলেন, (তাঁহারা) সকলেই সর্ব্ববেত্তা, বীর ও সর্ব্বজেতা; (তথাপি) জিত হইয়াছিলেন। যে সকল মর্ত্ত্যধর্ম্মী আমাতে সাতিশয় মমতা বন্ধন করিয়া জীবিত ছিলেন, কাল তাঁহাদিগকে কথামাত্রে অবশিষ্ট করিয়াছে; (সুতরাং) তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

বিভো! লোকসকলের মধ্যে যশ বিস্তার করিয়া পরলোক-প্রস্থিত মহৎ ব্যক্তিদিগের এই যে সকল কথা তোমাকে কহিলাম, এই সকল বিজ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশে বাক্যের বিলাসমাত্র; পরমার্থযুক্ত কথা নহে। কিন্তু উত্তমশ্লোকের যে অমঙ্গল-নাশক গুণানুবাদ বারম্বার কথিত হইয়া থাকে; যিনি শ্রীকৃষ্ণে অমলা ভক্তি ইচ্ছা করেন, তিনি নিত্য বারম্বার উহাই শ্রবণ করিবেন।

শ্রীরাজা কহিলেন, ভগবন্! লোকেরা কলিতে পরিবর্দ্ধিত দোষসকলকে কি উপায়ে নাশ করিবে? হে মুনে! আমাকে যথার্থরূপে উহা বলুন। যুগ, ও যুগধর্ম্মসকল; সংহার কাল ও স্থিতি কালের পরিমাণ; এবং ঈশ্বররূপী কালের ও মহাত্মা বিষ্ণুর গতি (বলুন)।

শুকদেব কহিলেন, সত্যযুগে তৎকালীন লোকেরা যে ধর্ম্ম ধারণ করিয়া থাকেন, উহা চতুষ্পাদ। রাজন্! সত্য, দয়া, তপস্যা ও অভয়দান; সংপূর্ণ ধর্ম্মের এই চারি পাদ। (সত্যযুগে) লোকেরা প্রায় সন্তুষ্ট, দয়ালু, মৈত্রীযুক্ত, শান্ত, দান্ত, ক্ষমাশীল, আত্মারাম, সমদর্শী, ও আত্মাভ্যাসশালী।

ত্রেতায় মিথ্যা, হিংসা ও কলহ, অধর্ম্মের এই সকল পাদ দ্বারা ধর্ম্মের পাদ সকলের চতুর্থ অংশ অল্পে অল্পে ক্ষীণ হইতে থাকে। রাজন্! তখন (লোকেরা) ক্রিয়া ও তপস্যায় নিষ্ঠ; অধিক হিংস্র নহে; লম্পট নহে; ত্রিবর্গনিষ্ঠ; বেদবৃদ্ধ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই অধিক।

দ্বাপরে অধর্ম্মের পাদ মিথ্যা, হিংসা, অসন্তোষ ও কলহ দ্বারা ধর্ম্মের (পাদ) তপস্যা, সত্য, দয়া ও অভয়দানের মধ্যে অর্দ্ধ হ্রাস পায়। (তখন) বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ অধিক; (ইঁহারা) তপঃপ্রিয়, মহৎ-চরিত্র, স্বাধ্যায়[১]-অধ্যয়নে রত, ধনবান্, পরিবারী, ও আনন্দিত।

কলিতে ধর্ম্মের পাদ সকলের মধ্যে চতুর্থাংশ (অবশিষ্ট থাকে)। অধর্ম্মের কারণ সকল বৃদ্ধি পাওয়াতে তদ্দ্বারা ক্ষীণীকৃত হইয়া অবশেষে উহাও নাশ পায়। তৎকালে প্রজাসকলের মধ্যে শূদ্র ও কৈবর্ত্তাদি অধিক। (ইহারা) লোভী, দুরাচার, নির্দ্দয়, অনর্থক-শত্রুতাকারী, দুর্ভাগা, ও সাতিশয়-স্পৃহাশীল।

সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ, পুরুষে এই সকল গুণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই সমস্ত কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া আত্মাতে

১। অবশ্য কর্ত্তব্য বেদাধ্যয়ন।

প্রবর্ত্তিত হয়। যখন মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় সকল সত্ত্বগুণে অধিকতররূপে অবস্থিতি করে, তখন সত্যযুগ জানিবে; যাহা হইতে জ্ঞানে ও তপস্যায় রুচি (জন্মে)। যখন কাম্য কর্ম্ম-সকলে দেহীদিগের ভক্তি (থাকে,) হে বুদ্ধিমন্! তখন রজো-বৃত্তি-প্রধান ত্রেতাযুগ জানিবে। যখন লোভ, অসন্তোষ, অভিমান, দম্ভ, মাৎসর্য্য এবং কাম্য কর্ম্ম সকলেও (ভক্তি থাকে,) সেই রজ-স্তমঃ-প্রধান দ্বাপর। যখন ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্য, সেই তমঃপ্রধান কলি জানিও,—যাহার প্রভাবে, মানুষগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভাগ্য, অধিক-আহারকারী, কামী ও ধনহীন, এবং স্ত্রী সকল অসতী। নগর সকল দস্যুবহুল; ও পাষণ্ডগণ দ্বারা দূষিত। রাজাসকল প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন ও উদর চরিতার্থ করিতে তৎপর। ব্রহ্মচারী সকল শৌচ-শূন্য; পরিবারী সকল ভিক্ষুক। তপস্বী সকল গ্রামবাসী। সন্ন্যাসীসকল লোভী। (নারীজন) খর্ব্বকায়, অধিকভোজী, অনেক পুত্র প্রসবকারী; লজ্জাহীন, নিরন্তরকটুভাষী, এবং চৌর্য্য-ছল-ও-সমধিক সাহসশালী। ক্ষুদ্র ছলকারী বণিকেরা ক্রয়বিক্রয়াদি করিবে। (লোকেরা) আপৎকাল উপস্থিত না হইলেও নিন্দিত জীবিকাকে উত্তম বোধ করিবে। স্বামী সর্ব্বোত্তম হই লেও যদি নির্ধন হন, তাহা হইলে ভৃত্যেরা তাঁহাকে পরি ত্যাগ করিবে। স্বামীসকল বিপদ্‌গ্রস্ত, কুলক্রমাগত ভৃত্যে এবং দুগ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবেন। কলিতে মনুষ্যে স্ত্রৈণ ও দীন হইবে; এবং তাহাদিগের সৌহার্দ্দ স্মরতনিমিত্ত

হইবে। (অতএব) ভার্য্যার ভগিনী ও শ্যালকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিবে। শূদ্রেরা তপো-বেশোপজীবী হইয়া প্রতিগ্রহ করিবে। ধর্ম্মে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা উত্তম ব্যক্তির আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম বলিবে। রাজন্! কলিতে অন্নহীন ভূতলে প্রজাদিগের মন নিত্য উদ্বিগ্ন থাকিবে। (তাহারা) দুর্ভিক্ষের কর দ্বারা কষ্ট পাইবে। অনাবৃষ্টির ভয়ে কাতর হইবে। (তাহাদিগের) বস্ত্র, অন্ন, পান, শয্যা, ব্যবহার, স্নান ও ভূষণ থাকিবে না। দেখিতে পিশাচের সদৃশ হইবে। বিংশতি কপর্দ্দকমাত্র অর্থ লইয়া বিবাদ করত সৌহার্দ্দ পরিত্যাগ করিয়া প্রিয় প্রাণ পরিত্যাগ এবং আত্মীয়দিগকেও নাশ করিবে। মনুষ্যেরা নীচাশয়, এবং শিশ্নের ও উদরের ভরণে নিরত হইয়া বৃদ্ধ পিতা মাতা, পুত্র এবং সৎকুলজাতা পত্নীকেও ভরণ করিবে না। রাজন্! কলিতে পাষণ্ডগণ চিত্ত অন্যথা করাতে, অধিক মনুষ্য, ত্রিলোকনাথেরা যাঁহার পাদপদ্মে নমস্কার করেন, সেই জগৎ সকলের পরমগুরু ভগবান্ অচ্যুতের পূজা করিবে না। ম্রিয়মাণ, পীড়িত, পতিত, স্খলিত বা বিবশ হইয়া, যে পুরুষ যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধ হইতে মুক্তি পাইয়া উত্তম গতি প্রাপ্ত হন্, কলিতে মনুষ্যেরা তাঁহার পূজা করিবে না। ভগবান্ পুরুষোত্তম চিত্তে সংস্থাপিত হইলে পুরুষদিগের কলিকৃত এবং দ্রব্য, দেশ, ও আত্মা হইতে সমুদ্ভূত সমুদায় দোষ হরণ করেন। হৃদিস্থিত ভগবান্ শ্রুত, কীর্ত্তিত, চিন্তিত, পূজিত বা আদৃত হইলে মনুষ্যদিগের দশ সহস্র বৎসরের অশুভ ক্ষয় করেন। যেমন সুবর্ণে অবস্থিত অগ্নি ধাতুজন্য দুর্ব্বর্ণ নাশ করে,

তেমনি চিত্তস্থিত বিষ্ণু যোগীদিগের অশুভ বাসনা হরণ করেন দেবতার উপাসনা. তপস্যা, বায়ু-সংযম, মিত্রতা, তীর্থস্নান ব্রত, দান জপ, দ্বারা অন্তরাত্মা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধি প্রাপ্ত হন না, যেরূপ অনন্ত ভগবান্ হৃদিস্থিত হইলে। অতএব রাজন্! কায়মনোবাক্যে কেশবকে হৃদয়ে অবস্থাপিত কর। ম্রিয়-মাণ ব্যক্তি যদি তাহাতে মন ধারণ করেন, তাহা হইলে সেই ধারণামাত্রে পরম গতি প্রাপ্ত হন। হে (রাজন্!) ম্রিয়-মাণ ব্যক্তিসকল যদি সকলের আত্মা, সকলের উৎপত্তি-স্থান ভগবান্ পরমেশ্বরকে ধ্যান করেন, তাহা হইলে (তিনি তাঁহাদিগকে) নিজস্বরূপ প্রাপ্ত করান। কলি দোষের নিধি; (কিন্তু তাহার) এক মহৎ গুণ আছে; (মনুষ্য) শ্রীকৃষ্ণের নামোচ্চারণমাত্রে বন্ধনমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠ (পুরুষকে) প্রাপ্ত হইবে। সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করণ, ত্রেতায় যজ্ঞ সকলের দ্বারা অর্চ্চনা করণ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা এবং কলিতে নামোচ্চারণ হইতে ঐ (মুক্তি) হইয়া থাকে।

যুগধর্ম্ম-বর্ণননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

———০০———

চতুর্থ অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, রাজন্! পরমাণু আদি করিয়া দ্বিপরার্দ্ধ পর্য্যন্ত কাল, এবং যুগের পরিমাণও তোমাকে কহিয়াছি;[১] অনন্তর কল্প ও লয় শ্রবণ কর।——চারি সহস্র যুগ ব্রহ্মার দিন কথিত হইয়া থাকে। রাজন্! সেই কল্প; যাহাতে চতুর্দ্দশ মনু (ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হইয়া থাকেন)। তাহার পর প্রলয়; তাহার পরিমাণ তত[২]; সেই ব্রহ্মার রাত্রি কথিত হইয়া থাকে, যাহাতে এই ত্রিলোক প্রলয়ে লীন হয়। ইহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়, যাহাতে বিশ্বস্রষ্টা আত্মযোনি বিশ্বকে আপনাতে সংহরণ করিয়া অনন্ত আসনে নিদ্রা যান[৩]। পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার দ্বিপরার্দ্ধ (বৎসর) অতি-ক্রান্ত হইলে, তখন সপ্তপ্রকৃতি[৪] লয়ের উপযুক্ত হয়। রাজন্! এই প্রাকৃতিক প্রলয়, যাহাতে বিঘাতের কারণ[৫] উপস্থিত হওয়াতে মহদাদির কার্য্যভূত ব্রহ্মাণ্ড লয় পায়। রাজন্! মেঘ শত বৎসর পৃথিবীতে বর্ষণ করে না; তখন কালের উপদ্রবগ্রস্ত প্রজারা অন্নহীন (ভূমিতলে) ক্ষুধায় কাতর হইয়া পরস্পরকে ভক্ষণ করত ক্রমে ক্রমে ক্ষয় পায়। প্রলয়কালীন রবি সামুদ্রিক, দৈহিক, ও ভৌম, সমুদায় রস ঘোর রশ্মিজাল দ্বারা পান করেন, ত্যাগ করেন না।

১। ৩য় স্কন্ধ দেখ। ২। চারি সহস্র যুগ পরিমিত।

৩। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু অভিন্ন।।

৪। মহৎ, অহঙ্কার, ও পঞ্চতন্মাত্র।

৫। বক্ষ্যমাণ মেঘাদি কারণ সকল।

তাহার পর সঙ্কর্ষণের মুখজাত প্রলয়কালীন অগ্নি বায়ুবেগে উত্থিত হইয়া পৃথিবীর শূন্য বিবর সকল দাহ করে। ব্রহ্মাণ্ড উপরি ও নিম্নভাগে চতুর্দ্দিকে সূর্য্য ও অগ্নির জ্বালা-সমূহ দ্বারা দগ্ধ হইতে থাকিয়া দগ্ধ গোময়পিণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পায়। পরে প্রলয়কালের পরম প্রচণ্ড বায়ু এক শত বৎসরের কিঞ্চিৎ অধিক কাল বহিতে থাকে; (তখন) আকাশ ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া ধূম্র হয়। হে (রাজন্!) তাহার পর চিত্রবর্ণ অনেকানেক মেঘকুল একশত বৎসর বর্ষণ, এবং ভীমস্বরে গর্জ্জন করিতে থাকে। পরে ব্রহ্মাণ্ড-বিবরে প্রবিষ্ট বিশ্ব এক মাত্র সাগর জলে প্লাবিত হয়। জল দ্বারা প্লাবিত হইলে পর জল পৃথিবীর গুণ গন্ধ গ্রাস করে। গন্ধ গ্রস্ত হইলে পর পৃথিবী প্রলয়ের যোগ্য হন। পরে তেজ জলের রস (গ্রাস করে)। উহা রসহীন হইয়া লয় পায়। (অনন্তর) বায়ু তেজের রূপ গ্রাস করে, তখন ঐ রূপে রহিত হইয়া তেজ বায়ুতে লীন হয়। আকাশ বায়ুর গুণ গ্রাস করে। রাজন্! ঐ (বায়ু) আকাশে প্রবেশ করে। তাহার পর তামস অহঙ্কার আকাশের গুণ শব্দ গ্রাস করে। আকাশ তৎপশ্চাৎ লয় পায়। হে (কুরুশ্রেষ্ঠ!) তৈজস (অহঙ্কার) ইন্দ্রিয়বর্গকে, এবং বৈকারিক (অহঙ্কার) বৃত্তি-সমূহ সহ দেবতাদিগকে (গ্রাস করে)। মহৎ তত্ত্ব অহঙ্কা-রকে, এবং সত্ত্বাদি গুণগণ উহাকে (গ্রাস করে)। রাজন্! প্রকৃতি কাল কর্ত্তৃক প্রেরিত গুণ সকলকে (গ্রাস করে)। কালের অবয়ব (দিবারাত্রি) সকলের দ্বারা তাঁহার পরি-ণামাদি গুণগণ নাই; (তিনি) অনাদি, অনন্ত, অস্তিত্বের

বিকার সকল হইতে রহিত, সর্ব্বদাই একরূপ; এবং অপক্ষয়শূন্য, (যেহেতু) কারণ। যাঁহাতে বাক্য নাই; মন নাই; সত্ত্ব নাই; তমঃ নাই; রজঃ নাই; এই সকল মহৎতত্ত্বাদি নাই; প্রাণ নাই; বুদ্ধি নাই; ইন্দ্রিয়দেবতা সকল নাই। লোকরূপ রচনাবিশেষ নাই; স্বপ্ন নাই; জাগরণ নাই; সুষুপ্তি নাই; আকাশ নাই; জল নাই; পৃথিবী নাই; বায়ু নাই; অগ্নি নাই; সূর্য্য নাই;--যেন সাতিশয়রূপে নিদ্রিত;--যেন শূন্য;—অপ্রতর্ক্য উহাঁকেই; মূলীভূত পদ কহিয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক প্রলয়, যাহাতে পুরুষ ও প্রকৃতির শক্তি সকল কাল কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া লয় পায়।

বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় ও পদার্থের আশ্রয় জ্ঞান-তত্ত্বরূপে প্রকাশ পায়। যাহা আদ্যন্তশালী, তাহা দৃশ্য এবং কারণ হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া বস্তু নহে। দীপ, চক্ষু ও রূপ তেজ হইতে ভিন্ন নহে; এই প্রকার বুদ্ধি, আকাশ ও তন্মাত্র সকল অত্যন্ত-ভিন্ন ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে। জাগরণ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তি, এই কয় বুদ্ধিরই কথিত হইয়া থাকে। রাজন্! প্রত্যগাত্মাতে এই নানাবিধতা মায়া মাত্র। যেমন মেঘ সকল আকাশে থাকে এবং নাও থাকে, তেমনি অবয়বের উৎপত্তি ও নাশ হেতু বিশ্ব সকল আত্মাতে। হে রাজন্! সত্য সংসারে সমুদায় অবয়বীর কারণ; যে হেতু অবয়বী ব্যতিরেকেও অবয়বের প্রতীতি হইয়া থাকে, যেমন বস্ত্রে তন্তু-সকলের[১]। কার্য্যকারণ রূপে পরস্পর সাপেক্ষে

১। শ্রুতি আছে, "বিকার (প্রপঞ্চ) বাক্য মাত্রে আরব্ধ এবং নামমাত্র"। যুক্তিও প্রদর্শন করা হইল "অবয়বী ব্যতিরেকেও" ইত্যাদি।

যাহা জ্ঞাত হয় তাহাই ভ্রম[৭]; যাহা কিছু আদ্যন্ত-শালী, সে সমস্তই অবাস্তবিক। প্রকাশমান হইলেও, প্রত্যগাত্মার প্রকাশ ব্যতিরেকে অণুমাত্র প্রপঞ্চকেও নিরূপণ করা যায় না; যদিও কোনটীকে যায়, তাহা হইলে সেও আত্মার তুল্য,—আত্মার সহিত একরূপ হইবে। (যে হেতু) সত্যের নানাত্ব নাই। মূর্খ ব্যক্তি যদি নানাত্ব মনে করে সে যেমন দুই অবকাশের[৮]; দুই জ্যোতিঃ পদার্থের,[৯] দুই বায়ুর[১০]। যেমন সুবর্ণ ব্যবহারমার্গে মনুষ্যগণ কর্তৃক বিশেষ বিশেষ রচনা দ্বারা বিবিধপ্রকার প্রতীত হইয়া থাকে, তেমনি অধোক্ষজ ভগবান্ জনগণ কর্তৃক লৌকিক ও বৈদিক বাক্য সকলের দ্বারা এই প্রকার (বিবিধ) ব্যাখ্যাত হন। যেমন সূর্য্যসম্ভূত, সূর্য্য-প্রকাশিত মেঘ সূর্য্যের আবরক হয়, তেমনি ব্রহ্মের কার্য্যভূত, ব্রহ্ম কর্তৃকই প্রকাশিত অহঙ্কার ব্রহ্মের অংশ জীবাত্মার পক্ষে স্বরূপপ্রকাশের আবরক হইয়া থাকে। যখন সূর্য্যসম্ভূত মেঘ বিশ্লিষ্ট হয়, তখন চক্ষু নিজরূপ সূর্য্যকে দর্শন করে। (এইরূপ) যখন আত্মার উপাধিভূত অহঙ্কার বিচারণা দ্বারা নাশ পায়, (জীব) তখনই আত্মাকে

৭। একের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য অপরের জ্ঞান অপেক্ষা করে; সুতরাং একটীকেও নিরূপণ করা যায় না; অতএব "ভ্রম"।

৮। যেমন ঘটের মধ্যস্থ আকাশ এক অবকাশ আর প্রধান আকাশ এক অবকাশ। উপাধি ভেদে ঘটের মধ্যস্থ আকাশ ভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ভিন্ন নহে। ঘট ভাঙ্গিলেই আকাশের সহিত এক হইয়া যায়।

৯। জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্য আর গগণচারী সূর্য্য।

১০। বহির্ব্বায়ু আর দেহের অভ্যন্তরস্থ বায়ু।

স্মরণ করিতে পারেন [১১]। যখন এই রূপে এই প্রকারে বিবেচনাস্ত্র দ্বারা মায়াময় অহঙ্কাররূপ আত্মবন্ধন ছেদন করিয়া পরিপূর্ণ আত্মাকে অনুভব করত অবস্থিতি হয়, রাজন্! তাহাকেই, আত্যন্তিক প্রলয় বলে।

হে শত্রুতাপন! কতকগুলিন সূক্ষ্ম-বেত্তা ব্রহ্মাদি সর্ব্ব ভূতের সার্ব্ব কালীন উৎপত্তি ও প্রলয় কহিয়া থাকেন। (নদীর প্রবাহ ও দীপাদি) পরিণামি বস্তু সকলের যে সকল অবস্থা সেই সকল অবস্থা কালের স্রোতের বেগ দ্বারা শীঘ্র শীঘ্র ক্ষীয়মাণ দেহের সর্ব্বদা জন্ম ও নাশের কারণ। এই কাল অনাদি ও অনন্ত, ইহার জন্যই অবস্থা সকল দৃষ্ট হয় না; যেমন আকাশে জ্যোতির্গণের (গতি)।—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, ও আত্যন্তিক প্রলয় কহিলাম;— কালের গতি এই প্রকার। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জগৎস্রষ্টা অখিল সত্বের আবাসস্থান, নারায়ণের এই সকল নানা কথা তোমাকে সংক্ষেপে কহিলাম, সম্পূর্ণ রূপে কহিতে পদ্মযোনিও সমর্থ নহেন। বিবিধ-দুঃখ-রূপ দাবাগ্নি দ্বারা পীড়িত, (অতএব) অতিদুস্তর সংসার সিন্ধু উত্তীর্ণ হইতে অভিলাষী পুরুষের পুরুষোত্তম ভগবানের লীলাকথা-রস নিষেবন ভিন্ন অন্য ভেলক নাই। পূর্ব্বে অব্যয় নারায়ণ ঋষি নারদকে এই পুরাণসংহিতা কহিয়াছিলেন,—তিনি কৃষ্ণ দ্বৈপায়নকে। মহারাজ সেই ভগবান্ বেদব্যাসই প্রীত হইয়া বেদতুল্যা ভাগবতী সংহিতা (কহিয়াছিলেন)। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! নৈমিষ ভবনে দীর্ঘকালব্যাপী যজ্ঞে

---

[১১] অর্থাৎ, "আমি ব্রহ্ম" এই রূপ দর্শন করেন।

শৌনকাদি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সূত [১২] এই (সংহিতা) ঋষিদিগকে কহিবেন।

পরমার্থ-নির্ণয়-নামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

পঞ্চম অধ্যায়।

শ্রীশুকদেব কহিলেন, ব্রহ্মা যাঁহার হর্ষ হইতে জাত এবং রুদ্র যাহার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন [১] সেই ভগবান্ ইহাতে [২] বারম্বার বর্ণিত হইয়া থাকেন [৩]। রাজন্! "মরিব" এই যে অবিবেক, তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। দেহ পূর্ব্বে ছিলনা, অদ্য জন্মিল,—(নাশ পাইবে;) তুমি [৪] তাহার মত নাশ পাইবে না [৫]। তুমি বীজাঙ্কুরের ন্যায় পুত্র পৌত্রাদি রূপী হইয়াও বর্ত্তমান থাকিবে না, কারণ তুমি দেহব্যতিরিক্ত,—যেমন অগ্নি (কাষ্ঠ ভিন্ন)। যে হেতু (জীব) স্বপ্নে আপনি আপনার শির-শ্ছেদ এবং (জাগরণাবস্থাতেও) দেহাদির পঞ্চত্ব দর্শন করিয়া থাকে, সেই হেতু আত্মা অজ ও অমর। ঘট ভগ্ন হইলে ঘট-মধ্যস্থ আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় আকাশই হইবে। এইরূপ দেহ নষ্ট হইলে জীব আবার ব্রহ্ম হইবেন। মন আত্মার দেহ, গুণ ও কর্ম্মসকল সৃজন করে; মায়া সেই মনকে সৃজন করে; তাহা

১২। সম্মুখে উপবিষ্ট।

১। অতএব তাঁহারা স্বতন্ত্র নহেন। ২। অর্থাৎ এই সংহিতার।

৩। অতএব, যিনি এই সংহিতা শ্রবণ করিবেন, তাঁহার অন্য হইতে ভয়ের আশঙ্কা কি?

৪। অর্থাৎ, আত্মা তুমি।

৫। কারণ তুমি পূর্ব্বে ছিলে না, জন্মাও নাই; অতএব মরিবে না।

হইতে জীবের সংসার হয়। তৈলাধিষ্ঠানবর্ত্তী অগ্নির সংযোগ যত কাল থাকে, তত কাল দীপের দীপতা [১]। এইরূপ দেহজন্য সংসার। (দেহই) রজঃ তমঃ সত্ত্ব বৃত্তি দ্বারা জন্মায় ও নাশ পায়; যিনি আত্মা, তিনি জন্মান না, তিনি সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ। (অতএব) সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহের পরবর্ত্তী। আকাশের ন্যায় আধার, নির্ব্বিকার এবং অন্তহীন ও উপমাহীন। প্রভো! তুমি বাসুদেবের চিন্তা পূর্ব্বক অনুমানগর্ভ বুদ্ধি দ্বারা আত্মস্থ আত্মাকে আপনিই বিচার কর। বিপ্র বাক্যে আজ্ঞপ্ত হইয়া তক্ষক তোমাকে দগ্ধ করিবে না; মৃত্যুর কারণ সকলও তোমাকে দগ্ধ করিবে না; তুমি মৃত্যুরও ঈশ্বর (হইবে)। "আমি পরম পদ ব্রহ্ম; এবং পরম পদ ব্রহ্ম আমি;" এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া অখণ্ড ব্রহ্মে আত্মা যোজনা করত পদে দংশন-কারী বিষপূর্ণ মুখসকলের দ্বারা লেহনকারী তক্ষককে, শরীরকে এবং বিশ্বকে আত্মা হইতে পৃথক্ দেখিবে না। বৎস! তুমি আমাকে বিশ্বাত্মা হরির যে লীলার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তোমাকে (তাহা) এই কহিলাম; আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর?

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

১। অর্থাৎ, তত দিন দীপপ্রজ্বলিত থাকে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সেই বিষ্ণুদত্ত পরীক্ষিৎ ভগবদ্দর্শী সমজ্ঞানী ব্যাসনন্দন মুনি কর্তৃক কথিত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার পদে অবনত মস্তকে তাঁহার পাদমূলে স্থাপন করত অঞ্জলি বিরচনপূর্ব্বক তাঁহাকে এই কথা কহিলেন।

শ্রীপরীক্ষিৎ কহিলেন, আমি সিদ্ধ হইলাম;—অনুগৃহীত হইলাম;—যে হেতু আপনি দয়ার্দ্র চিত্ত হইয়া আমাকে অনাদি অনন্ত সাক্ষাৎ হরির কথা শ্রবণ করাইলেন। আপনারা মহাত্মা; আপনাদিগের চিত্ত বিষ্ণুতে নিরত; অজ্ঞ, (সংসার) তাপে তপ্ত প্রাণীদিগের প্রতি যে আপনাদিগের অনুগ্রহ, আমি উহাকে অতি আশ্চর্য্য মনে করি না। যাহাতে উত্তমশ্লোক ভগবানের গুণকীর্ত্তন করা হইয়া থাকে, (সেই) এই পুরাণসংহিতা আমরা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম। ভগবন্! আমি তক্ষকাদি মৃত্যুর কারণ হইতে ভীত নহি; যেহেতু যাহা হইতে (মুক্তি স্বরূপ) অভয় প্রবর্ত্তিত হয়, আমি আপনা কর্ত্তৃক কথিত সেই ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়াছি। ব্রহ্মন্! আজ্ঞা করুন, আমি বাক্য[১] সংযমন করি।—মন কামবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছে; উহাকে অধোক্ষজ (ভগবানে) প্রবেশ করাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। বিজ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা আমার অজ্ঞান এবং তজ্জন্য সংস্কার নিরস্ত হইয়াছে। মঙ্গলরূপ ভগবানের পরম পদ আপনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

১। বাক্য উপলক্ষণ মাত্র। অর্থাৎ, সমুদায় ইন্দ্রিয় ব্যাপার।

সূত কহিলেন, এইরূপ কথিত হইয়া তাঁহাকে আজ্ঞা করিয়া ভগবান্ বেদব্যাসনন্দন রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ভিক্ষুকদিগের সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। রাজর্ষি পরীক্ষিৎও বুদ্ধি দ্বারা মনকে প্রত্যেক্ আকাশেই যোজনা করিয়া প্রাণ বিলীন করত বৃক্ষের ন্যায় (বসিয়া) পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে লাগিলেন। গঙ্গার তীরে পূর্ব্বাগ্র দর্ভের উপর উত্তর মুখে উপবেশন করিয়া ব্রহ্মভূত, মহাযোগী, নিঃশব্দ ও নিঃসন্দেহ হইয়া (পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে থাকিলেন)। হে দ্বিজগণ! ক্রুদ্ধ ব্রাহ্মণতনয় কর্ত্তৃক প্রেরিত তক্ষক রাজাকে নাশ করিবার নিমিত্ত যাইতে যাইতে পথে কাশ্যপকে (ধন্বন্তরিকে) দেখিতে পাইলেন। বিষহারী সেই (কাশ্যপকে) অর্থদান দ্বারা নিবর্ত্তিত করিয়া[২] কামরূপী (তক্ষক) ব্রাহ্মণরূপে লুক্কায়িত হইয়া রাজাকে দংশন করিল। রাজর্ষির ব্রহ্মভূত দেহ দর্শনকারী সর্ব্বজনের সমক্ষে তৎক্ষণমাত্রে গরলাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইল[৩]। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গ, সর্ব্বত্র মহান্ হাহাকার হইতে লাগিল। দেবতা, অসুর ও নরাদি সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। দেবদুন্দুভি

২। এই স্থানে প্রসিদ্ধ গল্প উল্লেখ করিতে হইবে।—পরীক্ষিৎকে তক্ষক দংশন করিলে পর, তাঁহাকে চিকিৎসা দ্বারা সুস্থ করিয়া অনেক ধন পাইব এই উদ্দেশে ধন্বন্তরি পরীক্ষিৎ নিকটে গমন করিতে ছিলেন। পথে তক্ষক তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাইতেছেন। তিনি তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে পর তক্ষক উপহাস করিয়া কহিলেন ফিরিয়া যাউন্, আমি দংশন করিলে আপনার সাধ্য কি সুস্থ করেন। ধন্বন্তরি স্বক্ষমতার গৌরব করায় তক্ষক নিকটস্থ বটবৃক্ষে দংশন করিলেন। বটবৃক্ষ তৎক্ষণমাত্রে জ্বলিয়া ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন তক্ষক ধন্বন্তরিকে কহিলেন এই বৃক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করুন। ধন্বন্তরি তৎক্ষণমাত্রে ঐ বৃক্ষকে পূর্ব্বাবস্থ করিলেন। উহার উপর একজন কাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, সেও পূর্ব্বের মত সেই প্রকারে বৃক্ষের উপর দৃষ্ট হইতে থাকিল। তখন তক্ষক বিশ্বস্ত হইয়া প্রত্যাশিত অর্থের অধিকতর প্রদান করিয়া ধন্বন্তরিকে নিবর্ত্তিত করিলেন।

৩। বোধ হইল যেন তক্ষক পুত্রের কার্য্য করিলেন।

সকল বাজিতে লাগিল। গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরোগণ গান করিতে থাকিল। দেবতা সকল সাধুবাদ করিতে করিতে পুষ্প বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।

নিজ পিতাকে তক্ষক ভক্ষণ করিয়াছেন শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া জন্মেজয় দ্বিজগণের সহিত যথাবিধানে যজ্ঞে সর্পসকলকে আহুতি দান করিয়াছিলেন। সর্পযজ্ঞে প্রজ্বলিত অগ্নিতে মহাসর্প সকল দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া তক্ষক ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া ইন্দ্রের শরণাগত হইলেন। রাজা পরীক্ষিৎনন্দন তথায় তক্ষককে না দেখিয়া ব্রাহ্মণদিগকে কহিলেন, সর্পাধম তক্ষককে কেন দগ্ধ করা হইতেছে না। (ব্রাহ্মণগণ কহিলেন,) হে রাজেন্দ্র! শরণাগত তাহাকে ইন্দ্র রক্ষা করিতেছেন। এই সর্প তৎ কর্ত্তৃক রুদ্ধ হইয়াছে; সেই জন্য অগ্নিতে পতিত হইতেছে না। উদারবুদ্ধি পরীক্ষিন্নন্দন ইহা শ্রবণ করিয়া ঋত্বিক্‌দিগকে কহিলেন, হে বিপ্রগণ! ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে কেন অগ্নিতে পাতন করিতেছেন না? তাহা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ "হে তক্ষক! মরুদ্‌গণ-সহিত ইন্দ্রের সহিত এই অগ্নিতে পতিত হও" (এই বলিয়া) ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে যজ্ঞে আহুতি দান করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক কথিত এইপ্রকার পরুষ বাক্য সকলের দ্বারা ইন্দ্রের বুদ্ধি বিচলিত হইল এবং তিনি বিমান ও তক্ষকের সহিত স্বস্থান হইতে চলিত হইলেন। তক্ষকের সহিত তিনি বিমানযোগে আকাশ হইতে পতিত হইতেছেন দেখিয়া অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি সেই রাজাকে কহিলেন;— হে মনুষ্যেন্দ্র! তুমি এই সর্পরাজকে বধ করিতে পার না, ইনি অমৃত পান করিয়াছেন; (এই ইন্দ্র ও) অজ ও অমর। নিজের

কর্ম্ম নিবন্ধনই মনুষ্যের জীবন, মরণ, ও পরলোক (হইয়া থাকে।) অতএব রাজন্ ! ইহার সুখদাতা বা দুঃখদাতা অপর কেহ নাই। রাজন্ ! জীব (যে) সর্প, চৌর, অগ্নি, জল, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং রোগাদি দ্বারা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সে কেবল প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া থাকে। অতএব রাজন্ ! এই যজ্ঞ সমাপন কর; ইহার ফল হিংসা। নিরপরাধী সর্প সকল দগ্ধ হই-য়াছে; লোক সকল পূর্ব্ব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে।

এইরূপ কথিত হইয়া সেই (রাজা ধনঞ্জয়) মহর্ষির বাক্যের মাননা করিয়া সর্প যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইয়া বৃহস্পতিকে অর্চ্চনা করিলেন। ইহাই সেই বিষ্ণুর অপ্রতর্ক্যা অবাধ্যা মহামায়া, যদ্দ্বারা এই বিষ্ণুরই অংশভূত লোক সকল (ক্রোধাদি) গুণবৃত্তি সকলের দ্বারা প্রাণিগণে বাধ্যবাধকতা প্রাপ্ত হয়। আত্মবিদ্ (পণ্ডিতগণ) কর্ত্তৃক আত্মতত্ত্ব বিচা-রিত হইলে যাহাতে দম্ভরূপা মায়া ভয়হীনা হইয়া প্রকাশ পাইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না; যাহাতে সেই মায়ার আশ্রয় বিবিধ বিবাদও নাই; সঙ্কল্প ও বিকল্প যাহার বৃত্তি, সেই মন নাই; এবং যাহাতে কারণবর্গ ও কার্য্য; উভয়ের সাধ্য ফল; আর এই তিনে সমন্বিত (অহঙ্কারাত্মক) জীবও নাই, এই প্রসিদ্ধ আত্মস্বরূপ। মুনি অহঙ্কারাদির প্রতিসেধ করিয়া ইহাতে বিশেষে ক্রীড়া করিবে। দেহাদিতে অহম্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া অন্যের বন্ধু না হইয়া সমাহিত ভাবে চিত্তে আত্মস্বরূপে আলিঙ্গন করিয়া "ইহা নহে" "উহা নহে" এই প্রকারে আত্মভিন্নকে পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হন্, তাঁহারা (উপরে) এই যে (বলিয়াছি,)

ইহাকেই বিষ্ণুর পরম স্বরূপ কহিয়া থাকেন। যাহাদিগের দেহজন্য এবং গেহজন্য “আমি” “আমার” এরূপ দুর্জ্জনতা নাই, তাঁহারা বিষ্ণুর এই যে পরম স্বরূপ, ইহাকে অবগত আছেন। কটুবাক্য সকল সহ্য করিবে; কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না, এবং এই দেহকে আশ্রয় করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবে না।

যাঁহার পাদ পদ্ম ধ্যান হেতু আমি এই সংহিতা প্রাপ্ত হইয়াছি সেই অকুণ্ঠিত-মেধাসম্পন্ন ভগবান্ ব্যাসদেবকে নমস্কার করি।

শ্রীশৌনক কহিলেন, হে সৌম্য! বেদাচার্য্য মহাত্মা পৈলাদি ব্যাস-শিষ্যেরা বেদ সকলকে কয় ভাগে বিভাগ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদিগকে বল।

শ্রীসূত কহিলেন, ব্রহ্মন্! পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা আত্মসংযম করিলে পর তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়াছিল; (ইন্দ্রিয়) বৃত্তি বোধ করিলে আমরাও বিতর্ক করিতেও পারি। ব্রহ্মন্! উহার উপাসনা করিয়া যোগী সকল আত্মার অধিভূত, অধ্যাত্ম ও অধিদৈব মলা বিধূনন করিয়া মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার উৎপন্ন হইল; উহার উৎপত্তি গূঢ়; উহা (হৃদয়ে) স্বতঃ প্রকাশমান; এই যে ইহাই ভগবান্ পরমাত্মা ব্রহ্মের বোধক। এই পরমাত্মার কর্ণের ব্যাপার না থাকিলেও এবং এই পরমাত্মা ব্যাপারহীন ইন্দ্রিয়শালী হইলেও এই অব্যক্ত ওঁকার শ্রবণ করিয়া থাকেন। এই ওঁকার দ্বারা বৃহতীস্বর ব্যক্তীভূত হয়; হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা নিজের

[illegible]াশ্রয় পরমাত্মা সাক্ষাৎ ব্রহ্মের বাচক। এবং সর্ব্ব মন্ত্র ও [illegible]পনিষৎস্বরূপ ও বেদের সনাতন বীজ। হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! [illegible]হার অকারাদি তিন বর্ণ হইয়াছিল; যে সকলের দ্বারা [illegible]ণ, নাম, অর্থ ও বৃত্তি এই সমস্ত ত্রিসংখ্যাসংযুক্ত[৪] পদার্থ-[illegible]র্গ ধৃত হইয়া থাকে। সেই সকল হইতে ব্রহ্মা অন্তস্থ, [illegible]ষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব ও দীর্ঘাদি রূপ অক্ষরসমষ্টি সৃজন [illegible]রিলেন। বিভু ঋত্বিক্ সকলের কার্য্যের উদ্দেশে ঐ [illegible]অক্ষরসমষ্টি) দ্বারা ব্যাহৃতি এবং ওঁকারের সহিত চারি [illegible]খে চারি বেদ সৃজন করিলেন, এবং বেদবিৎ[৫] পুত্র [illegible]হর্ষিদিগকে সেই সকল (বেদ) অধ্যাপন করাইলেন। [illegible]সই সকল ধর্ম্মোপদেষ্টা আবার নিজ নিজ পুত্রদিগকে [illegible]উপদেশ করিলেন। ঐ ঐ মহাত্মাদিগের ব্রতাচারী শিষ্য [illegible]ষি সকল ঐ সকল বেদ চতুর্যুগে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। [illegible]রে দ্বাপরের আদিতে বিভক্ত হয়। ঋষিগণ প্রাণিদিগকে [illegible]লেতে করিয়া অল্পায়ু, মেধাশূন্য, ও সত্ত্বশূন্য দর্শন করিয়া [illegible]দিস্থিত অচ্যুত কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বেদসকলকে বিভাগ [illegible]রিলেন। হে ব্রহ্মন্ মহাভাগ! এই অবসরে ব্রহ্মা ও ঈশা-[illegible]দি লোকপাল কর্ত্তৃক ধর্ম্মরক্ষা করিবার নিমিত্ত প্রার্থিত [illegible]ইয়া লোকভাবন ভগবান্ সত্যের অংশ দ্বারা পরাশরের [illegible]ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া বেদকে চারি প্রকার করিলেন। ঋক্, অথর্ব্ব, যজুঃ, ও সাম সকলের [illegible]াশি তত্তৎপ্রকরণ ভেদে মণিগণের ন্যায় উদ্ধার করিয়া মন্ত্র

৪। তিন গুণ সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ। তিন নাম ঋক্, যজুঃ, এবং সাম। [illegible]িন অর্থ ভূঃ, ভুবঃ এবং স্বর্লোক। তিন বৃত্তি জাগ্রৎ, সুষুপ্তি এবং স্বপ্ন।

৫। অর্থাৎ, বেদাদির উচ্চারণে নিপুণ।

সকলের দ্বারা চারি সংহিতা প্রণয়ন করিলেন। ব্রহ্মন্! মহামতি বিভু চারি শিষ্যকে আহ্বান করিয়া প্রত্যেককে সেই সকল (সংহিতার) এক একটী প্রদান করিলেন। বহ্বৃচা নামে আদ্যা সংহিতা পৈলকে উপদেশ করিলেন। নিগম নামক যজুঃসমূহ বৈশম্পায়ন নামাকে কহিলেন। সাম-সকলের ছন্দোগ সংহিতা জৈমিনিকে বলিলেন; এবং নিজ-শিষ্য সুমন্তকে আঙ্গীরসী অথর্ব্ব (সংহিতা) উপদেশ করি-লেন। পৈল মুনি নিজ সংহিতা ইন্দ্রপ্রমতি এবং বাস্কলকে কহিলেন। হে ভার্গব! সেই (বাস্কল ও) নিজ সংহিতাকে চারি ভাগে বিভাগ করিয়া শিষ্য বোধ্য, যাজ্ঞবল্ক্য, পরা-শর, এবং অগ্নিমিত্রকে উপদেশ করিলেন। আত্মজ্ঞানী ইন্দ্রপ্রমতি পণ্ডিত মাণ্ডুকেয় ঋষিকে নিজ সংহিতা অধ্যাপন করিলেন। সেই (মাণ্ডুকেয়ের) শিষ্য দেবমিত্র সৌভরি প্রভৃতিকে কহিলেন। সেই (মাণ্ডুকেয়ের) পুত্র সাকল্য নিজ সংহিতা পাঁচ ভাগে বিভাগ করিয়া বাৎস্য, মুদ্গল, শালীয়, গোখল্য এবং শিশিরকে অধ্যাপন করিলেন। সেই (সাকল্যের) শিষ্য জাতুকর্ণ মুনি নিরুক্তের সহিত নিজ সংহিতাকে বলাক, পৈল, জাবাল, এবং বিরজদিগকে দান করিলেন। বাস্কলির পুত্র উক্ত সমুদায় শাখা হইতে বালিখিল্য নামে সংহিতা প্রণয়ন করিলেন; বালায়নি, ভজ্য, এবং কাশার[৩] উহা অধ্যয়ন করিল। এই সকল বহ্বৃচ সংহিতা এই সকল ব্রহ্মর্ষি ধারণ করিয়াছেন। বেদের এই সকল বিভাগ শ্রবণ করিলে (পুরুষ) সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্তি পান।

৩। কয় দৈত্য।

বৈশম্পায়নের শিষ্য সকলের নাম অধ্বর্য্যু এবং চরক হইয়াছিল; (তাঁহারা) গুরুর আচরণীয় ব্রহ্মহত্যাপাপনাশক ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন (বলিয়া তাঁহাদের নাম চরক)। সেই (বৈশম্পায়নের) শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, অহো ভগবন্! এই সকল অল্পসার (শিষ্যের ব্রত) আচরণ দ্বারা কি ফল দর্শিবে? আমি সুদুশ্চর (ব্রত) আচরণ করিব। এইরূপ কথিত হইয়া গুরুও কুপিত হইয়া কহিলেন, যাও, তোমাতে প্রয়োজন নাই, তুমি ব্রাহ্মণের অবমাননকর্ত্তা শিষ্য, আমার নিকট যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ শীঘ্র পরিত্যাগ কর। দেবরাতের পুত্র সেই (যাজ্ঞবল্ক্যও) যজুঃ সকল বমন করিয়া, পরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর মুনিগণ সেই সকল যজুঃ দর্শন করিলেন। সেই সকলে লোভী হইয়া তিত্তির (পক্ষীর) রূপ ধারণ করত (মুনিগণ) যজুঃ সকল গ্রহণ করিলেন; তাহা হইতে মনোরম তৈত্তীরিয় শাখা হইল। ব্রহ্মন্! তাহার পর যাজ্ঞবল্ক্য গুরুতে অবিদ্যমান বেদ সকলের অন্বেষণ করিতে ইচ্ছুক হইয়া সম্যক্‌রূপে ঈশ্বর সূর্য্যের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, ভগবান্ আদিত্যকে নমস্কার; আপনি একাকীই আত্মরূপে ও কালরূপে আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত চতুর্ব্বিধ প্রাণিগণের নিবাসভূত সমস্ত জগতের হৃদয়াভ্যন্তরে এবং বাহিরে আকাশের ন্যায় উপাধি দ্বারা অনাচ্ছাদিত হইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছেন; আর ক্ষণ, লব, ও নিমিষরূপ অবয়ব সমূহে পরিপুষ্ট বৎসর সকলের প্রতি বৎসর জল গ্রহণ ও বর্ষণ করিয়া লোক যাত্রা সম্পাদন করিতেছেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ!

হে সবিতঃ! হে নিত্য ত্রিসন্ধ্যা বেদবিধি দ্বারা স্তবকারী (ভক্তদিগের) নিখিল দুষ্কর্ম্মের, দুঃখের, ও (এই উভয়ের) বীজের বিনাশক! হে তপন! ভগবান্ আপনার এই যে মণ্ডল তাপ দান করিতেছে, সম্যক্ প্রকারে অভিমুখী হইয়া ইহাকে ধ্যান করি। আপনি এই জগতে স্বয়ং অন্তর্যামী হইয়া নিজের আশ্রয়ভূত স্থাবর ও জঙ্গমসমূহের মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণগণকে এবং জড়দিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। এই সকল লোককে অন্ধকার নামক ভীমবদন অজগর কর্ত্তৃক গিলিত, অতএব মৃতের ন্যায় বিচেতন দর্শন করিয়া পরম কারুণিক আপনি অনুকম্পাদৃষ্টি দ্বারাই উৎথাপন করিয়া প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্বধর্ম্মনামক যে আত্মাবস্থান রূপ মঙ্গল, তাহাতে প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। রাজার ন্যায় অসাধুদিগের ভয় উৎপাদন করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছেন; যে যে দিকে গমন করিতেছেন, সেই সেই দিকের দিক্‌পাল সকল পদ্ম-কোষযুক্ত অঞ্জলি দ্বারা আপনার অর্চ্চনা করিতেছেন। ভগবন্! আমি অন্যকর্ত্তৃক অজ্ঞাত যজুঃসকলের প্রার্থী হইয়া ত্রিভুবনের গুরুগণ কর্ত্তৃক অভিবন্দিত ভবদীয় চরণনলিন-যুগল ভজনা করি।

শ্রীসূত কহিলেন, (যাজ্ঞবল্ক্য) এইরূপ স্তব করিলে পর সেই ভগবান্ সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া ঘোটকরূপ ধারণ করত অন্য কর্ত্তৃক অবিজ্ঞাত যজুঃ সকল মুনিকে প্রদান করিলেন। সেই বিভু (যাজ্ঞবল্ক্য) সেই সকল যজুর্দ্বারা পঞ্চদশ শাখা করিলেন; কা, ও মাধ্যন্দিনাদি (ঘোটকভূত রবি কর্ত্তৃক কেশর হইতে পরিত্যক্ত) সেই সকল অধ্যয়ন করিলেন।

প্রাপ্তসাম জৈমিনি মুনির সুমন্ত নামে পুত্র ছিলেন। (তাঁহার পুত্র সুত্বান্; সেই জৈমিনি) পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে এক এক সংহিতা কহিলেন? হে দ্বিজ! তাহার পর সেই (জৈমিনির) অতিমেধাবী শিষ্য সুকর্ম্মা সামবেদ-তরুর সামসকলের সহস্র সংহিতা ভেদ করিলেন। কোশল-দেশ-জাত হিরণ্যনাভ এবং পৌষ্পঞ্জি নামে সুকর্ম্মার দুই শিষ্য এবং বেদবিত্তম আবস্ত্যও (ঐ সংহিতা) গ্রহণ করিয়াছিলেন। পৌষ্পঞ্জি, আবস্ত্য এবং হিরণ্যনাভের উত্তর দেশীয় পঞ্চশত সামপারগ শিষ্য হইয়াছিলেন; তাঁহা-দিগকে উদীচ্য বলিয়া থাকে; (কাহাকে কাহাকে প্রাচ্যও বলে)। লোকাক্ষি, লাঙ্গলি, কুল্য, কুশীদ এবং কুক্ষি, পুষ্পঞ্জির এই কয় শিষ্য শত শত সংহিতা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। হিরণ্যনাভের শিষ্য কৃত নিজ শিষ্যদিগকে চতুর্ব্বিংশতি সংহিতা উপদেশ করিয়াছিলেন। অন্য অন্য যে সকল শাখা, সে সকল আত্মজ্ঞানী আবন্ত্য (আপন শিষ্যদিগকে কহিয়াছিলেন)।

শাখা-প্রণয়ন নামক ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

সপ্তম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, অথর্ব্ববিৎ সুমন্ত নিজ সংহিতা শিষ্য (কবন্ধকে) অধ্যাপন করাইয়াছিলেন। তিনিও পথ্য এবং বেদদর্শকে কহিয়াছিলেন। শৌক্লায়নি, ব্রহ্মবলি, মোদোষ, এবং পিপ্পলায়নি এই সকল বেদদর্শের শিষ্য। ব্রহ্মন্! পরে পথ্যের শিষ্যদিগকে শ্রবণ করুন;— অথর্ব্ববিৎ কুমুদ, শুনক, এবং জাজলি। শুনকের শিষ্য বভ্রু এবং সৈন্ধবায়ন দুই সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। সাবর্ণ্য প্রভৃতি অন্যান্য (কএক জন সৈন্ধবায়নের শিষ্য)। নক্ষত্রকল্প, শান্তিকল্প, কশ্যপ, ও আঙ্গিরসাদি, ইহাঁরা অথর্ব্ব বেদের আচার্য্য। মুনে পৌরাণিকদিগকে শ্রবণ করুন;—ত্রয্যারুণি, কশ্যপ, সাবর্ণি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, এবং হারীত, এই ছয় পৌরাণিক ব্যাসের শিষ্য আমার পিতার মুখ হইতে[১] এক এক (পুরাণ) সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। আমি ইহাঁদিগের (ছয় জনেরই) শিষ্য,—সমুদায় (পুরাণ সংহিতাই) অধ্যয়ন করিয়াছি। কশ্যপ, সাবর্ণি, রামের শিষ্য অকৃতব্রণ এবং আমি, (আমরা) ব্যাসের শিষ্যের নিকটে চারি মূল সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছি। ব্রহ্মন্! বেদের শাখা অনুসারে ব্রহ্মর্ষিগণ পুরাণের লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন; বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া শ্রবণ করুন। সর্গ,

---

১। ব্যাসদেব প্রথমতঃ ছয় সংহিতা প্রণয়ন করিয়া মদীয় পিতাকে অধ্যাপন করেন। তিনি এই ছয় জনকে ঐ ছয় সংহিতা অধ্যয়ন করান।

বিসর্গ, বৃত্তি, রক্ষা, অন্তর, বংশ, বংশানুচরিত, সংস্থা, হেতু, এবং অপাশ্রয়, এই (পুরাণের এই সকল লক্ষণ)। যাঁহারা পুরাণ জানেন, তাঁহারা দশলক্ষণযুক্তকে পুরাণ কহিয়া থাকেন; ব্রহ্মন্! মহৎ ও অল্প ব্যবস্থা ক্রমে কেহ কেহ (লক্ষণকে) পঞ্চবিধও কহিয়া থাকেন। প্রকৃতির গুণগণের ক্ষোভ হইতে (জাত) মহৎ হইতে (যে) অহঙ্কার (উৎপন্ন হয়,) তাহা হইতে প্রাণীদিগের, সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় বর্গের, স্থূল পদার্থ সকলের (এবং তত্তৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের) উৎপত্তিকে "সর্গ" কহে। জীবের (পূর্ব্ব কর্ম্মের) বাসনা হইতে জাত, পরমেশ্বর কর্ত্তৃক অনুগৃহীত এই সকল (মহদাদির) যে বীজ হইতে বীজের ন্যায় প্রবাহপ্রাপ্ত চরাচর রূপ সমাহার হইয়া থাকে, ইহাকেই "বিসর্গ" বলে। ইহ সংসারে চর প্রাণিগণের চর এবং অচর প্রাণীসকল বাসনা হেতু,—(তন্মধ্যে) মনুষ্যদিগের স্বভাব, কাম বা প্রেরণা হেতু,—যে জীবিকা করা হইয়াছে, ইহাকেই "বৃত্তি" কহে। যুগে যুগে পশু, পক্ষী, মনুষ্য, ঋষি ও দেবগণের মধ্যে ভগবানের যে বেদবিদ্বেষিঘাতিনী ইচ্ছা, ইহাকেই বিশ্বের "রক্ষা" কহে। মনু, দেবতা সকল, মনুর পুত্রগণ, সুরেশ্বরগণ, ঋষিগণ, এবং হরির অংশাবতার সকল (যাহাতে নিজ নিজ অধিকারে বর্ত্তমান থাকে,) তাহাকেই "মন্বন্তর কহে"। (ইহা এই প্রকারে) ষড়্‌বিধ। ব্রহ্মের নিকট হইতে যাঁহাদিগের উৎপত্তি,[২] সেই সকল রাজাদিগের ত্রৈকালিক বংশকে "বংশ" কহে। ঐ সকল (রাজার) এবং উহাঁদিগের বংশধরগণের চরিত্রকে

২। অর্থাৎ শুদ্ধ।

"বংশানু-চরিত" বলে। এই (বিশ্বের) স্বভাব হেতু যে নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক, নিত্য এবং আত্যন্তিক; (এই) চারিপ্রকার লয় (হইয়া থাকে,) পণ্ডিতেরা ইহাকেই "সংস্থা" কহেন। অবিদ্যা দ্বারা কর্ম্মকারী জীব এই বিশ্বের সৃষ্টি আদির কারণ; ইহাঁকেই "হেতু" বলে। ইহাকেই অনুশায়ি, আর কেহ অব্যাকৃত[৩]ও কহিয়া থাকেন। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই কয় অবস্থায় যাঁহারা জীব রূপে বর্ত্তমান থাকেন,[৪] সেই মায়াময় সকলে (সাক্ষী স্বরূপে) যাঁহার সম্বন্ধ; এবং (সমাধি প্রভৃতিতে) যাঁহার সম্বন্ধাভাব, তিনিই ব্রহ্ম; তাঁহাকেই "অপাশ্রয়" কহে। যেমন (ঘটাদি) পদার্থ সকলে (মৃত্তিকাদি) দ্রব্য এবং রূপ ও নামেতে সত্তামাত্র তেমনি যিনি দেহের গর্ভাধান হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাবদীয় অবস্থাতেই যুক্ত[৫] এবং অযুক্ত[৬]ও আছেন, (তিনি ঐ অপাশ্রয়)। যখন চিত্ত নিজে[৭] অথবা যোগ দ্বারা[৮] বৃত্তিত্রয়[৯] পরিত্যাগ করিয়া শান্ত হয়, তখন আত্মাকে জানিতে পারে; এবং (অবিদ্যা নিরস্ত হওয়াতে তখন) চেষ্টা নিবৃত্তি পায়।

পুরাবিৎ মুনিগণ এই সকল লক্ষণ দ্বারা লক্ষ্য ছোট বড় পুরাণ সকলের সংখ্যা অষ্টাদশ গণনা করিয়াছেন;—ব্রহ্ম, পদ্ম, বিষ্ণু, শিব, লিঙ্গ, গরুড়, নারদ, ভাগবত, অগ্নি, স্কন্দ,

৩। চৈতন্য প্রাধান্যে অনুশায়ি; উপাধি প্রাধান্যে অব্যাকৃত।
৪। বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ।
৫। আশ্রয় বলিয়া। ৬। সাক্ষী বলিয়া।
৭। সৃষ্টি আদির মায়াময়তা পর্য্যালোচনা করিয়া। বামদেবাদির ন্যায়।
৮। দেবহুতী প্রভৃতির ন্যায়।
৯। জাগ্রৎ, স্বপ্ন সুষুপ্তি।

ভবিষ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, মার্কণ্ডেয়, বামন, বরাহ, মৎস্য ,কূর্ম্ম এবং ব্রহ্মাণ্ড, এই অষ্টাদশ। ব্রহ্মন্! (ব্যাস) ঋষির শিষ্যের শিষ্য এবং প্রশিষ্যদিগের শাখাকরণ এই সম্যকরূপে কহিলাম, (ইহা শ্রুত হইলে) ব্রহ্মতেজঃ বৃদ্ধি করে।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

——oo——

অষ্টম অধ্যায়।

হে সাধো সূত! চিরজীবী হও। হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! আমাদিগকে বল; অপার সংসারে ভ্রমণকারী মনুষ্যদিগের তুমি পারদর্শক। লোকে বলে মৃকণ্ডুর পুত্র ঋষি (মার্কণ্ডেয়) চিরজীবী, যিনি কল্পের শেষে অবশিষ্ট ছিলেন; কিন্তু সমুদায় জগতেরই ত নাশ হইয়াছিল। আর, তিনি আমাদিগের বংশেই উৎপন্ন; ভৃগুসন্তানদিগের শ্রেষ্ঠ; এক্ষণে ত প্রাণীদিগের কোনও প্রলয় হয় নাই। পুনশ্চ, তিনি বিশ্বব্যাপী একমাত্র সাগর জলে ভ্রমণ করিতে করিতে বটপত্রে শয়ান এক অদ্ভুত বালক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। এই আমাদিগের মহৎ সন্দেহ; সেই জন্য (জানিতে) আমাদিগের কৌতুহল জন্মিয়াছে; তুমি আমাদিগের (সন্দেহ) ছেদন কর; তুমি মহাযোগী (বট, কিন্তু) পুরাণে তোমার ব্যুৎপত্তি আছে, ইহাও কহিয়া থাকে।

শ্রীসূত কহিলেন, মহর্ষে! আপনি এই (যে) প্রশ্ন করিলেন, ইহা দ্বারা লোকের ভ্রম দূরীভূত হয়; ইহাতে নারায়ণের কলিমলনাশিনী অনেক কথা কথিত আছে।—(গর্ভাধানাদি) ক্রমে পিতার নিকট হইতে দ্বিজাতিসংস্কার লাভ করত বেদ সকল অধ্যয়ন করিয়া (মার্কণ্ডেয়) ধর্ম্মপূর্ব্বক তপস্যায় ও বেদপাঠে নিরত হইলেন; বৃহৎ ব্রত আচরণ করিতে লাগিলেন; শান্ত হইলেন; জটা ধারণ করিলেন; বল্কলের বস্ত্র পরিধান করিলেন; কমণ্ডলু, দণ্ড, উপবীত, মেখলা, কৃষ্ণসার চর্ম্ম, যজ্ঞসূত্র এবং কুশ ধারণ করিলেন; ধর্ম্মবৃদ্ধির নিমিত্ত অগ্নি, সূর্য্য, গুরু, ব্রাহ্মণ ও আত্মাতে সন্ধ্যাদ্বয়ে হরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন; যতবাক্ হইয়া প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে ভিক্ষাদ্রব্য আহরণ করিয়া গুরুকে অর্পণ করিতে লাগিলেন; গুরু অনুমতি করিলে আহার করেন, নতুবা উপবাস করিয়া থাকেন। এই প্রকারে তপস্যায় ও বেদপাঠে নিরত হইয়া অযুত অযুত বৎসর হৃষীকেশের আরাধনা করিয়া সুদুর্জ্জয় মৃত্যুকে জয় করিলেন। ব্রহ্মা, মহাদেব, ভৃগু, দক্ষ, অপরাপর ব্রহ্মপুত্রগণ, এবং দেবতা, পিতৃ, ও ভূতগণ তাহাতে সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তপস্যা ও বেদাধ্যয়ন যোগে এইরূপ মহাব্রত আচরণ করত মনের (রাগাদি) ক্লেশ সমুদয় দূর করিয়া তদ্দ্বারা অধোক্ষজ পুরুষকে চিন্তা করিলেন। মহাযোগাবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তকে এইরূপে নিযুক্ত রাখিয়া যোগীর ছয়মন্বন্তরপরিমিত কাল অতিবাহিত হইল। ব্রহ্মন্! ইন্দ্র এই (বৃত্তান্ত) অবগত হইয়া সপ্তম মন্বন্তরে তপস্যার ভয়ে ভীত হইয়া উহার

বিঘ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাদিগকে; মদন, বসন্ত ও মলয় পবনকে; এবং লোভ ও মদকে মুনির তপস্যা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত প্রেরণ করিলেন। প্রভো! তাঁহারা হিমাচলের উত্তর পার্শ্বে সেই (মুনির) আশ্রমে গমন করিলেন। যথায় পুষ্পভদ্রা নদী এবং চিত্রানামে শিলা। তাঁহার আশ্রম পদ পবিত্র; পবিত্র বৃক্ষলতায় ব্যাপ্ত; পবিত্র পক্ষিনিকরে সমাকীর্ণ; পবিত্র-নির্ম্মল-জলাশয়-সমন্বিত। উহাতে মত্ত ভ্রমরকুল গান; মত্ত কোকিল সকল রব; এবং মত্ত ময়ূররূপ নট সকল গর্ব্ব প্রকাশ করিতেছে। উহা মত্ত পক্ষিকুলে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। বায়ু উহাতে প্রবেশ করিয়া হিমনিকরের কণাসকল গ্রহণ করিয়া এবং পুষ্পসকলকে আলিঙ্গন দিয়া কামকে জাগরণ করত বহিতে লাগিল। তথায় বসন্ত প্রাদুর্ভূত হইলেন; রজনীর প্রারম্ভে চন্দ্র উদিত হইলেন;—বৃক্ষ ও লতা সকল কুসুমস্তবক ধারণ করত পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। স্বর্গীয় কামিনী-দলের দলপতি কাম দর্শন দিলেন। সমুদায় যন্ত্র বাদন, ও গান করিতে করিতে গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিলেন। ইন্দ্রের কিঙ্কর সকল দর্শন করিলেন, (মুনি) অগ্নিতে হোম কার্য্য সমাধা করিয়া চক্ষু উন্মীলন করত মূর্ত্তিমান্, দুর্দ্ধর্ষ পাবকের ন্যায় উপবেশন করিয়া আছেন। তাঁহার সম্মুখে স্ত্রী সকল নৃত্য, এবং গায়কেরা গান, আর মনোহররূপে মৃদঙ্গ, বীণা ও পণবাদি যন্ত্র সকল বাদন করিতে লাগিলেন। কাম নিজ ধনুকে পঞ্চমুখ বাণ যোজনা করিলেন। তখন বসন্ত, মদ, লোভ, এই সকল ইন্দ্রের ভৃত্য (মুনিকে) বিশেষ

রূপে কম্পিত করিতে চেষ্টা করিলেন। পুঞ্জিকস্থলী (নামে এক অপ্সরা) কন্দুক ক্রীড়া করিতেছিল; স্তনের গুরুতা হেতু তাহার কটিদেশ সাতিশয় চঞ্চল হইয়াছিল; তাহার কেশ হইতে মালা খসিয়া পড়িতেছিল; কন্দুকের অনুসরণ করিয়া তাহার চক্ষু ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতেছিল;—বায়ু তাহার কটিবন্ধন হইতে বিগলিত সূক্ষ্ম বস্ত্র হরণ করিলেন। কাম সেই (মুনিকে) নিজের বশতাপন্ন মনে করিয়া বাণ পরিত্যাগ করিলেন। (কিন্তু) অসমর্থ ব্যক্তির উদ্যমের ন্যায় সে সমুদায় বিফল হইল। হে মুনে! তাঁহারা এই রূপে মুনির অপকার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার তেজো দ্বারা দগ্ধ হইয়া যেমন বালক সকল নিদ্রোত্থিত সর্পকে, তেমনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ব্রহ্মন্! ইন্দ্রের অনুচরগণ কর্ত্তৃক এইরূপে আক্রান্ত হইয়াও যে মহামুনি অহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলেন না, মহৎ ব্যক্তি সকলে ইহা আশ্চর্য্যের নহে। ভগবান্ ইন্দ্র অনুচরগণের সহিত মদনকে নিস্তেজ দেখিয়া এবং মহর্ষির প্রভাব শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তপস্যা এবং বেদাধ্যয়নপূর্ব্বক এইরূপে চিত্ত যোজনা করিয়া রাখিলে তাঁহাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত নরনারায়ণ হরি আবির্ভূত হইলেন। তাঁহারা দুই জন শুক্ল ও কৃষ্ণ; তাঁহাদিগের লোচন নূতন পদ্মের সদৃশ; বাহু চারি; বস্ত্র রুরুচর্ম্ম ও বল্কল; হস্তে কুশ; তাঁহারা নবগুণ-যজ্ঞোপবীত-ধারী; কমণ্ডলু, বংশের দণ্ড, পদ্ম ও অক্ষমালা ধারী। দর্ভমুষ্টিধারী। দীপ্যমান বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গল কান্তি থাকাতে সাক্ষাৎ, মূর্ত্তিমান্ তপস্যাস্বরূপ।

উন্নত কলেবর। দেবশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক বন্দিত। ভগবানের অবতার সেই দুই নরনারায়ণ ঋষিকে দর্শন করিয়া (মুনি) উত্থান করত সমধিক সাদরে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডের ন্যায় নমস্কার করিলেন। তাঁহাদিগের সন্দর্শন জন্য আনন্দে তাঁহার ইন্দ্রিয়, আত্মা ও চিত্ত সুখিত হইল;—রোম সকল হর্ষিত হইয়া উঠিল;—নয়ন (আনন্দ) জলে পরিপূর্ণ হইল।—(এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়া) তিনি তাঁহাদিগের দুই জনকে দেখিতে পাইলেন না। উত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলি ও বিনীত হইয়া ঔৎসুক্য বশতঃ যেন আলিঙ্গনই করিয়া গদ্গদস্বরে দুই ঈশ্বরকে কহিলেন "নমস্কার; নমস্কার"। তাঁহাদিগের দুই জনকে আসন দান করত পাদ প্রক্ষালণ করিয়া দিয়া অর্ঘ্য, চন্দন, ধূপ ও মালা দ্বারা পূজা করিলেন। অনুগ্রহে অভিমুখী হইয়া সেই পূজ্যতম দুই জন আসনে সুখে উপবিষ্ট হইলে পর মুনি পুনর্ব্বার পদে প্রণাম করিয়া এই কথা কহিলেন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন, বিভো! আপনাকে কি বর্ণনা করিব? প্রসিদ্ধ আছে, (সাধারণ) প্রাণিগণের, ব্রহ্মার, শিবের এবং আমার নিজেরও প্রাণ আপনা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সুতরাং যদিও কাহারই স্বাতন্ত্র্য নাই, তথাপি কাষ্ঠযন্ত্রের ন্যায় আপনা কর্ত্তৃকই প্রেরিত হইয়া যাঁহারা আপনাকে ভজনা করেন, আপনি তাঁহাদিগের আত্মার[১] বন্ধু হন। হে ভগবান্! ভগবান্ (আপনার) এই দুই মূর্ত্তি ত্রৈলোক্যের, মঙ্গলের, তাপশান্তির ও মুক্তির নিমিত্ত। যেমন এই (বিশ্বকে) রক্ষা করি-

১। অর্থাৎ, পিত্রাদির মত কেবল দেহেরই বন্ধু নহেন।

বার নিমিত্ত অন্যান্য (মৎস্যাদি) নানা দেহ ধারণ করিয়া থাকেন। (আর আপনি) ঊর্ণনাভির ন্যায়, সমুদায় সৃষ্টি করিয়া পুনর্ব্বার গ্রাস করেন। সেই পালনকর্ত্তা, স্থাবর-জঙ্গম সকলের ঈশ্বর আপনার চরণমূল ভজনা করি। যিনি উহাতে অবস্থিত, কর্ম্ম, গুণ, কাল, পাপ, (এবং পূর্ব্বোক্ত তাপাদি) তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। (যে হেতু) বেদ যাঁহাদিগের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই সকল মুনি প্রাপ্তির নিমিত্ত উহাকে বার বার স্তব, নমস্কার, ও অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। হে ঈশ্বর! মুক্তিস্বরূপ আপনার চরণপ্রাপ্তি ভিন্ন সর্ব্বত্র ভয়শালী মনুষ্যের অন্য উপায় দেখি না; দ্বিপরার্দ্ধকাল যাঁহার অবস্থিতি, সেই ব্রহ্মাও কালরূপী আপনাকে সাতিশয় ভয় করিয়া থাকেন, তখন তাঁহার সৃষ্ট প্রাণীসকলের কথা আর কি বলিব? অতএব আত্মার আবরক, নিষ্ফল, নশ্বর, তুচ্ছ, (তবে) আত্মামাত্র[২] দেহাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্যজ্ঞান স্বরূপ, জীবের নিয়ন্তা, অতএব পরম আপনার এই পাদমূলই ভজনা করি। (যদি মনুষ্যেরা ইহা) প্রাপ্ত হন, তাহা হইলেই সমুদায় অভীপ্সিত প্রাপ্ত হইলেন। হে ঈশ্বর! আত্মার বন্ধু আপনার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কারণ। আপনি যদিও মায়াময় এই সকল ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তথাপি আপনার যে সত্ত্বময়ী লীলা উহাই মনুষ্যগণের মুক্তিসাধন করিতে সমর্থ,—অপর দুই নহে; কারণ ঐ দুই হইতে দুঃখ, মোহ, এবং ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভগবন্!

২। কারণ আত্মা ভিন্ন অন্য কিছু নাই।

অতএব পণ্ডিতেরা আপনার, এবং আপনার ভক্তদিগের নারায়ণ নামক রূপ ভজনা করিয়া থাকেন; যে হেতু ভক্তেরা অন্যকে নহে, সত্ত্বকেই পুরুষের রূপ বলিয়া মানেন, যাহা হইতে লোক অভয় এবং আত্মসুখ (লাভ করিয়া থাকে)। সেই অন্তর্যামী, ভূমা, বিশ্বময়, বিশ্বের গুরু, পরম দেবতা, নারায়ণ ঋষি, নরোত্তম ঋষি, নারায়ণ, যতবাক্, অথচ বেদের প্রবর্ত্তক ভগবান্‌কে নমস্কার করি। আপনার মায়া দ্বারা (আত্মনিষ্ঠা বুদ্ধি) আচ্ছন্ন হওয়াতে কপট ইন্দ্রিয়মার্গ সকলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া (পুরুষ) আপনাকে জানিতে পারে না। যে পূর্ব্বে জানিত না, সেই আবার যদি অখিল-গুরু আপনা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বেদ জানিতে পারে, তাহা হইলে সাক্ষাৎ আপনাকে জানিতে পারে। আপনার জ্ঞান দেহাদি-সঙ্ঘাত দ্বারা গুপ্ত; অতএব (সাংখ্যাদি) সমুদায় বাদের যে সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়, আপনার স্বভাব সেই সকলেরই অনুরূপ; (এই জন্য) ব্রহ্মা প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিশেষ চেষ্টা করিয়াও আপনাকে জানিতে সমর্থ হন না; এতাদৃশ আপনি বেদে প্রকাশ পাইয়া থাকেন; ঐ প্রকাশ আপনার গূঢ় স্বরূপকে জানাইয়া দেয়; আমি ত্রবম্ভূত আপনাকে নমস্কার করি।

নারায়ণের স্তব নামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

—— oo ——

নবম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, বুদ্ধিমান্ মার্কণ্ডেয় এই প্রকার স্তব করিলে পর নরনারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুশ্রেষ্ঠকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ওহে ওহে ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠ! তপস্যা, ও বেদাধ্যয়ন, ও নিয়ম এবং আমাতে অবিচলিতা ভক্তি, ও চিত্তের একাগ্রতা দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছ। তোমার বৃহৎ ব্রত আচরণ হেতু আমরা তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক্; তোমার বাঞ্ছিত বর যাচ্ঞা কর। আমি তোমাকে বর দান করিব।

ঋষি কহিলেন, হে দেবদেবেশ্বর! হে বিপন্নের পীড়া-নাশক! হে অচ্যুত! আপনি শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিলেন[১]। (কিন্তু) এই বরে আমার প্রয়োজন নাই; যে হেতু আপনি দর্শন দিলেন। যোগ-পক্ক মনোদ্বারা যে আপনার শ্রীমৎ পাদপদ্মের দর্শন লাভ করিয়া (প্রাকৃত জনেরাও) ব্রহ্মাদি হন্, সেই আপনি আমার নয়নের গোচরে! হে পদ্মপত্রাক্ষ! হে পুণ্যশ্লোকের শিখামণে! তথাপি মায়া দেখিতে ইচ্ছা করি; যদ্দ্বারা লোক ও লোকপাল সকল বস্তুতে ভেদ দর্শন করেন।

শ্রীসূত কহিলেন, মুনে! ঋষি কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত এবং সম্পূর্ণ রূপে পূজিত হইয়া ভগবান্ ঈশ্বর "তাহাই হইবে" হাসিয়া এই কথা কহিয়া বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। সেই

১। "বর যাচঞা কর" স্বয়ংই যাচিয়া আমাকে এই কথা বলাতে।

ঋষি সেই বিষয়ই চিন্তা করত আপনার আশ্রমেই বাস করিয়া অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, জল, পৃথিবী, বায়ু, আকাশ ও আত্মা (প্রভৃতি) সর্ব্বত্রে হরিকে চিন্তা করত মনোময় দ্রব্য সকলের দ্বারা পূজা করিতে লাগিলেন। কখন প্রেমস্রোতে অভিষিক্ত হইয়া পূজা ভুলিয়া যান। হে ব্রহ্মন্! হে ভৃগু-শ্রেষ্ঠ! সেই মুনি একদা সন্ধ্যার সময় পুষ্পভদ্রার তীরে উপবেশন করিয়া আছেন, ইতি মধ্যে মহান্ বাত্যা উত্থিত হইল। সেই বাত্যা প্রচণ্ড শব্দ করিতে লাগিল। তাহার পরেই ভয়ানক মেঘরাজি (প্রাদুর্ভূত এবং) বিদ্যুতের সহিত মিলিত হইয়া উচ্চৈঃ স্বরে গর্জ্জন করত চতুর্দ্দিকে অক্ষের[২] ন্যায় স্থূল বৃষ্টিধারা সকল বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহার পর দৃষ্ট হইল, প্রচণ্ডনক্রসঙ্কুল, মহাভয়ের আকর, আবর্ত্তসম্পন্ন, গভীর-শব্দশালী চতুর্দ্দিকস্থ চতুঃ সমুদ্র বায়ু-বেগজন্য তরঙ্গ সকলের দ্বারা পৃথিবী গ্রাস করিতেছে। মুনি আপনার সহিত চতুর্ব্বিধ প্রাণীকে অভ্যন্তরে ও বাহ্যে আকাশাচ্ছাদক জল, প্রচণ্ড (বায়ু,) এবং বিদ্যুতের দ্বারা বিশেষরূপে পীড়িত, এবং পৃথিবীকে জলে নিমগ্ন দর্শন করত ব্যাকুলিতমনাঃ হইয়া ভীত হইলেন। তরঙ্গ দ্বারা ভীষণ, বায়ু দ্বারা ঘূর্ণিত-জলশালী মহাসমুদ্র তাঁহার সমক্ষে এই রূপ দৃষ্ট হইল,—ধারাবর্ষী মেঘ সকলের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পূরিত হইয়া দ্বীপ, বর্ষ ও পর্ব্বত সকলের সহিত পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিল। পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, স্বর্গ, তারাগণ ও দিগ্গুলের সহিত ত্রৈলোক্য জলে নিমগ্ন হইল। কেবল

২। চাকার ধুরা। বাং।

সেই মহামুনি একাকী অবশিষ্ট থাকিয়া জটাসকল বিকী-রণ করিয়া জড় ও অন্ধের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষুধা তৃষ্ণায় পরিবৃত, মকর ও তিমিঙ্গিলগণের উপদ্রবে উপদ্রবগ্রস্ত, তরঙ্গ ও বায়ু দ্বারা আহত, এবং পরিশ্রম দ্বারা আক্রান্ত এবং অপার অন্ধকারে পতিত হইয়া ভ্রমণ করত (ঋষি) দিক্‌সকল, আকাশ ও পৃথিবী জানিতে সমর্থ হইলেন না। নিজে কখন মহাসাগরে মগ্ন; কখন তরঙ্গ সকলের দ্বারা তাড়িত; কখন (ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত) পরস্পর বিবাদকারী মকর কুম্ভীরাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হন;—কখনও দুঃখ, (কখন) সুখ, (কখন) ভয়, কখনও ব্যাধি দ্বারা পীড়িত হইয়া পঞ্চত্ব পান। বিষ্ণুর মায়া দ্বারা আত্মা আচ্ছন্ন হইয়া সেই (সাগরে) ভ্রমণ করিতে করিতে (ঋষির) শত সহস্র অযুত বৎসর অতিবাহিত হইল। সেই দ্বিজ একদা ভ্রমণ করিতে করিতে সেই (সাগরের) মধ্যে পৃথিবীর উন্নতভাগে ফলপুষ্প দ্বারা শোভিত বটের নৌকা দর্শন করি-লেন। দেখিলেন সেই নৌকার ঈশানদিকের শাখায় পর্ণপুটে (এক) শিশুও শয়ন করিয়া আছেন; (শিশু) প্রভা দ্বারা অন্ধকার নাশ করিতেছেন। তাঁহার বর্ণ মহামরকতের ন্যায় শ্যাম; বদনপদ্ম শ্রীসম্পন্ন; গ্রীবা কম্বুসদৃশ; বক্ষঃস্থল বিস্তৃত; নাসিকা সুন্দর; ভ্রু সুন্দর। নিশ্বাস দ্বারা কম্প-মান অলকজাল দ্বারা শোভা হইয়াছে। দুইখানি কর্ণ, (অভ্যন্তরে) কম্বুর ন্যায় বলয় দ্বারা শোভমান; তাহাতে দাড়িম্বী পুষ্প (সংলগ্ন রহিয়াছে)। হাস্য শুভ্র, কিন্তু বিদ্রুমতুল্য অধরের কান্তি দ্বারা ঈষৎ অরুণীকৃত অপাঙ্গদ্বারা পদ্মগর্ভের ন্যায়

অরুণ বর্ণ। অবলোকন মনোহর-হাস্য-সংযুক্ত। অশ্বত্থ পত্র সদৃশ উদরে গভীর নাভি নিশ্বাস বশে কম্পমান বলি সকলের দ্বারা চঞ্চল। হে দ্বিপ্রেন্দ্র! (বালক) মনোহর-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট পাণিযুগলের দ্বারা চরণাম্বুজ আকর্ষণ করত মুখে প্রদান করিয়া চুষিতে ছিলেন। (মুনি) সেই বালককে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহাকে দর্শন করাতে যে আনন্দ জন্মিল, তদ্দ্বারা তাঁহার পরিশ্রম দূর হইল; হৃৎপদ্ম ও লোচনপদ্ম বিকসিত হইল; লোমাঞ্চ হইল; অত্যাশ্চর্য্যরূপ দর্শন করিয়া শঙ্কা হইল, তথাপি জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। অমনি সেই ভৃগুসন্তান শিশুর নিশ্বাস যোগে মশকের ন্যায় (তাঁহার) শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। তথায়ও দেখিতে পাইলেন; (প্রলয়ের) পূর্ব্বের ন্যায় এই (বিশ্ব) সমুদায় বিন্যস্ত রহিয়াছে (দেখিয়া) সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুগ্ধ হইলেন। আকাশ, অন্তরীক্ষ, তারাগণ, পর্ব্বতনিকর, সাগর সমুদয়, দ্বীপ-সমূহ, বর্ষনিকর, দিক্‌চয়, দেবতা ও অসুর সকল, বনসমস্ত, দেশ সমস্ত, নদীবর্গ, নগরনিচয়, আকর-সমূহ, খেট-সমূহ, ব্রজসমূহ, আশ্রমবর্গ, বৃত্তি সকল, মহাভূতনিকর, ভৌতিক পদার্থ সমূহ, কাল, যুগ, কল্প, এবং যাহা কিছু লোকযাত্রার কারণীভূত অন্য দ্রব্য ইত্যাদি বিশ্বকে দিবা দ্বারা প্রকাশিত দর্শন করিলেন। এই ঋষি তথায় হিমালয়, সেই পুষ্পবহা নদী, এবং তাঁহার নিজের আশ্রমস্থান দেখিলেন। সেই (ঋষি) বিশ্বকে দর্শন করিতে করিতে শিশুর শ্বাস দিয়া বাহিরে বিক্ষিপ্ত হইয়া প্রলয়সাগরে পতিত হই-

লেন। সেই পৃথিবীর উচ্চপ্রদেশে সংলগ্ন বটবৃক্ষকে, তাহার পত্রপুটে শয়ান বালককে (দর্শন করিয়া;) এবং প্রেমহেতু শুভ্র হাস্যসংযুক্ত দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্ট হইয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নয়নযুগল দ্বারা হৃদয়ে অধিষ্ঠিত সেই অধোক্ষজ বালককে আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত নিকটে যাইলেন। অমনি যোগের অধীশ্বর; শরীরশায়ী সেই সাক্ষাৎ ভগবান্ দুর্দ্দৈব বিরচিত চেষ্টার ন্যায় ঋষির নিকট হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। ব্রহ্মন্! তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বট, জল, এবং লোকপ্রলয় ক্ষণমধ্যে অন্তর্হিত হইল, (ঋষি) পূর্ব্বের ন্যায় উহাঁর নিজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

মার্কণ্ডেয়ের ভগবন্মায়া দর্শন নামক নবম
অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়।

শ্রীসূত কহিলেন, সেই (ঋষি) এই (বিশ্বকে) নারায়ণের মায়া দ্বারা বিনির্ম্মিত অনুভব করিয়া এবং যোগমায়ার প্রভাব (বুঝিতে পারিয়া,) সেই (বিষ্ণুরই) শরণাগত হইলেন।

শ্রীঋষি কহিলেন, হে হরে! আপনার প্রপন্ন জনের অভয়প্রদ পাদ মূলের শরণাগত হইলাম; যে আপনার জ্ঞানবৎ প্রকাশমানা মায়া দ্বারা পণ্ডিতগণও মুগ্ধ হইয়া থাকেন।

শ্রীসূত কহিলেন, তিনি এইরূপে চিত্তসংযত করিয়া কাল-যাপন করিতে ছিলেন, ইতিমধ্যে ভগবান রুদ্র গণগণে পরি-বৃত্ত হইয়া রুদ্রাণীর সহিত বৃষভারোহণে আকাশে ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহাকে দর্শন করিলেন। অনন্তর উমা সেই ঋষিকে দর্শন করিয়া গিরিশকে কহিলেন, ভগবন্! দেখুন এই ঋষি আত্মা ও ইন্দ্রিয়বর্গ ও মনকে সংযত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন;—যেমন ঝটিকার অবসানে সমুদ্র;—জল স্থির,—মৎস্যাদি সমুদায় নিশ্চল। ইহাঁর তপ-স্যার ফলদান করুন;—আপনি সাক্ষাৎ ফলদাতা।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, ব্রহ্মর্ষি কোনও ফল, অন্য কি মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না; ভগবান্ অব্যয় পুরুষে উৎকৃষ্টা ভক্তি লাভ করিয়াছেন। তথাপি ভবানি! এই সাধুর সহিত কথোপকথন করিব; এই সাধুসমাগমই মনুষ্যদিগের পরম লাভ। সর্ব্ব বিদ্যার নিয়ন্তা, সর্ব্বশরীরীর ঈশ্বর, (অতএব) সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ এই কথা কহিয়া সেই (ঋষির) নিকটবর্ত্তী হইলেন। ঋষি অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল রুদ্ধ করিয়াছিলেন, (অতএব) জগতের আত্মা সেই সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঈশ্বরীর সমাগম, আত্মা ও বিশ্বকে জানিতে পারি-লেন না। ভগবান্ ঈশ্বর গিরিশ তাহা জানিয়া, বায়ু যেমন ছিদ্রে, তেমনি যোগমায়াযোগে তাঁহার হৃদয়াকাশে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যুৎ-সদৃশ পিঙ্গল-জটাধারী; ত্রিনয়ন; দশ-ভুজ; উন্নত; উদয়োন্মুখ ভাস্করতুল্য; ব্যাঘ্রচর্ম্মের বসন পরিধায়ী; শূলী; শরাসন, বাণ, খড়্গ, চর্ম্ম, অক্ষমালা, ডমরু, কপাল, পরশু ধারণকারী শিবকে

শরীরের অভ্যন্তরেও[১] হৃদয়মধ্যে হঠাৎ আবির্ভূত দর্শন করত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মুনি! এ, কি! কোথা হইতে; (এই ভাবিয়া) সমাধি হইতে বিরত হইলেন। নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, ত্রৈলোক্যগুরু রুদ্র গণ-গণ ও উমার সহিত আগমন করিয়াছেন; (পরে) মস্তক অবনত করিয়া নমস্কার করিলেন; (তদনন্তর) স্বাগত জিজ্ঞাসা, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, চন্দন, মালা, ধুপ ও দীপ দ্বারা গণ-গণের ও উমার সহিত তাঁহার পূজা করিলেন; এবং কহিলেন, আপনি আত্মাকে অনুভব করিয়া থাকেন; তাহাতে করিয়াই আপনার সমুদায় বাসনা পরিপূর্ণ হইয়াছে; জগৎ আপনা দ্বারা সুখিত হইয়া থাকে। বিভো! ঈশান! আমরা এতাদৃশ আপনার কোন্ কার্য্য সাধন করিব? নির্গুণ, শান্ত, স্বত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা, (অতএব) প্রমীড়; (আবার) রজঃসেবী, তমঃসেবী ঘোর আপনাকে নমস্কার নমস্কার।

শ্রীসূত কহিলেন, সাধুদিগের গতি সেই ভগবান্ মহাদেব এইরূপে স্তুত হইয়া সাতিশয় তুষ্ট ও প্রসন্নচেতা হইয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর; আমরা তিন বরদাতাদিগের অধীশ্বর; আমাদিগের দর্শন নিষ্ফল হয় না; মনুষ্য আমাদিগের নিকট মুক্তি পাইয়া থাকে। যে সকল ব্রাহ্মণ সদাচার, মাৎসর্য্যাদি-রহিত, নিষ্কাম, প্রাণিগণের প্রতি দয়ালু; আমাদিগেতে একান্ত ভক্ত, শত্রুতাহীন ও সমদর্শী, সমুদায়

১। যেমন পরে বাহিরে দেখিলেন, তেমনি "অভ্যন্তরেও"।

লোক ও লোকপাল গণ তাঁহাদিগের বন্দনা, অর্চ্চনা, ও উপা-সনা করিয়া থাকে; (কেবল ইহারাই নহেন) আমি, ভগ-বান্ ব্রহ্মা, এবং স্বয়ং ঈশ্বর হরি, (আমরাও করিয়া থাকি)। তাঁহারা আমাতে, হরিতে ও ব্রহ্মাতে এবং আত্মাতে ও (অন্যান্য) জনেতেও অণুমাত্রও ভেদ দর্শন করেন না; (অতএব এতাদৃশ) তোমাদিগকে আমরা ভজনা করি। জলময় (নদীনদাদি) তীর্থ নহে; শিলাময় (শাল-গ্রামাদি) দেবতা নহেন;—তাঁহারা বহুকালে পবিত্র করিয়া থাকেন; আপনারা দর্শনমাত্রেই। ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করি;—যাঁহারা চিত্তৈকাগ্রতা, আলোচনা, অধ্যয়ন ও বাক্যাদিসংযম দ্বারা আমাদিগের বেদময় রূপ ধারণ করিয়া থাকেন। আপনাদিগের (নামাদি) শ্রবণ বা আপনা-দিকে দর্শন করিলে মহাপাতকী অন্ত্যজগণও শুদ্ধ হয়; সম্ভাষণাদি দ্বারা (যে কি ফল ফলে, তাহা আর কি বলিব?)

শ্রীসূত কহিলেন চন্দ্রশেখরের এই ধর্ম্ম-রহস্য-যুক্ত, অমৃ-তের নিধান বাক্য কর্ণপুটে পান করিয়া ঋষির পিপাসা পরিতৃপ্ত হইল না; বিষ্ণুর মায়া অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাকে ভ্রমণ করাইতেছিল এবং কষ্ট দিতেছিল; শিবের বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাঁহার সমুদায় ক্লেশ নষ্ট হইল; (এতাদৃশ হইয়া) তিনি তাঁহাকে কহিলেন।

শ্রীমার্কণ্ডেয় কহিলেন, অহো ঈশ্বর! জগদীশ্বরেরা, তাঁহারা নিজে যাহাদিগকে শাসন করিবেন, তাহাদিগের স্তব করিয়া থাকেন, এই যে লীলা, শরীরীরা ইহা বুঝিতে পারে

না। (অথবা) লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার নিমিত্ত (ধর্ম্মের) বক্তারা প্রায় (নিজ) ধর্ম্ম আচরণ, অনুমোদন এবং ক্রিয়-মাণ (ধর্ম্মের) স্তব (প্রশংসা) করিয়া থাকেন। এই সকল (নমনাদিতে) আপনার নিজের মায়ার আচরণ সকল বর্ত্ত-মান; এই সকল, যেমন ভান ভানকারী ব্যক্তির, তেমনি (মায়াবী) ভগবান্ আপনার প্রভাবকে খর্ব্বিত করিতে পারে না। আপনি মনোদ্বারা এই বিশ্ব সৃজন করিয়া আত্মারূপে ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করত, যেমন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি, তেমনি কার্য্যকারী গুণগণ দ্বারা কর্ত্তার ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকেন। ত্রিগুণ, গুণনিয়ন্তা, একমাত্র, অদ্বিতীয়, গুরু, ব্রহ্মমূর্ত্তি সেই ভগবান্ (আপনাকে) নমস্কার। হে ভূমন্! আপনার দর্শনই বর; (অতএব অন্য আর) কি বর প্রার্থনা করিব। আপনার দর্শনে পুরুষের বাসনা চরিতার্থ ও সফল হইয়া থাকে। তথাপি পূর্ণ-বাসনা-বর্ষী আপনার নিকট এক বর যাচ্ঞা করি;—আপনাতে এবং আপনার ভক্ত ব্যক্তিগণে অবিচলিতা ভক্তি।

শ্রীসূত কহিলেন, মুনি কর্ত্তৃক এইপ্রকারে পূজিত, এবং বেদ-বাক্য দ্বারা এইরূপে স্তুত হইয়া ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে কহিলেন; দেবী উহার অভিনন্দন করিলেন।

শ্রীভগবান্ কহিলেন, আমাদিগের নিকট অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর আমরা দেবতাদিগের ঈশ্বর; যাঁহাদিগের দর্শন নিষ্ফল হয় না,—যাঁহাদিগের হইতে মনুষ্য মুক্তি লাভ করে, (আমরা সেই)।

হে মহর্ষে! হে ব্রহ্মন্! তুমি যে অধোক্ষজ পুরুষে সদ্ভক্তি-মান্ এই তোমার সমুদায় (আরও) কল্প শেষ পর্য্যন্ত

ব্রহ্মতেজস্বী তোমার কীর্ত্তি, পুণ্য, অজরতা, অমরতা, ত্রৈকালিক জ্ঞান, ও বিরাগসহিত জ্ঞান হউক ; তুমি পুরাণে আচার্য্য হও।

সূত কহিলেন, সেই ত্রিলোকের ঈশ্বর মুনিকে এইপ্রকার বরদান করিয়া, তাঁহার কার্য্য [২] এবং ইতিপূর্ব্বে যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, [৩] সেই সমস্ত দেবীকে কহিতে কহিতে চলিয়া গেলেন। সেই (মুনিও) মহাযোগের মহিমা প্রাপ্ত হইয়া ভাগবতের মধ্যে প্রধান হইয়া এবং সাক্ষাৎ হরিতে ঐকান্তিকতা লাভ করিয়া এখনও বিচরণ করিতেছেন। ধীমান্ মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত ভগবানের অদ্ভুত মায়াবৈভব এই তোমার নিকট বর্ণন করিলাম। যাঁহারা মনুষ্যদিগের সৃষ্টি ও প্রলয়স্বরূপা ভগবন্মায়া না জানেন, তাঁহারা বলেন, (মার্কণ্ডেয় কর্ত্তৃক অনুভূত) এই (মায়া) বহুকাল ব্যাপিয়া পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত ; (যাঁহারা জানেন, তাঁহারা কিন্তু মনে করেন) ইহা আকস্মিক [৪]।

হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যিনি চক্রপাণির প্রভাব দ্বারা পরিবর্দ্ধিত এই প্রকার এই (উপাখ্যান) শ্রবণ করেন, বা করান, অথবা এই উভয়, ইহাঁদিগের কর্ম্ম, চিত্ত, ও সংসার হয় না।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

২। তপস্যাদি।
৩। ভগবন্মায়া।
৪। অর্থাৎ, তৎক্ষণমাত্রে প্রবর্ত্তিত।

একাদশ অধ্যায়।

শৌনক কহিলেন, হে ভগবদ্ভক্ত সূত! তুমি সমুদায় তন্ত্রসিদ্ধান্তের তত্ত্ববিৎ, ও বহুবিজ্ঞ; অতএব এক্ষণে তোমাকে একটী বিষয় জিজ্ঞাসা করি। শ্রীপতি নারায়ণ কেবল চৈতন্যঘনমাত্র; কিন্তু তান্ত্রিক উপাসকেরা উপাসনাকালে তাঁহার হস্তপদাদি অঙ্গ, গরুড়াদি উপাঙ্গ, সুদর্শনাদি অস্ত্র, ও কৌস্তুভাদি আভরণ সকল যে যে পদার্থে কল্পনা করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন কর। আমি ক্রিয়াযোগ জানিতে ইচ্ছা করি, অতএব যে ক্রিয়ানিপুণতা দ্বারা মনুষ্যেরা মুক্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাও বর্ণন কর।

সূত কহিলেন, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মাদি আচার্য্য [illegible]ক বেদ ও তন্ত্রে বিষ্ণুর যে বিভূতি কথিত হইয়াছে, তাহা বর্ণন [illegible]ব। প্রথমতঃ প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ, অহঙ্কার ও [illegible]তন্মাত্র, এই নয় তত্ত্ব এবং একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত, এই ষোড়শ বিকার দ্বারা বিরাট মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই চেতনাধিষ্ঠিত বিরাট মূর্ত্তিতে ভুবনত্রয় দৃষ্ট হইল। ইহাই বিরাট পুরুষের রূপ। পৃথিবী ইহাঁর পাদদ্বয়, স্বর্গলোক ইহার মস্তক, আকাশ ইহাঁর নাভি, সূর্য্য ইহাঁর চক্ষু, বায়ু ইহাঁর নাসা, ও দিক্ ইহাঁর কর্ণ। প্রজাপতি ইহাঁর মেঢ্র, কাল ইহাঁর অপান বায়ু, লোকপাল ইহাঁর বাহু, চন্দ্র ইহাঁর মন, যম ইহাঁর ভ্রূ, লজ্জা ও লোভ ইহাঁর অধরওষ্ঠ, জ্যোৎস্না ইহাঁর দন্ত, ভ্রম ইহাঁর হাস্য, বৃক্ষসকল

ইহাঁর রোম, ও মেঘ ইহাঁর কেশ। এই ভূলোকস্থ মানব দেহ যেরূপ নিজের সপ্ত বিতস্তি পরিমাণে পরিমিত, সেই-রূপ এই বিরাট পুরুষও স্বীয় সপ্তবিতস্তি-পরিমিত অবয়ব-সংস্থানে পরিমিত। ইনি কৌস্তুভচ্ছলে বিশুদ্ধ জীবচৈতন্য ধারণ করেন; আর উহার ব্যাপিনী প্রতিভারূপ সাক্ষাৎ শ্রীবৎস হৃদয়ে ধারণ করেন। বনমালারূপিণী নানাগুণময়ী স্বীয় মায়াকে ধারণ করেন; এবং ছন্দোময় পীতবাস ও ব্রহ্মসূত্র রূপ ত্রিমাত্র প্রণব ধারণ করেন। আর মকর-কুণ্ডলরূপ সাংখ্যযোগ ও শিরোভূষণরূপ সর্ব্বলোকনম-স্কৃত ব্রহ্মপদ ধারণ করেন। প্রধান অনন্তনামক আসন, যাহাতে উপবেশন করিয়া আছেন, সেই আসনভূত পদ্ম জ্ঞানাদি-যুক্ত সত্ত্বগুণ। তেজঃ-সাহস-ও-বলযুক্ত প্রাণতত্ত্বরূপ গদা, জলতত্ত্বরূপ শঙ্খ, তেজস্তত্ত্বরূপ সুদর্শন, (শরীরস্থ আকাশ রূপ) আকাশতত্ত্ব, তমোময় অসিচর্ম্ম, কালরূপ শাঙ্গ´ধনু, এবং কর্ম্মময় তুণীর ধারণ করিয়া আছেন। ইন্দ্রিয়গণকে ইহাঁর শর, ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ম[illegible] ইহাঁ[illegible] পঞ্চতন্মাত্রকে ইহাঁর রূপ কহিয়া থাকে; মুদ্রা দ্বারা ইনি বরদ-অভয়াদি রূপ সকল ধারণ করেন। সূর্য্যমণ্ডল এই দেবের পূজার ভূমি [১], দীক্ষা সংস্কার আত্মার [২]; ভগবানের পরিচর্য্যা আপনার পাপক্ষয় [৩] জানিবে। হে দ্বিজ! ভগবান্ ঐশ্ব-

১। অর্থাৎ, সূর্য্যমণ্ডলরূপে ইহাঁকে ভাবনা করিবে।

২। অর্থাৎ, গুরুকৃত নিজের মন্ত্রদীক্ষাকে সেই দেবতার পূজাযোগ্য রূপে ভাবনা করিবে।

৩। অর্থাৎ, পরিচর্য্যাকে নিজের পাপক্ষয় রূপে ভাবনা করিবে।

র্য্যাদি-ছয়গুণ-রূপ হস্তস্থ লীলাকমল ধারণ করেন; এবং ভগবান্ ধর্ম্ম ও যশ রূপ চামর ও ব্যজন ভজনা করেন। বৈকুণ্ঠ ধাম ছত্র; এবং কৈবল্যরূপ গৃহ ভজনা করেন। বেদত্রয়ের নাম গরুড়; স্বয়ং পুরুষই ইহাঁর যজ্ঞরূপ। সাক্ষাৎ শ্রী এই আত্মারূপ নারায়ণের অনপায়িনী শ্রী। পঞ্চরাত্রাদি আগমরূপ ইহাঁর পার্ষদাধিপতি বিশ্বক্সেন; অণিমাদি অষ্টগুণ ইহাঁর দ্বারস্থ নন্দাদি। হে ব্রহ্মন্! বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন, ও অনিরুদ্ধ, এই চারি পুরুষমূর্ত্তি ইহাঁর চারি মূর্ত্তিব্যূহ কথিত হয়। ভগবন্! সেই নারায়ণ (বাহ্য)-পদার্থ-মন-সংস্কার-ও-জ্ঞানোপাধিক (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি,) এই সকল বৃত্তি দ্বারা বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ, তুরীয় চিন্তিত হন। তত্তন্মূর্ত্তিস্থ ভগবান্ ঈশ্বর হরি অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র, শস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা উপলক্ষিত ঐ ব্যূহমূর্ত্তিচতুষ্টয় ধারণ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই ভগবান্ বিষ্ণু বেদরাশির কারণ, সর্ব্বদ্রষ্টা ও স্বীয় মহিমাতে পরিপূর্ণ। ইনি স্বীয় মায়া দ্বারা এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করেন বলিয়া ব্রহ্মাদি নামে ব্যক্ত হন; কিন্তু ভক্তজন কর্ত্তৃক অনাবৃত জ্ঞানরূপে আত্মাতে জানিত হন। "হে কৃষ্ণ! হে অর্জ্জুনসখ! হে বৃষ্ণিবংশশ্রেষ্ঠ! তুমি পৃথিবীর বিঘ্নকারী ক্ষত্রিয় বংশ নাশ করিয়াছ। হে অক্ষীণ-বীর্য্য! হে গোবিন্দ! গোপ-বনিতারা ও নারদাদি ঋষিরা তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র গান করেন, তোমার নামশ্রবণেই মঙ্গল হয়; এই ভক্তদিগকে রক্ষা কর" যে ব্যক্তি প্রাতঃ-কালে গাত্রোত্থান করিয়া মচ্চিত্ত হইয়া এই মহাপুরুষলক্ষণ বার্ত্তা জপ করেন, তিনি ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।

শৌনক কহিলেন, বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করাতে ভগবান্ শুকদেব যাহা কহিয়াছিলেন, মাসে মাসে পৃথক্ পৃথক্ সূর্য্যের যে নানা মূর্ত্তিব্যূহ সপ্ত সংখ্যায় উদিত হয়, অধীশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত সূর্য্যাত্মা হরির সেই সকল মূর্ত্তি-ব্যূহের নাম ও কর্ম্ম আমাদিগের নিকট ব্যক্ত কর।

সূত কহিলেন, সর্ব্বদেহীর আত্মা বিষ্ণুর অনাদি অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন লোকপরতন্ত্র এই সূর্য্য লোকেতেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন। জগদাত্মা আদিকর্ত্তা নারায়ণ সূর্য্য একমাত্র হইয়াও লোকদিগের সমুদায় বেদোক্ত ক্রিয়ার মূলরূপে ঋষি-গণ কর্ত্তৃক উপাধিবশতঃ বহুরূপে কীর্ত্তিত হন। সেই নারায়ণ সূর্য্য মায়া দ্বারা কাল, দেশ, ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারণ, কার্য্য, মন্ত্র, দ্রব্য ও ফলরূপে কীর্ত্তিত হন। কালরূপধারী ভগবান্ আদিত্য লোকযাত্রানির্ব্বাহের জন্য চৈত্রাদি দ্বাদশ মাসে পৃথক্ পৃথক্ দ্বাদশ গণের সহিত বিচরণ করেন। সূর্য্য, অপ্-সরা, রাক্ষস, বাসুকি, যক্ষ, পুলস্ত্য, তুম্বুরু, এই সাত গণ চৈত্র মাসে বিচরণ করেন। অর্য্যমা, পুলহ, যক্ষ, রাক্ষস, নারদ, গন্ধর্ব্ব ও নাগ, ইহাঁরা বৈশাখ মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, অত্রি, রাক্ষস, তক্ষক, মেনকা, গন্ধর্ব্ব ও যক্ষ, ইহাঁরা জ্যৈষ্ঠ মাসে বিচরণ করেন। বশিষ্ঠ, সূর্য্য, রম্ভা, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, নাগ ও যক্ষ, ইহাঁরা আষাঢ় মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, অঙ্গিরা, প্রম্লোচ ও রাক্ষস, ইহাঁরা শ্রাবণ মাসে বিচ-রণ করেন। সূর্য্য, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, যক্ষ, ভৃগু, অনুম্লোচা ও নাগ, ইহাঁরা ভাদ্র মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, নাগ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঘৃতাচী ও গৌতম, ইহাঁরা মাঘ মাসে বিচরণ করেন।

যক্ষ, রাক্ষস, ভরদ্বাজ, সূর্য্য, অপ্সরা, গন্ধর্ব্ব ও নাগ, ইহাঁরা ফাল্গুন মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষস, নাগ, উর্ব্বশী ও কশ্যপ, ইহাঁরা অগ্রহায়ণ মাসে বিচরণ করেন। সূর্য্য, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি, নাগ ও পূর্ব্বচিত্তি, ইহাঁরা পৌষ মাসে বিচরণ করেন। বিশ্বকর্ম্মা, যমদগ্নি, নাগ, রাক্ষস, তিলোত্তমা, যক্ষ, ও গন্ধর্ব্ব, ইহাঁরা আশ্বিন মাসে বিচরণ করেন। আদিত্য, নাগ, গন্ধর্ব্ব, রম্ভা, যক্ষ, বিশ্বামিত্র ও রাক্ষস, ইহাঁরা কার্ত্তিক মাসে বিচরণ করেন। ভগবান্ বিষ্ণু আদিত্যের এই সকল বিভূতি যিনি প্রতিদিন উভয় সন্ধ্যায় স্মরণ করেন, দিনে দিনে তাঁহার পাপ নষ্ট হয়। সূর্য্যদেব এইরূপে গন্ধর্ব্বাদির সহিত দ্বাদশ মাসে এইলোকের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করত লোকদিগকে ইহ পরলোকে শুভ বুদ্ধি প্রদান করেন। ঋষিরা সাম-ঋক্-যজুর্ম্মন্ত্র দ্বারা ইহাঁর স্তব করেন। গন্ধর্ব্বেরা ইহাঁর গুণ গান করেন। ইহাঁর অগ্রে অপ্সরোগণ নৃত্য করেন। নাগগণ ইহাঁর রথের দৃঢ় বন্ধন করেন, যক্ষোগণ ইহাঁর রথ যোজনা করেন, এবং বলশালী রাক্ষসেরা ইহাঁর রথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হন। ষষ্টিসহস্র নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষি বালিখিল্য ঋষিগণ অভিমুখ হইয়া ইহাঁর রথের অগ্রে অগ্রে স্তব করিতে করিতে গমন করেন। অনাদি অনন্ত ভগবান্ হরি ঈশ্বর এই রূপে কল্পে কল্পে স্বীয় আত্মাকে বিভাগ করত লোকসকলকে প্রতিপালন করেন।

ইতি দ্বাদশ স্কন্ধে একাদশ অধ্যায়।

——00——

দ্বাদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন মহৎ ধর্ম্মকে নমস্কার, বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার, এবং ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করিয়া সনাতন ধর্ম্ম সকল কহিতে আরম্ভ করি। পুরুষদিগের শ্রবণযোগ্য বিষয় যাহা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, হে বিপ্রগণ! ভগবান্ বিষ্ণুর সেই অদ্ভুত চরিত্র আমি তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম। ভগবান্ হৃষীকেশ ভক্তপতি নারায়ণ সর্ব্ব-পাপ-হরণশীল হরির স্বরূপও আমি তোমাদিগের নিকট বর্ণন করিলাম। জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা, গুহ্য, পরব্রহ্মের স্বরূপ, এবং জ্ঞানবিজ্ঞানসংযুক্ত তদীয় আখ্যানও বর্ণন করিয়াছি। ভক্তিযোগ এবং তদাশ্রয় বৈরাগ্যও বর্ণন করিয়াছি। পরীক্ষিৎ রাজার উপাখ্যান, নারদের উপাখ্যান, এবং ব্রহ্মর্ষি শুকদেবের সহিত রাজা পরীক্ষিতের সংবাদও ব্যক্ত করিয়াছি। রাজা পরীক্ষিতের যোগদ্বারা প্রাণত্যাগ, এবং ব্রহ্মনারদ-সংবাদ, অবতারানুগীত ও প্রধান হইতে জগতের উৎপত্ত্যাদি পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। বিদুরোদ্ধব প্রভৃতির কথোপকথন, বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ, পুরাণসংহিতাপ্রশ্নোত্তর, ও মহাপুরুষ-সংস্থান ব্যাখ্যা করিয়াছি। অনন্তর প্রাকৃতিক সর্গ, মহদাদি সপ্ত সর্গ, বিকার সর্গ, পরে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি ও ব্রহ্মাণ্ডে বিরাট পুরুষের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছি। স্থূল সূক্ষ্ম কালের গতি, নাভি পদ্ম হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সমুদ্র হইতে পৃথিবীর উদ্ধার, ও হিরণ্যাক্ষ-বধ উক্ত হইয়াছে। স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-সৃষ্টি, স্বায়ম্ভুব

মনুর সৃষ্টি, শতরূপা ও আদ্যাপ্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। কর্দ্দম প্রজাপতির ধর্ম্মপত্নীগণের সন্তান বর্ণন, ভগবান্ কপিল মহামুনির অবতার, এবং তাঁহার সহিত দেবহূতীর কথোপকথন, নবব্রহ্ম-সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, ধ্রুব-চরিত, এবং প্রাচীন-বর্হি ও পৃথুর চরিত বর্ণিত হইয়াছে। নারদ-সংবাদ, প্রিয়ব্রত-চরিত, নাভি রাজার চরিত, ও ভরতচরিত বর্ণিত হইয়াছে। দ্বীপ, সমুদ্র, পর্ব্বত, বর্ষ ও নদ্যাদির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান, এবং পাতাল নরকের স্থান বর্ণন, দক্ষের জন্ম ও প্রচেতাগণ হইতে দক্ষকন্যাদিগের সন্তানোৎপত্তি, এবং তাঁহাদিগ হইতে দেব, অসুর, নর, তির্য্যক, নগ ও খগাদির উৎপত্তি বর্ণন, বৃত্রা-সুরের জন্মবিনাশ, দিতির পুত্রগণের বর্ণন, দৈত্য রাজার চরিত ও প্রহ্লাদের চরিত-বর্ণন উক্ত হইয়াছে। মন্বন্তর কথন, গজেন্দ্র-বিমোক্ষণ, বিষ্ণুর হয়গ্রীবাদি মন্বন্তরের অবতার সকল, এবং জগদ্বিধাতার মৎস্য-কূর্ম্ম-নরসিংহ-বামনাদি-অবতার-বর্ণন, এবং দেবতাদিগের অমৃত লাভের জন্য ক্ষীরসমুদ্র মন্থন, দেবা-সুরগণের মহাযুদ্ধ, রাজবংশকীর্ত্তন, ইক্ষাকুর জন্ম ও বংশ কথন, সুদ্যুম্নরাজার বংশ কথন, ইলোপাখ্যান, তারোপাখ্যান, সূর্য্যবংশ, শশাদাদি ও নৃগাদির বংশবিস্তার কথন এবং সর্য্যাতি, ধীমান্ ককুৎস্থ, খট্টাঙ্গ, সৌভরি, সগর, রামচন্দ্র প্রভৃতির পাপক্ষালক চরিত বর্ণন, নিমির অঙ্গপরিত্যাগ, জনক-দিগের উৎপত্তি, পরশুরামের নিঃক্ষত্রীকরণ উক্ত হইয়াছে। ঐল, সোমবংশ, যযাতি, নহুষ, দুষ্মন্ত, ভরত, শান্তনু, ও তাঁহার পুত্রের চরিত, এবং যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্র যদুর বংশানুকীর্ত্তন, যে যদুবংশে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাখ্য জগদীশ্বর অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,

ং তাঁহার বসুদেব-গৃহে জন্ম ও গোকুলে বৃদ্ধি কথিত হই-
ছে। সেই অসুরঘাতী কৃষ্ণের অশেষ কর্ম্ম; শিশুকালে
তনার প্রাণ-সহিত স্তন্যপান, এবং শকটোচ্চাটন; আর তৃণা-
র্ত ও বকবৎসের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। বিধাতা কর্তৃক অঘা-
রবধ, ব্রহ্মা কর্তৃক বৎসপাল-চৌর্য্য, ভ্রাতার সহিত ধেনুক
প্রলম্বের নিধন, দাবাগ্নি হইতে গোকুলের পরিত্রাণ, কালিয়-
মন, নন্দমোক্ষণ, কন্যাগণের ব্রতচর্য্যা, যজ্ঞপত্নী-সন্তোষ,
বিপ্রানুতাপ কথিত হইয়াছে। গোবর্দ্ধনোদ্ধার, ইন্দ্র এবং
রভির যজ্ঞ ও অভিষেক, রাত্রি সকলে স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়া,
বুদ্ধি শঙ্খচূড়-অরিষ্ট, কেশিনিধন, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণ-
স্থান, ব্রজস্ত্রীবিলাপ, মথুরাদর্শন, গজ-মুষ্টিক-ও-চানূর-ও-
ংশাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃত পুত্রের পুনরানয়ন, হে
দ্বিজগণ! মথুরায় বাসকালে হরি রাম ও উদ্ধবের সহিত যদু-
বংশীয়দিগের যে প্রিয় করিয়াছিলেন, জরাসন্ধ কর্তৃক বহুবার
আনীত সৈন্য সকলের বধ, যবনরাজবধ, কুশস্থলীতে বাস-করণ,
ও স্বর্গের সুধর্ম্মা (পুরী) হইতে পারিজাত-হরণ উক্ত হইয়াছে।
যুদ্ধে প্রমত্ত শত্রুদিগ হইতে হরির রুক্মিণী-হরণ, যুদ্ধে হরের
পরাজয়, বাণভুজচ্ছেদ, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতিকে হনন করিয়া
তাঁহার কন্যাহরণ, চৈদ্য পৌণ্ড্রক শাল্ব ও দুর্ম্মতি দন্তবক্র
শম্বর, দ্বিবিদ, পীঠ, মুর ও পঞ্চ জনাদির মাহাত্ম্য ও নিধন,
বারাণসী-দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমিভারাবতারণ,
বিপ্রশাপচ্ছলে স্বীয়কুলের সংহার, বাসুদেবের অদ্ভুত উদ্ধব-
সংবাদ,—যাহাতে আত্মজ্ঞানকথন, কর্ম্ম-নির্ণয়, কথিত আছে—
এবং যোগপ্রভাবে মর্ত্ত্যলীলা পরিত্যাগ বর্ণিত হইয়াছে।

যুগলক্ষণ, কলিতে মনুষ্যদিগের উপপ্লব, চতুর্ব্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান্ রাজা পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদ-শাখা-প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয়-সৎকথা, মহাপুরুষবিন্যাস ও জগদাত্মা সূর্য্যের দেহ-বূ্যহ কীর্ত্তিত হইয়াছে।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! যাহা তোমরা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, সে সমুদায় এই তোমাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলাম, এ স্থলে ঈশ্বরের লীলাবতার ও কর্ম্মাদি সমুদায় কীর্ত্তন করিয়াছি। পতিত, স্খলিত, পীড়িত এবং ক্ষুধায় বিবশ হইয়াও যদি কেহ উচ্চৈঃস্বরে "হরয়ে নমঃ" এই শব্দ উচ্চারণ করে, তাহা হইলে সে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রভাব শ্রবণ এবং নামকর্ম্মাদি কীর্ত্তন করেন, ভগবান্ অনন্ত তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিয়া, তমোমধ্যে সূর্য্যের ন্যায় ও মেঘ-মধ্যে অতিবাতের ন্যায়, অশেষ বিঘ্ন নাশ করেন। যে কথাতে ভগবান্ অধোক্ষজের প্রসঙ্গ নাই, সে সকল কথা অসৎ ও মিথ্যা, আর যাহাতে ভগবদ্গুণের প্রসঙ্গ আছে, তাহাই সত্য, তাহাই মঙ্গল, এবং তাহাই পুণ্যজনক। যাহাতে উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের যশোগান বিস্তৃত হয়, তাহাই রমণীয় ও বার বার নূতন; তাহাই মনের মহোৎসব; তাহাই মনুষ্যদিগের শোকার্ণবশোষক। চিত্রপদ দ্বারা বিন্যস্ত যে সকল বাক্য হরির জগতের পবিত্রতাজনক যশোবিস্তার না করে; তাহা কাকতুল্য নরের রতিস্থান, জ্ঞানিগণ তাহা সেবন করেন না; যে স্থানে অচ্যুত, সেই স্থানেই নির্ম্মলাশয় সাধুরা। বদ্ধ না হইলেও, যে বাক্যের প্রতিশ্লোকে অনন্তের যশোঙ্কিত নাম সকল থাকে, সেই (বাক্যের প্রয়োগই) বাক্যপ্রয়োগ;

(কারণ) সাধুরা শ্রবণ, গান ও গ্রহণ করেন। নৈষ্কর্ম্ম্য এবং (তৎপ্রকাশক,) সম্যক্ নির্ম্মল জ্ঞানও অচ্যুতভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না, নিরন্তর অসৎ (জ্ঞানের) কথা কি বলিব; সর্ব্বোত্তম কর্ম্মও ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে দুঃখাত্মক, বর্ণাশ্রমাচার, তপস্যা ও শ্রুত্যাদিতে যে মহান্ পরিশ্রম, সে কেবল যশোযুক্ত কীর্ত্তির নিমিত্তমাত্র; আর গুণানুবাদ-শ্রবণ ও আদর-করণাদি দ্বারা শ্রীধর-পাদপদ্মের অবিস্মৃতি হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-পদারবিন্দের যে অবিস্মৃতি, তাহা অশুভক্ষয় এবং কল্যাণ সত্ত্বশুদ্ধি, পরমাত্মভক্তি, ও বৈরাগ্যজ্ঞানবিজ্ঞানসম্পন্ন জ্ঞান বিস্তার করে। যেহেতু তোমরা অন্তঃকরণে স্থাপন করিয়া অখিলের আত্মভূত সর্ব্বোপাস্য, এবং যাঁহার অন্য দেবতা নাই, সেই ঈশ্বর নারায়ণ দেবকে নিরন্তর ভজনা করিয়া থাক, সেই হেতু তোমরা অতিশ্রেষ্ঠ দ্বিজ ও মহাভাগ। আমারও তোমাদিগের দ্বারা পরমাত্মতত্ত্ব স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল, যাহা পূর্ব্বে আমি রাজা পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশে ঋষিগণের সভায় ঋষির মুখ হইতে শ্রবণ করিয়াছিলাম।

হে বিপ্রগণ! সর্ব্বাশুভবিনাশকারী মহাত্মা বাসুদেবের মাহাত্ম্য এই আমি তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। যে ব্যক্তি এক প্রহর কাল বা ক্ষণকাল অনন্যমনা হইয়া ইহা শ্রবণ করান, আর যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া ইহার এক শ্লোক বা অর্দ্ধ শ্লোক, কি পাদ, বা পাদার্দ্ধ মাত্র শ্রবণ করেন, তাঁহার আত্মা পবিত্র হয়। দ্বাদশীতে বা একাদশীতে ইহা শ্রবণ করিলে আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। উপবাস করত যত্নবান্ হইয়া পাঠ করিলে সর্ব্ব পাপ হইতে পবিত্র হন। পুষ্কর তীর্থে, মথুরায়

বা দ্বারকায় যত্নবান্ হইয়া উপবাস করত এই সংহিতা পাঠ করিলে ভয় হইতে মুক্ত হন। যিনি এই সংহিতা কীর্ত্তন করেন, তাঁহার নিকট শ্রবণ করিয়া দেবতা, মুনি, সিদ্ধ, পিতৃ, মনুষ্য ও রাজারা তাঁহার কামনা পূর্ণ করেন। ব্রাহ্মণ ইহা অধ্যয়ন করিলে ঋক্, যজু ও সাম-(পাঠের ফল) প্রাপ্ত হন। হে দ্বিজ-গণ! মধুকুল্যা, পয়ঃকুল্যা, ঘৃতকুল্যার যে ফল, যত্নবান্ হইয়া এই পুরাণসংহিতা অধ্যয়ন করিলেও সেই ফল এবং ভগবান্ কর্ত্তৃক কথিত যে পরম পদ, তাহাও প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিলে জ্ঞান; ক্ষত্রিয় (অধ্যয়ন করিলে) সাগর বেষ্টিতা (পৃথিবী); বৈশ্য নিধি-পতিতা লাভ করেন; এবং শূদ্র পাপ হইতে মুক্ত হয়। কলিকলুষ-সমষ্টিহন্তা অখিলেশ্বর হরির নাম অন্য শাস্ত্রে প্রতিপদে উচ্চারিত হয় নাই; কিন্তু এই পুরাণসংহিতাতে প্রতিকথা-প্রসঙ্গে প্রতিপদে অশেষমূর্ত্তি ভগবানের নাম বিশেষরূপে পঠিত হইয়াছে। স্বর্গপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র ও শঙ্করাদি দেবতা কর্ত্তৃক যাঁহার স্তোত্র সম্যক্‌রূপে সম্পন্ন হয় না, সেই অজ, অনন্ত, অচ্যুত, জগতের উৎপত্তিস্থিতি-ও-লয়াত্মকশক্তি-সম্পন্ন নারায়কে আমি নমস্কার করি। উদ্রিক্ত নবশক্তি[১] দ্বারা স্বীয় আত্মাতেই উপরচিত স্থাবর জঙ্গম যাঁহার আলয়; যিনি উপলব্ধি-মাত্রস্বরূপ, সনাতন, ভগবান্ নারায়ণকে প্রণাম করি। স্বীয় স্মুখে পূর্ণচিত্ত, সেইহেতু অন্য (বস্তুতে) রতি-বর্জ্জিত, ভগবান্ নারায়ণের মনোহর লীলা যাঁহার ধৈর্য্য আকৃষ্ট করিয়াছে, যিনি তদীয় এই পরমার্থ-প্রকাশক

১। প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র।

পুরাণসংহিতা ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্র শুকদেবকে প্রণাম করি।

দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

——00——

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

সূত কহিলেন, ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, মরুত ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতারা দিব্য স্তুতি সকলের দ্বারা যাঁহার স্তব করেন; সামবেদীরা অঙ্গ, পদ, ক্রম, ও উপনিষদের সহিত বেদ দ্বারা যাঁহার স্বরূপ গান করেন; যোগীরা ধ্যানাবস্থায় তদ্গতচিত্ত হইয়া যাঁহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন; এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত পান না, সেই দেবতাকে প্রণাম করি। পৃষ্ঠদেশে ভ্রাম্যমান গুরুতর মন্দর পর্ব্বতের পাষাণাগ্রের কণ্ডূয়নহেতু নিদ্রাভিভূত কূর্ম্মাকৃতি ভগবানের দীর্ঘ নিশ্বাস বায়ু তোমাদিগকে পালন করুক; সমুদ্রমন্থন অবধি অদ্যাপি যাহার সংস্কার বশতঃ স্রোতোরূপে সমুদ্রজলের বেগের যাতায়াত নিবৃত্ত হইতেছে না। পুরাণসংখ্যাসমাহার; এই শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের বাচ্য ও প্রয়োজন; ইহার দান; দানের মাহাত্ম্য; এবং পাঠাদির মাহাত্ম্য এক্ষণে শ্রবণ করুন,—ব্রহ্মপুরাণে দশ সহস্র, পদ্মপুরাণে পঞ্চ পঞ্চাশৎ সহস্র, বিষ্ণুপুরাণে ত্রয়োবিংশতি সহস্র, শিবপুরাণে চতুর্ব্বিংশতি সহস্র, শ্রীভাগবতে অষ্টাদশ সহস্র, নারদপুরাণে পঞ্চবিংশতি সহস্র, মার্কণ্ডেয় পুরাণে নয় সহস্র, অগ্নি

পুরাণে চতুঃশতাধিক পঞ্চদশ সহস্র, ভবিষ্য পুরাণে পঞ্চশতাধিক চতুর্দ্দশ সহস্র, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র, লিঙ্গ পুরাণে একাদশ সহস্র, বরাহ পুরাণে চতুর্বিংশতি সহস্র, স্কন্দপুরাণে একাধিক শতাধিক একাশীতি সহস্র, বামন পুরাণে দশসহস্র, কূর্ম্মপুরাণে সপ্তদশ সহস্র মৎস্য পুরাণ চতুর্দ্দশ সহস্র, গরুড় পুরাণে একোনবিংশতি সহস্র, এবং ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে দ্বাদশ সহস্র শ্লোক; এইরূপে উক্তপুরাণ সমুদায়ে চারি লক্ষ শ্লোক নিরূপিত আছে; তাহার মধ্যে; শ্রীভাগবতের অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক কথিত হয়। পূর্ব্বে ভগবান নারায়ণ নাভিপঙ্কজে অবস্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে দয়া করিয় এই (ভাগবত) প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার আদিতে, মধ্যে ও অবসানে বৈরাগ্যবর্ণনসহিত হরিলীলা-কথামৃতের বিস্তার থাকাতে ইহা দেবতাদিগেরও আনন্দকর। সর্ব্ববেদান্তসার যে আত্মৈকত্বস্বরূপ অদ্বিতীয় বস্তু, তন্নিষ্ঠ কৈবল্যই ইহার প্রয়োজন। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমাতে হেম-সিংহাসনারূঢ় এই ভাগবত যে ব্যক্তি দান করেন, তিনি পরম গতি লাভ করেন। যত কাল অমৃতসাগর এই ভাগবত শ্রুত না হয় তত কাল পর্য্যন্ত সাধু-সমাজে অন্যান্য পুরাণ সমাদৃত হয়। এই শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব বেদান্তের সার; যে ব্যক্তি ইহার রসামৃতে তৃপ্ত, তাঁহার আর কখন ও অন্যত্র প্রবৃত্তি হয় না। নদীর মধ্যে যেমন গঙ্গা; দেবতার মধ্যে যেমন বিষ্ণু; ভক্তের মধ্যে যেমন মহাদেব; পুরাণের মধ্যে তেমনি এই। এই নির্ম্মল ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণবদিগের অতিপ্রিয়; ইহাতে পরমহংসপ্রাপ্য নির্ম্মল অদ্বিতীয় পরম জ্ঞান গীত আছে, এবং জ্ঞানবৈরাগ্য-

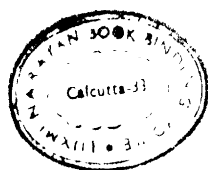
ভক্তির সহিত সর্ব্ব কর্ম্মোপরম আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা ভক্তির সহিত শ্রবণ, অধ্যয়ন ও বিচার করিলে লোক মুক্ত হয়। পূর্ব্বকালে যিনি এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ ব্রহ্মার নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, পরে নারদ মুনিকে ও কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে এবং যোগীন্দ্র শুকদেবকে, আর বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে কৃপা করিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই শুদ্ধ, নির্ম্মল, শোকরহিত অমৃত, পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি। সেই সর্ব্বসাক্ষী ভগবান্ বাসুদেবকে নমস্কার করি, যিনি কৃপা করিয়া ইহা মুমুক্ষু ব্রহ্মার নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। সেই ব্রহ্মরূপী যোগীন্দ্র মুনি শুকদেবকেও নমস্কার করি, যিনি সংসার-ও-সর্পদষ্ট বিষ্ণুরাত পরীক্ষিৎকে মুক্ত করিয়াছেন।

পুরাণ সকলের শ্লোকসংখ্যা নির্দ্দেশ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ে
দ্বাদশ স্কন্ধ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভাগবত সমাপ্ত।






Calcutta-33